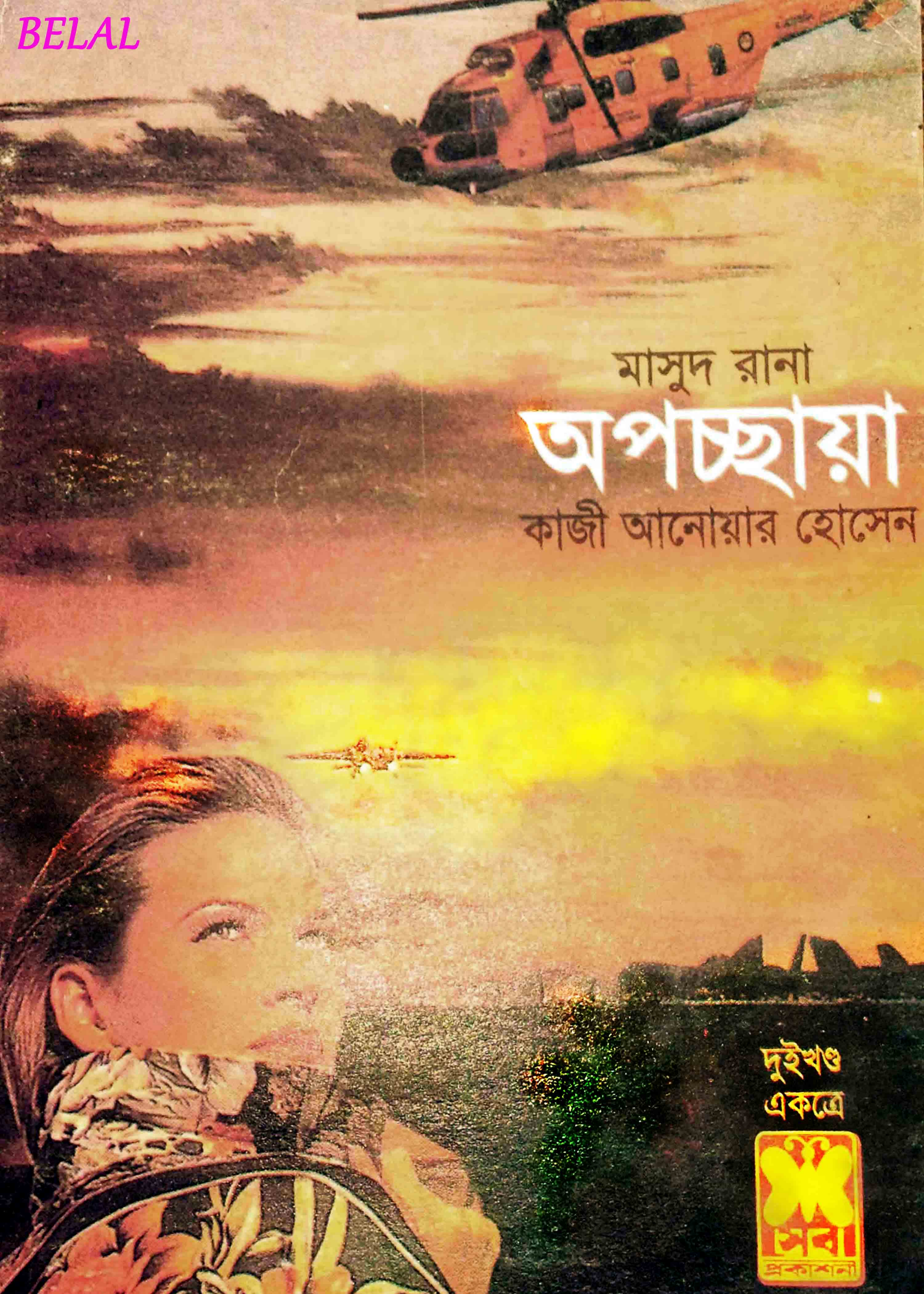

BELAL
মাসুদ রানা
অপচ্ছায়া
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুইখণ্ড
একত্রে
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অপচ্ছায়া

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো, 'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আমার দুর্ভাগ্য, এবার আমরা তোমার সাহায্য পেলাম না।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ওর মনে হচ্ছে: যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই ভাল। 'চলেই যখন যাচ্ছ, আর মাত্র একটা কথা শুনে যাও।' চুরুট ধরাতে ব্যস্ত লংফেলো, তাঁর হাত কাঁপছে লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল রানা। 'বড়ুয়া। তোমার নিজ হাতে গড়া সুব্রত বড়ুয়া।' 'হ্যাঁ,' বলল রানা। সুব্রতর সঙ্গে ওর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। আশ্রম থেকে তুলে এনে তাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল ও, তারপর রানা এজেন্সিতে চাকরি দিয়েছিল। 'তো কি হয়েছে?' 'রানা, খবরটা এভাবে দিতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি দুঃখিত,' বললেন লংফেলো। 'সুব্রতও খুন হয়েছে।'
এক নিমেষে পাথর হয়ে গেল রানা।

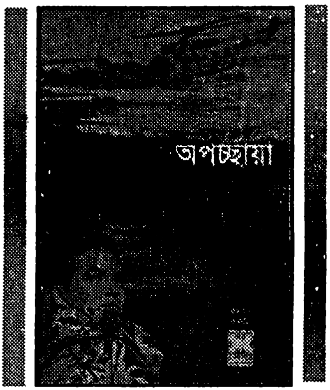
সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

অপচ্ছায়া

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7234-0

আটান্ন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
তন্ময় আচার্য

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
APACHCHHAYA
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

অপচ্ছায়া ১: ৫ ১০৫

অপচ্ছায়া-২: ১০৬

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-

২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চন্দ্রদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

অপচ্ছায়া–১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

ঠাণ্ডা অক্টোবরের এক বৃহস্পতিবার, ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ঠিক মাঝখানে, ফ্রাঙ্কফুর্টার নোভা হোটেলের সামনে, বিকেল চারটে বেজে বারো মিনিটে মৃত্যুর মুখোমুখি হলো সুব্রত বড়ুয়া। এক পলক আগে বড়ুয়া বুঝতে পারল মৃত্যুটা ঘটছে তার নিজেরই ভুলে।

কোল্ড ওঅর বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বহু শিক্ষানবিস স্পাইকে ট্রেনিং ও নির্দেশ দিয়েছে বড়ুয়া, পাখি পড়ানোর মত করে বলেছে, 'সারাক্ষণ সতর্ক থাকবে, তবে কাউকে বুঝতে দেবে না যে তুমি সতর্ক।' কিন্তু নিজের বেলায় দেখা গেল সতর্কতার অভাবই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

হপ্তার শুরু থেকে একটা কনভেনশন চলছে। কনভেনশন আর ট্রেড শো ফ্রাঙ্কফুর্টের নিত্যদিনের ঘটনা। লাউঞ্জ আর লবিতে গিজগিজ করছে লোকজন। বছরে একবার দেখা হয় এমন সব বন্ধুরা একত্রিত হয়েছে, সঙ্গে স্ত্রী কিংবা মিসট্রেস; এয়ারপোর্ট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। দশাসই এক মহিলা অভিযোগ করছেন তাঁর কামরায় কি কি সব থাকার কথা অথচ নেই, রিসেপশনিস্ট তরুণ ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে উত্তর দিতে গিয়ে ঘেমে যাচ্ছে, লক্ষ করছে মহিলার পিছনে প্রতি মুহূর্তে আরও লম্বা হচ্ছে লাইন।

বড়ুয়া এ-সব লক্ষ করল না, কারণ সে খুব ব্যস্ত। তার চারতলার কামরায় এইমাত্র যে ফোন কলটা পেয়েছে, সেটাকে ব্রেকথ্রু বলতে হবে। পাল্টা একটা কল করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ থামল সে। এখন যত তাড়াতাড়ি সোর্স-এর সঙ্গে দেখা করা যায় ততই তাড়াতাড়ি সাসেক্স-এ নিজের বাড়ি ও স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। একটু কম বয়েসে বিয়ে করেছে সে, দাম্পত্য জীবন সুখের হবার সেটাই বোধহয় কারণ। আজকাল বড়ুয়া ইংল্যাণ্ডের বাইরে বেশিদিন থাকতে পছন্দ করে না।

মেইন লবির ভিড় ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। মস্কোয় ১৯৯১-এর আগস্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণায়, সতর্ক থাকার দীর্ঘ কয়েক বছরের অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে বড়ুয়া।

সূর্য অস্ত গেছে, দ্রুত গাঢ় হচ্ছে ছায়া, হোটেলের গেটে উপস্থিত পোর্টারকে ইশারা করে পাশাপাশি দাঁড়ানো তিনটে ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিল সে। এক কি দু'সেকেণ্ড পর লাইনের প্রথম ট্যাক্সি স্টার্ট নিল, তবে ওপেলটা এগিয়ে এল সামনে। ছাই রঙা গাড়ি, গায়ে কাদা লেগে রয়েছে, লাইনের পিছনে লুকিয়ে ছিল।

সামনের ট্যাক্সিটা মাত্র সচল হয়েছে, সেটাকে পাশ কাটাল ওপেল। কাজটা করা হলো নিপুণ দক্ষতায়। ওপেলের ইনসাইড বাম্পার বড়ুয়ার নিতম্বে ধাক্কা মারল, ঘুরিয়ে দিল শরীরটা। তারপর এমনভাবে ঘুরে গেল ওপেল, ছুটন্ত গাড়ির পিছন দিককার সবটুকু ভার গায়ে লাগায় শূন্যে উঠে পড়ল বড়ুয়া, হাড়গোড় চুরমার হয়ে মারা গেল ফুটপাথে পড়ার আগেই। আশপাশে যারা ছিল সবাই ছিটকে সরে গেল দূরে।

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কয়েকটা জিনিস লক্ষ করেছে বড়ুয়া। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়ানো লোকটা মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে নাড়ল, তবে ট্যাক্সি বা বাস থামানোর জন্যে নয়। ওপেলের ড্রাইভারকে দেয়া সঙ্কেত ছিল ওটা। সে আরও লক্ষ করে, ওপেলের নম্বর প্লেটের সংখ্যাগুলোর ওপর কাদা লেপ্টে রয়েছে। তার শেষ চিন্তাটা ছিল, কী নিখুঁতভাবেই না সারা হচ্ছে কাজটা। সন্দেহ নেই এক্সপার্ট লোকদের কাজ।

ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলো সুব্রত বড়ুয়ার। অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো উপস্থিত ছিলেন।

ফিল্ডে বড়ুয়ার সাংকেতিক নাম ছিল টুইংক্‌ল্‌।

সুব্রত বড়ুয়া নিহত হবার ঠিক এক হপ্তা পর শীলা ম্যাকলিন বার্লিনের কার্ফুরাটানডাম হোটেলে নাম লেখাল। তার বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, আগে কখনও এই হোটেলে ওঠেনি, যদিও বার্লিন শহরটা খুব ভাল করে চেনে সে। কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিলে জানতে পারত গত কয়েক বছরে বার্লিনে সে বহুবার এসেছে। এবারও বিশ-বাইশ দিন হলো এ-শহরে রয়েছে সে। তবে বিভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার করছে, নাম ব্যবহার করছে পাঁচটা, সন্ধান পেতে হলে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হবে।

শীলা ম্যাকলিন একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী। নেভী ব্লু-র সঙ্গে সাদা ডোরাকাটা স্যুট পরে আছে সে, স্যুটটার মত হাতের ব্রিফকেসটাও অত্যন্ত দামী। পরে জানা যাবে বেল বয়কে ব্রীফকেসটা ছুঁতে দেয়নি সে, বেলবয় শুধু সুটকেস দুটো তার কামরায় তুলে দিয়ে আসে।

দারোয়ানের সঙ্গে শান্ত সুরে কথা বলে শীলা, জানায় হের হেলমুট মেসমার নামে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনি এলেই যেন তাকে জানানো হয়, এবং পাঠিয়ে দেয়া হয় ওপরে।

বেলবয়কে বকশিশ দেয় সে, তারপর ফোনে রুম সার্ভিসকে ডেকে কফি আর বিস্কিট চায়।

হের মেসমার আসেনি। এরপর শীলা সম্পর্কে শেষবার জানা গেল আতঙ্কিত চেম্বারমেইড তার কামরা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর, হাউসকীপারের নাম ধরে চিৎকার করছে। কি ঘটেছে শোনার পর হাউসকীপার খবর দিল ডেপুটি ম্যানেজারকে।

সর্বমোট দু'ঘণ্টার মত হোটেলটায় বাস করেছে শীলা। রাতের জন্যে বিছানায়

নতুন চাদর বিছাবে বলে কামরায় ঢুকে চেম্বারমেইড দেখে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানার ওপর পড়ে আছে সে, পরনে শুধু কালো সিল্ক আণ্ডারঅয়ার। মহিলা সুন্দরী, তার দেহ সৌষ্ঠব সত্যিই দেখার মত—দুঃখজনক অপচয়ই বলতে হবে, কারণ সে মারা গেছে।

হোটেলে খুন-খারাবি ব্যবসার জন্যে ক্ষতিকর। সে-কারণেই ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা হলো না। কর্মচারীরা এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি।

দু'দিন পরই শীলার লাশ ছেড়ে দিল পুলিস, আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে কবর দেয়া হলো তাকে। জেনিফার নেলসন, তার আসল নামে কবর দেয়া হলো। অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও ল্যাংলির অর্থাৎ সিআইএ-র দু'জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

শীলা/জেনিফারের মৃত্যু সম্পর্কে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারল না, তবে ল্যাংলির ফরেনসিক-এ কিছু বিশেষজ্ঞ আছেন, কোন গোলমাল থাকলে ধরে ফেলতে পারেন। তাঁরা সন্দেহ করলেন পুরানো একটা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, সাধারণত পঞ্চাশের দশকে ব্যবহার করা হত—সায়ানাইড পিস্তল।

সায়ানাইড ইনহেলেশন-এর মাধ্যমে মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারার কথা নয়, তবে ল্যাংলির বিশেষজ্ঞরা লাশের মগজ পরীক্ষা করে অতি সামান্য সায়ানাইড পেয়ে যাওয়ায় কৌশলটা ধরা পড়ে গেল।

ফিল্ডে জেনিফারের নাম ছিল সী গাল।

জেনিফারকে কবর দেয়ার তিন দিন পর বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই মাসুদ রানার সঙ্গে যোগাযোগ করল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। দিন কয়েক হলো ছুটি কাটাতে ইংল্যাণ্ডে এসেছে ও। লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মারভিন লংফেলো। বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। তাঁদের নাকি খুব বিপদ।

দুই

বয়সের বিস্তর পার্থক্য থাকায়, ব্যক্তি হিসেবে প্রিয় বলেও, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন মারভিন লংফেলো; তবে স্নেহ ছাড়াও ওর প্রতি তাঁর সমীহ ও শ্রদ্ধার ভাবও আছে, কারণটা শুধু এই নয় যে রানাকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি অ্যাডভাইজারের পদে অলংকৃত করা হয়েছে, আসল কারণ এসপিওনাজ জগতে [illegible] তথা রানার তুলনারহিত সাফল্য।

[illegible] সমস্ত কাজ ফেলে রানার জন্যে নিজের খাস চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন লংফেলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, হ্যাণ্ডশেকের

সময় হাসিমুখে কুশলাদি জানতে চাইলেন। তবে তিনি যে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন সেটা ধরা পড়ে গেল ওই হাসিতেই, বড় বেশি আড়ষ্ট।

রানাকে বসতে অনুরোধ করার পর তিনি তাঁর সুবন্ধু বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কথা জানতে চাইলেন। ইন্টারকমে আগেই প্রাইভেট সেক্রেটারি এলিজাবেথ কর্নওয়ালকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন অবস্থাতেই ওঁদেরকে বিরক্ত করা চলবে না। প্রথমে পারকোলেটর থেকে রানার জন্যে কাপে কফি ঢাললেন তিনি, তারপর নিজের জন্যে লম্বা একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন। রানার দৃষ্টি এড়াল না, পরিমাণে একটু বেশিই ঢাললেন। হাত চলছে, তারই ফাঁকে টুকটাক কথাও হচ্ছে। এ সময় জেনে নিলেন এই মুহূর্তে রানা ব্যস্ত কিনা। উত্তরে রানা জানাল, ছুটিতে আছে, তবে ইমার্জেন্সী দেখা দিলে যে-কোন মুহূর্তে বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে ডাক আসতে পারে।

তারপর এক সময় সব কথা শেষ হয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত কামরার ভেতর আর কোন শব্দ নেই।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। 'দেখা হলো, কুশল বিনিময় হলো, এবার তাহলে উঠি আমি, মি. লংফেলো?' এটা স্রেফ কৌতুক করার জন্যেই বলা, কারণ খুব ভাল করেই জানা আছে ওর, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় আলোচনা করার জন্যে ডাকা হয়েছে ওকে। তবে যে-কোন কারণেই হোক, প্রসঙ্গটা তুলতে ইতস্তত করছেন বিএসএস চীফ।

'উঠবে?' লংফেলো বিস্মিত। 'তোমার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে, রানা। আমরা সাংঘাতিক একটা বিপদে পড়েছি। তোমার সাহায্য দরকার আমাদের...'

একটা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'আপনারা বিপদে পড়লেই আমাদের সাহায্য চাইবেন, এটা কি ঠিক, মি. লংফেলো? আপনি ও আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমার বস্‌কে অনুরোধ করায় বিএসএস-এর উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করি আমি, মনে আছে তো? উপদেষ্টা হবার পর বিএসএস-এ যত দু'মুখো সাপ ছিল তাদের মধ্যে একজনকে বাদে বাকি সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি, নতুন একটা কাঠামোও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এর বেশি আর কি আশা করতে পারেন আপনারা? বিপদ তো নতুন কিছু নয়, এখন থেকে নিজেদের বিপদ নিজেরা সামলান।'

'জেমস বণ্ড অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, প্রথম সারির অল্প যে-ক'জন এজেন্ট আছে তারা হয় কেউ জরুরী অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে, ফিল্ড থেকে তুলে আনা সম্ভব নয়, নয়তো এই জটিল বিপদে নাক গলাতে সাহস পাচ্ছে না। তুমি যে রাজি হতে চাইবে না এ-কথা জানি বলেই প্রসঙ্গটা তুলতে ইতস্তত করছিলাম আমি, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা।'

'দুঃখিত,' জবাব দিল রানা। 'এক বছর পর এই প্রথম ছুটি পেয়েছি আমি, কারও অনুরোধে সেটা আমি মাটি করতে পারব না।'

'শীলা ম্যাকলিন, রানা,' মৃদুকণ্ঠে বললেন লংফেলো। 'তুমি তাকে চিনতে।'

'হ্যাঁ, চিনি,' বলল রানা। 'সিআইএ-র এজেন্ট। ভালই সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার।'

'ছিল,' বললেন লংফেলো। 'ভাল সম্পর্ক ছিল। শীলা মারা গেছে, রানা। খুন হয়েছে।'

বিস্মিত হলো রানা, দুঃখও পেল, তবে চেহারা আগের মতই নির্লিপ্ত। 'দুঃখজনক, সন্দেহ নেই। তবে এ-পেশায় এইই নিয়ম—আজ বেঁচে আছি, কে বলতে পারে কালও বেঁচে থাকব?'

'তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না কারা তাকে মারল?'

মনে মনে রেগে যাচ্ছে রানা। 'মি. লংফেলো, আপনি কৌশলে আমাকে জড়াতে চেষ্টা করছেন। প্লীজ, আমার কথা বাদ দিয়ে অন্য কারও কথা ভাবুন। সত্যি বলছি, এবার আমি আপনাদের কোন সাহায্যে আসব না।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লংফেলো। 'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আমার দুর্ভাগ্য।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই ভাল।

'চলেই যখন যাচ্ছ, আর মাত্র একটা কথা শুনে যাও।' চুরুট ধরাতে ব্যস্ত লংফেলো, তাঁর হাত কাঁপছে লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল রানা। 'বড়ুয়া। তোমার হাতে গড়া সুব্রত বড়ুয়া। অনেক বছর আগে। তুমিই তাকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে ঢুকিয়েছিলে।' চুরুট ধরানো শেষ, একবার মাত্র ধোঁয়া গিলে অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলেন সেটা। আর কিছু বলছেন না।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। ওর সঙ্গে সুব্রতর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। আশ্রম থেকে তুলে এনে তাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল ও, লেখাপড়া শিখিয়ে রানা এজেন্সিতে চাকরি দিয়েছিল। খুবই বুদ্ধিমান আর সৎ ছেলে। মাসুদদা বলতে অজ্ঞান। 'তো কি হয়েছে?'

'রানা, খবরটা এভাবে দিতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি দুঃখিত,' বললেন লংফেলো। 'সুব্রতও খুন হয়েছে।'

এক নিমেষে পাথর হয়ে গেল রানার চেহারা।

'তোমাকে একটু শ্যাম্পেন দিই?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিএসএস চীফ।

'প্লীজ।' ধীরে ধীরে আবার চেয়ারটায় বসল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকল। তারপর বলল, 'সব কথা বলুন আমাকে, মি. লংফেলো।'

'ওস-এর মৃত্যু হয়েছে উনিশশো নব্বুই সালের ত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে ছয়ই অক্টোবরের মধ্যে কোন এক সময়।' বিএসএস হেডকোয়ার্টারে সকালে ঢুকেছে রানা, এখন রাত। মাঝখানের বেশিরভাগ সময় রেকর্ডরূমে কাটিয়েছে ও। এই মুহূর্তে কথা বলছেন মারভিন লংফেলো, কামরায় ওরা দু'জন ছাড়াও রয়েছেন বিএসএস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বিল হ্যামারহেড ও সিআইএ-এর একজন এজেন্ট।

'যে হপ্তায় দুই জার্মানী এক হলো,' মৃদু কণ্ঠে যোগ করলেন হ্যামারহেড।

'মৃত্যু হয়েছে মানে,' বলে চলেছেন লংফেলো, 'স্রেফ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেছে। বলতে পারো, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমাদের তরফ থেকে বা আমাদের পার্টনার ল্যাংলির তরফ থেকে কোন নির্দেশ ছাড়াই। ব্যাপারটা এখন রুবিনা বারবিও জানে।'

লংফেলোর বাম দিকে বসে রয়েছে রুবিনা বারবি, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। রানা বসেছে ডান দিকে, আর হ্যামারহেড জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, রিজেন্ট পার্কের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'বলেছেন ব্যাপারটা এখন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনিশশো নব্বুইয়ের অক্টোবর, তারমানে দু'বছর পার হয়ে গেছে। এতদিন ব্যাপারটা ফেলে রাখা হলো কেন?' কথা বলার সময় রুবিনার দিকেও তাকাল রানা। 'কথাটা আমি শুধু বিএসএস-কে জিজ্ঞেস করছি না, সিআইএ-কেও করছি।'

'এরকম আরও বহু জিনিস ফেলে রাখা হয়েছে, রানা। বিভিন্ন কারণ। নব্বুইয়ের পর থেকে ইউরোপে অপারেশন চালানো সহজ কাজ ছিল না,' জবাব দিচ্ছেন লংফেলো। রানা ভাবছে, ভদ্রলোক রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। অথচ তাঁর যে অভিজ্ঞতা, সহজে বিচলিত হবার কথা নয়।

রুবিনা কিছু বলল না, শুধু চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল, এমনকি রানার দিকে একবার তাকালও না।

আধ ঘণ্টা আগে হ্যামারহেড তাঁর অফিসে মেয়েটার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেন। সংক্ষেপে একবার শুধু 'হাই' বলেছিল সে, করমর্দনের সময় রানার দিকে এমন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যেন পুরুষমানুষ মাত্রই নিকৃষ্ট প্রাণী, তবে কেউ কেউ নিকৃষ্টতর। রানার মনে হয়েছে, রুবিনার দৃষ্টিতে সে ওই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

লংফেলো বলে চলেছেন, 'ফাইলটা তো তুমি পড়েইছ, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে ডস ছিল আমাদের অত্যন্ত সফল একটা নেটওয়ার্ক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ডস যখন সাফল্যের মধ্যগগনে, সব মিলিয়ে অ্যাকটিভ এজেন্ট ছিল ত্রিশজন, তাদের মধ্যে দু'জন পুরানো কেজিবি হেডকোয়ার্টারে অনুপ্রবেশ করে। যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানেই মাথা গলিয়েছে ডস, আড়ি পেতেছে, ভুল তথ্য সরবরাহ করেছে, এবং কর্মকর্তা পর্যায়ের অন্তত তিনজন কেজিবি অফিসারকে ভাগিয়ে এনেছে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া থেকে, তারপর এমনকি পূর্ব জার্মানীর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এইচভিএ-তেও ঢুকে পড়েছিল।

সম্ভাব্য সব রকম অপারেশন চালিয়েছে ডস। ডসের ইতিহাস কোল্ড ওঅর-এর ইতিহাস। ডস যে-সব অস্ত্র বা পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, সন্দেহ নেই তার সবই জনপ্রিয় এসপিওনাজ ঔপন্যাসিকদের উপাদেয় মাল-মশলা হতে পারে। সিআইএ আর বিএসএস-এর যদি ক্ষমতা ও অধিকার থাকত, ডসের প্রতিটি সদস্যকে তারা পদক দিয়ে সম্মানিত করত। এখন আর কাউকে পাওয়া যাবে না।

'ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেছে বাতাসে,' বলে চলেছেন বিএসএস চীফ। 'তারপর অরিজিনাল কেস অফিসাররা যখন তাদের খোঁজ করতে বেরুল, ফিরে এল লাশ

হয়ে। একজন মারা গেল ফ্রাঙ্কফুর্টের এক হোটেলের সামনে, অপরজন ম্যাড্রিডের এক হোটেলের ভেতর। কেস দুটোর বিবরণ তুমি তো পড়েছ।'

'দু'জনকেই সেকেলে কৌশলে সরানো হয়েছে,' মন্তব্য করল রানা।

'এখন তো দেখছি সবই সেকেলে।' ক্লান্ত মনে হলো লংফেলোকে, যেন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তাঁর জগতে নতুন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। 'গোটা একটা নেটওয়ার্ক বিদেশের মাটিতে কর্পূরের মত উবে গেল, একে তুমি কি বলবে?'

'মি. লংফেলো, কেউ কি কোন মেসেজ দিতে চাইছে?'

'যেমন?' মাথা নিচু করে বসে থাকলেন লংফেলো, যেন ধ্যান করছেন, অন্যদের দেয়া তথ্য মাথার ভেতর সাজিয়ে জাদুবলে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন, যে ক্ষমতা একা শুধু তাঁরই আছে।

'এ-সব পদ্ধতি সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ব্যবহার করত, মি. লংফেলো। হিট-অ্যাণ্ড-রান অপারেশনে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। আর সায়ানাইড পিস্তল ব্যবহার করলে খরচ খুব বেশি পড়ে, মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায়। কেউ কি বলতে চাইছে, তারা এখনও শেষ হয়ে বা হেরে যায়নি?'

'হ্যাঁ, এটা একটা মেসেজ হতে পারে।' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন লংফেলো। 'কিন্তু মোটিভটা কি?'

'প্রতিশোধ, মি. লংফেলো?' রানা যেন ভদ্রলোককে প্ররোচিত করতে চাইছে।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লংফেলো, বললেন আজকাল পূর্ব ইউরোপে প্রতিশোধ আর পাল্টা প্রতিশোধের প্রতিযোগিতা খুব জোরেশোরে চলছে। 'সে-কারণেই আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে। ওপরমহল থেকে আমাকে বলা হয়েছে, সিআইএ কমপক্ষে আরও দশ বছর ইউরোপে পুরোপুরি অপারেশনাল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিএসএস-কেও তাই থাকতে হবে। সেজন্যেই ডসকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি আমি। আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে ওদের জন্যে আমরা নতুন টার্গেট নির্ধারণ করেছি— পলিটিকাল, ইকোনমিক, প্যারা-মিলিটারি, টেরোরিস্ট।'

এক অর্থে, ভাবল রানা, পরিস্থিতিটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়কার মত। বিভিন্ন সিক্রেট এজেন্সি তখন লুকিয়ে থাকা নাৎসী অপরাধীদের খুঁজে বেড়াত। এখন তারা খুঁজছে গোঁড়া কমিউনিস্টদের। সবাই জানে, এ-সব কমিউনিস্টরা তাদের আমলের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে কাজ করছে। এদের সংখ্যা লাখ লাখ, কিংবা হয়তো কোটি কোটি, মার্ক্স্ ও লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত, এককালে সীমাহীন ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে; এখন পদ ও পদবী হারিয়ে অক্ষম ও অসহায়, না আছে রাজনৈতিক আশ্রয় না কর্তৃত্ব। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে এদেরকে নিয়ে কত রকম কথাই না ছড়াচ্ছে। গঠিত হয়েছে মার্কসিস্ট টেরোরিস্ট গ্রুপ, গোপনে ক্যাডার তৈরি করে গণতান্ত্রিক সরকারের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের।

'তোমাদের দু'জনের কাজ এখন ওখানে গিয়ে সুব্রত আর শীলার পায়ের ছাপ অনুসরণ করা…'

'জেনিফার, স্যার।' মনে হলো যেন দিবাস্বপ্ন থেকে এইমাত্র জেগে উঠল রুবিনা, কারণটা জেট ল্যাগ-ও হতে পারে। 'জেনিফার নেলসন। সে আমার পুরানো কলিগ ও বন্ধু ছিল। কেউ মারা গেলে তাকে তার আসল নামেই ডাকা উচিত।'

'হ্যাঁ, জেনিফার।' তরুণীর দিকে তাকালেন বিএসএস চীফ, ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে। 'ঠিক যেমন সুব্রত বড়ুয়া আমাদের একজন পুরানো বন্ধু ও কলিগ ছিলেন। শোক সিআইএ-র একচেটিয়া কোন ব্যাপার নয়।'

'সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আমাদেরকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলবে, স্যার,' কথাগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল রুবিনা, যেন অনেক কষ্টে সে তার রাগ দমন করে রাখল।

'দৃঢ়তার কোন অভাব আমাদের নেই। তবে আশা করি তুমি আবার ইমোশন্যালি ইনভলভড হয়ে পড়বে না। গোলক ধাঁধায় ঢুকে অবশিষ্ট ডস সদস্যদের খুঁজে বের করতে হলে ভাবাবেগ বর্জিত ঠাণ্ডা মাথা দরকার।'

কি যেন বলতে গিয়ে মুখ খুলে আবার সেটা বন্ধ করে ফেলল রুবিনা। তার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ একটু হাসলেন লংফেলো।

বললেন, 'এসো, কাজ শুরু করি। কিছুক্ষণ শার্লক হোমসের ভূমিকা নেয়া যাক। দেখা যাক কি কি তথ্য আমাদের হাতে আছে। তারপর বিবেচনা করা যাক সুব্রত ওরফে টুইংকল আর জেনিফার ওরফে সী গাল কি ভুল করেছে। এ-সব ভাল করে বুঝতে পারলে তোমরা সাবধান হবার সুযোগ পাবে।'

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, গায়ের কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখলেন চেয়ারের পিঠে, শার্টের আস্তিন দুটো গুটিয়ে প্রায় কনুইয়ের কাছে তুলে ফেললেন। হ্যামারহেডের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস লিজাকে ডেকে কফি আর স্যাণ্ডউইচ দিতে বলো, প্লীজ। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে আমাদের।' রুবিনার দিকে তাকালেন একবার। 'তুমিও কোট খুলে আরাম করে বসো, রুবিনা।' ক্ষীণ হেসে যেন কৌতুক করলেন তিনি— 'তিন অক্ষরের নাম আমার বিশেষ পছন্দ নয়। তোমার বন্ধুরা কি তোমাকে এই একটা নামেই ডাকে?'

ওয়েস্টকোট আর কোট খোলার পর দেখা গেল তার দেহের গড়ন সত্যি আকর্ষণীয়। 'বন্ধুরা আমাকে রুবা বলে ডাকে।' মুচকি একটু হাসল সে।

হাসির জবাব দিলেন না লংফেলো, রানা দেখল তাঁর ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠেছে।

'রুবিনা বারবি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মেয়েটা,' রুবিনার রু, আর বারবির বা।'

'ও।'

লিজা কফি আর স্যাণ্ডউইচ দিয়ে চলে যাবার পর ডেস্কের আরও কাছাকাছি চেয়ার টেনে বসল ওরা, দেখে মনে হবে গোপন শলা-পরামর্শ করছে। কামরার বাকি সব আলো নিভিয়ে দিয়ে জ্বেলে রাখা হয়েছে শুধু ডেস্কের টেবিল ল্যাম্পটা। ডেস্কের ওপর, সামনে একগাদা কাগজ-পত্র ঠেলে দিলেন লংফেলো।

ছ'ঘণ্টা ধরে টুইংকল আর সী গালের শেষ দিনগুলোর বিবরণ পড়ল আর তা

নিয়ে আলোচনা করল ওরা।

সেপ্টেম্বরের শেষ হপ্তা থেকে মারা যাবার আগে পর্যন্ত দুই কেস অফিসার পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। শুধু পরস্পরের সঙ্গে নয়, হোম রেস-এর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত। হোম বেস হলো অক্সফোর্ডশায়ার-এ, একটা জয়েন্ট ফ্যাসিলিটি। ইলেকট্রনিক জাদু, দেখতে শর্ট-ওয়েভ ট্র্যান্সসিভারের মত, আকারে ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে বড় নয়, ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সীতে কাজ করে। প্রতিটি টেলিফোন কল, সানশাইন-এর কাছে পাঠানো সমস্ত রিপোর্ট—সানশাইন মানে হোম বেস—সবই মনিটর করা হয়েছে। ট্র্যান্সক্রিপ্টগুলো এখন আলগা পাতার তিন ইঞ্চি মোটা একটা বইয়ের মত দেখতে হয়েছে।

ওরা যেন গোপন একটা ডায়েরী পড়ছে। টুইংকল আর সী গাল পরস্পরের হাতের লেখা ভালভাবে চিনত। টেলিফোনের খোলা লাইনে উচ্চারিত একটি মাত্র শব্দকে ট্র্যান্সক্রাইব করা যেতে পারে স্পষ্ট নির্দেশ বা তথ্য হিসেবে, আবার বারোটা শব্দের একটা বাক্য থেকে বের করে আনা যেতে পারে অসংখ্য তথ্য। নিজেদের আলাদা শর্টহ্যাণ্ড ছিল ওদের, ডসের টপোগ্রাফী সম্পর্কে জ্ঞান তো ছিলই—লেটার বক্স, সেফ হাউস, ব্যক্তিগত সঙ্কেত—ওরা সচল এনসাইক্লোপেডিয়া ছিল বললে ভুল হবে না।

দু'জন অফিসারই প্রতিটি জায়গা কাভার করেছে, যে-সব জায়গায় অতীতে ডসের সঙ্গে কাজ করেছে ওরা—হামবুর্গ, স্টুটগার্ট, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিক ও বার্লিন।

দু'বার ওরা চুপিসারে, আলাদাভাবে, সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যায়। ওখানে দেখা করে জুরিখের এক সেফ হাউসে। কথা বলার সময় ট্র্যান্সসিভার অন করে রেখেছিল।

জুরিখের ওই সেফ হাউসটা চেনে রানা।

পড়া ও আলোচনার সময় আরও অনেক বিবরণ প্রকাশ পাচ্ছে। ডসের ত্রিশজন সদস্যর মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র দশজন। ছ'জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, ছ'জন নিখোঁজ—ধারণা করা হচ্ছে বেঁচে নেই—বাকি আটজন, টুইংকল আর সী গাল জানতে পেরেছে, মারা গেছে দুর্ঘটনায়—সাজানো দুর্ঘটনায়।

ইউরোপে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট দশজন ডস সদস্য কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে, টুইংকল আর সী গাল সেই চিহ্ন ধরে তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, সে-সব চিহ্ন কখনও স্পষ্ট মনে হয়েছে আবার কখনও অস্পষ্ট। টেলিফোনে কথা বলে বা সুইটজারল্যাণ্ডে দু'বার দেখা করে এই দশজন এজেন্টদের বিষয়ে আলাপ করার সময় শুধু তাদের ফিল্ড নেম উচ্চারণ করছে ওরা—স্যাফায়ার, বিসেন, ডোনের, বার্গ, উর্সট, বাখ, কার্বন, ডাব, অ্যানেক্সিয়া ও সোন। এগুলো এজেন্টদের 'ওয়ার্ক নেম'। বিএসএস হেডকোয়ার্টারে, মারভিন লংফেলোর অফিসে বসে আলোচনা করার সময়, ওদের আসল নামগুলোও প্রকাশ করা হলো, প্রত্যেকের আসল পরিচয় জানার জন্যে। জটিলতার এখানেই শেষ নয়, কারণ ট্র্যান্সক্রাইব করা কিছু কিছু ফোনের আলাপে তাদের সেট 'স্ট্রীট নেম'-ও ব্যবহার করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে ডোনের-এর খুব কাছাকাছি পৌছে যায় বড়ুয়া। আর জেনিফারের

রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে কার্বনকে একবার দেখতে পায় সে, কিন্তু তারপরই হারিয়ে ফেলে।

তবে সত্যিকার তৎপরতা শুরু হয় কেস অফিসাররা মারা যাবার কাছাকাছি সময়ে। ফ্রাঙ্কফুর্টার নোভা হোটেলের সামনে ওপেলের ধাক্কায় বড়ুয়া মারা যাবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে নিজের কামরায় একটা ফোন কল পায় সে।

'আপনি কি অধিকারী বলছেন?' ফোনে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। ট্র্যান্সক্রাইবার থেকে জানা গেল কণ্ঠস্বরটা পুরুষের, বাচন ভঙ্গিতে টান আছে।

'কোন অধিকারীকে চাইছেন আপনি?'

'নিখিল অধিকারী। মিরাকল মাউন্টেন সফটওয়্যার-এর মি. নিখিল অধিকারীকে :

'বলছি।'

'আমি নেকটার। মার্কাস নেকটার।'

ইতিমধ্যে যদিও ওরা জানে, তবু লংফেলো ব্যাখ্যা করলেন—ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কলার জোহান হার্টল-এর আইডেনটিফিকেশন কোড ব্যবহার করছিল, তার ডস কোড হলো ডাব। 'মিরাকল মাউন্টেন সফটওয়্যার-এর মি. নিখিল অধিকারী', এই সিকোয়েন্সটা স্পষ্ট। 'একা শুধু হার্টল এই সিকোয়েন্স ব্যবহার করতে পারে,' শান্ত সুরে বললেন লংফেলো। 'আমাদের ভয়েস প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরাও বলছেন গলার আওয়াজ হার্টলেরই। কিন্তু তবু যদি লোকটা হার্টল না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে হার্টলের কাছ থেকে সিকোয়েন্সটা কেউ আদায় করে নিয়েছে। হার্টল একজন বিজ্ঞানী, ইস্ট জার্মানদের সঙ্গে ড্রাগস, মাইণ্ড কন্ট্রোল ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছে।'

ট্র্যান্সক্রীপ্ট-এর পাতায় চোখ রেখে দেখা গেল, মার্কাস নেকটার, যার আসল পরিচয় জোহান হার্টল, ডসের সদস্যরা যাকে ডাব হিসেবে চেনে, খুব জরুরী একটা প্রয়োজনে নিখিল অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। স্থানীয় এক কুখ্যাত ব্রথেল-এর ঠিকানা দেয় সে, বলে ওখানে কার্বন-এর সঙ্গে দেখা হবে।

ট্র্যান্সক্রীপ্ট-এ দেখা যাচ্ছে এরপর বড়ুয়া সানশাইনকে ফোন করে। 'এটা ছিল তার সতর্কতা,' বললেন লংফেলো। 'এ থেকে বড়ুয়ার কাজের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট্ট ইলেকট্রনিকে ইনকামিং কল রেকর্ড না-ও হয়ে থাকতে পারে, এ-কথা ভেবে কি ঘটছে হোম বেসকে জানিয়ে দেয় সে। ''ডাব-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে'', ফোনে জানায় সে, তারপর সময় ও ঠিকানাটা দিয়ে বলে, ''দা মঙ্ক-এ কার্বন-এর সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে''। দা মঙ্ক হলো ব্রথেলটার নাম।'

এটাই ছিল সুব্রত বড়ুয়ার ওরফে নিখিল অধিকারী ওরফে টুইংকলের সর্বশেষ রিপোর্ট। এরপর হোটেলটা থেকে বেরিয়ে আসে সে, ওপেলের ধাক্কা খেয়ে মারা যায়।

ট্র্যান্সক্রীপ্টে একই ধরনের কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, যে-সব ঘটনা শীলা ম্যাকলিন ওরফে জেনিফার নেলসন ওরফে সী গালকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

টুইংকলের সঙ্গে সুইটজারল্যাণ্ডে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সময় সিদ্ধান্ত হয় সী গাল বার্লিনে যাবে, কারণ ইতিমধ্যেই সে জানিয়েছে ওখানে তার সঙ্গে কার্বন-এর দেখা হয়েছে। 'চার্ট দেখে তোমরা জেনেছ,' বললেন লংফেলো, 'কার্বন একজন বুলগেরিয়ান। মেয়েটা উনিশশো ঊনআশি সালে ডসে যোগ দেয়, তখন তার বয়েস ছিল মাত্র আঠারো। কেজিবি তাকে বুলগেরিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস থেকে নিয়ে এসে চাকরি দেয়। বুলগেরিয়ান ইন্টেলিজেন্স আর কেজিবি-র মধ্যে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করত সে। আমরা তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিই।' সামান্য হাসির রেখা ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'বলা উচিত সিআইএ কেনে, উনিশশো বিরাশি সালে। একটা সম্পদই বলতে হবে। রাশিয়ানদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, আর স্বদেশের তখনকার শাসকগোষ্ঠী ছিল তার দু'চোখের বিষ। সে-ই সবার চেয়ে বেশি তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে আমাদের। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, শেখার আগ্রহও প্রবল। আমেরিকানরা তাকে দু'হপ্তার একটা ট্রেনিং দেয়। আমার বিশ্বাস, রুবা, সিআইএ সম্ভবত তাকে "এ ক্লাস অ্যাক্ট" শ্রেণীতে ফেলে। এটাই বোধহয় তোমাদের সবেচেয়ে বড় প্রশংসা বা সম্মান।'

'জ্বী।'

'এই প্যাসেজটা পড়লে জানতে পারবে তোমাদের জেনিফার ভেবেছিল কার্বন যদি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, বিখ্যাত ও নিরাপদ একটা জায়গায় বেরুতে হবে তাকে। বড়ুয়া আর জেনিফার সিদ্ধান্ত নেয়, জেনিফার নিজেকে প্রকাশ করবে কেমপি-তে।'

কেমপি মানে বার্লিনের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ব্রিস্টল হোটেল কেমপিনস্কি। বলা হয়, জার্মানীর ভাগ্য ও ভূত-ভবিষ্যৎ সব সময় কেমপিনস্কিতেই নির্ধারিত হয়েছে।

'তার আসল নাম?' ডস সদস্যদের তালিকার ওপর ঝোঁকার সময় চোখ দুটো সরু হয়ে গেল রানার।

'মার্থা টটিনি।'

'সুন্দর নাম,' বিড়বিড় করল রানা। 'উচ্চারণটা বোধহয় তটিনীও হতে পারে।'

'তোমার তাই ধারণা, সুন্দর?' রুবা এমন ভাবে নাক কোঁচকাল, নামটা যেন তার ঘৃণার উদ্রেক করছে।

'নদী নামটা ভাল নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাদের ভাষায় তটিনী মানে হলো নদী।'

'এই যে এখানে।' ট্র্যান্সক্রীপ্ট-এর কয়েকটা পাতা উল্টে একটার ওপর আঙুলের গিঁট ঠুকলেন লংফেলো। 'ব্রিস্টল কেমপিনস্কিতে সী গালের কাছে আসা ইনকামিং কলগুলো।'

প্রথম কয়েকটা সরাসরি সানশাইনের সঙ্গে যোগাযোগ। তার মধ্যে একটায় দেখা যাচ্ছে সানশাইন কন্ট্রোলার টুইংকলের মৃত্যু সংবাদ দেয়ায় কাঁদ-কাঁদ গলায় কথা বলছে সী গাল। আরও কয়েকটা কলের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, সানশাইনের সঙ্গে সী গালের কথা হয়েছে, আবার সী গালের সঙ্গে বুস্টারের। বুস্টার হলেন, লংফেলো ব্যাখ্যা করলেন, ল্যাংলিতে জেনিফারের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলার।

'মার্টিন ডে রসো,' বলল রুবা। 'তিনি আমারও কন্ট্রোলার। তারপর কি ঘটল, স্যার?'

'সী গাল মারা যাবার আগের দিন,' বলে আরেকটা পাতা ওল্টালেন লংফেলো, 'বিকেল তিনটে ছাব্বিশ মিনিটে জেনিফার একটা ফোন কল পায়। রিসিভার তোলে সে। ওরা কি আলাপ করে শোনো—।'

"হ্যালো?"

"আমি কি ভ্যানেসার সঙ্গে কথা বলতে পারি?" নোটে লেখা রয়েছে নারীকণ্ঠ, সামান্য টান সহ জার্মান ভাষায় কথা বলছে।

"আপনি ভ্যানেসাকে চান?"

"ফ্রাউলিন ভ্যানেসা পিনোকি।"

"হ্যাঁ, কি ব্যাপার?"

"গুডফন গিলডা।"

"দুঃখিত। আপনি কি কোন কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করেন?"

"হ্যাঁ। আগেও আমাদের দেখা হয়েছে, ফ্রাউলিন ভ্যানেসা পিনোকি। আমি হের মেসমারের হয়ে কাজ করি। হের হেলমুট মাস্টার ফেলাইন। আপনার মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ, আবছা মত মনে পড়ছে। দুঃখিত। তবে, হ্যাঁ, হের মেসমারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি খুব অস্থির হয়ে আছি।"

"তিনিও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে তিনি খুব ব্যস্ত। সেজন্যেই কেমপিতে আসতে চাইছেন না। তিনি কেমন মানুষ আপনি তো জানেনেই, ফ্রাউলিন ভ্যানেসা পিনোকি।"

"হ্যাঁ। তাহলে কোথায় তিনি দেখা করতে চান?"

"বলছেন, কাল বিকেলে। এই তিনটের দিকে হোটেল কার্ফুটানানডামে।" মেয়েটা ঠিকানা জানাল।

"ওখানে আমি থাকব। তাঁকে বলবেন ডেস্কে যেন আমার খোঁজ করেন।"

"আপনার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভাল লাগল, ফ্রাউলিন ভ্যানেসা পিনোকি।"

'নির্ভুল সিকোয়েন্স?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবই নির্ভুল। ভয়েস অ্যানালিস্টরা বলছে, মেয়েটা অবশ্যই কার্বন, মানে, মার্থা টটিনি। হের মেসমার ফেলাইন আসলে আইডেনটিফায়ার। সিকোয়েন্সের সবটুকুই নির্ভুল।'

'আর হের মেসমার…?'

'হের মেসমার বলে কেউ নেই। সামনাসামনি দেখা করার জন্যে কার্বন জায়গা নির্বাচন করবে। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সব সময় তাকেই দেয়া হয়েছে। নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করতে তার জুড়ি নেই। যাই হোক, খবরটা সঙ্গে সঙ্গে সানশাইনকে জানিয়ে দেয় সী গাল।'

'আর তার ট্র্যান্সসিভার?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা অন করা ছিল না, যখন

সে…'

'দুটো কল। দুটোই যুক্তরাষ্ট্রে।' লগের দিকে আঙুল তাক করলেন লংফেলো। 'তারপর যেন হঠাৎ ওটার বোতাম টিপে বন্ধ করে দেয় সে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এরকম করার কথা নয়।'

'ঘরে তার কোন প্রেমিক…?'

'ধারণাটা সবার মাথাতেই এসেছে, কিন্তু কোন প্রমাণ নেই।'

'তার প্রেমিক থাকে ওয়াশিংটনে,' বলল রুবা। বেশ কিছুক্ষণ একদম চুপ করে ছিল সে। 'তবে আর কারও সঙ্গে যদি তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে থাকে…না, জেনিফার সে-ধরনের মেয়ে ছিল না। তার চরিত্র খুব ভাল ছিল।'

'তবে কেউ যখন তাকে সায়ানাইড পিস্তল দিয়ে খুন করে, সে-সময় তার পরনে ছিল শুধু একটা আণ্ডারওয়্যার।' ঠোঁট কামড়াল রানা। 'ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি? কিংবা অদ্ভুত কিছু চোখে পড়েনি?'

মাথা নাড়লেন লংফেলো। 'রহস্যময়, তাই না? যাই হোক, ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে জানতে হবে ঠিক কি ঘটেছিল।' চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেললেন। 'আমি অনুরোধ করব, আজ রাতের মধ্যেই সব কিছু তোমরা মুখস্থ করে নেবে। এজেন্টদের কোড নেম, স্ট্রীট নেম, সমস্ত সিকোয়েন্স, ওয়ার্ড কোডস, বডি ল্যাংগুয়েজ, সেফ হাউস, লেটার বক্স, স্ট্রীট রঁদেভো। প্রতিটি তথ্য।'

'এত জটিল আর সংখ্যায় এত বেশি…,' প্রতিবাদের সুরে শুরু করল রুবা।

'জানি,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন বিএসএস চীফ, 'তোমাদের ওপর খুব বেশি বোঝা চাপানো হচ্ছে, তবে আমাদের পেশায় এটাই বাস্তবতা। যতদূর বলা যায়, ডসের সাবেক দশজন এজেন্ট বাইরে রয়েছে, আর তাদের মধ্যে দু'জন—মার্থা টটিনি ওরফে কার্বন ও মার্কাস নেকটার ওরফে ডাব দূষিত বর্জ্যও হতে পারে।' দম নিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি, 'যা যা করা দরকার সব করা হয়েছে। স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে নির্দিষ্ট সময়ে ব্রডকাস্ট করা হয়েছে। ডস যোগাযোগের জন্যে ব্যবহার করত এমন দুটো ম্যাগাজিনেও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। তুমি, রানা, নতুন টুইংকল। আর তুমি, রুবা, নতুন সী গাল। আমরা সবাই আজ রাতে এখানে তোমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করব, তবে আমি আশা করব কাল রাতেই প্লেনে চড়ে বার্লিনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে তোমরা।'

'ব্যাক-আপ, মি. লংফেলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। এরইমধ্যে তলপেটে উত্তেজনা আর ভয়ের শিরশিরে ভাব অনুভব করছে ও।

'স্পাই হিসেবে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, মাই বয়,' গম্ভীর সুরে বললেন বিএসএস চীফ। 'আমি চাই চোখ-কান খোলা রেখে চলবে তোমরা, চিন্তা করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, খুঁজে বের করবে কেন ও কিভাবে তোমাদের বন্ধুরা মারা গেল। এই কাজটার জন্যে একমাত্র তোমাদেরকেই উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে আমার। আমি জানি ভয় পাচ্ছ না তোমরা।'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। আর রুবা হ্যাঁ বলার আগে একবার ঢোক গিলল, যদিও উচ্চারণ করার সময় গলায় এক সেকেণ্ডের জন্যে আটকে গেল শব্দটা

তিন

বার্লিন এয়ারপোর্টের পাসপোর্ট ও কাস্টমস কন্ট্রোল থেকে বেরুতেই রানা বুঝতে পারল ওর পিছু নেয়া হয়েছে। হিথরো থেকে শেষ বিকেলের ফ্লাইটে পৌচেছে ও, রুবা আসছে সন্ধের ফ্লাইটে। প্রথমদর্শনে মনে হলো, শেষ বার এখানে আসার পর শহরটা খুব কমই বদলেছে। যে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেছে তাতে শুধু দু'খণ্ড ভূমি জোড়া লাগেনি, গোটা একটা জাতির হৃদয় ও মন নতুন করে এক হয়েছে। বার্লিন এয়ারপোর্টে জার্মানদের নিয়ম-শৃঙ্খলা আগে যেমন দেখা গেছে এবারও তার মধ্যে কোন ত্রুটি চোখে পড়ল না।

বার্লিন শহরের কথা যদি ধরা হয়, সেই পাঁচিলটা এখন আর নেই, দুটো শহর এক হয়ে গেছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ পেয়ে মানুষ সুখী ও উদ্যমী হয়ে উঠেছে, একটু খেয়াল করলেই তা চোখে পড়বে। তবে বাঁক ঘুরে রানার ট্যাক্সি 'কু'ডাম'-এ ঢোকার পর সম্পূর্ণ অন্য একটা দৃশ্য দেখা গেল। আগেকার দিনে, দুই শহর যখন এক হয়নি, কু'ডাম-এর ফুটপাথে দামী পোশাক পরা সচ্ছল নাগরিক, সামরিক অফিসার আর ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখা যেত। এখন লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে। সচ্ছল বার্লিন-বাসীরা এখনও দামী ফার কোট গায়ে দিয়ে ঝলমলে দোকানে ভিড় করছে। কিন্তু তাদের পাশাপাশি আরও লোক হেঁটে যাচ্ছে—বিষণ্ন চেহারা, গায়ে ময়লা কোট, পায়ে ছেঁড়া জুতো, চেহারা দেখে বোঝা যায় শুধু দুস্থ নয়, ঈর্ষায় কাতরও। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারল না রানা, ওকে ভাবতে হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে পিছু নেয়া ফেউটাকে কিভাবে খসানো যায়।

এয়ারপোর্টে বিশেষভাবে সতর্ক ছিল রানা। তার একটা কারণ গত চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। ওর যে পেশা, তাতে শারীরিক ক্লান্তি ইন্দ্রিয়গুলোকে আরও সজাগ করে তোলে। ক্লান্তির কারণে মারাত্মক কোন ভুল করে বসতে পারে, যেন এই ভয়ে বেশি খাটিয়ে নেয়া হয় ইনটিউশনকে; অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করার জন্যে চোখ আর কান অতি মাত্রায় সতর্ক থাকে।

টার্মিনালের মেইন লবিতে বেরিয়ে আসার পর সম্ভাব্য ফেউ হিসেবে দু'জনকে সন্দেহ করে রানা। ইনফরমেশন বুদের সামনে এক লোক এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার চেহারার সঙ্গে ছুঁচোর মিল আছে, মুখে বসন্তের দাগ, তেমন লম্বা নয়, তবে মোটাসোটা। তার চোখ দুটো সারাক্ষণ অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, লবিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রানাকেও এক পলক দেখে নিল। মেয়েটাকে মনে হলো সতর্ক ও নার্ভাস।

রানার মনে হলো, লোকটার সঙ্গে মেয়েটার কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। দু'জনের হাবভাবই বলে দেয়, সম্প্রতি পরিচয় বা দেখা হয়েছে ওদের, জোড়া হিসেবে এখনও আড়ষ্ট ভাবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে ওর ইনটিউশন বলছে, বড় একটা

টীমের অংশ ওরা। সাধারণ ক্রিমিনালও হতে পারে—পকেটমার—তবে সম্ভাবনা কম। যেভাবে কথা বলছে, দাঁড়িয়ে আছে, নড়াচড়া করছে—রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে অনেকটাই মেলে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়েছে রানা, লেদার কোট পরা লম্বা এক লোককে দেখতে পেল। ফুটপাথের নিচে রাস্তার কিনারায় পায়চারি করছে, যেন কোন প্যাসেঞ্জারকে নিতে এসে অপেক্ষা করছে। লোকটার হাতে গোল পাকানো একটা খবরের কাগজ, সেটা দিয়ে বারবার বাড়ি মারছে উরুতে, ধৈর্য হারানোর লক্ষণ।

রানার মনে পড়ে গেল গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে সুব্রত। মাথা থেকে হ্যাট তুলে ওপেলের ড্রাইভারকে সংকেত দিয়েছিল এক লোক। লোকটা সেরকম কোন সংকেত দেয় কিনা লক্ষ রাখল ও।

একটা করে ট্যাক্সি আসছে, লাইনের সামনের লোকটা বা লোকগুলো উঠে পড়ছে তাতে। এভাবে তিনটে ট্যাক্সি চলে যাবার পর লোকটা টার্মিনালে ঢুকে পড়ল। এক সেকেণ্ড পরই ইনফরমেশন বুদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা একা বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের লাইনে দাঁড়াল। রানা ভাবল, অতি সতর্ক মন নিরীহ লোকজনকেও সন্দেহ করে, ওর বেলায়ও সম্ভবত তাই ঘটছে। এই মুহূর্তে লাইনের প্রথম রয়েছে ও। একটা ট্যাক্সি এসে থামল সামনে। ভেতরে ঢুকে ড্রাইভারকে কেমপিতে যেতে বলল। এই সময় নড়াচড়াটা ওর চোখে ধরা পড়ে গেল। মেয়েটার সামনে লাইনে আরও দু'জন লোক রয়েছে। ডান হাতটা উঁচু করল সে যেন সস্তাদরের ব্যাগটা দিয়ে মুখ ঢাকতে চায়, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভুরু মুছল। এটা একটা বডি লাংগুয়েজ, ওয়াচারদের খুব প্রিয়।

ব্রিস্টল কেমপিনস্কির দিকে এগোচ্ছে ট্যাক্সি, নড়াচড়া না করে উইং মিররে চোখ রাখল রানা। মাইল খানেক পেরিয়ে আসার পর সার্ভেইল্যান্স ভেহিকেলটাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো। মেরুন রঙের ফোক্সওয়াগেন গোলফ। ড্রাইভার ছাড়াও একজন আরোহী বসে আছে। রানার ট্যাক্সির পিছনে অনেক গাড়ি, গোলফ কখনও সেগুলোর পিছনে মুখ লুকাল আবার কখনও বেরিয়ে এল। বারবার এগিয়ে আসা আর পিছিয়ে যাওয়া দেখে রানা ধারণা করল লোকগুলো দক্ষ পেশাদার নয়, তবে ও কোথায় যায় সেটা দেখার খুব ইচ্ছে।

হোটেলে পৌঁছে গোলফকে আর দেখতে পেল না রানা, তবে ইতিমধ্যে আরোহীদের জানা হয়ে গেছে কোথায় উঠছে ও। অন্য কোন সময় হলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ইন্টার-কন্টিনেন্টাল বা হিলটনে যেতে বলত, ওখান থেকে ফেউকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে পারত কেমপিতে। কিন্তু বিএসএস চীফ বলে দিয়েছেন, খেলাটা প্রকাশ্যে খেলতে হবে। 'গোপনীয়তা রক্ষা করার সমস্ত কৌশল ব্যবহার করেছে বড়ুয়া আর জেনিফার, তাসত্ত্বেও ওদেরকে চিনতে বা মেরে ফেলতে সফল হয়নি,' বলেছেন তিনি। 'কাজেই ওদের চোখে ধরা দাও তোমরা, তাদের পাহারায় যা-ই হোক।'

'আমাদের পিঠ বাঁচানোর জন্যে কেউ থাকবে?' জিজ্ঞেস করেছে রানা।

'যদি থাকেও, তোমরা তাদের দেখতে পাবে না,' জবাব দিয়েছেন লংফেলো। তারমানে হলো ব্যাক-আপ যদি থাকে ইতিমধ্যেই তারা জানে কোথায় ওরা ঘাঁটি গাড়ছে। লংফেলো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ঘটনাস্থলে যারা আছে তারা সব রকম সতর্কতা প্রচার করেছে, ফলে ডসের পুরানো সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় তারা জানবে কাকে তাদের খুঁজতে হবে। ব্যাখ্যা করার সময় থমথম করছিল তাঁর চেহারা। কারণটাও স্পষ্ট—দৈনিক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য মাধ্যমে যে সতর্কতা প্রচার করা হয়েছে তা শুধু ডসের সদস্যরাই জানবে না, ডস নেটওয়র্কটাকে যারা নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে তারাও হয়তো জানবে, তাদের পরিচয় যা-ই হোক।

রুবা ও রানা দু'জনেই মাথা ঘামিয়েছে, কারা তারা? বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ার আগে ডস-রহস্য কেউ ফাঁস করে দিয়েছিল, এখন নতুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে মেরে সবাইকে সাফ করে ফেল? কিংবা ডস সদস্যদের মধ্যে অসন্তুষ্ট কেউ ছিল, প্রতিশোধ নিচ্ছে? ডসের সবচেয়ে স্বাভাবিক শত্রু কে?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর সবাই আন্দাজ করতে পারে, লংফেলোও তাই করেছেন—কার্লোস ভিনেগাল, পূর্ব জার্মানীর সাবেক ইন্টেলিজেন্স এইচভিএ-র চীফ। কলিগদের কাছে আরও একটা নামে পরিচিত তিনি— জেফ্যার। জেফ্যার মানে ডেঞ্জার—বিপদ। কিন্তু ভিনেগাল আত্মসমর্পণ করেছেন, এই আশায় যে বার্ধক্যের কারণে তাঁর ওপর হয়তো প্রতিশোধ নেয়া হবে না।

ডস-এর শত্রু হিসেবে এরপরই লংফেলো ভিনেগালের ডেপুটির নাম উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, 'কেউ তাঁর কথা লেখে না। খবরের কাগজগুলো যেন তাঁর অস্তিত্বের কথা ভুলেই গেছে। কি কারণে কে জানে সব সম্পাদকই তালিকা থেকে কিছু লোকের নাম বাদ দেন।' পুরানো শাসক সম্প্রদায়ের আরও অনেকের মত তিনিও নিখোঁজ রয়েছেন।

মার্ক হেইডেগার, রানা ভাবছে। এসপিওনাজ জগতে শোনা গেছে, কার্লোস ভিনেগাল নামে মাত্র কর্তা ছিলেন, ফ্যানাটিকাল হেইডেগারই এইচভিএ পরিচালনা করতেন। বার্লিনে জন্ম হলেও, জন্মসূত্রে তিনি বর্ণসঙ্কর— মা রাশিয়ান, বাবা জার্মান। কলিগরা তাঁরও একটা নাম দিয়েছিল—গিফট। ইংরেজিতে গিফট মানে পুরস্কার হলেও, জার্মান ভাষায় শব্দটার মানে বিষ। ছোটবেলায় রাশিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জন্মস্থান জার্মানীতে ফিরে আসেন।

জেফ্যার অর্থাৎ ডেঞ্জারের যেমন ভাল কোন ফটো পাওয়া যায়নি, তেমনি গিফট অর্থাৎ পয়জনের চেহারারও কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। বিপদ ও বিষ সম্পর্কে শুধু নানা ধরনের গুজবই শুনতে পাওয়া গেছে, তা-ও বেশিরভাগ পরস্পরবিরোধী।

হেইডেগার মস্কোর কমিউনিস্টদের কাছে ট্রেনিং পেয়েছেন, খোদ স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মার্ক্স ও লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষা নিলেও, শোনা যায় তাঁদের মন্ত্রের সারাংশ থেকে তিনি নিজের একটা মন্ত্রও আবিষ্কার করেন।

তাঁর ফাইলটা পড়া আছে রানার। ছেলেবেলায় হেইডেগার বয়ঃবৃদ্ধ স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর কান্টজেভো ভিলায় অনেকদিন ছিলেন। বাড়িটা বিশাল, নিচতলায় হুবহু

একই রকম দেখতে ফার্নিচার দিয়ে সাজানো অনেকগুলো কামরা ছিল, বেডরুম আর সিটিংরুমকে একটা করে ইউনিট ধরা হত। বুড়ো বয়েসে ওখানে বসে কারও চোখের চাহনি খারাপ লাগলে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন স্ট্যালিন। এমন কি শুধু যদি মনে হত যে ওই লোকটা তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করতে পারে, তারও রেহাই ছিল না। জোসেফ স্ট্যালিন, লেনিনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, ক্ষমতায় আসার পর নতুন ধরনের বিভীষিকার জন্ম দেন।

ফাইলে লেখা আছে প্রিয় সিরিজ টারজান দেখছেন স্ট্যালিন, একই ছবি বারবার, সেই সঙ্গে তুচ্ছ বিষয়ে অনর্গল বকবক করে চলেছেন ভীতিকর মানুষটা, পাশে বসে আছে বাচ্চা হেইডেগার। আরও বলা হয়েছে, বাচ্চাটার শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন স্ট্যালিন, শিখিয়েছেন ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

ফাইলে আরও আছে ছেলেবেলায় হেইডেগার কেজিবি চীফ বেরিয়ারও খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। বেরিয়ার একটা প্রিয় খেলা ছিল রাস্তা থেকে ভাল কাপড় পরা ও সুন্দরী স্কুল-ছাত্রীদের লোক পাঠিয়ে ধরে আনা। কচি বয়েসের এই সব মেয়েগুলোকে নিয়ে নিজের এমন সব যৌন বিকৃতি চরিতার্থ করতেন যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ফাইলের ফুটনোটে বলা হয়েছে, বেরিয়ার এ-ধরনের বিকৃতি পরবর্তী কালে হেইডেগারের মধ্যেও দেখা গেছে। আর স্ট্যালিনের অসুরসুলভ স্বভাবও তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেন। এখন যদি এমন হয় যে মার্ক হেইডেগার ওরফে গিফট অর্থাৎ বিষ কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন, এবং টার্গেট প্র্যাকটিস করছেন ডসের ওপর?

বিলাসবহুল কেমপিতে ঢোকার সময় চিন্তিত দেখাল রানাকে। ঢোকার মুখেই দু'পাশে রঙিন মাছ ভরা পানির ট্যাঙ্ক, ঠিক আগেরবার যেমন দেখেছে রানা। 'গুড ডে, হের রবিন। আবার আপনাকে ফিরতে দেখে ভাল লাগছে, হের রবিন। স্যুইট দুশো সাত, হের রবিন। যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয়...' আন্তরিক হাসির সঙ্গে খুশি করার সেই পুরানো কৌশলও বদলায়নি।

সুটকেস খুলল রানা, কাপড়চোপড় খুলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। বাথরুমের দরজা খোলা রেখেছে, স্যুইটের দরজা দেখা যাচ্ছে আয়নায়। গোসল সারার পর কেম্পি আলখেল্লা জড়াল গায়ে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল নরম বিছানায়। বার্লিনে পৌঁছেই টেলিফোন কোড-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করবে রুবা। তার আগে পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

ব্রীফকেসের ফলস বটমে ভরে লুকিয়ে আনা নাইনএমএম এএসপি অটোমেটিকটা বালিশের তলায় রয়েছে। ঘুম যাতে না আসে সেজন্যে খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে। গোটা ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে আরেকবার ভাবতে চেষ্টা করল ও।

প্রথমে ভাবল রুবার কথা। ইতিমধ্যে দু'জন যথেষ্ট সময় একসঙ্গে কাটিয়েছে, [illegible] বিএসএস চীফের উপস্থিতিতে। সময়টা, কেটেছেও শুধু ডকুমেন্ট নিয়ে আলোচনায়। কাজেই মেয়েটাকে ভালভাবে চিনতে এবং তার সান্নিধ্যে অভ্যস্ত

হতে আরও কিছু সময় দরকার হবে ওর। সব জানি, সব বুঝি, এরকম একটা ভাব আছে তার মধ্যে। নির্লিপ্ত হতে জানে, আবার বিনয়ী ও মধুর হতেও পারে। নিজের মেধার ওপর বড় বেশি আস্থা, এটা একটা সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। মেধা ও ভাল ট্রেনিং ছাড়াও ফিল্ড আরও অনেক কিছু দাবি করে, মেয়েটাকে এটা উপলব্ধি করাতে বেশ খাটতে হবে ওকে। বইয়ে লেখা কৌশল ভালই মুখস্থ করেছে সে, নিজেকে রক্ষার জন্যে বোধহয় তা যথেষ্টও। কিন্তু শুধু বই পড়া বিদ্যা নিয়ে কেউ যদি ফ্যান্টাসী জগতে বাস করে, সঙ্গীর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে তার জুড়ি নেই। বিশেষ করে জেনিফার অর্থাৎ সী গালের মৃত্যু রুবা সম্পর্কে ওর মনে আরও বেশি সংশয় সৃষ্টি করেছে।

লণ্ডন ত্যাগ করার আগে এ-ব্যাপারে বিএসএস চীফ লংফেলোর সঙ্গেও আড়ালে আলাপ করেছে রানা। ভদ্রলোকের অস্বস্তি গোপন থাকেনি। 'সিআইএ আর কাউকে দিতে পারল না। প্রয়োজনে তুমি তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ো, রানা।'

'মেয়েটা ডেস্কে কাজ করেছে, তাই না, মি. লংফেলো? ফিল্ডে এই প্রথম?'

'বোধহয়। আমাদের মতই সিআইএ-তেও ওরা আবার সব নতুন করে সাজাচ্ছে, তুমি তো জানোই। ফিল্ডে সত্যিকার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে নতুন নতুন এজেন্টদের পাঠাচ্ছে ওরা।'

'কিন্তু বেসামরিক বিমানের একজন পাইলটকে নিশ্চয়ই আপনি জেট ফাইটার দিয়ে শত্রু এলাকায় পাঠাবেন না?'

'অন্তত আমেরিকানরা তাই করছে, রানা। লিডার তো তুমিই, ও তোমার নির্দেশ মেনে চলবে।'

রুবা সমস্যা বাদ দিয়ে বড়ুয়া আর জেনিফারের কথা ভাবল রানা।

ডসের কেস অফিসাররা দু'জনেই মারা গেল নেটওয়ার্কের তথাকথিত বিশ্বস্ত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর। বিজ্ঞানী জোহান হার্টল ওরফে ডাব-এর ফোন পেয়ে সুব্রত বড়ুয়া ওরফে টুইংকল হোটেল থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলল একটা ওপেল।

জোহান হার্টল-এর ভয়েস প্রিন্ট পরীক্ষা করা হয়েছে, অন্যান্য অ্যানালিটিকাল এভিডেন্স পরখ করা হয়েছে। গ্রাফ-এ দেখা গেছে কলার হার্টলই ছিল। তারমানে উপসংহার টানতে হয় এভাবে—বড়ুয়ার মৃত্যুর জন্য জোহান হার্টলই দায়ী। তবে তাকে ব্যবহার করাও হয়ে থাকতে পারে।

শীলা ম্যাকলিন ওরফে জেনিফার নেলসন ওরফে সী গালকেও একইভাবে মারা হয়েছে। তার বেলায় দায়ী মার্থা টর্টিনি ওরফে কার্বন। এক্ষেত্রেও ভয়েস প্রিন্ট থেকে জানা গেছে কলার ছিল কার্বনই। টর্টিনির ফোন কল পেয়ে হোটেল বদলের সিদ্ধান্ত নেয় জেনিফার, জানত না পুরানো কৌশলে ওখানে তাকে মেরে ফেলা হবে। কৌশলটা এতই পুরানো, শেষবার কেজিবি পশ্চিম জার্মানীতে দুটো টার্গেটের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল ১৯৫৮-৯ সালে।

সে ঘটনায় আততায়ী ছিল এক তরুণ—এই কাজের জন্য কেজিবি তাকে

বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দিয়েছিল। তার নাম ছিল পয়টর স্টেলস্কি। কাজটা করা হয় অদ্ভুতদর্শন এক পিস্তলের সাহায্যে—আসলে একটা টিউব, এক মাথায় ট্রিগার মেকানিজম ছিল। তিন ভাগে ভাগ করা টিউবটা ছিল সাত ইঞ্চি লম্বা। প্রথম অংশে ট্রিগার ও ফায়ারিং পিন, মাঝখানের অংশে পাউডার চার্জ, ওই পাউডার চার্জই জ্বলে উঠে তৃতীয় অংশের গ্লাস ফাইল ভেঙে ফেলে। ফাইলে ছিল ফাইভ সিসি হাইড্রো-সায়ানাইড।

ফায়ার করা হয় ভিক্টিমের মুখ যখন মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে, মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ, সায়ানাইডের কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। আততায়ীর কাছেও একটা পিল ছিল, আরও ছিল গ্লাস ক্যাপসুলে ভরা একটা অ্যান্টিডোট। খুনীর জন্যে প্রয়োজন ছিল দাঁতের মাঝখানে ফেলে ক্যাপসুলটা ফাটিয়ে দেয়া, আর সায়ানাইড ফায়ার করার মুহূর্তে শ্বাস টেনে ফুসফুসে অ্যান্টিডোট গ্রহণ করা। পদ্ধতিটা দু'বার ব্যবহার করা হয়, সোভিয়েত বিরোধী ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনালিস্ট যারা জার্মানীতে বসবাস করছিল তাদের বিরুদ্ধে। প্রথম খুনটা সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায়নি, মারা যান কেভ গ্রোসেন। প্রবাসী ইউক্রেনিয়ানদের জন্যে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। উনিশশো আটান্ন সালে, দশই অক্টোবর কেভ গ্রোসেন তাঁর অফিসে যাচ্ছিলেন, এই সময় তাঁকে খুন করে পয়টর স্টেলস্কি। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে বলা হয় গ্রোসেন মারা গেছেন করোনারি অবস্ট্রাকশন-এর কারণে। কারও সন্দেহ হয়নি এটা খুন।

পরের বছর স্টেলস্কি একই পদ্ধতি ব্যবহার করে ইউক্রেনের দেশত্যাগী নেতা হ্যারি কোলট্রেনকে মারার জন্যে। তবে এবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে মগজে বিষ ছিল বলে জানানো হয়। কেজিবি তাকে খুন করতে বাধ্য করেছে, এই দাবি করে আমেরিকানদের কাছে ধরা দেয় স্টেলস্কি। লঘু দণ্ড দেয়া হবে, সম্ভবত এই আশ্বাস পেয়েই আত্মসমর্পণ করে সে। বিচারের সময় মিডিয়ায় খুব হৈ-চৈ তোলা হয়। তবে মাত্র আট বছর জেল হয় তার। জেল থেকে বেরিয়ে এসে জার্মানীতেই কোথাও বসবাস করছে সে, বেশ সুখেই আছে।

তারপর আর সায়ানাইড পিস্তল ব্যবহার করার কোন ঘটনা ঘটেনি, ব্যতিক্রম শুধু জেনিফার ওরফে সী গাল।

সন্দেহ নেই মার্থা টটিনিই মৃত্যুর জায়গায় টেনে আনে জেনিফারকে। তবে পোস্ট মর্টেম ও ফরেনসিক রিপোর্টে জেনিফারের শরীরে অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হেটেলের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া অবস্থায় মারা গেছে সে, পরনে ছিল শুধু একটা আণ্ডারঅয়্যার। তার ওই অবস্থায় তোলা ফটো দেখে মনে হয়েছে, সঙ্গমে লিপ্ত হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। মৃত্যুর পর তাকে ওই অবস্থায় রাখা হয়েছে, এরকম বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

ব্যাপারটা যেন এরকম—খুব দামী কয়েকটা বিস্কিট আর দু'কাপ কফি খেয়ে একজন লাভারকে ঘরে ঢোকায় জেনিফার, লোকটা বা মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হবার প্রস্তুতি নেয়া, তারপরই বাষ্পের মত সায়ানাইডের খুদে একটা মেঘ নাক দিয়ে টেনে নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এঞ্জেলো ও রানা দু'জনেই জেনিফারের ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করেছে

রুবাকে, কারণ রুবার কথা অনুযায়ী জেনিফার তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল।

'তুমি বলেছ তার একজন প্রেমিক আছে ওয়াশিংটনে।'

'হ্যা। জেনিফার আর আমি নিজেদের কোন কথাই গোপন করতাম না।'

'শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা হত? নিষিদ্ধ তথ্য বিনিময় হত না?'

'না! কি বলছেন!' ভুরু কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করল রুবা, যেন তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। 'জেনিফার ফার্স্ট ক্লাস অফিসার ছিল। তাকে আমি নিষিদ্ধ কোন প্রশ্ন করিনি, এ নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করতাম।'

'তার লাভার সম্পর্কে বলো,' বললেন লংফেলো।

'সে একজন লইয়ার। এজেন্সি তাকেও মাঝেমধ্যে ব্যবহার করে। ব্যাপারটা তার জন্যে বিরাট একটা আঘাত। আমি তো বলব, খবরটা শুনে তার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'নাম?' রানার প্রশ্ন।

সামান্য ইতস্তত করে রুবা বলল, 'ফিলিপস। জন ফিলিপস। ডেভিড, ফিলিপস অ্যাণ্ড ফ্রে—ডিসি-র অত্যন্ত পুরানো একটা ল অফিস। আগেই বলেছি, অফিসটার সঙ্গে এজেন্সির সম্পর্ক আছে।'

'তুমি বলেছ জেনিফার অত্যন্ত সৎ চরিত্রের মেয়ে ছিল।'

'সম্পূর্ণ।'

'তুমি নিশ্চিত?'

আবার একটু ইতস্তত করল রুবা। 'হ্যাঁ। আমার শুধু মনে আছে...'

'কি?'

'ছোট্ট একটা বিচ্যুতি। সম্ভবত বছর দুয়েক আগের ঘটনা। এক হোটেলে বসে লাঞ্চ খাচ্ছি...হ্যাঁ, বোধহয় ঊননব্বুই সালের কথা, কথাটা বলল আমাকে। বলল, সামান্য হলেও তার চরিত্রে একটা দাগ পড়েছে। সেদিন তার মন এত খারাপ ছিল যে কি বলব। আসলে বিয়ের জন্যে পাগল ছিল সে। নিঃসন্দেহে বলা যায় ফিলিপসের সঙ্গে তার বিয়ে হতে যাচ্ছিল। সে আমাকে বলল...মানে যে-শব্দগুলো সে ব্যবহার করল...'

'কি বলল সে তোমাকে?'

'সে বলল...আমি বিবেকের দংশন অনুভব করছি। নিজেকে আমার অপবিত্র লাগছে।'

'একবার পদস্খলন ঘটায় নিজেকে তার অপবিত্র লাগে?'

মাথা ঝাঁকাল রুবা। 'সে এমনকি ফিলিপসকে বলতেও চেয়েছিল। আমি তাকে বারণ করি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলেন লংফেলো। রানা জানতে চাইল, 'ঘটনাটা কি ওয়াশিংটন ডিসিতে ঘটেছিল?'

'সবে মাত্র ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছে তখন সে। বোধহয় ডস্-এর কাজ থেকে।'

লংফেলোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা।

'তাহলে বিচ্যুতিটা ঘটে ইউরোপে?'

'ও, হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'রুবা, কথাটা তুমি আরও আগে কেন বলোনি?'

'কারণ এরকম ঘটনা মাত্র একবার ঘটেছে। ছোট্ট একটা ভুল, প্রথম ও শেষবার। তাছাড়া, অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল বেচারি।'

'এটা আবার সে-ধরনের বিচ্যুতি নয় তো যে স্বীকার করা হয় মাত্র একবার, অথচ দেখা যায় বন্ধুদের সবার সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে? অনেক মেয়েই মনে করে কাজ যেহেতু একটাই, বহুলোকের সঙ্গে করলেও ওটাকে একমাত্র বিচ্যুতি বলে মনে করা যেতে পারে।'

'দ্যাট'স অফেনসিভ, মেজর রানা। আমার কাছে সাঙ্ঘাতিক অপমানকর মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে, রুবা, আমি দুঃখিত, তবে আমাদের জানতে হবে...'

'ও আমাকে বলেছিল এ-ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটবে না।'

'আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলে?'

'অবশ্যই!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রুবা।

'রুবা,' শান্ত সুরে বলল রানা, 'নিশ্চিতভাবে তুমি জানো না। তা জানা সম্ভব নয়।'

'জেনিফার অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন...'

'প্রয়োজনের সঙ্গে আত্মমর্যাদার খুব একটা সম্পর্ক নেই, রুবা। এ-ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি তুমি কখনও হয়েছ? আমি সেক্স-এর কথা বোঝাতে চাইছি না।'

'আমি যদি বলি কোন কাজ আর করব না, তাহলে অবশ্যই করব না। জেনিফারও সেরকম মেয়ে ছিল।'

'সে কি তার সেই লাভারের নাম বলেছিল তোমাকে?'

'পুরো নাম বলেনি। হেলমুট বা বার্ক, এই ধরনের কিছু হবে, আমার মনে নেই। লোকটা জার্মান।'

'ওহ্, মাই গড!' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। রুবা যে অনভিজ্ঞ তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকায় এই মেয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে ভেবে ভয়টা আরও বেড়ে গেল ওর।

কিন্তু জেনিফারের অভিজ্ঞতা তো কম ছিল না। এই খেলার সবচেয়ে পুরানো ফাঁদে পা দেবে সে? তার ব্যাপারটা যা-ই হোক, রুবাকে নিয়েও কম চিন্তিত নয় রানা। আত্মমর্যাদা সম্পর্কে তার ধারণা ওকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মানুষকে সে অন্ধের মত বিশ্বাস করে, এটাও একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে।

বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল রানা, নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভাবল ওর মৃত্যুও কি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসবে, ব্যবহার করা হবে পুরানো কোন পদ্ধতি? প্রেমিকাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে যাচ্ছে, এই সময় যদি মরণ হয়, তারচেয়ে খারাপ আর কি ঘটতে পারে?

কাপড়চোপড় পরল রানা। ক্ষুরের মত ধারাল ভাঁজঅলা স্ল্যাকস। একটা টার্নবিল অ্যাণ্ড অ্যাসার শার্ট, সঙ্গে রয়্যাল নেভি টাই। একটা ব্লেজার, নিচে এএসপিটা লুকানো থাকলেও ফোলা ভাবটুকু অনুপস্থিত। ওর ডান নিতম্বের পেছনে ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে গোঁজা রয়েছে ওটা।

ইতিমধ্যে রুবার পৌঁছে যাবার কথা। সে যোগাযোগ করার পরপরই নিচে নেমে ডিনার খাবে রানা। কেম্পির বীফ ওয়েলিংটন অত্যন্ত সুস্বাদু।

আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে রানা, টাই ঠিক করছে, ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো?' রুবাকে আশা করছে রানা, কোড সিকোয়েন্সের জন্যে মনে মনে তৈরি।

'রানা?'

'ইয়েস?' রানা বিস্মিত, কারণ জোসেফ আলবিনোকে চাওয়ার কথা রুবার।

'আমি দু'শো দুই নম্বরে। তুমি বরং তাড়াতাড়ি চলে এসো এখানে।'

'ঘটলটা কি?'

যদি কোন বিপত্তি ঘটে থাকে রুবা অন্তত 'বিশেষ' শব্দটা ব্যবহার করবে। তা না করে সে বলল, 'তুমি স্রেফ সোজা চলে এসো। ব্যাপারটা জরুরী।'

তার গলায় কোন উত্থান-পতন নেই, ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। অটোমেটিকটা একবার ছুঁয়ে নিয়ে স্যুইট থেকে বেরিয়ে এল রানা, করিডর ধরে এগিয়ে এসে দু'শো দু'নম্বরের দরজায় নক করল।

'খোলা আছে,' ভেতর থেকে বলল রুবা, কবাট ঠেলে খুলে ফেলল রানা। 'এক মিনিটও লাগবে না, রানা।' আধ খোলা বাথরুমের ভেতর থেকে গলাটা সামান্য একটু চড়াল সে।

তারপর, পায়ের ধাক্কায় স্যুইটের দরজা রানা বন্ধ করা মাত্র বাথরুমের দরজায় বেরিয়ে এল রুবা, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। তার পিছনে একজন লোক, রুবার গলাটা এক হাতে পেঁচিয়ে রেখেছে।

বেশ লম্বা লোক, বয়েস ষাটের কাছাকাছি, ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল মাথায়। মোটা লেন্সের চশমা চোখে, দাড়ি কামায়নি, দেখে মনে হলো ব্রাউন রঙের বেঢপ স্যুটটা পরেই ঘুমিয়েছিল, এত বেশি ঢোলা সেটা যেন হঠাৎ করে সাঙ্ঘাতিক কমে গেছে তার ওজন।

রুবাকে ঢাল-এর মত ব্যবহার করছে লোকটা, তার অপর হাতে একটা কুৎসিতদর্শন আইএমএম ডেজার্ট ঈগল অটোমেটিক—ফরটিফোর ম্যাগনাম ভ্যারাইটি, মনে হলো রানার।

'মাফ করবেন,' বলল লোকটা, লেন্স মোটা হওয়ায় বিশাল দেখাচ্ছে তার চোখ জোড়া। 'আমার ধারণা আপনি নতুন টুইংকল।'

'কি বলতে চান বোঝা গেল না। মেয়েটাকে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? হাতে ওরকম একটা জিনিস থাকলে শান্তিতে আলাপ করা যায় না।'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই।' বাচনভঙ্গি শুনে মনে হবে লোকটা মিউনিকের, যদিও নিশ্চিত হতে পারল না রানা।

'আমরা সবাই তাই চাই।'

'তাহলে বসুন আপনি, প্লীজ।' ডেজার্ট ঈগলের চোখ একটা চেয়ারের দিকে ঘুরে গেল। চোখ খারাপ হোক বা না হোক, অস্ত্রটা সে ব্যবহার করতে জানে।

চেয়ারে বসল রানা, ডান হাতটা রাখল চেয়ারের পিছনে।

'আচ্ছা।' রুবাকে ঘুরিয়ে রানার দিকে মুখ করাল লোকটা। 'আচ্ছা, আপনিই তাহলে নতুন টুইংকল, তাই না? আর ইনি নতুন সী গাল?'

'ওকে তুমি কি বলেছ, মাই ডিয়ার?' জোর করে হাসল রানা।

'কিচ্ছু না।' মাথা নাড়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো রুবা, লোকটা তার ঘাড়ে ডেজার্ট ঈগল খুব জোরে চেপে ধরেছে।

'আমি বলি কি,' ডান হাতটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের পিছনে ঝুলিয়ে দিল রানা, এএসপির বাঁট ছুঁতে চায়। 'আমি বলি কি, আপনি নিজের পরিচয় দিন, তারপর হয়তো কিছু গোপন তথ্য বিনিময় করা যেতে পারে।'

মনে হলো প্রস্তাবটা বিবেচনা করছে লোকটা, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলে আবার সেটা বন্ধ করল।

'ঠিক আছে।' হাসছে রানা। জ্যাকেটের তলায় লুকানো অস্ত্রটা ছুঁলো। 'পরিবেশটা আরও সহজ করে দিই। আমিই বরং বলি আপনি কে। ঠিক আছে?'

লোকটার পেশীতে একটু যেন ঢিল পড়ল।

'আপনি একজন ডাক্তার, মাইণ্ড কন্ট্রোল আর ড্রাগস নিয়ে কাজ করেন। আপনার নাম জোহান হার্টল, মাঝে মধ্যে মার্কাস নেকটার নামটাও ব্যবহার করেন, কোড নেম ডাব। আমি আরও মনে করি, আমার এক স্নেহভাজন ব্যক্তির মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী। আপনি তাকে টুইংকল হিসেবে চিনতেন, ঠিক?'

লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে চেয়ার থেকে লাফ দিল রানা।

চার

এএসপির বাঁটে আঙুলগুলো চেপে বসছে, এই সময় লাফ দিল রানা, একটু তির্যক ভঙ্গিতে; রুবাকে ধরে রাখা অবস্থায় ওর দিকে পিস্তল ঘোরাতে লোকটা যাতে খানিকটা অসুবিধের মধ্যে পড়ে।

লাফ দেয়ার পর রানা তখনও শূন্যে, হাতে বেরিয়ে এল এএসপি, তবে একান্ত প্রয়োজনে একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করতে চায় ওটা। জোহান হার্টলকে জীবিত দরকার ওর, কথা বলাতে হবে। তাছাড়া, গুলির শব্দ হলে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিসকে খবর দেবে। কেমপিতে অস্ত্রবাজি একদম পছন্দ করবে না জার্মান পুলিস। আর জার্মান ইন্টেলিজেন্স বিএনডি যদি জানতে পারে তাদের দেশের ভেতর বিদেশী স্পাইরা তৎপর, খেপে একবারে আগুন হয়ে যাবে। দুই জার্মানী এক হবার পর এ-সব ব্যাপারে বিএনডি খুবই স্পর্শকাতর।

একটু ডান দিক ঘেঁষে লাফ দিয়েছে রানা, বাম পা ভাঁজ হবার পর ঝট করে সোজা হলো—লোকটার পিস্তল ধরা হাতে লাগল ওটার গোড়ালি। হাড় ভাঙার আওয়াজ পেল রানা, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরুল রুবার গলা থেকেও, যেন একটা বোবা মেয়ে গোঁ-গোঁ করছে। ডেজার্ট ঈগল ছিটকে পড়েছে কার্পেটের ওপর।

রুবাকে ছেড়ে দিয়ে আহত হাতটা অপর হাতে চেপে ধরেছে লোকটা, কাতরাচ্ছে ব্যথায়। বাঁ পায়ের ধাক্কায় ডেজার্ট ঈগলকে কামরার এক কোণে সরিয়ে দিল রানা, হার্টলের টাই আর শার্টের কলার গলার সঙ্গে এত জোরে চেপে ধরল যে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল চোখ দুটো। 'রুবা, পিস্তলটা তোলো! দরজা লাগিয়ে বসো ওখানটায়।' চোখের ইশারায় দরজার কাছাকাছি চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। ওর ভঙ্গি আর গলার আওয়াজ শুনে মনে হবে একটা কুকুরকে হুকুম করছে। হার্টলের গা থেকে ঘাম আর রসুনের গন্ধ আসছে। তাকে ঘোরাল রানা, ঠেলে এনে বসিয়ে দিল নিজের চেয়ারটায়।

হার্টল এখনও গোঁঙাচ্ছে, চেপে ধরে আছে আহত হাতটা, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে ঘন ঘন। রানার চোখে আগুন জ্বলছে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল সে, 'ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন!' কর্কশ, বেসুরো গলা। 'মেরে ফেলুন আমাকে। সেজন্যেই তো এখানে এসেছেন আপনারা।'

রানার গলা শান্ত, 'কেন ভাবছেন আপনাকে আমি মেরে ফেলব?'

'কেন? আমাকে বোকা ভাববেন না, মি.···আপনাকে আমি টুইংকল বলেছি, তাই না? যতক্ষণ না আসল নামটা জানতে পারছি···'

'টুইংকলেই চলবে, তবে ওটা মুখে আনতে সমস্যা থাকলে আমাকে আপনি রানা বলতে পারেন। সমস্যা বোধহয় আছে, কারণ টুইংকল নামের এক লোকের মৃত্যুর জন্যে আপনি দায়ী।'

'কেন বলছেন···?'

একটা চেয়ার টেনে হার্টলের মুখোমুখি বসল রানা। 'শুনুন, হার্টল, ভায়োলেন্সে আপনি অভ্যস্ত নন, ঠিক কিনা? আপনি এমন একজন স্পাই যে শুধু তার মেধা ব্যবহার করে। আপনার হাতে অস্ত্র দেখে সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হার্টল। 'মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে কি না করে।'

'আপনাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই,' বলল রানা। 'শুধু আপনাকে নয়, ডসের সবাইকে আমরা জীবিত দেখতে চাই। আপনার অরিজিন্যাল কন্ট্রোলাররা, টুইংকল আর সী গাল মারা গেছে। জানেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল হার্টল।

'ঠিক আছে। ওদের বদলে লণ্ডন আর ওয়াশিংটন থেকে আমরা দু'জন এসেছি, টুইংকল আর সী গাল হিসেবে। আপনাকে আমাদের দরকার। আপনাদের সবাইকে আমাদের দরকার।'

'তাহলে আপনাদের লোকজন আমাদের মেরে সাফ করে ফেলছে কেন?' খানিকটা হলেও হার্টল যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। 'প্রতিবার একজন

করে, সেই যে সবাইকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিল কার্বন, তারপর থেকেই। এক এক করে আমাদেরকে আপনারা খুঁজে বের করছেন, আর মেরে ফেলছেন। ঠিক আছে, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। সবই তো শেষ হয়ে গেছে, কাজেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলুন।'

'আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বেসুরো গলায় হার্টল বলল, 'ঠিক আছে, বলতে চান আপনি ডসের পক্ষে। তাহলে প্রমাণ করুন।' ব্যথায় নীল হয়ে আছে তার চেহারা, ভাঙা হাত ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে।

চিন্তা করছে রানা। লণ্ডন ত্যাগ করার আগে ওদেরকে বোনাফাইডস কোড জানিয়ে দেয়া হয়েছে। লংফেলো বলেছেন, 'ডসের কোন সদস্যই পরস্পরের পারসোন্যাল ওয়ার্ড সিকোয়েন্স জানে না। এমনকি কেউ যদি ডসের ভেতর ঢুকে পড়ে থাকে, তার পক্ষেও আইএফএফ সিকোয়েন্স ভাঙা সম্ভব নয়। আইএফএফ মানে হলো আইডেনটি-ফিকেশন ফ্রেণ্ড অর ফো। 'আপনার আইএফএফ দিন আমাকে,' নরম সুরে বলল রানা।

এক আইরিশ কবির কবিতা আওড়াল হার্টল, থেমে থেমে—

'ওয়াজ ইট ফর দিস দা ওয়াইল্ড গীস স্প্রেড
দা গ্রে উইং আপন এভরি টাইড;
ফর দিস দ্যাট অল দ্যাট ব্লাড ওয়াজ শেড।'

রানা উত্তর দেয়ার সময় দেখতে পেল হার্টলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছে—

'অ্যাণ্ড প্লাক টিল টাইম অ্যাণ্ড টাইমস আর ডান
দ্য সিলভার অ্যাপলস অব দ্য মুন
দ্য গোল্ডেন অ্যাপলস অব দ্য সান।'

খুক করে কাশল রুবা, তবে কোন কথা বলল না।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে, মি. হার্টল? নাকি আরও একটু শুনতে চান?'

'এটা আপনার জানা মানে...,' হার্টলের চোখ দুটো এখনও বিস্ফারিত হয়ে আছে।

'এর আগে কি কেউ আইএফএফ বিনিময় করেনি? নাকি অন্ধের মত সবকিছু বিশ্বাস করেছেন, তারপর যখন দেখলেন সবাইকে মেরে ফেলা হচ্ছে তখন রেগে গেছেন?'

মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক দেখাল হার্টলকে। তারপর বলল, 'দেখুন, আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি। আমার যা করার কথা আমি তাই করেছি। আমাদেরকে বলা হয়েছিল ইমার্জেন্সী দেখা দিলে নির্দেশ দেবে কার্বন। কার্বনকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে নির্দেশ আসবে ডাফট বা গুল-এর কাছ থেকে। এরপর আলফাবেটিক পদ্ধতিতে। ডাফ আর গুল দু'জনেই এখন মারা গেছে, তবে কার্বন বেঁচে আছে, আর...'

'আর ক'জন মারা গেছে?'

'আপনি জানেন না?'

'কয়েকজনের কথা জানি। যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। লণ্ডন আর ওয়াশিংটনে হিসেব করা হয়েছে, আপনাদের আরও দশজন বেঁচে আছে এখনও।'

'কোন্ দশজন?'

'স্যাফায়ার, বিসেন, ডোনের, বার্গ, উস্ট, বাখ, কার্বন, ডাব, অ্যানেক্সিয়া ও সোন,' বলে গেল রানা, মাথা ঝাঁকাল হার্টল।

'এক হপ্তা আগে পর্যন্ত হিসাবটা ঠিকই ছিল। এখন মিলবে না। ডোনের অবশ্যই নেই। ওকে গুলি করে মারা হয়েছে। রোমে, দিনের বেলা, সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে। একটা দৈনিক পত্রিকায় আধ ইঞ্চি খবর বেরিয়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের কেউ খবরটা পড়েনি। মাত্র দু'দিন আগে আমি জানতে পারি ভেনিসের গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে উস্টের লাশ তোলা হয়েছে। এ-খবরটা কোন কাগজেই ছাপা হয়নি, আমাকে জানিয়েছে কার্বন।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল হার্টল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে কার্বনের আসল নাম বলুন।'

'মার্থা টিটিনি।'

মাথা ঝাঁকাল হার্টল, উত্তর শুনে খুশি হয়েছে সে।

'কার্বনই আপনাদেরকে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। টিটিনি আমাদের সবাইকে টেলিফোন করে একই সিগন্যাল দেয়।' ক্ষীণ হাসল হার্টল। 'ন্যাক্সট আন্ট নেবেল, পাততাড়ি গুটিয়ে ভেগে পড়ার এটাই ছিল সঙ্কেত। নাইট অ্যাণ্ড ফগ। ওয়াগনারের লেখায় পাবেন আপনি। হিটলারের মধ্যেও পাবেন। ওয়াগনারকে আঁচড়ান, নাৎসিজম পেয়ে যাবেন।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, উনিশশো একচল্লিশ সালে হিটলার কুখ্যাত ন্যাক্সট আন্ট নেবেল আইন জারি করেন, জবর দখল করা দেশগুলোয় প্রতিরোধ আন্দোলন ধ্বংস করার জন্যে। এই আইনের আওতায় গ্রেফতার করা লোকগুলো 'রাতের কুয়াশা'-র ভেতর চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেত। আইনটা হিটলারের হলেও, জারি করা হয় তাঁর আর্মি চীফ অভ স্টাফের নামে।

'কাজেই আপনারা পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়লেন। হারিয়ে গেলেন রাতের কুয়াশায়?'

'হ্যাঁ। যাবার জায়গা আমাদের সবারই ছিল। তবে যারা আমাদেরকে পরিচালিত করত, টুইংকল আর সী গাল, তাদেরকে আমাদের এই লোকেশন সম্পর্কে কেউ কিছু জানাইনি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল জানানোটা নিরাপদ হবে না। নাইট অ্যাণ্ড ফগ নির্দেশ এলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে—দুই জার্মানী এক হবার ফলে আসল হুমকি নেই বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও।'

'আর কার্বন জানাল যে আপনাদেরকে এই সঙ্কেত দেয়ার নির্দেশ পেয়েছে সে?'

'নির্দেশ যে পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। নির্দেশটা যখন আসে আমি তখন তার সঙ্গে ছিলাম। একটা টেলিফোন কনট্যাক্ট-এর মাধ্যমে আসে। সেফটি কোড সবগুলোই নির্ভুল ছিল। কার্বন দু'বার চেক করে। আমি নিজের কানে সব শুনেছি।'

'অথচ তারপরও আপনারা সম্পর্ক রেখেছেন? ডসের বেঁচে থাকা সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।'

'পরস্পরের সঙ্গে, হ্যাঁ। কমবেশি।'

'কিছু লুকাবেন না, হার্টল। আপনি, একা শুধু আপনি অরিজিনাল টুইংকলকে ফ্রাঙ্কফুর্টে টেলিফোন করেন। তার সঙ্গে দেখা করার একটা জায়গা নির্বাচন করেন। সে তার হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। রাস্তায় বেরুতেই তাকে খুন করা হলো।'

'না, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল না।'

'আমাদের কাছে টেপ আছে, হার্টল।'

'আমি তাকে ডেকেছিলাম, ঠিক। তাকে ডাকার জন্যে কার্বন আমাকে নির্দেশ দেয়, দেখা করার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করতে বলে। টুইংকলের সঙ্গে কার্বন দেখা করতে চেয়েছিল।'

'আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিল কার্বন অর্থাৎ টটিনি?'

'টেলিফোনে। ফ্রাঙ্কফুর্টেই আমার গোপন আস্তানা। রাস্তায় টুইংকলকে একদিন দেখে ফেলি, জানিয়ে দিই···'

'টটিনিকে?'

'এক অর্থে তাই।'

'এক অর্থে মানে?'

'একটা নম্বর ছিল। কি যেন বলেন আপনারা? ৮০০? ফ্রী কল।'

'৮০০, হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা ঠিক করা হয় অনেক আগে। উনিশশো পঁচাশি ছিয়াশি সালের দিকে। সিকিউরিটি বলতে পারেন, সেফ-গার্ড বলতে পারেন। সম্পর্ক ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরও ওই নম্বরে ডায়াল করা যেতে পারে। অপরপ্রান্তে···কি বলেন আপনারা, টেপ?'

'আনসারিং ফোন, হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, আনসারিং ফোন। আমরা শুধু ওই নম্বরে ডায়াল করে কোড বলি আর জানাই কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে। গোটা ব্যাপারটা যার নিয়ন্ত্রণেই থাকুক—এক্ষেত্রে টটিনি—ওই নম্বর থেকে মেসেজটা পেয়ে যায়। আমার ধারণা কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, মেসেজটা যাতে প্লে ব্যাকের সাহায্যে অন্য একটা টেলিফোন পাঠানো যায়।'

'এটা সাধারণ একটা ব্যাপার। কিন্তু ফোনের স্পেশাল অ্যাকসেস নম্বর থাকে, যা শুধু ফোনের মালিক জানবে। কিংবা প্লে ব্যাক টেপ শোনার জন্য একটা বীপার ব্যবহার করা হয়। আপনি একটা মেসেজ লণ্ডনের টেপে রেকর্ড করাতে পারেন, আবার মেসেজ শুনতে পাবেন ওয়াশিংটন বা টেকনাফে বসে। বেশ, টটিনি তাহলে মেসেজটা পেল?'

'পরে আমাকে সে টেলিফোন করে। ইতিমধ্যে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছে। আমাকে বলল ফ্রাঙ্কফুর্টের কোথায় পাওয়া যাবে টুইংকলকে। বলল, দেখা করার

একটা আয়োজন করো। একটা ক্লাবে…'

'ডাই নোনে,' বলল রানা।

'না। আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করছেন।' হেসে উঠল হার্টল। 'জায়গাটার নাম ছিল ডির মন্চ্ নান নয়, মঙ্ক।'

'ঠিক। সে আপনাকে ফোন করে দেখা করার আয়োজন করতে বলল। তারপর কি হলো?'

'আমাকে আরও বলল, 'শহর ছেড়ে যেন চলে যাই। গোপন আরও একটা আস্তানা খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করি। ওই ৮০০ নম্বরে।'

'তাই করলেন আপনি?'

'সবাই একমত হয়েছিল টটিনিকে আমরা বিশ্বাস করব।'

'কাজেই টুইংকলের মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?'

'জানতে পারি তিন দিন পর। এখানের, মানে বার্লিনের আমার নতুন নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম—আনসারিং ফোনে। ফোন করে টটিনি আমাকে জানায় কি ঘটে গেছে।'

'সী গাল সম্পর্কে কিছু বলেনি সে?'

'বলেছে। আনসারিং ফোনে যে-ক'জন নম্বর দিয়েছে তাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল সে। এবার…কবে সেটা?…তিন কি চার দিন পর যোগাযোগ করল সে। টটিনির গলা শুনে মনে হলো…কি বলা যায়…!'

'উদ্বিগ্ন?'

'যথেষ্ট উদ্বিগ্ন বলা যাবে না। হতাশ, বিষণ্ণ, নার্ভাস। সে কাঁদছিল। ফোঁপাচ্ছিল টটিনি। বলল, এখন আর কোন কিছুই নিরাপদ নয়। সে নিজে দেখা করার আয়োজন করে, কিন্তু গিয়ে দেখে সী গাল মারা গেছে। দেখে মনে হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু, বলল আমাকে। তবে তার সন্দেহ এরমধ্যে গোলমাল আছে।'

'আছে, হার্টল। পরে আর সে যোগাযোগ করেনি?'

'হ্যাঁ, করেছে। সী গাল মারা যাবার পরদিন সিগন্যাল পোস্ট করা হয়।'

'কি সিগন্যাল?'

'বলা হয়েছে নতুন একজন টুইংকল আর নতুন একজন সী গাল আসছে।'

'পরদিন?'

'হ্যাঁ, সী গাল মারা যাবার পরদিন আমরা সিগন্যালটা পেলাম। খবরের কাগজে ছাপা হয়, ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের পাতায়। সবগুলো বড় শহরের কাগজে, যে-সব শহরে ডসের সদস্যরা থাকতে পারে। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতাম আমরা। টুইংকল, একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করা যায়? হাতটা বড় ব্যথা করছে। আপনি আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছেন।'

'আর এক মিনিট, হার্টল। সত্যি আমি দুঃখিত, তবে পিস্তল হাতে ভয়ঙ্করই লাগছিল আপনাকে।'

'দুঃখিত আমিও।' খুবই কষ্ট পাচ্ছে হার্টল, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরটা। 'আমার সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া একজন

স্পাই বাঁচে কি করে?'

'বুঝি। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন, হার্টল, তারপর একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হবে।'

'আমি আমার নিজের ডাক্তারকে দেখাতে চাই। আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করেন সেটা প্রমাণ হওয়া দরকার, টুইংকল।'

'ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছে মতই হবে।'

'গুড, তাহলে ফেরার সময় সঙ্গে করে আরেকজনকে নিয়ে আসব আমি। আরেকজন ডস। তার নাম বাখ। আপনি জানেন বাখ কে?'

'জানি।'

'গুড। আমার হাতের চিকিৎসা শেষ হলে তাকে নিয়ে আসব আমি। প্রশ্নগুলো তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ। ব্যথায় আমি মরে যাচ্ছি।'

বিজ্ঞাপন বা অ্যালার্ট প্রচার সম্পর্কে জানতে চাইল রানা। হার্টলের কথা যদি সত্যি হয়, রানা বা রুবাকে এ-সম্পর্কে বিএসএস চীফ কিছু জানাবার আগেই লণ্ডন থেকে তা পোস্ট করা হয়েছিল। ও জানতে চাইল, সেফগার্ডস কি ছিল? কি ছিল অ্যালার্টের ভাষা?

'সবগুলোই বিশেষ শব্দ দিয়ে শুরু। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি জানেন না কেন?' হার্টলের মনে আবার সন্দেহ দেখা দিল।

'কারণ মাত্র গতকাল ব্রিফ করা হয়েছে আমাদের। ডস সম্পর্কে এর আগে পর্যন্ত কিছুই আমরা জানতাম না।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল হার্টল, সিদ্ধান্ত নিল তার হারাবার কিছু নেই। বার্লিন, মিউনিক, ফ্রাঙ্কফুর্ট, স্টুটগার্ট, রোম, ভেনিস, মাদ্রিদ, লিসবন আর প্যারিসের দৈনিক পত্রিকার ক্লাসিফায়েড অ্যাডভার্টাইজ-মেন্ট সেকশনে সতর্কতা বা অ্যালার্ট প্রচার করার নিয়ম। বিজ্ঞাপনটা হবে আবেদন আহ্বান করার। প্রথম বাক্যে তিনটে শব্দ থাকবে—সিঙ্গার, হাই অ্যাণ্ড কোয়ালিটি।

'ওয়ান্টেড: মেল রক সিঙ্গার ফর হাই কোয়ালিটি গ্রুপ,' এরকম হলে চলবে। 'ওয়ান্টেড: ফিমেল সিঙ্গার ফর অ্যামেচার কয়ার। স্প্রানো অব গুড কোয়ালিটি এসেনশিয়াল,' এরকম হলে চলবে না। মেসেজটা হবে দুই লাইনের, ওগুলো পাঁচটা বর্ণের একটা গ্রুপের দ্বারা সমানভাবে ভাগ করা যাবে। এই মেসেজ ডিসাইফার করতে পারবে শুধু দায়িত্ব প্রাপ্ত ডস সদস্যরা, যারা লুকিয়ে পড়া বাকি সদস্যদের খুঁজছে। বর্ণের গ্রুপ সহজ একটা বুক কোড। নিরাপদ, বইটা যার কাছে নেই সে এই মেসেজের অর্থ বের করতে পারবে না। শুধু বইটা হলেও চলবে না, নির্দিষ্ট সংস্করণটা থাকতে হবে। চূড়ান্ত সঙ্কেত থাকবে শেষ লাইনে, 'রিপ্লাইজ টু পিও বক্স টু ওয়ান-ওয়ান-থ্রী-ওয়ান-টু'—কিংবা একই নম্বর অন্যভাবে সাজানো। সবশেষে থাকবে যে শহরের পত্রিকা সেখানকার সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের ঠিকানা।

যতটা সম্ভব নিরাপদ, বিশ্বাস করল রানা। 'কিন্তু আপনি বুঝলেন কিভাবে আমি আর রুবা কেমপিতে আসছি?'

'আজ সকালে আমাদেরকে জানানো হয়েছে।'

'আজ সকালে?'

'হ্যাঁ. টর্টিনি আবার যোগাযোগ করেছিল। আজ সকালের কাগজে আরও মেসেজ ছাপা হয়েছে। বিএসেভেন নাইন টু ফ্লাইটে এক ভদ্রলোক আসছেন। আর বিএসেভেন এইট টু ফ্লাইটে আসছেন এক ভদ্রমহিলা। দু'জনেই সোজা কেমপিতে আসবেন। আমি আর বাখ ব্যাপারটা চেক করি। কোন অসুবিধে হয়নি...'

'মেরুন রঙের ফোক্সওয়াগেন গালফে তাহলে আপনারাই ছিলেন?'

'না। বাখ আপনাকে প্লেন থেকে নামতে দেখে। টেলিফোনে আপনার চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দেয় আমাকে। কেমপিতে নাম লেখাবার সময় আপনাকে আমি দেখি। তারপর আপনার সঙ্গিনীর জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। আপনারা দু'জন হোটেলে ওঠার পর বাখকে টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিই। এরপর ৮০০-তে ফোন করে টর্টিনিকে জানাই। তারপর যা করেছি তার নির্দেশ মতই করেছি, আনাড়ি কাউবয়ের মত, তার ফল হয়েছে এই,' হাতটা তুলে দেখাল হার্টল, ইতিমধ্যে সেটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

'ডাক্তারের কাছে আরও খানিক পরে যেতে হবে আপনাকে, হার্টল,' বলল রানা। 'সন্দেহ আমারও আছে, কাজেই চেক করে দেখতে হবে।'

রুবাকে হার্টলের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিল রানা, লণ্ডনে ফোন করার জন্যে নেমে এল নিচে। নিজের বা রুবার কামরা থেকে ফোন করা উচিত হবে না, কারণ কামরা দুটোয় আগেই হয়তো যান্ত্রিক কান রোপণ করা হয়েছে। ওর মাথায় আরও একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। মেরুন রঙের ফোক্সওয়াগেনে তাহলে কারা ছিল? ডসে যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কামরা থেকে বেরুবার আগে রুবাকে রানা বলল, 'শুধু আমি ফিরে এলে দরজা খুলবে, রুবা। যদি কিছু ঘটে, আমাদেরকে দেয়া নম্বরে যোগাযোগ করবে। ব্রিটিশ এসআইএস স্টেশন এখনও বার্লিনে কাজ করছে। এই অপারেশন সম্পর্কে তারা কিছু জানে না বটে, তবে বিএসএস চীফ অনুরোধ করায় সাহায্য করবে তারা, যদি প্রয়োজন হয়।'

মেইন লবিতে নেমে এসে সরাসরি ইন্টারন্যাশনাল সিকিউর লাইনে ডায়াল করল রানা, সরাসরি বিল হ্যামারহেড অথবা মারভিন লংফেলোকে পেয়ে যাবে।

রাতে কোন মেসেজ আসতেও পারে, এই আশায় অফিসেই রয়েছেন লংফেলো। সংক্ষেপে আলাপ হলো, তবে রানা জানতে পারল অ্যালার্ট সম্পর্কে সত্যি কথাই বলছে হার্টল। লংফেলো বললেন, 'আসলে আমরা যতটা সম্ভব সতর্ক করতে চেয়েছি। হ্যাঁ, ডাব যা বলছে সব সত্যি—হ্যাঁ, আজ সকালে ওদেরকে আমরা তোমাদের ফ্লাইট নম্বর আর হোটেলের ঠিকানা জানিয়ে দিই। আমাদের চীফ অভ স্টাফ খবরের কাগজগুলোয় টেলিফোন করে, কাল রাতে আমরা যখন এখানে বসে কাজ করছিলাম।'

ওপরে উঠে এসে হার্টলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একা কি ডাক্তারের কাছে যেতে পারবেন?'

'তা পারব। প্রথমে আমি বাখকে ডাকব। সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ধরে

তিন দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমরা। খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টা। লবি থেকে এই কামরায় ফোন করব। এক সেট ক্লিয়ার সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছি, আপনি যাতে বুঝতে পারেন আমি কোন চালাকি করছি না।'

হার্টল বিদায় নেয়ার পর রুবার দিকে ফিরল রানা। তাকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে। লণ্ডনে তার চেহারা ও আচরণে যে আত্মবিশ্বাস ছিল তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। রানা কিছু বলার আগে সেই মুখ খুলল। 'কিছু বলো না, রানা। আমি নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমি। সম্পূর্ণ।'

ঘুরে মিনি বার-এর সামনে চলে এল রানা, নিজের জন্যে ছোট্ট একটা গ্লাসে খানিকটা ভোদকা মার্টিনি ঢালল। রুবার চলবে কি-না, একবার জিজ্ঞেসও করল না। 'তোমার খেলাটা আমি বুঝছি না,' কঠিন গলায় বলল ও। 'জানি হার্টল তোমার ঘাড়ে পিস্তল চেপে ধরেছিল, তাই বলে ট্রেনিং পাওয়া একজন ফিল্ড অফিসার কোনভাবে সতর্ক করবে না?'

'আমার মাথা কাজ করছিল না। প্লীজ, রানা, আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি স্রেফ হতভম্ব হয়ে পড়ি। পিস্তলটা সে আমার কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফিল্ডে আমার কোন অভিজ্ঞতাও নেই। হার্টল ভয় দেখাল, তোমাকে সাবধান করে দিলে সে বুঝতে পারবে...'

'ল্যাংলি কি কিছুই তোমাকে শেখায়নি? যে আচরণ তুমি করেছ সেটাকে আন-প্রফেশন্যাল বলে না, ক্রিমিনাল বলে। আর তাকে তুমি ভেতরে ঢুকতে দিলে কিভাবে? সিকিউরিটির প্রথম সবক্টাই তুমি শেখোনি, রুবা। শোনো, সত্যি বুঝতে পারছি না তোমাকে নিয়ে কাজ করা সম্ভব কিনা। ফিল্ডে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হয়। তুমি ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছ তোমার ওপর নির্ভর করা যাবে না। আমি অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে চাই। গত এক ঘণ্টায় কিছু যদি শিখে থাকো, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কি সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি আমরা। মানুষ এখানে পটাপট মারা যাচ্ছে।'

দু'চোখ থেকে নদী বইয়ে দিল রুবা, আবেদনে করুণ সুর। এই প্রথম ফিল্ডে এসেছে সে। তার ইচ্ছে, ভাল কাজ দেখিয়ে সুনাম কিনবে। সিআইএ অফিসারদের ঝাঁকে ঝাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে, এখন যদি রানা তাকে ফেরত পাঠায়, তার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। 'প্লীজ, রানা, প্লীজ। আর শুধু একটা সুযোগ দাও আমাকে।'

দাঁত তোলা আর মেয়েদের কান্না, দুটোই রানা অপছন্দ করে। এগিয়ে এসে নরম একটা হাত রাখল রুবার কাঁধে। কোমল সুরে অভয় আর আশ্বাস দিল। আলতো করে মাথায় একবার হাতও বুলাল। আঙুলের ডগায় ভারি সিল্ক মনে হলো রুবার চুল।

'খুব তাড়াতাড়ি শিখতে হবে তোমাকে, রুবা,' বলল ও। 'যা যা তোমাকে শেখানো হয়েছে সেগুলো সব মনে করো। তোমার বোকামির জন্যে আমি মরতে পারি না।'

'ঠিক আছে, রানা,' বিড়বিড় করল রুবা, লংফেলোর অফিসে বসে থাকা

দাম্ভিক মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'বুঝতে পারছ তো, তুমি যদি ঝামেলা বাধাও, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না?'

'পারছি, রানা। তুমি আমাকে ফেরত পাঠাবে না তো?'

'আপাতত থাকো। দেখি তোমার কোন উন্নতি হয় কিনা। কিন্তু মনে রেখো, পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে, আর তুমি যদি আবার বোকামি করো, তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে একাই সব সামলাতে হবে আমাকে।'

মুখটা উঁচু করে রানার ঠোঁটের কোণে চুমো খেলো রুবা। ব্যাপারটা যদি ঘুষ হয়ও, লোনা স্বাদটা রানার খারাপ লাগল না। শুধু তাই নয়, প্রথমবার যেমন দেখেছিল মেয়েটিকে, এখন তারচেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলেও মনে হলো।

দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বাথরুমে ঢোকার পর নতুন একটা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রুবা। কাপড় পাল্টে ঝলমলে সবুজ একটা ড্রেসও পরেছে, কোমর খামচে আছে, নিচের দিকটা প্রচুর ঘের। হাঁটার ভঙ্গি দায়ী, নিচের অংশ ডানা ঝাপটানোর মত উড়তে থাকে, ফলে তার মসৃণ হাঁটু বা ঊরুর কিছু অংশও দেখা যাচ্ছে। বাইরে হিংস্র বাঘ-ভাল্লুক থাকতে পারে, কিন্তু ঘরের ভেতর ওরা দুই সক্ষম নারী-পুরুষ রয়েছে, অথচ হাতে কোন কাজ নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে কতকিছুই তো ঘটে যেতে পারে, বিশেষ করে অসংযমী হয়ে উঠে নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা। তবে আশার কথা হলো সভ্য একজন মানুষের প্রথম বৈশিষ্ট্য আদর্শ একটা পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করা, তা না করতে পারলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যায়।

'মনে হচ্ছে ডাবের ফিরতে দেরি হবে। তোমার কি খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রচণ্ড, কিন্তু নিচের রেস্তোরাঁয় নামাটা বোধহয় উচিত হবে না।'

'বললে ওরা স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়ে দেবে।' রুম সার্ভিসকে ডেকে তিনটে কোল্ড চিকেন আর স্মোকড স্যামন চাইল রানা, সঙ্গে একটা শ্যাম্পেনের বোতল। 'বাখকে নিয়ে ডাব না ফেরা পর্যন্ত আমরা খুব নার্ভাস থাকব, সেজন্যেই শ্যাম্পেন দরকার,' ব্যাখ্যা করল ও। এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল, 'বাখ সম্পর্কে কি জানি আমরা, রুবা? এসো, বাখ প্রসঙ্গে তোমাকে টেস্ট করি।' ওর হাসি দেখে মনে হলো রুবার সমস্ত বোকামি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

'ঠিক আছে,' বলল রুবা, চ্যালেঞ্জটা গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করল সে। 'ডসের পুরানো একজন সদস্য। নাম··· এমানুয়েল কোহেন। বাইশ বছর বয়েসে যোগ দেয়—বছর দশেক আগে। জন্মস্থান লিপজিগ। আর্মিতে এক বছর চাকরি করার পর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের জন্যে বাছাই করা হয়। কোডস অ্যাণ্ড সাইফারস কোর্স শেষ করেছে, স্টাসি-তে দায়িত্ব পালন করার পর কেজিবি হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয় এইচভিএ-র পক্ষে গোপন কমিউনিকেশন সিস্টেম দেখাশোনা করত। ডসে তাকে সরাসরি টটিনি নিয়ে আসে। টটিনি আর জেনিফার তার ট্রেনিঙের দায়িত্ব নেয়, উনিশশো ঊনআশি সালে সে যখন বাৎসরিক ছুটি কাটাচ্ছিল। কমিউনিজম বিরোধী মনোভাব প্রবল, ইলেকট্রনিক্স-এ জাদু দেখাতে পারে। তার কাছ থেকে বিস্তর গ্রেড

ওয়ান কমিউনিকেশন ইন্টেলিজেন্স পাওয়া গেছে।'

'আইএফএফ?'

'অডেন। লেটার টু লর্ড বায়রন-এর প্রথম পরিচ্ছেদের তিনটে লাইন, তৃতীয় স্তবক। অ্যানসারব্যাক, মে-র প্রথম তিনটে লাইন।'

'গুড। এবার চেহারার বর্ণনা।'

'পুরোপুরি ছ'ফুট। শক্ত-সমর্থ, প্রচুর পেশী, মাথাভর্তি কালো চুল, রোদে পোড়া চামড়া, কালো চোখ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মুখের বাম দিকে ব্র্যাকেট আকৃতির একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন আছে।'

'কিভাবে হলো ওটা?'

'ছোটবেলার ঘটনা। তার এক কাজিন খেলাচ্ছলে কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল।'

'আর কি?'

'মেয়েরা তার পিছু লেগে থাকে।' চুরাশি সালে রিটা কদেমি-র প্রেমে পড়ে, মেয়েটা তখন কেজিবি সেকশন সেভেন-এর ডিরেক্টর ছিল।'

'সেকশন সেভেন?'

'মস্কোর জয়-বয় বলা হত ওদের। এমিলি অপারেশনে বন-এ ওরা ব্যাপক ক্ষতি করে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সন্তুষ্টবোধ করছে। রিটা কদেমি এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর, মার্ক হেইডেগারের মতই, তার মধ্যেও রয়েছে খুনের নেশা। 'ফিল্ডেও যদি এরকম ভাল করো তুমি, আমাদের কোন সমস্যা হবে না,' রুবাকে বলল ও। উত্তরে হাসল মেয়েটা। রানা আবারও লক্ষ করল, রুবার হাসি যে-কোন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবে, মনে নেশা ধরাবার একটা অমোঘ ওষুধ। যখন খুশি থাকে, চোখ থেকে একটা ঝিলিক বেরোয়, যে-কোন পুরুষের শিরায়-উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দেবে।

রুবা এমিলি শব্দটা উচ্চারণ করেছে। এমিলিরা হলো অবিবাহিতা, বেশিরভাগ অসুন্দরী, তারা এফআরডি সরকারের পক্ষে বন-এ কাজ করত—এফআরডি মানে সাবেক পশ্চিম জার্মান সরকার। কোল্ড ওঅর-এর শেষ ভাগে কেজিবির এজেন্টরা এদের অনেককেই পটিয়ে ফেলে, ভিড়িয়ে নেয় নিজেদের দলে, ফলে এফআরডি ইন্টেলিজেন্সে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেজিবির এই অপারেশনে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে রিটা কদেমির নেতৃত্বে সেকশন সেভেন।

মৃদু নক হলো দরজায়, একহারা চেহারার সুদর্শন ও স্মার্ট এক তরুণ ওয়েটার ঢুকল ভেতরে, সামনে ট্রলি। ট্রলিতে বড় একটা গোল ডিশ, রুপোর ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। বরফ ভরা একটা বালতিতে রয়েছে শ্যাম্পেনের বোতল। সঙ্গে সাধারণত আনুষাঙ্গিক যা যা থাকার কথা সবই আছে।

গম্বুজ আকৃতির রুপোর ঢাকনিটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তুলল ওয়েটার, লোকটা ইংরেজিতে কথা বলছে, লেটুস পাতার বিছানায় শোয়ানো রয়েছে গলদা চিংড়িগুলো। 'বাম দিকে স্মোকড স্যামন পাবেন, ডান দিকে পাবেন চিকেন।'

ঢাকনিটা জায়গা মত রেখে দিল আবার, শ্যাম্পেনের বোতল খুলে জানতে চাইল ঢালবে কিনা। মানা করল রানা, 'আরেকটু ঠাণ্ডা হতে দাও।' বিলে সই করে বকশিশ দিল ও।

খুশি মনে ফিরে গেল ওয়েটার।

'আর বোধহয় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।' রুবার জন্যে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা, তারপর নিজের জন্যে। রুবার দিকে একটা প্লেট বাড়িয়ে দিল, চোখ বুলাল আবার হাতঘড়ির ওপর। ডাব এত দেরি করছে কেন?

ছোট চারটে স্মোকড-স্যামন নিল রুবা, রানাও তাই নিল। 'চিকেনই আমাদের মেইন কোর্স হওয়া উচিত ছিল। আল্লাই জানে আবার কখন খাবার সুযোগ পাব আমরা। চিয়ার্স।' নিজের গ্লাসটা উঁচু করল রানা। ঠোঁটে হাসি, সামনের দিকে ঝুঁকল রুবা, রানার গ্লাসের সঙ্গে নিজেরটা ছোঁয়াল। ভঙ্গিটার মধ্যে আকর্ষণীয় কি যেন একটা আছে। এরপর রানা প্রথম স্যাণ্ডউইচের দিকে হাত বাড়াল।

ব্রাউন রঙের তেকোনা স্যাণ্ডউইচ মুখের দিকে তুলছে এই সময় অদ্ভুত কি যেন একটা চোখে পড়ল ওর। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হলো ভুল দেখেছে, দৃষ্টিভ্রমের শিকার। মুখ থেকে দু'ফুট দূরে সরাল স্যাণ্ডউইচটা, ভাল করে তাকাল সেটার দিকে। না, দৃষ্টিভ্রম নয়। স্যাণ্ডউইচের রুটি সামান্য নড়ছে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, স্মোকড স্যামনের মাঝখান থেকে একজোড়া খুদে লোমের মত শুঁয়ো বেরিয়ে এল। এক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল ওটা একটা খুদে প্রাণী, বেরিয়ে এসেছে পুরো শরীর নিয়ে।

ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল রুবা তার স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে যাচ্ছে। 'না! রুবা, খেয়ো না!' হাত দিয়ে তার কব্জিতে আঘাত করল ও। তেকোনা স্যাণ্ডউইচ রুবার দাঁতে মাত্র ঠেকেছিল, মুখের ভেতর ঢোকেনি, ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে।

'রানা। কি ব্যাপার...?'

'জানি না।' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ডিশে ঢাকনি চাপা দিল। ফর্কটা তুলে নিয়ে নিজের স্যাণ্ডউইচটা ভেঙে দু'ভাগ করল ও। স্মোকড স্যামনের সঙ্গে সাদা ছোট বলের মত কি যেন সব রয়েছ। বলগুলোর ভেতর থেকে আটপেয়ে প্রাণীগুলো এরইমধ্যে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। প্রাণীগুলোর জন্ম হয়েছে সবেমাত্র, তাসত্ত্বেও ওগুলোকে চিনতে পারল রানা। আকৃতিই বলে দিচ্ছে ওগুলো বিষাক্ত ফিডলব্যাক স্পাইডার। স্যাণ্ডউইচটা কার্পেটে ফেলে জুতো ঘষল রানা। রুবার স্যাণ্ডউইচটারও একই পরিণতি হলো।

দাঁড়িয়ে পড়ল রুবা, সিটকে গেছে, পিছু হটছে। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে চেহারা। 'রানা! কি? ওগুলো...? ওহ্, মাই গড!'

ডিশের ঢাকনি খুলতে দেখা গেল ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসে খাবারের ওপর চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাকড়সা। ওগুলোর মাঝখানে বয়স্ক একজোড়া মেয়ে মাকড়সাও রয়েছে। তাড়াতাড়ি আবার ঢাকনিটা বন্ধ করে দিল রানা, কার্পেট থেকে আবর্জনাগুলো সরিয়ে ফেলল। 'কেউ একজন সময়ের হিসেবে ভুল করে ফেলেছে,' বলল রানা, নিজের কানেই বেসুরো লাগল আওয়াজটা। মুখে রুমাল চেপে ধরে বমি

আটকানোর চেষ্টা করছে রুবা। 'কেউ একজন বিষাক্ত মাকড়সার ডিম ভরে দিয়েছিল আমাদের খাবারে। আল্লাই জানে খেয়ে ফেললে কি হত। কয়েকটা অন্তত আমাদের পেটের ভেতর ডিম থেকে বেরিয়ে আসত…,' চুপ করে গেল ও. ওগুলোর বিষাক্ত কামড় খেলে কি ঘটতে পারত ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল। ফিডলব্যাক মাকড়সার কামড় খেয়ে খুব কম লোকই মারা যায়, কিন্তু শরীরের ভেতর যদি অনেকগুলো কামড়ায়…। 'এ নিয়ে ভেবো না, রুবা, ভুলে যাও। আসল কথা হলো একজোড়া গ্রেনেডের মত বিস্ফোরিত হয়ে গেছি আমরা, মানে আমাদের অস্তিত্ব ফাঁস হওয়ার অর্থে বলছি। যারাই ডসকে নিশ্চিহ্ন করতে চাক, তারা আমাদেরও চিহ্ন রাখতে রাজি নয়। প্রথমবার তারা আমাদেরকে খাইয়ে মারতে চেয়েছিল।'

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

পাঁচ

বাথরুমে বমি করছে রুবা, মনে মনে রানাকেও স্বীকার করতে হলো বীভৎস মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে যাওয়ার পর ওর পেটের ভেতরটাও কেমন যেন আলোড়িত হচ্ছে।

ফোনের রিসিভার তুলে জার্মান ভাষায় শুধু হ্যাঁ, অর্থাৎ, 'জা,' বলল।

'আমি কি মি. জোনস নরম্যালের কামরায় ফোন করেছি, লণ্ডন থেকে এসেছেন?' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাওয়া হলো। পুরুষের গলা, বাচন ভঙ্গি জার্মান, যদিও হার্টলের মত ভারি নয়। শব্দগুলোও বাখের টেলিফোন সিকোয়েন্স কোড।

'মি. নরম্যাল এখানে আছেন। তাঁকে আপনার কি পরিচয় দেব?'

'ট্রান্সফারস্কোপ বিভি-র এমানুয়েল কোহেন। বছর দুয়েক আগে তার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। আমি খুব আশা নিয়ে অপেক্ষা করছি তিনি এখনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোটেল থেকে, কেমপি থেকে। নিচতলায় রয়েছি।'

'দেখছি মি. নরম্যাল সময় দিতে পারবেন কিনা।' ফোনের মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রুবাকে তার সমস্ত জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিতে বলল রানা।

'কিন্তু আমরা তো এইমাত্র…'

'পৌঁচেছি এখানে, জানি। তবে আমার ধারণা, এখান থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হতে পারে। এই জায়গাটা সংক্রামক বলে মনে হচ্ছে।'

'ওহ্, গড!'

ফোনের মাউথপীস থেকে হাত সরাল রানা। 'হের কোহেন, আমি দুঃখিত, মি. নরম্যাল এই মুহূর্তে ফোনের কাছে আসতে পারছেন না। মিনিট পনেরোর মধ্যে

নিচতলায় তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন, আপনি যদি সময় দিতে পারেন।'

'অবশ্যই। আমি অপেক্ষা করছি। তার সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরী। ব্যবসার বিরাট সুযোগ দেখা দিয়েছে।'

'মি. নরম্যাল আপনাকে চিনতে পারবেন?'

'মেইন লাউঞ্জের একটা টেবিলে বসে আছি আমি। মি. নরম্যালকে দেখামাত্র হাতের সিগারেট নিভিয়ে ফেলব। আজকের ডাই ওয়েল্ট দৈনিকটা পড়ছি, সেটাও আর পড়ব না তখন। তবে, আমাকে চিনতে মি. নরম্যালের অসুবিধে হবার কথা নয়।'

লোকটাকে চিনতে রানার কোনই অসুবিধে হলো না। সিগারেট নিভিয়ে কাগজটা ভাঁজ করল সে, তার লেদার কোটটা চেয়ারের পিছনে ঝোলানো রয়েছে। গোল পাকানো কাগজ দিয়ে উরুতে ঘন ঘন বাড়ি মারছিল এই লোকই, ধৈর্য হারানোর ভঙ্গিতে পায়চারি করছিল বার্লিন এয়ারপোর্টের বাইরে। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে।

'তাহলে, হের কোহেন, আবার আমাদের দেখা হলো।' লোকটার হাত ধরল রানা, টান দিয়ে সরিয়ে আনল নিজের দিকে, যাতে ফিসফিস করতে পারে, 'আপনার আইএফএফ দিন আমাকে।'

হাসল ডিন মার্টিন, বসল আবার, নিচু স্বরে আবৃত্তি করল—

'অভ মডার্ন মেথডস অব কমিউনিকেশন;
নিউ রোডস, নিউ রেইলস, নিউ কনট্যাক্টস, অ্যাজ উই নো
ফ্রম ডকুমেন্টারিজ বাই দ্য জিপিও।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

'জিপিও-র আজকাল আর অস্তিত্ব নেই, কি বলেন? ব্রিটিশ টেলিকম আর পোস্ট অফিস আছে, তাই না?'

এবার মাথা ঝাঁকাল রানা। লোকটার চেহারার বর্ণনা ঠিকই আছে—হাসিমাখা মুখের ডান দিকে ক্ষতচিহ্নটা ঠিক যেন আধখানা চাঁদ, কালো চোখ দুটো যেন গভীর একজোড়া পুকুর। রানার মনে হলো চোখ দুটোয় বিদ্বেষ বা অশুভ কি যেন একটা আছে, ভয় ভয় লাগে। তবে এই চোখের দৃষ্টি নরম হতেও পারে, তা না হলে মেয়েরা আকৃষ্ট হয় কি করে। রানা হাসল না, শুধু উত্তরটা আওড়ে গেল—

'মে, উইথ ইটস লাইট বিহেভিং
স্টার্স ভেসেল, আই অ্যাণ্ড লিম্ব
দা সিংগুলার অ্যাণ্ড স্যাড।'

'আমরা সবাই একা ও বিষণ্ণ, স্যার,' বলল ডিন মার্টিন ওরফে এমানুয়েল কোহেন ওরফে বাখ। 'আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুশি হলাম। আরও ভাল লাগছে এই ভেবে যে আমাদের পক্ষে কেউ একজন আছেন।'

'আশা করছিলাম আপনি একজন বন্ধুর সঙ্গে আসবেন।' আশপাশে কোথাও

হার্টলকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'তার হাতের কি অবস্থা? তার কি হাসপাতালে দেরি হচ্ছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকাল মার্টিন। 'দুঃসংবাদ। হ্যাঁ, হাসপাতালে আটকা পড়েছে সে, চিরকালের জন্যে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ইউ-বান, মানে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলে। সত্যি দুঃখিত। বেচারার জন্যে কিছুই আমি করতে পারিনি। কারণ ভূতের মত যে লোকগুলো আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল তারা দুর্ঘটনা ঘটাতে খুব ভালবাসে।'

'ব্যাপারটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন?'

মার্টিনের ঠোঁটে বিষাদ মাখা হাসি। 'আমাদের বন্ধু আপনাকে যেভাবে কোণঠাসা করতে চেয়েছিল, মি. ...?'

'আপাতত শুধু রানা বললেই হবে।'

'ঠিক আছে, রানা। ব্যাপারটা হার্টলের স্বভাবের সঙ্গে একদমই মেলে না। সে তো একজন বিজ্ঞানী, কোনমতেই ন্যাচারাল স্পাই বলা যায় না। স্বভাবটাও খানিকটা মেয়েলি। আমরা ঠাট্টা করে তাকে কুইন ডাব বলতাম।'

'কি ঘটেছে তাই বলুন।'

'হাসপাতালে যাবার আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। ওখানে তার সঙ্গে আমি দেখা করি। কিভাবে আহত করতে হয় আপনি তা খুব ভালই জানেন, রানা। বেচারার হাত চার জায়গায় ভেঙে গেছে। পেইনকিলার ইঞ্জেকশন দিল ওরা, হাড়গুলো জোড়া লাগাল, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর আমরা এখানে আসার জন্যে রওনা হলাম।'

'বলে যান।'

'রাস্তায় বেরিয়েছি তিন মিনিটও হয়নি, বুঝলাম আমাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ফেউ চিনতে ডাবের জুড়ি নেই, সে-ই প্রথম দেখে তাদের। আমরা ঠিক করলাম, সরাসরি এখানে আসা যাবে না, তাহলে ওরাও আসবে।'

'আমার ধারণা আগেই ওরা এখানে পৌঁছে গেছে।'

'লক্ষ করেছি। এখুনি তাকাবেন না, দরজার কাছাকাছি মধ্যবয়স্ক লম্বা এক লোক বসে আছে, কফি খাচ্ছে। এ তাদের একজন, লোকটাকে আগেও আমি দেখেছি। কোন সন্দেহ নেই।'

'তাদের পরিচয় যাই হোক, তাই না?' ফিল্ডে থাকলে অদ্ভুত সব অনুভূতি হয়, পরে দেখা যায় অনুভূতিগুলো আসলে সতর্ক সঙ্কেত ছিল। এই মুহূর্তে সে-ধরনের একটা অনুভূতি হচ্ছে রানার—ডিন মার্টিনকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তবে এ-ধরনের সঙ্কেত সব সময় যে সত্যি হয় তা-ও নয়।

'ওদের পরিচয় সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে, তবে মার্থা টর্টনি নিশ্চিতভাবে জানে।' চট করে একবার রানার দিকে তাকাল মার্টিন, চোখ তুলে দ্রুত সরিয়ে নিল একপাশে। 'যাই হোক, আমি আর হার্টল আলাদা হয়ে গেলাম, প্রতিপক্ষকে একটু নাচাতে চাইলাম। কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে, পরে দেখা গেল ইউ-বান স্টেশনের একটা প্ল্যাটফর্মে হাজির হয়েছি দু'জন। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর

লোকজন ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধানও ছিল যথেষ্ট। কাজটা ওরা নিখুঁত ভাবে সারল। একটা ট্রেনের তলায় পড়ে গেল হার্টল।' শিউরে উঠল মার্টিন। 'আমি তার চিৎকার শুনেছি, রানা। অপ্রীতিকর, রোমহর্ষক। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'বোধহয় আমারই দোষ...'

'না, স্যার। এর মধ্যে আপনার কোন দোষ নেই। সব দোষ তাদের, যারা আমাদেরকে সব বন্ধ করে কেটে পড়তে বলেছিল...'

'নাইট অ্যাণ্ড ফগ?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মার্টিন। 'ব্যাপারটা সর্বনাশ ডেকে আনে। সেই থেকে এক এক করে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে আমাদের। টটিনি, বিসেন আর আমি ছাড়া আর বোধহয় মাত্র তিনজন বেঁচে আছি আমরা। নির্দেশটা যদি আপনি দিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে দায়ী করব আমি, কারণ ওই নির্দেশের ফলেই ডস ধ্বংস হতে শুরু করে।'

'শুনে কি আপনি অবাক হবেন যে নির্দেশটা দেয়াই হয়নি?'

'আমাকে এখন আর কিছুই অবাক করতে পারে না। কিছুই না।'

'বললেন লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা আছে।'

'টটিনি নিশ্চিতভাবে জানে।'

'আমাকে একটু আভাস দিন।'

'আমার ধারণা গিফট অর্থাৎ পয়জন আর তার বান্ধবী কোন না কোনভাবে এর সঙ্গে জড়িত। জেফ্যার অর্থাৎ ডেঞ্জার ফিরে এসেছে, তবে, না...,' থেমে গেল মার্টিন, যেন আশা করছে শূন্য স্থানটা রানা পূরণ করবে।

'আপনি মার্ক হেইডেগার আর রিটা কদেমির কথা বলছেন, তাই না?'

'আমার অন্তত তাই ধারণা, তবে টটিনি সবই জানে। তার কাছে প্রচুর তথ্য আছে। সে আপনার সঙ্গে দেখাও করতে চায়।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, রাগে চোখ দুটো জ্বলছে। ডিন মার্টিন বা মার্থা টটিনিকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই ওর। 'আমার সঙ্গে চালাকি করবেন না, মার্টিন,' কঠিন সুরে বলল ও। 'হার্টলের কি অবস্থা করেছি আপনি দেখেছেন। আমার সঙ্গে চালাকি করলে কামড়ে ছিঁড়ে আনব নাকটা, তারপর জোর করে খাইয়ে দেব। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'ভুল করছেন, রানা। আমি কোন চালাকি করছি না। সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে সিটকে আছি আমি। শুনুন, আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি সাহায্য পাবার আশায়। রাস্তায় এখন আর আমরা কেউ নিরাপদ নই। আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

'সে দেখা যাবে। কিন্তু যা বলছি তার ভুল অর্থ করবেন না। আমি যদি নাইট অ্যাণ্ড ফগে হারিয়ে যাই, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমার চেয়ে ডবল হারামি আরও ছ'জন লোক আপনার খোঁজে এখানে চলে আসবে। কথাগুলো এজন্যে বলছি, টটিনির সঙ্গে আমিও দেখা করতে চাই বটে, তবে আমার সন্দেহ, যতটা ভান করছে ততটা স্বচ্ছ বা সাদা নয় সে।'

'কেউ কি আমরা সাদা, রানা?' চেয়ারে হেলান দিল মার্টিন। 'কাছাকাছি ঘুর ঘুর করছে একজন ওয়েটার, ভাবটা যেন হয় ওরা কিছু অর্ডার দিক, তা না হলে লাউঞ্জ ছেড়ে চলে যাক। এই সময় একজন পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। ওয়েটারকে কাছে ডেকে একটা মার্টিনির অর্ডার দিল রানা। মার্টিন বিয়ার চাইল। 'কেন আপনার মনে হলো, রানা, আমি আপনার সঙ্গে চালাকি করব?' ওয়েটার চলে যেতে জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'কারণ আপনার সঙ্গে টটিনির সম্পর্ক আছে।'

'এই কারণ? কিন্তু সবাই তাকে বিশ্বাস করে।'

'তা ঠিক। নাইট অ্যাণ্ড ফগ নির্দেশ সে-ই রিসিভ করে। অন্যান্য মৃত্যু সম্পর্কে জানি না, তবে হার্টলের মাধ্যমে টুইংকলকে নির্দেশ দিয়েছিল সে। টুইংকল তার নির্দেশ মানতে গিয়ে মারা গেছে। সী গালের সঙ্গেও বসার একটা আয়োজন করেছিল সে, সী গালও মারা গেছে। আপনি, মার্টিন, ওদের দু'জনকে ভাল করে চিনতেন, কারণ তারা দীর্ঘদিন ডসকে পরিচালনা করেছে—টুইংকল আর সীগাল। আমি এখন টুইংকল নম্বর দুই। ওপরতলায় রয়েছে সী গাল নম্বর দুই। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। যাদের ভূমিকা নিতে এসেছি আমরা তারা দু'জন সম্ভবত এই মুহূর্তে ইন্টেলিজেন্স-এর মহান ডিরেক্টরকে রিপোর্ট করছে আকাশে। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর সামনে বসে ওদের মত রিপোর্ট করার ইচ্ছে আমার বা আমার পার্টনারের নেই।'

পানীয় পরিবেশন করে ফিরে গেল ওয়েটার।

মার্টিনকে খুব আহত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'কিন্তু টটিনি তো…'

'তোতা পাখির ঢঙে টটিনির প্রশংসা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।' মার্টিনিতে একবার মাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। 'সে যদি স্বচ্ছ আর সাদা হয়, খুব ভাল কথা। কারণ তা না হলে আমরা সবাই মারা পড়ব, আর তখন যাদের কথা বললাম তারা এসে তাকে খুঁজে বের করবে। তারা শুধু তার নাকের ওপর কাজ করবে না। সে এখন কোথায়, মার্টিন?'

'টটিনি এখন প্যারিসে।'

'আমাদের সঙ্গে কিভাবে সে দেখা করতে চায়?'

'মাফ করবেন, এরইমধ্যে আমি ওস্ট-ভেস্ট, মানে ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসের দুটো স্লীপিং কমপার্টমেন্ট বুক করেছি। একটা… কি বলব তাকে… সী গাল?'

'চলবে।'

'ঠিক আছে, একটা সী গালের জন্যে, ডাবলটা আমাদের জন্যে। রাত বারোটা তেইশ মিনিটে জু স্টেশন ছেড়ে যাবে ওটা। যাত্রা শুরু করবে হাউপ্টবানহুফ থেকে, তবে নিরাপত্তার কারণে ওখান থেকে ট্রেনে চড়া উচিত হবে না, বিশেষ করে আমরা যদি ফেউ খসাতে চাই। আপনাদের তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আমরা এখনই তৈরি, মার্টিন। আমাকে শুধু হোটেলের বিল মেটাতে হবে।' নিচে নামার আগে ছোট সুটকেস আর ব্রীফকেসটা গুছিয়ে রেখে এসেছে রানা।

'আপনি এখানে বসে থাকবেন, আমি যাতে আপনাকে দেখতে পাই। যদি দেখি আপনার পা নড়ছে, এমন কি যদি দেখি বাথরুমের দিকে এগোচ্ছেন, আপনাকে আমি থামিয়ে দেব—পারমানান্টলি। হার্টলের হাতের কথা ভুলে যান, ভুলে যান দরজার পাশে ফেউ বসে আছে। নিজের অ্যানাটমির স্পর্শকাতর অংশগুলোর কথা ভাবুন শুধু। লণ্ডন থেকে আমাকে বলা হয়েছে আপনার নাকি মেয়ে মানুষ খুব পছন্দ। আমার নির্দেশ অমান্য করলে আপনি তাদের কোন কাজে আসবেন না।'

'রানা, আপনি আমাকে এত ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমি তা কিছুই করিনি...'

'এটা স্রেফ আপনাকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে, মার্টিন। পুরানো একটা প্রবাদ—শিয়ালের গর্তে তোমার চেয়ে সাহসী কারও সঙ্গে থেকো না। মার্টিন, এই মাত্র ঠিক সে-ধরনের একটা ভুল করেছেন আপনি। এখান থেকে নড়বেন না, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, রানা।'

হেঁটে হাউস ফোনের কাছে চলে এল রানা, ডায়াল করল দু'শো দুই নম্বর স্যুইটে, রুবাকে তার কোট নিয়ে নিচে নেমে আসতে বলল। 'লাগেজ আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, রানা।'

'বন্ধু বাখ রয়েছে এখানে, তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। কাজেই তাড়াতাড়ি নেমে এসো।'

'আসছি, রানা।'

রিসেপশনে ডিউটি দিচ্ছে আণ্ডার ম্যানেজার, এমন গম্ভীর আর এত লম্বা যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়ে বানানো সিনেমায় অভিনয় করলে জীবিকা নির্বাহে অসুবিধে হত না। মুখে হাসি নেই, হাসতে বোধহয় জানেও না। মুখের ডান দিকে একটা ক্ষতচিহ্ন, কারণটা ডুয়েলের চেয়ে কার অ্যাক্সিডেন্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি। দু'শো দুই আর দু'শো সাত নম্বর স্যুইটের বিল চাইল রানা।

'মি. রবিন, কোথাও কোন ভুল করেছি আমরা? আপনাদের আমরা এক হপ্তার জন্যে অতিথি হিসেবে পেয়েছিলাম। কামরাগুলো কি পছন্দ হচ্ছে না?'

'সমস্যা কামরায় নয়,' বলল রানা। 'সমস্যা রয়েছে আপনাদের কিচেনে।'

'স্যার, আমি... না! আমাদের কিচেনে সমস্যা, চিন্তাও করা যায় না, স্যার!'

'ভদ্রমহিলার স্যাণ্ডউইচে পোকা ছিল।'

'মি. রবিন, মাপ করবেন, যদি কোন পরামর্শ দেন...'

'ওয়েটার বা শেফকে বের করে দিন।'

দীর্ঘদেহী আণ্ডার ম্যানেজার সামনের দিকে ঝুঁকল। 'কেমপির কিচেনে সমস্যা, এ অসম্ভব, স্যার। আমাদের ব্যবসার পলিসিই হলো...'

'তাহলে রুম সার্ভিসের কোন ওয়েটার দায়ী।'

এখনও আণ্ডার ম্যানেজারের মুখে হাসি নেই, মাথা ঝাঁকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ভাল কাজের লোক পাওয়া আজকাল একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্যার। ফ্লোর ওয়েটারদের একজনকে নিয়ে একটা বিপদ হয়েছে, আপনাকে বলিনি।'

'মারা গেছে, নাকি শুধু মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে?'

'এক অর্থে দুটোই সত্যি।'

'আচ্ছা, বুঝেছি, অল্প একটু প্রেগন্যান্ট হবার মত আর কি। ঠিক আছে, বিল দিন, আর মাতাল নয় এমন কাউকে লাগেজ আনতে পাঠান। এগারোটা পঁয়তাল্লিশে আমাদের একটা গাড়িও দরকার হবে।'

'অবশ্যই, মি. রবিন। কোথায় আপনারা যেতে চান, প্লীজ?'

'গাড়ি এলে ড্রাইভারকে জানাব।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাউ করল লোকটা, কমপিউটরের বোতাম টিপে প্রিন্ট-আউট বের করল। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট মেটাল রানা।

গোটা ব্যাপারটা নাইট জেনারেল ম্যানেজারকে রিপোর্ট করল আণ্ডার ম্যানেজার। কেমপিতে এ-ধরনের ঘটনা সত্যি চিন্তা করা যায় না। পুলিসকে রিপোর্ট করা হলেও সে-সময় কিছু জানা গেল না। জানা গেল অনেক পরে, আলোচ্য রাতের পুলিস রেকর্ড চেক করার সময়। বার্লিন স্টেশনে দুটো ঘটনার কথা রিপোর্ট করা হয়েছে, যদিও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে মনে হলো না। প্রথম ঘটনাটা এরকম—হোটেল থেকে গোপনে অ্যাম্বুলেন্সের একটা ইউনিটকে ডাকা হয়েছিল, কারণ রক্তাক্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় একজন ফ্লোর ওয়েটারকে তিনতলার এক ক্লজিটের ভেতর পাওয়া গেছে, ইউনিফর্ম ছাড়া।

আরও আগে পুলিসকে রিপোর্ট করা হয় একটা দোকানে চোর ঢুকেছিল। দোকানটায় পোকা-মাকড়, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি বিক্রি হয়। পুলিস পৌঁছুনোর পর মালিক তাদেরকে একটা কাঁচের বাক্স দেখায়, টেমপারেচার কন্ট্রোল সিস্টেম সহ। বাক্সটার ভেতর ফিডলব্যাক মাকড়সার অনেকগুলো ডিম ছিল, সব নিয়ে গেছে চোর।

নিজের স্যুইট থেকে নিচে নেমে এল রুবা, কাপড়চোপড় দেখে মনে হবে ষাট সালে তৈরি স্পাই মুভির নায়িকা। ঢোলা কোটটা গায়ে দেয়নি, তার বদলে পরেছে বেল্ট লাগানো একটা ট্রেঞ্চ কোট, সঙ্গে ফার কলার, ফলে তার চেহারা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্কার্টের নিচে চকচকে কালো বুট লোমহীন মসৃণ ও ফর্সা পায়ের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। সোজা এগিয়ে এল সে, মার্টিনকে নিয়ে যেখানে বসে রয়েছে রানা।

'আহ্, সী গাল ল্যাণ্ড করেছে,' বিড়বিড় করল রানা। 'মার্টিনের সঙ্গে পরিচিত হও। মার্টিন, ইনি আপনার দ্বিতীয় কেস অফিসার।'

'আমার সৌভাগ্য।' দাঁড়াল মার্টিন, রুবার হাত ধরল, বাউ করে চুমো খেলো হাতের উল্টো পিঠে। রানা যেমন সন্দেহ করেছিল, রুবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত দু'তিনবার চোখ বুলিয়ে নিল সে, লোভে চকচক করছে চোখ দুটো।

রানার মনে পড়ল, মার্টিন একজন সাইফার। সে হাসছে, কথা বলছে, কালো চোখে পালা করে ফুটছে লোভ ও উল্লাস, অথচ তার আসল ব্যক্তিত্ব তারপরও প্রকাশ পাচ্ছে না। এ-ধরনের এজেন্ট আগেও দেখেছে রানা, এদেরকে চিনতে খুব অসুবিধে হয়।

'রানা!' এই প্রথম মনে হলো কষ্ট পাচ্ছে মার্টিন। 'আমি মেন'স রুম ব্যবহার করতে চাই। যেতে পারি তো?'

'আমাকে নিয়ে। এক্সকিউজ আস, ম্যাডাম।'

রুবার ঠোঁটে ক্ষীণ, অনিশ্চিত হাসি। 'কি ঘটছে বলো তো?'

'আমরা কার্বনের সঙ্গে দেখা করতে প্যারিসে যাচ্ছি।'

চোখ কপালে তুলল রুবা। 'প্যারিসে যাচ্ছি? প্লেনে?'

'রানা!' মার্টিনের গলায় জরুরী তাগাদা।

'না। ট্রেনে যাচ্ছি আমরা। রাতের ট্রেনে প্যারিসে যাওয়া খুব মজার ব্যাপার।'

'রানা!' কর্কশ গলা মার্টিনের।

'এখুনি ফিরে আসছি।' রুবাকে উজ্জ্বল হাসি উপহার দিয়ে মার্টিনের কনুই ধরে কাছাকাছি মেন'স রুমের দিকে এগোল রানা।

'কেন আমি একা বাথরুমে যেতে পারব না?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'কারণ, মার্টিন, প্যারিসে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কাউকে আমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। সুন্দরী কার্বনের সঙ্গে কথা হোক, তারপর হয়তো বুঝতে পারব কে আসলে কি।'

'কথাটা মিথ্যে বলেননি।'

'সুন্দরী?'

'অদ্ভুত।'

'সুখবর, সে হয়তো আপনাকে সী গালের কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে।'

'সব মেয়ের সঙ্গেই এরকম করি আমি, রানা। এটা আমার জীবনের একটা অভিশাপ।'

'তবু ফ্রান্সে না পৌঁছুনো পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখতে পারলে নিজেরই উপকার করবেন। ওখানে পৌঁছুনোর পর আপনার কোন সমস্যা হবে না, কারণ ফ্রেঞ্চ মেয়েরা খুব সহজে পটে যায়। বিশেষ করে আজকালকার আমেরিকান মেয়েদের ব্যাপারে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। শুধু সুন্দরী বলে প্রশংসা করলেও ওদের কেউ কেউ দুই উরুর মাঝখানে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারে।'

'কেন? এ অন্যায়!'

'কারণ সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে এখন ওরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ওরা এখন সমান স্ট্যাটাস ভোগ করছে, কাজেই আপনি যদি প্রশংসা করেন ওদের মধ্যে কেউ কেউ ধরে নেয় নিজেকে আপনি সেক্সিয়েস্ট বলে দাবি করছেন।'

'ব্যাপারটা খুব কঠিন আর জটিল লাগছে আমার কাছে।' এই প্রথম মার্টিনকে সাধারণ আর সব মানুষের মত একজন বলে মনে হলো।

টেবিলে ফিরে এসে ওরা দেখল ভোদকা আর টনিকের অর্ডার দিয়েছে রুবা। রানার অবশিষ্ট মার্টিনির পাশে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজও রেখেছে সে।

ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়ল রানা। 'রানা,' রুবা লিখেছে, 'ওই লোকের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যাবে না। লোকটার দৃষ্টি ভাল নয়।'

'মনে হয় চাটছে, তাই না?' রুবার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসল রানা।
'মনে হয় আস্ত গিলে ফেলবে।' রুবার চোখে পলক পড়ছে না।
'মার্টিন, ছোট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।' মার্টিনের দিকে ফিরে চোখ মটকাল রানা।
'শুনি।'
'ট্রেনে আমাদের যেভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন সেটা বাতিল করতে হচ্ছে। একটা আলাদা কমপার্টমেন্টে আপনি থাকবেন, অপরটায় আমরা দু'জন থাকব। ওর সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'
'সারারাত?'
'এ ধরনের কনফারেন্স মাঝে মধ্যে চলতেই থাকে, থামে না। তবে ডিনার হয়তো তিনজন একসঙ্গেই খাব আমরা। কেমন হবে সেটা?'
'আপনি যা বলেন।'
রুবার দিকে আড়চোখে তাকাল রানা। 'বন্ধু মার্টিন বলছেন, দরজার কাছে মধ্যবয়স্ক যে ভদ্রলোক বসে রয়েছেন তিনি আসলে ফেউ,' ঠোঁট না নেড়ে কথাগুলো বলল ও।
'বিদ্যাটা আপনি জেলে শিখেছেন,' বলল মার্টিন, হঠাৎ তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'জেল থেকে বেরিয়ে আসা অনেক লোককে এই কৌশলটা ব্যবহার করতে দেখেছি আমি, ঠোঁট না নেড়ে কথা বলতে পারে।'
'না, মার্টিন। যারা জেলে ছিল তাদের কাছ থেকে শিখেছি। এক্সপার্টদের কাছ থেকে।' রানার ঠোঁট এখনও নড়ছে না। 'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, আমি চাই না লোকটা আমার ঠোঁটের নড়া পড়তে পারুক। এখন বলুন দেখি, মার্টিন, আপনি কি একশো ভাগ নিশ্চিত যে লোকটা আমাদের ওপর নজর রাখছে?'
'দু'শো ভাগ নিশ্চিত। এক সময় স্ট্যাসিতে ছিল। ওর নাম থার্স। ক্রিসপিন থার্স। ওদের নিশ্চয়ই লোকের অভাব, কারণ, জানা কথা ওকে আমি চিনতে পারব...'
'বোধহয় সেজন্যেই ওর কথা আপনি আমাকে বলার পর থেকে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে রেখেছে। আমাদের লাগেজ কি নিচে নামানো হয়েছে?'
'ওগুলো নিয়ে সুদর্শন এক বেলবয় ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাগেজের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন ভয় পাচ্ছে ওগুলোর পা গজাবে।'
'গুড। আপনার লাগেজ, মার্টিন?'
চেয়ারের পাশে রাখা বড়সড় ব্রীফকেসটায় টোকা দিল মার্টিন। 'এটাই আমার একমাত্র সম্বল। ভেতরে বড় একটা কশ আছে, শক্ত রাবার দিয়ে তৈরি। কশই তো বলে, তাই না?'
'ওটা ব্যবহার করে শুধু যদি মানুষকে অজ্ঞান করা যায়, তাহলে ওটা কশই। আর কিছু নেই, মার্টিন? কোন আর্টিলারি?'
'শুধু একটা ছোট পিস্তল। পয়েন্ট টু-টু। একটা মাছিও মরবে না।'
'ঠিক।' রুবার দিকে ফিরল রানা। তার নাম মার্টিনের সামনে উচ্চারণ করতে

চাইছে না ও। 'এক কাজ করো, ব্যাগগুলো তুমি সামলাও। ওগুলো নিয়ে ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে চলে যাও। আমি আর মার্টিন দু'জন মিলে থার্সকে বুঝিয়ে দিই তার পদ্ধতিতে ত্রুটি আছে। আমার ধারণা, বাইরে ওদের একটা টীম আছে—কিংবা গাড়ির ভেতর ওর একজন সঙ্গী।' সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় কথা বলল ও, কি করতে চায় বুঝিয়ে দিল মার্টিনকে।

'হের থার্স?' লোকটার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা ও মার্টিন। রুবা গেছে লাগেজ সামলাতে, গাড়িটা পৌঁচেছে কিনা তাও দেখবে।

'আমাকে বলছেন?' কাছ থেকে চেহারাটা দেখে ক্রিমিন্যাল বলে মনে হলেও, কেমন যেন নেতিয়ে পড়া ভাব লক্ষ করল রানা। সুটটা এক সময় মর্যাদার প্রতীক ছিল, এখন সেটা আবর্জনা হিসেবে ফেলে দিলেই চলে। দীর্ঘদিন ধরে উদ্বিগ্ন ও অবসাদগ্রস্ত লোকের চেহারায় যে-ধরনের ভাঁজ আর রেখা ফুটে ওঠে, এর চেহারাতেও তাই দেখা যাচ্ছে। জুতোটা পুরানো, তবে আরামদায়ক। চোখ দুটো ক্লান্ত, যেন ঘুম পাচ্ছে, তবে অসতর্ক বলা যাবে না। বোঝা যায়, সারাটা জীবন অন্য লোকদের সমস্যা আর গতিবিধি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার।

'হ্যাঁ, হের থার্স,' জার্মান ভাষায় বলল রানা। আমি জানতে চাইছি আপনি ক্রিসপিন থার্স কিনা।'

'কেটে পড়ুন,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল থার্স, যদিও নিজের ভাষায় ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। ঘুরে তার চেয়ারের পিছনে চলে গেল মার্টিন।

'আমার পরামর্শ হলো, উঠে দাঁড়ান, কোন গোলমাল করবেন না, তারপর আমাদের সঙ্গে চলুন,' বলার সময় হাসছে রানা, শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাল, নিজের কথার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে ভাল একজন পুলিস অফিসার যেমন করে থাকে।

'হিমেল, বলতে চাইছেন?' থার্সকে বিস্মিত দেখাল। জার্মান ভাষায় শব্দটার অর্থ—বাইরে।

'একটু বেড়াব, দু'একটা বিষয়ে গল্প করব।' এখনও হাসছে রানা। 'বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আমরা চিনি। আমাদের ফাইলে আপনার ফটো আছে।'

'আপনারা পুলিস নন, কেটে পড়ুন,' বলল থার্স।

'সোজা আঙুলে তাহলে ঘি উঠবে না?' লোকটার ঘাড়ে হাত রেখে আঙুলের চাপ দিল মার্টিন। মুখ খুলে চিৎকার করতে চাইল থার্স, কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না, ব্যথাটা এতই প্রবল। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে।

'সামান্য একটু ব্যথা কি না করতে পারে।' মাথা ঝাঁকিয়ে মার্টিনকে ধন্যবাদ জানাল রানা। 'হের থার্স, আমরা এখন শান্ত ভদ্রলোকের মত হোটেলের বাইরে বেরুব।'

পোর্টার দরজা খুলে দিল, জানাল ওদের গাড়ি অপেক্ষা করছে। চকচকে একটা কালো মার্সিডিজের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুবা, বুটে লাগেজ তোলা দেখছে।

'তুমি একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকলে ভাল হয়,' পোর্টারকে বলল রানা। 'ইনি, হের থার্স, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'অবশ্যই!' পোর্টার ছুটে হোটেলের ভেতর চলে গেল। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে পাঁচ-ছ'জন লোক লাইন দিয়ে রয়েছে।

'এর মানে কি?' গলা চড়িয়ে কথা বলছে থার্স। 'কি করতে চান আপনি? আমি সম্পূর্ণ সুস্থ...'

'না, সুস্থ নন।' মার্টিনের হাতটা যে নড়ল, এমনকি রানার চোখেও তা ধরা পড়ল না। মার্টিনের কশ যেখানে লাগার কথা সেখানেই লাগল, থার্সের খুলির গোড়ায়।

দু'জনে মিলে ধরে ফেলল তাকে, চেহারায় উদ্বিগ্ন ভাব, চারদিকে তাকাচ্ছে। 'আশা করি মেরে ফেলেননি,' বিড়বিড় করল রানা।

'প্রশ্নই ওঠে না, রানা। বহু বছর ধরে এই কাজ করছি আমি। অবশ্য খুলিটা যদি ডিমের খোসা না হয়। এর ওপর রাবার অ্যানেসথেটিক পদ্ধতি আগেও ব্যবহার করা হয়েছে, আমি জানি। ঘটনাটা আমি ঘটতে দেখেছি।'

প্রথম পোর্টার আরও দু'জনকে নিয়ে ফিরে এল। 'ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক করেছে,' বলল রানা, পোর্টারদের সাহায্য নিয়ে ফুটপাথে শুইয়ে দিল থার্সকে, চিৎকার করে বলছে, 'এখানে কোন ডাক্তার থাকলে এগিয়ে আসুন, প্লীজ।' এই সময় দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ, অ্যাম্বুলেন্স আসছে।

'আমরা কি তোমাদের হাতে ভদ্রলোককে তুলে দিয়ে যেতে পারি?' একজন পোর্টারের হাতে এক গোছা ডয়েশমার্ক গুঁজে দিল রানা। 'দেরি করলে আমরা আমাদের ফ্লাইট মিস করব।'

মার্সিডিজে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রানা, কয়েকটা অলিগলি হয়ে জু স্টেশনে পৌঁছুতে হবে তাকে।

'ভায়েরা কি স্পাই?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার, দাঁত বের করে হাসছে। 'টিভির স্পাইরা এইসব করতে বলে।'

সবাই একদফা হাসল, তারপর ব্যাখ্যা করল রানা, ওরা আসলে ওদের সঙ্গিনীর স্বামীর কাছ থেকে পালাচ্ছে। 'লোকটা বদমেজাজী, অত্যন্ত প্রভাবশালী। আমাদের সঙ্গিনী ডিভোর্স চায়। আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করছি।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভদের আমি খুব পছন্দ করি,' এক গাল হেসে বলল ড্রাইভার।

অলিগলি হয়ে জু স্টেশনে পৌঁছুল মার্সিডিজ, কেউ ওদেরকে অনুসরণ করেনি। হাতে এখনও সাত মিনিট সময় আছে। ড্রাইভারকে মোটা বকশিশ দিল রানা, উত্তরে লোকটা বলল, 'কাউকে কিছু বলব না আমি, সবগুলো আঙুলের নখ তুলে ফেললেও না।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেও ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসে চড়ে বসল ওরা। ডাবল স্লিপারটা বেশ আরামদায়ক, যা যা দরকার সবই আছে। ট্রেনে উঠেই নিজের

সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্টে চলে গেছে মার্টিন, কোন প্রতিবাদ জানায়নি, কথা হয়েছে ডিনারের সময় আবার দেখা হবে।

ট্রেনের গতি বাড়তে শুরু করল, হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষল রানা, স্বস্তিবোধ করার লক্ষণ। সারা রাত ধরে কোন্ রুট ধরে যাবে ট্রেনটা স্মরণ করল ও। সম্ভবত মাগডেবার্গ-এ প্রথম চেক পয়েন্ট, তারপর হ্যানওভার হয়ে হ্যাগেন। কোলন ছাড়াবার পরপরই ব্রেকফাস্ট খাবে, তারপর পৌঁছে যাবে গার ডু নর্ড অর্থাৎ প্যারিসে—ঘড়িতে তখন বাজবে একটা বিশ মিনিট।

'কোন্‌টা চাও তুমি?' রুবাকে জিজ্ঞেস করল রানা, চোখ ইশারায় বাঙ্কগুলো দেখাল। 'মানে নিচে থাকতে চাও, নাকি ওপরে?'

'ওহ্, আমি মনে করি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করাটা উচিত হবে না।' ঠোঁট টিপে হাসল রুবা, রানা তার চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠতে দেখল, তারপর জ্বলে উঠতে।

'ভ্রমণটা মনে হচ্ছে দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে।'

'আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম।' রানার দিকে এগিয়ে এল রুবা, ট্রেনের দোলায় টলছে। আর ঠিক এই সময় নক হলো দরজায়।

'মার্টিন আমাদেরকে এক মিনিটও শান্তিতে থাকতে দেবে না,' বলল রুবা, রানা তাকে বাধা দেয়ার আগেই বোল্ট সরিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

মার্সিডিজের ড্রাইভার করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পিছনে, টাওয়ারের মত লম্বা, প্রকাণ্ডদেহী দু'জন লোক। কমপার্টমেন্টের ভেতর ঢোকার সময় দু'জনের কেউই হাসল না। কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'দুঃখিত,' বলল সে। 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম।'

ছয়

দু'জনেই লম্বা, তার মধ্যে একজন অপরজনের চেয়ে আধ ইঞ্চি বেশি। রানা ওদের নাম দিল—ছোট তালগাছ, বড় তালগাছ। বড় গাছই প্রথম মুখ খুলল, 'পুলিস!' ঠিক মানুষ যেভাবে রাবিশ বলে চিৎকার করে ওঠে।

'আমার ধারণা, উনি বলছেন ওঁরা পুলিসের লোক।' রুবার দিকে ফিরল রানা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল। গাছটাও চিৎকার করল, 'পুলিস!' ওয়ালেট বের করে এক সেকেণ্ডের জন্যে খুলে আবার বন্ধ করল, ব্যাজ আর ল্যামিনেটেড কার্ড দেখাল ওদেরকে।

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, ওঁরা পুলিসই,' বলল রানা।

'ওই ভদ্রলোকের ওয়ালেটে আমিও একটা ব্যাজ দেখলাম,' সায় দিল রুবা। 'বলুন, কিভাবে আপনাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি?'

'স্প্রেচেন জাই ডয়েস?' জিজ্ঞেস করল বড় তালগাছ।

'কথাটার মানে আমি জানি। ইয়ে···নাইন··· নো···না, আমরা আপনাদের

ভাষায় কথা বলতে পারি না।' রানা ভান করল শব্দ খুঁজে না পেয়ে অসহায় বোধ করছে। 'তুমি.' বড় তালগাছের বুকের মাঝখানে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চাপ দিল ও. 'ইংরেজি বলতে পারো?' পুলিস অফিসারের বুকে আঙুলের চাপ দেয়া অনুমোদিত স্ট্র্যাটেজি নয়।

'এক-আধটু।' বিশাল থাবায় রানার হাতটা ধরে সরিয়ে দিল বড় তালগাছ। 'অবশ্যই অনেক প্রশ্ন করা হবে। সামনে পটসডামার স্টেশন. ওখানে আমরা নামব।'

'না, ইংরেজি আপনি খুব কমই জানেন,' জোর গলায় বলল রানা। 'আমরা কোথাও নামছি না, সোজা প্যারিস যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' স্পষ্ট সুরে বলল রুবা। 'প্যারিস। উই…গো…টু… প্যারিস।'

'ইয়েস, প্যারিস। আই সী। কিন্তু আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে।'

'জিজ্ঞেস করুন। যে-কোন সাহায্য করতে রাজি আছি।' হাসছে রানা, হাত দুটো এমন ভঙ্গিতে মেলে ধরল যেন বলতে চাইছে কিছুই ওদের গোপন করার নেই।

'আমরা আপনাদেরকে সামনের স্টেশনে নামতেও বলতে পারি…'

'না, আমরা প্যারিস যাচ্ছি, সেখানেই নামব,' জোর দিয়ে বলল রুবা। 'আপনারা আসলে চাইছেনটা কি?'

বড় তালগাছ আঙুল দিয়ে মার্সিডিজের ড্রাইভারকে দেখাল, এখনও করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'কোবলার…আপনারা কি বলেন— ইনফরমার?'

'কোবলার ইনফরমার?' রানা বিস্মিত হবার ভান করল। 'তা. কি বলছে সে?'

'কোবলার বলছে আপনারা তার গাড়িতে রহস্যময় আচরণ করেছেন। তার ধারণা, এই ভদ্রমহিলাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিডন্যাপ ঠিক আছে. ইংরেজি?'

'শব্দটা ঠিক আছে, অফিসার। উত্তরটা না।'

'না?'

'না।' বড় তালগাছ আর রানার মাঝখানে সরে এল রুবা। 'আপনাদের ইনফরমার কোবলার ভুল বুঝেছে। দোষটা আমাদের, কারণ আমরা গাড়িতে ঠাট্টা করছিলাম।'

'ঠিক আছে, ঠাট্টার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে সবাই আমরা হেডকোয়ার্টারে যাব।'

'আবার আপনি সেই একই কথা বলছেন?' এবার রানার গলার সুর বদলে গেল। 'অফিসার, আমরা কোন অপরাধ করিনি। স্রেফ হাসি-তামাশা করেছি। আপনি বুঝতে পারছেন না, কাউকে কিডন্যাপ করা হয়নি?'

'তাহলে আমরা বাধ্য হব…'

'আমাদেরকে ট্রেন থেকে নামাতে চেষ্টা করা হলে ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরকে ফোন করব আমি। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বুঝতেই পারছেন, আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আর যদি স্টেশনে নামার পর ফোন করতে না দেন. আমরা চিৎকার করে লোক জড়ো করব।'

'আর আমি চিৎকার করে বলব, পুলিস আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে,' রুবার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। 'চিৎকার করে লোকজনকে জানাব আমাকে কিডন্যাপ করা হয়নি। তবে আপনারা তাই করতে চাইছেন।'

'আপনাদের সঙ্গে আরও একজন লোক ছিল। সে সম্ভবত…'

'কম্পার্টমেন্ট সিসেভেনে আছেন তিনি. করিডর ধরে এগোলেই পেয়ে যাবেন।'

'তাহলে আমরা বরং তার সঙ্গে কথা বলি।' বড় তালগাছকে গম্ভীর দেখাল।

'তাই করুন।' লোকটার দিকে এক পা এগোল রানা। 'তবে আপনাদের পিছু নিচ্ছি আমরা। আমাদের বন্ধুকে ট্রেন থেকে নামাবার চেষ্টা করা হলে চিৎকার করে লোক জড়ো করব। আমরা কোন আইন ভাঙিনি। আপনার ইনফরমার একটা গাধা।'

'সম্ভবত।' বড় তালগাছ ইংরেজি শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল, মনে হলো ইংরেজিতে তার দক্ষতা আছে।

'সম্ভবত নয়, নির্ঘাত। আর শুধু গাধা নয়. ইতরও।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল বড় তালগাছ. তারপর এই প্রথম হাসল সে। 'কোবলার যদি শুধু শুধু আমাদেরকে ঝামেলায় ফেলে থাকে, তার শাস্তি হওয়া দরকার, কি বলেন?'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন।'

লম্বা দুই গাছই কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'কি ব্যাপার বলো তো?' রুবাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল রানা। 'সত্যিকার হুমকি দেয়ার জন্যে নিজেকে তৈরি করো। মার্টিনকে ওরা ট্রেন থেকে নামাতে চাইলে বাধা দিতে হবে।'

'আমাদের কথা সহজেই ওরা মেনে নিল।'

'নেবেই তো, আসলে তো পুলিস নয়।'

'কি বলছ!'

'পুলিস কখনও হাজার ডলার দামের সুট পরে, একশো ডলার দামের জুতো পায়ে দেয়?'

'এ-সব আমি লক্ষ করিনি। লোকগুলো অসৎ পুলিসও হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না সত্যি খুব সহজে হাল ছেড়ে দিল ওরা সামনের স্টেশনে. যে-কোন স্টেশনে পুলিস থাকবে প্রয়োজনে আমরা তাদের সাহায্য চাইব।'

'রেগে গেলে আমিও গলা ফাটাতে জানি।' চেহারা লালচে হয়ে উঠল রুবার।

'কথাটা আমার মনে রাখতে হবে।'

'না, রানা, তোমার ওপর কেন রাগ করব আর যদি রাগ করিও, চিৎকার করব কেন। আর যদি চিৎকার করিও, শুনতে সেটা তোমার ভাল লাগবে, এতই নরম—যদি বুঝতে পেরে থাকো কি বলছি।'

'সত্যি?' ভুরু জোড়া উঁচু করল রানা, পুরোপুরি খুলে ফেলল দরজাটা। 'তুমি ডান দিকে যাও, আমি উল্টো দিকের দরজার দিকে এগোই।' সামনে স্টেশন, ট্রেনের গতি কমে গেছে, ফলে আগের চেয়ে একটু বেশি দুলছে। 'ভুয়া পুলিসরা কোথায় আছে দেখো, মার্টিনকে নামাতে চেষ্টা করলে কি করতে হবে তুমি জানো।'

পটসডামার স্টেশনে ট্রেন থামতে নিচে নেমে পড়ল রানা, ডানে ও বাঁয়ে দু'দিকে চোখ রাখল। ক্যারিজের আরেক প্রান্ত থেকে রুবাও নেমেছে। রানা ইশারায় নির্দেশ দিল সে যেন তার ডানদিকে নজর রাখে।

প্রচুর লোক প্ল্যাটফর্মে। বেশিরভাগই চড়ল, নামল অল্প কয়েকজন। সাত মিনিটের মধ্যে মার্টিন বা গাছদের কাউকে দেখতে পেল না রানা। ট্রেন আবার চলতে শুরু করতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রানা, দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে চলে এল ট্রেন, এরপর নিজেদের কম্পার্টমেন্টে ফিরল ও। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে রুবা। 'কিছু দেখলে?'

মাথা নাড়ল রুবা।

'চলো, মার্টিনকে দেখে আসি।' করিডর ধরে সিসেভেনে চলে এল ওরা। নিরুদ্বিগ্ন মার্টিন নিজের বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে, জনপ্রিয় এক ইংরেজ থ্রিলার রাইটারের লেখা।

'আপনি লক্ষ করেছেন এই ব্যাটা তার চরিত্রের কোন বর্ণনা দেয় না কখনও?' মুখ তুলে তাকাল সে।

গলা লম্বা করে লেখকের নামটা দেখল রানা। 'ভদ্রলোকের লেখা আমি পড়েছি বলে মনে পড়ে না।'

'আসল কথা নিয়ে আলোচনা করো,' তাগাদা দিল রুবা। 'এখন আমরা কি করব?'

দ্রুত রুবার দিকে তাকাল রানা। 'তুমি ওদেরকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে দেখোনি?'

মাথা নাড়ল রুবা। 'স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার গেটটা প্ল্যাটফর্ম থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে ছিল, ওদিক থেকে একবারও আমি চোখ সরাইনি। লোকগুলো ট্রেন থেকে নামেনি।'

'কি নিয়ে কথা হচ্ছে আমাকে আপনারা বলবেন?' পেপারব্যাক সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

কি ঘটে গেছে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। সব শুনে মার্টিন বলল, 'এখনও ট্রেনে আছে ব্যাটারা? তারমানে আবার দেখা হবে।'

'তা হয়তো হবে।' রুবার দিকে ফিরল রানা। 'ডিনারের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তুমি কাপড় পাল্টাবে, রুবা?'

'বলতে চাইছ ফরম্যাল কিছু পরা উচিত আমার?'

'চলো, তোমাকে আমি পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি শুধু শার্টটা বদলাব।' মার্টিনের দিকে তাকাল রানা। 'রুবা যখন কাপড় পাল্টাবে, ফিরে এসে

আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'মার্টিনের কাছে ফিরে গিয়ে গল্প না করলেও পারো তুমি,' নিজেদের কম্পার্টমেন্টের দরজায় পৌঁছে রানাকে বলল রুবা, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি লেগে রয়েছে। 'আমাকে লাজুক লতা বা আর কিছু ভেবো না।'

'আমাকে "আর কিছু" আগ্রহী করে তুলছে।' রুবার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা, মেয়েটা ওর আরও কাছে সরে এল। 'প্রথম যখন দেখলাম তোমাকে, দুর্ভেদ্য একটা দুর্গ মনে হয়েছিল আমার। সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলে চিৎকার করে উঠবে, এই ভয়ে এমন কি তোমার চুলের প্রশংসাও করা হয়নি।'

'তা আমি পারি, রানা। করেছিও। তবে আমরা স্বাধীন মেয়েরা এখন নিজেদের পছন্দমত জোড়া বেছে নিতে পারি, চলতি শতাব্দীর শেষ দশকে বেঁচে থাকার আনন্দই তো এখানে। তুমি থাকতে চাও, রানা?'

'আমার যাওয়া উচিত, রুবা। মার্টিনের সঙ্গে কথা আছে। তবে, জানোই তো, পুরো রাতটাই এই ট্রেনে থাকছি আমরা।'

পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রুবা, হালকা একটা চুমো খেলো রানার ঠোঁটে। 'যদি বলি তুমি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ, বিশ্বাস করবে? কিংবা যদি বলি গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ?'

'বেঁচে থাকাটা সবচেয়ে জরুরী, রুবা,' হাসল রানা। 'দরজা বন্ধ করো, আমি ছাড়া আর কেউ এলে খুলবে না। বুঝতে পারছ?'

'খুলব না। শুধু তোমার জন্যে খুলব।' আড়চোখে তাকাল রুবা, হাসছে।

মার্টিনের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসে গাছ দুটোর বর্ণনা দিল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'দু'জনের কাউকে আপনি চেনেন বলে মনে হয়?'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল মার্টিন। 'এরকম চেহারার বহু লোককে চিনি আমি। গোটা ব্যাপারটার গোড়ায় যদি পয়জন আর কদেমি থেকে থাকে, বলতে পারেন রীতিমত একটা সেনাবাহিনী আছে তাদের। কমিউনিজমের পতন যারা মেনে নেয়নি, সাবেক শাসক গোষ্ঠীর ভক্ত, এদের সংখ্যা কম নয়, প্রায় সবাই ওদের অনুসারী। বিপদকে ভয় না পেয়ে যে-সব লোক মস্কো কু-তে অংশগ্রহণ করেছিল, এরা সেই জাতের লোক। ইন্টেলিজেন্সে ট্রেনিং পাওয়া লোক ছিল কয়েকশো, সবাই পালিয়েছে। এইচভিএ-র ট্রেনিং মানে শেখানো হত মানুষকে কিভাবে নির্যাতন করতে হয়।

'ডেঞ্জার ভিনেগাল আগেই অবসর নিয়েছিলেন, পরে তিনি মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেছেন। এখন পয়জন হেইডেগার আর রিটা কদেমি বাইরে, হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে কাঁদার মানুষ নয় তারা। প্রভাবশালী মহল তাদের পিছনে শত শত কোটি মার্ক ইনভেস্ট করেছিল, নিজেদের আদর্শ রক্ষায় সাহায্য পাবার আশায়। কিছু একটা করার জন্যে ওই মহল এখন চাপ দিচ্ছে। একবার ক্ষমতায় থাকার পর কেউ চায়-না রাস্তায় রাস্তায় ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াতে।'

'আপনার অবজারভেশন দারুণ, মার্টিন। আমি মনে রাখব।'

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে হেসে উঠল মার্টিন। 'টর্টিনির সঙ্গে দেখা না হওয়া

পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। অবজারভেশন কাকে বলে দেখতে পাবেন।'

'দেখা তো করতে চাই, সবাই যদি আমরা প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি।' থমথম করছে রানার চেহারা। 'মার্টিন, ফর গড'স সেক, নিজের ওপর লক্ষ রাখুন। লম্বা গাছ দুটো যদি সত্যি আমাদের ক্ষতি করতে এসে থাকে, আমার ধারণা জান-প্রাণ দিয়ে লড়বে ওরা। কাজেই সাবধান।'

নরম দৃষ্টিতে তাকাল মার্টিন। 'সাবধানেই থাকব, রানা। তবু, আমার যদি কিছু হয়...আপনাকে আমি একটা টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি। প্যারিসে পৌঁছেই ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। ইংরেজিতে ফারা কর্ন-কে চাইবেন। তাহলেই পেয়ে যাবেন টটিনিকে।' নম্বরটা মুখস্থ করে নিল রানা।

রুবাকে নিয়ে আসার জন্যে ডাবল কম্পার্টমেন্টে চলে এল ওরা। হালকা ও সাদা একটা ড্রেস পরেছে সে, ফলে এখন তার শরীরের বেশিরভাগটাই উন্মোচিত, এবং সে-সব এলাকার সৌন্দর্য কল্পনাকেও বুঝি হার মানায়। 'তুমি সত্যি পাল্টেছ,' বলল রানা, এক ধরনের উল্লাস বোধ করছে।

ডাইনিং কার-এ বসে খেলো ওরা। কেমপিতে যা সম্ভব হয়নি, এখানে তা সম্ভব হলো—তৃপ্তির সঙ্গে স্মোকড স্যামন খেলো। তবে ওয়াইন তেমন সুবিধের মনে হলো না। ঘণ্টা দু'য়েক পর মার্টিনকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজেদের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল রানা ও রুবা।

ভেতরে ঢোকার পরপরই দরজার বোল্ট লাগিয়ে রানার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল রুবা, দু'হাতে আলিঙ্গন করল ওকে, এমন অস্থিরভাবে চুমো খেতে শুরু করল যেন সে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। রানার মনে হলো, রুবার চোখ দুটোয় যে-কোন পুরুষ অনায়াসে ডুবে যেতে পারে। চুম্বন প্রক্রিয়া শুরু হবার পর আর থামছে না।

'আমি বলি নিচের বাঙ্ক,' ফিসফিস করল রুবা।

'তুমি যা চাও।'

সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখা গেল রুর ভ্যালির মাঝখানে ভুপারটাল এলবারফিল্ড-এ পৌঁচেছে ওরা। রোমান্টিক কোন দৃশ্য চোখে পড়ল না, ট্রেনের দু'পাশে মিল-কারখানা আর পাওয়ার প্ল্যান্টস। জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় রয়েছে ওরা, ডুসেলডর্ফের বাইরে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে কোলনে।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল ওরা। বাথরুম থেকে যতবারই বেরোয় নতুন চেহারা পায় রুবার মুখ, রানা তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা না করে পারল না। নিজের মুখ থেকে শেভিং ক্রীম মুছে তাকে হালকা একটা চুমো খেলো ও। অটোমেটিকটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রুবাকে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

মার্টিনকে তার কম্পার্টমেন্টে পাওয়া গেল না, ডাইনিং কারে দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার সময়ও সে এল না। ব্রেকফাস্টের জন্যে তারপর একটা টেবিল পেল ওরা।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে ফেলছে রানা, কোলন স্টেশনে থামল ট্রেন। মার্টিনের অনুপস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে। রুবার দিকে ঝুঁকল ও। 'জার্মান বন্ধুদেরও দেখা নেই। ভাবছি ওরা মার্টিনকে নিয়ে রাতে কোথাও নেমে যায়নি তো?'

উদ্বিগ্ন রুবাও। 'ট্রেনটা একবার ঘুরে দেখা দরকার না?'

'কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।' স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন। 'বেলজিয়ামে ঢোকার আগে আর মাত্র একটা স্টেশনে থামবে ট্রেন, দেড় ঘণ্টা পর। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, ট্রেনটার দুটো অংশ? আমাদেরটা প্যারিস যাবে, সামনের অংশটা যাবে অসটেণ্ড-এর দিকে।'

'তাহলে আমরা সময় নষ্ট করছি কেন?'

বিল মিটিয়ে নিজেদের কম্পার্টমেন্টে ফেরার আগে মার্টিনের কম্পার্টমেন্ট আরেকবার চেক করল ওরা। হিটিং সিস্টেম চালু থাকলেও শীত করছে রুবার। বাইরে কল-কারখানা পিছিয়ে পড়ছে, জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে সমতল গ্রামাঞ্চলকে। হেমন্তের শেষ ভাগ চলছে, গাছে পাতা নেই বললেই চলে, রাস্তা আর মাঠগুলো ভেজা ভেজা। ইতিমধ্যে ফসল কাটা হয়ে গেছে, বাইরের জগৎটাকে দেখে মনে হবে একটা ভূমিকা নিয়ে অপেক্ষা করছে, শীত আক্রমণ শুরু করলে যেন ঠেকাবে।

তালায় চাবি ঢোকাল রানা, ঘোরাতে শুরু করেছে এই সময় সবেগে খুলে গেল কবাট, হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল শরীরটা। লোহার মত শক্ত একটা হাত কামরার আরও ভেতরে টেনে নিল ওকে, ঠেলে দিল পর্দা টানা জানালাটার ওপর।

সেই একই হাত আঁকড়ে ধরল রুবাকেও, ঠেলে দিল রানার দিকে। পিঠে জানালার কাঁচ লাগায় ভয়ে ও ব্যথায় দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করল সে। পড়ে যাচ্ছিল, চট্ করে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল রানা।

'গুড মর্নিং, আশা করি ভাল ঘুম হয়েছে,' বলল বড় তালগাছ। এই মুহূর্তে বন্ধ দরজার কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতে একটা ব্রাউনিং নাইন এমএম, সঙ্গে লম্বা নাক বিশিষ্ট নয়েজ রিডাকশন ইউনিট। নিতম্বের পাশে ধরে আছে ওটা, শরীরের সঙ্গে ঠেকিয়ে, হাতটা সম্পূর্ণ স্থির।

বড় করে শ্বাস টানল রানা। 'আপনি একা কেন? আপনার বন্ধু কি করছেন?'

লোকটার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। 'আমার বন্ধু আপনার বন্ধুর সেবা করছে। তিনজন মানে ভিড়, জানি, তবে পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে আপনাকে। কথা দিচ্ছি কোনরকম চালাকি করতে দেখলে দু'জনকেই আমি খুন করব। তবে বাধ্য না হলে কাজটা করতে চাই না, কারণ আমি ছাড়াও আরেকজন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তবে আমার আবার, এ যে বলে না—খুন করার লাইসেন্স আছে। পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার।' দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নিয়ে চিন্তা করছে। 'দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে আপনি রাতারাতি দারুণ উন্নতি করে ফেলেছেন।'

হেসে উঠল বড় তাল গাছ। 'কানে এয়ারফোন গুঁজে বিশেষ একটা কোর্স শেষ করেছি।'

রানাকে মোটেও উদ্বিগ্ন বা নার্ভাস দেখাচ্ছে না। আলাপ করার সুরে শান্তভাবে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা বোধহয় পটসডামার স্টেশনে নেমে গেছেন।'

শ্রাগ করল লোকটা। 'প্ল্যানটা সেরকমই ছিল বটে, কিন্তু আপনি সেটা বদলাতে বাধ্য করেছেন। এখন আবার সব নতুন করে আয়োজন করতে হয়েছে আচেন-এ, মানে পরবর্তী স্টেশনে। আর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার সঙ্গী, লিটেন, চলে আসবে এখানে। আসার আগে হের মার্টিনকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসবে। হের মার্টিনকে দেখে আপনারা চিনতে পারবেন না। কেউ চিনতে পারবে না, কারণ তার সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া হবে। মুখটাও, সাদা গজ ড্রেসিঙে। আপনাদেরও ওভাবে সাজানো হবে। আচেন-এ অ্যাম্বুলেন্স থাকবে, লোকজন থাকবে, কাজেই আপনাদেরকে ট্রেন থেকে নামাতে অসুবিধে হবে না।'

'বলবেন না, আমাকে আন্দাজ করতে দিন।' পুরোপুরি শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে। 'তারমানে আমরা তিনজন একটা দুর্ঘটনার শিকার হব। কিভাবে ঘটবে সেটা?'

'বিশদ বিবরণ জানানো হয়নি আমাকে।' হাসিটা বড় তালগাছের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। 'আমরা শুধু আমাদের বন্ধুদের টেলিফোন করেছি। যা করার তারাই করবে। কেউ কোন প্রশ্ন করবে না বা শোরগোল তুলবে না, কাজটা যাতে নিখুঁতভাবে সারা যায় তার জন্যে প্রচুর টাকা ঢালা হচ্ছে। এবার কাজ শুরু করতে হয়। মি. রবিন, নিচের বাঙ্কের কিনারায় বসুন আপনি। আপনার সঙ্গিনীকে বলুন তিনি যেন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসেন।'

ওরা কেউ নড়ল না।

'চলে আসুন, মাই ডিয়ার লেডি। ভয় পাবার কিছু নেই, কয়েক ঘণ্টা শান্তিতে ঘুমোবেন—মাত্র তিন ঘণ্টা। এগোন, পা বাড়ান। আমি থামতে বললে থামবেন, ঘুরে আপনার বন্ধু মি. রবিনের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন—কিংবা তার আসল নাম যা-ই হোক। আসুন, আসুন।'

ধীরে ধীরে বাঙ্কের কিনারায় বসল রানা। রুবাও সামনের দিকে এগোল। 'আস্তে পা ফেলুন, আরও আস্তে। জোরে পা ফেললে, কথা দিচ্ছি আপনার শরীর কম্পার্টমেন্টের ভেতর ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।'

এক সময় রুবাকে থামতে বলল বড় তালগাছ, দু'জনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক ফুট। তার দিকে পিছন ফিরল রুবা।

'এবার বাম হাতের আস্তিন গুটান, তারপর হাতটা সামনের দিকে লম্বা করে দিন। গুড।'

রুবা কাঁপছে। লোকটার পিস্তল ধরা হাত কাঁপছে না। বাঙ্কে বসে রানা দেখতে পাচ্ছে পিস্তলের মাজল সরাসরি ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু করবে, সে উপায় নেই ওর। এই অবস্থায় লাফ দেয়া মানে আত্মহত্যা করা। ট্রেনিং পাওয়া শত্রু, খুন করার জন্যে মুখিয়ে আছে। ও দেখল জ্যাকেটের পকেট থেকে প্লাস্টিকের একটা কেস বের করল সে, কেস থেকে বেরুল ছোট একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ।

এই প্রথম লক্ষ করল রানা বড় তালগাছের কব্জিতে রোলেক্স ঘড়ি। কোন পুলিসের হাতে রোলেক্স ঘড়ি, চিন্তা করা যায় না—অবশ্য ঘুষখোর হলে আলাদা

কথা।

রুবার বাহুতে ইঞ্জেকশনটা পুশ করল লোকটা, সূচটা কোথায় ঢোকাতে হবে একবার মাত্র দেখে নিয়ে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। সূচটা ঢোকার সময় শিউরে উঠল রুবা, তার দিকে না তাকিয়ে লোকটা বলল, 'রিল্যাক্স, লেডি। হয়ে গেছে।' দুই সেকেণ্ডও পেরোয়নি, টলতে শুরু করল রুবা, অনেক কষ্টে একটা পা ফেলল সামনে।

'বাঙ্কে গিয়ে বসে পড়ুন,' নির্দেশ দিল লোকটা। বাঙ্কে ফিরে এসে বসল রুবা, তারপর পিছন দিকে ঢলে পড়ল, উল্টে গেল চোখ, বন্ধ হয়ে গেল পাতা, ওষুধের প্রভাবে নেতিয়ে পড়ল শরীর।

রানার চোখে চোখ রেখে হাসল লোকটা। 'দেখলেন তো? খুবই দ্রুত কাজ করে। এবার আপনার পালা, মি. রবিন। তারপর লিটেনকে ডেকে আপনাদের ব্যাণ্ডেজে মোড়ার কাজটা সেরে ফেলতে হবে। সামনের দিকে মাত্র দুই কম্পার্টমেন্ট পরই রয়েছে ওরা, লিটেন আর হের মার্টিন... হের মার্টিন ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়াতে শুরু করল রানা।

'ধরে নিতে পারি হের মার্টিন ইতিমধ্যে স্বপ্নের জগতে পৌঁছে গেছেন, এই মুহূর্তে তাঁকে ব্যাণ্ডেজে মোড়ার কাজ চলছে। কোটটা, মি. রবিন। সাবধানে খুলুন, রেখে দিন বাঙ্কের ওপর। ধীরে ধীরে, দয়া করে বোকামি করবেন না।'

'আমি বোকা নই। এই পরিস্থিতিতে বোকা ছাড়া কেউ চালাকি করতে যাবে না।' কথাটা বলার পর এই প্রথম লোকটাকে সামান্য অসতর্ক হতে দেখল রানা। চট করে রানার দিক থেকে রুবার দিকে একবার তাকাল সে, এবং পিস্তলটা শক্ত হাতে ধরা থাকলেও সরাসারি রানার দিকে তাক করা থাকল না।

জ্যাকেটটা ধীরে ধীরে গা থেকে খুলল রানা। সামান্য একটু ঘুরে ওটা ভাঁজ করতে যাচ্ছে, দেখল দ্বিতীয় হাইপডারমিক সিরিঞ্জ বের করার জন্যে বাম পকেটে হাত ভরছে লোকটা।

ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল রানা জ্যাকেট, ধরে আছে কলারটা। লোকটার ডান হাত লক্ষ্য করে যখন ছুঁড়ল, প্রায় অলস একটা ভঙ্গির মত লাগল দেখতে। পকেট থেকে হাত বের করে আনছে, জ্যাকেটটা পিস্তল ধরা হাত ঢেকে ফেলেছে, ফলে ব্যারেলটা ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে, আর ঠিক সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে রানার ওপর থেকে সরে গেল তার চোখ।

ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে ট্রেনের গতি, ধনুক আকৃতির লাইন ধরে ছুটছে বলে দোলাটাও বেড়েছে একটু। পিস্তল ধরা হাত থেকে রানার জ্যাকেট ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল তাল গাছ, কিন্তু তার আগেই ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি।

দুটো শব্দ হলো গুলির, তবে ট্রেনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজের সঙ্গে হুইসেলও বাজছে, কম্পার্টমেন্টের বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাবার কথা নয়। ডান পাশে সরে গেছে রানা। লোকটার হাত থেকে সিরিঞ্জ আর পিস্তল পড়ে গেছে। হাত দিয়ে মাথা খামচে ধরার একটা ভঙ্গি করল সে—সচেতন কোন চেষ্টা নয়, স্রেফ

রিফ্লেক্স। মুখটার প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই, দরজা আর দেয়ালে প্রচুর রক্ত দেখা যাচ্ছে। ছিটকে পিছন দিকে সরে গেল শরীরটা, ধাক্কা খেলো দেয়ালে, তারপর মেঝেতে পড়ে গেল। মারা গেছে-হাত থেকে খসে পড়া পিস্তল মেঝে স্পর্শ করার আগেই।

এএসপি ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রেখে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করল রানা। লিটেনকে সামলানোর আগে কম্পার্টমেন্টটা পরিষ্কার করতে হবে ওকে।

অচেতন রুবাকে ওপরের বাঙ্কে শোয়াল রানা, মাথার নিচে একটা বালিশ দিয়ে শরীরটা চাদরে ঢেকে দিল। তার মুখের রঙ আগের মতই উজ্জ্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত পড়ছে। লোকটা সত্যি কথা বলে থাকলে তিন ঘণ্টা পর আপনাআপনি জ্ঞান ফিরে পাবে সে। প্রচুর সময় আছে হাতে, একটা কুড়ির আগে গার ডু নর্ড-এ পৌঁছুবে না ট্রেন।

লোকটার বিস্ফোরিত মাথা একটা চাদরে জড়াল রানা, শরীরটা নিচের বাঙ্কে তুলে ফেলল। আরেকটা চাদর দিয়ে দরজা ও দেয়ালের রক্ত মুছল। সবশেষে ওয়াশ বেসিন থেকে পানি নিয়ে ধুয়ে ফেলল মেঝেটা।

ব্রাউনিংটা তুলে নিয়ে অ্যাকশন চেক করল রানা, ভাল করে দেখে নিল সাইলেন্সারটা জায়গামত আঁটা আছে কিনা। বড় তাল গাছ বলেছে, দুই কম্পার্টমেন্ট পর।

করিডর একদম খালি। এমনকি গার্ড বা টিকিট কালেক্টরকেও দেখা যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট দরজার সামনে এসে সজোরে নক করল রানা, নরম সুরে ডাকল, 'লিটেন?' কবাটে কান চেপে ধরেছে।

লিটেন নিজেই দরজা খুলল, তার ডান হাত উরুর সামান্য পিছনে লুকানো দেখে রানা বুঝতে পারল একটা কাজই করার আছে ওর। বিবেককে প্রশ্রয় পাবার সুযোগই দিল না, পরপর দু'বার গুলি করল লিটেনকে, প্রথমে বুকে, তারপর গলায়। সাইলেন্সার থাকায় প্রায় কোন শব্দই হলো না।

পিছন দিকে ছিটকে পড়ার সময় বিস্মিত দেখাল লিটেনকে। কোন শব্দ করেনি সে। শুধু তার হাত থেকে খসে পড়া ব্রাউনিংটা মেঝেতে একটু আওয়াজ করল। রানার ধারণাই ঠিক, উরুর পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল ওটা।

লাশটা মেঝেতে পড়ার আগেই তার জ্যাকেটের কলার ধরে ফেলল রানা, ডান পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল দরজা। নিচের বার্থে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে মার্টিন। উল্টো দিকের দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা লম্বা সীটে পড়ে রয়েছে গজ ড্রেসিং আর ব্যাণ্ডেজের বড় দুটো স্তূপ। ওপরের বার্থ থেকে চাদর নিয়ে লিটেনের গলাটা জড়াল রানা, এই ক্ষতটা থেকেই বেশি রক্ত ঝরছে। এরপর মার্টিনকে ওপরের বার্থে শোয়াল ও।

ওদেরকে নিয়ে লিটেনরা যা করতে চেয়েছিল, রানা এখন লিটেনদের নিয়ে তা-ই করবে। লিটেনের গা থেকে সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল ও, ক্ষত দুটো থেকে যতটা সম্ভব মুছে ফেলল রক্ত, ক্ষতের ভেতর ঢুকিয়ে দিল খানিকটা করে গজ, তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধল।

লম্বা সীটে তিনটে হসপিটাল গাউন পেল রানা। একটা পরিয়ে দিল লিটেনকে,

তারপর তার নাক আর ঠোঁটের ফাঁক বাদ দিয়ে গোটা মুখ ব্যাণ্ডেজ করল।

কাজটা শেষ করতে বেশ সময় লাগল, তবে কায়দাটা শিখে ফেলেছে, একই কাজ দ্বিতীয়বার করতে এতটা সময় লাগবে না। লিটেনের সমস্ত কাপড়চোপড় বালিশের একটা কাভারে ভরে জানালা দিয়ে ট্রেনের বাইরে ফেলে দিল রানা। বাকি গজ আর ব্যাণ্ডেজ বগল দাবা করে বেরিয়ে এল করিডরে, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে একটা গাউন। দরজায় তালা লাগাতে ভুলল না, ফিরে এল ডাবল স্লীপারে।

লিটেনের মত বড় তালগাছকেও সাজাল রানা, তারপর তার কাপড়চোপড় সার্চ করল। আইডি ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড আর ডয়েসমার্ক ভরা বিলফোল্ড পেয়ে পকেটে ভরে রাখল। এর কাপড়চোপড়ও বালিশের কাভারে ভরে ফেলে দিল বাইরে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল হাতে আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে, অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা এখনও বাকি। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। দুটো কমপার্টমেন্টের মধ্যে এটার অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। বড় তালগাছ শুধু যে বেশি রক্ত ঝরিয়েছে তা-ই নয়, মগজও কম ছড়ায়নি। কাজটা সহজ হবে না, তবে বড় তালগাছকে তার বন্ধুর সঙ্গেই রাখা দরকার। তার আগে মার্টিনকে এখানে, রুবার কাছে আনতে হবে।

করিডর এখনও খালি, মার্টিনকে কাঁধে তুলে ডাবল স্লীপারে ফিরে আসতে ঘেমে গেল রানা, তবে কারও চোখে ধরা পড়ল না। সাবধানে রুবার পাশে শুইয়ে দিল তাকে।

এবার নিচের বাঙ্ক থেকে কাঁধে তুলে নিল বড় তালগাছকে। 'শালা,' গাল দিল রানা, ওজন খুব বেশি বলে। দরজা খুলে উঁকি দিল বাইরে, কেউ নেই দেখে বেরিয়ে এল। কাঁধে বিশাল তালগাছ, পা তো কাঁপবেই, তার ওপর রয়েছে কারও চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয়। পুরানো কাঠের মত বাঁকা হয়ে যাচ্ছে পিঠ, যেন মট করে ভেঙে যাবে।

লিটেনের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ওপরের বাঙ্কে লাশটা নামাল রানা, শরীরের প্রতিটি পেশী ব্যথায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তবে ঠিক সময় মতই শেষ করা গেছে কাজটা। আচেন-এর কাছাকাছি চলে এসেছে ট্রেন, কমে যাচ্ছে গতি।

বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে রুবা আর মার্টিনের কাছে ফিরে এল রানা, ওপরের বাঙ্ক থেকে নিচের বাঙ্কে নামাল মার্টিনকে। সবাইকে বোকা বানিয়ে লাশ দুটো ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়ার পর আরও অনেক কাজ সারতে হবে ওকে। একদম নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করতে হবে কম্পার্টমেন্ট।

ট্রেন থামছে, প্ল্যাটফর্মে অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ক্যারিজের দরজা থেকে তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

ইউনিফর্ম পরা অফিসার, যে চার্জে রয়েছে, তাকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ক'জনের কথা বলেছে ওরা?' স্পষ্ট জার্মান ভাষায়, মনে মনে আশা করছে তথাকথিত পুলিশ দু'জনকে আগে কখনও এরা কেউ দেখেনি।

'তিনজন।'

'আপনারা দু'জনকে নিয়ে যেতে পারবেন।' রানার মুখে ম্লান হাসি। 'একজন হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল অ্যাম্বুলেন্সের লোকটা, নিঃশব্দে হাসল, নিজের লোকদের ইশারা দিল স্ট্রেচার নিয়ে ট্রেনে ওঠার। 'ওরা বেশিক্ষণ টিকবে বলে মনে হয় না,' কম্পার্টমেন্টের দরজার কাছে লোকগুলো পৌঁছুবার পর বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নিয়ে যান।'

'চিন্তা করবেন না,' লীডার লোকটা বলল। 'কি করতে হবে আমাদের জানা আছে। ধকলটা যদি সামলে উঠতে না পারে, ওদের কপাল খারাপ।'

ইতিমধ্যে রেলওয়ের দু'জন কর্মী এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন শেফ-এর ইউনিফর্ম পরা। সে বলল, 'শুনলাম আপনার বন্ধুরা দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। সত্যি আমরা দুঃখিত। আপনিও কি ওদের সঙ্গে যাচ্ছেন, স্যার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্যারিসে আজ আমাকে পৌঁছুতেই হবে। আপাতত একা থাকতে চাই আমি। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা ভাল নয়। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলে এক জাগ কফি পেলে ভাল হয়।'

রেলের দু'জন কর্মীই মাথা ঝাঁকিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করল।

'আপনাদের জানাল কে? এখানকার লোকজন?'

'ও, হ্যাঁ, পুলিস। রেডিওতে। আপনাদেরকে বিরক্ত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, বলেছেন পেশায় আপনারা ডাক্তার। বলেছেন, সাহায্য দরকার হলে আপনারাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

এ-সব নির্দেশ যে-ই দিয়ে থাকুক, ট্র্যান্সপোর্ট সিস্টেম আর পুলিস বিভাগের ওপর তার প্রবল প্রভাব না থেকে পারে না। কমপার্টমেন্ট থেকে স্ট্রেচার বের করে আনা হচ্ছে, এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল রানা।

গোটা ব্যাপারটা একদম পানির মত সহজ লাগছে, তবে আয়োজনটা ভুয়া পুলিস দু'জনের করা তাদের জন্যে কাজটা কঠিন ছিল না। রুবা, মার্টিন আর ওকে খতম করার জন্যে আরও কত লোককে টাকা খাওয়ানো হয়েছে কে জানে! সন্দেহ নেই—কালা, বোবা ও অন্ধ সেজে থাকার জন্যেও অনেক লোককে খুশি করতে হয়েছে ওদের। মার্টিনের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর—'গোটা ব্যাপারটার গোড়ায় যদি পয়জন আর কদেমি থেকে থাকে, বলতে পারেন রীতিমত একটা সেনাবাহিনী আছে তাদের।' তারমানে ভেঙে পড়া এইচভিএ ও স্ট্যাসি-র কয়েকশো বা কয়েক হাজার স্টাফ আর কয়েক লাখ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করছে।

একজন ওয়েটার কফি নিয়ে এল, দরজায় দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে জাগটা নিল রানা, বকশিশ দিল আশাতীত। পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে চাঙা হবার চেষ্টা করল ও। তারপর আধ ঘণ্টা পায়চারি ও চিন্তা করল। কমপার্টমেন্টটা আগেই নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করেছে।

এগারোটার কিছু আগে নড়তে শুরু করল মার্টিন। গভীর ঘুম ও দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে। গোঙানির মত দুর্বোধ্য কিছু শব্দ বেরুল মুখ থেকে। তার কানের

কাছে মুখ নামিয়ে রানা বলল, 'মার্টিন, মার্টিন···আপনি ভাল আছেন। চোখ খুলুন। আমি রানা।'

চোখ খুললেও সঙ্গে সঙ্গে রানাকে চিনতে পারল না মার্টিন। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো দৃষ্টি, চোখ দেখে মনে হলো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

'এখনও আপনি ট্রেনে রয়েছেন, মার্টিন। আমরা প্যারিসে যাচ্ছি। ভুয়া দু'জন জার্মান পুলিস আপনাকে ট্রেন থেকে নামাবার চেষ্টা করেছিল। মনে পড়ে?'

'ওহ্, মাই গড···সেডার লিটেন আর ক্রুমার হেকসাম···'

'কারা ওরা, মার্টিন?'

'পানি,' আর কিছু বলতে পারল না মার্টিন।

করিডরে বেরিয়ে ডাইনিং কারের দিকে এগোচ্ছে রানা, মাঝপথে ওয়েটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, একটু আগে এই লোকই কফি দিয়ে গেছে। রানার অনুরোধের জবাবে সে বলল, 'অবশ্যই, স্যার। এখুনি আমি মেগা-সাইজ কফি আর তিনটে কাপ নিয়ে আসছি।' প্রমাণ হয়ে গেল মোটা বকশিশ দিলে লাভ আছে।

বাঙ্কে হেলান দিয়ে বসে কফি খাচ্ছে মার্টিন, গোড়াতে শুরু করল রুবা।

'মার্টিন, লোক দু'জনের নাম বলেছেন আপনি···'

'হ্যাঁ,' মার্টিনের কথা এখনও জড়িয়ে যাচ্ছে মুখে। 'সেডার লিটেন আর ক্রুমার হেকসাম।'

'কারা ওরা?'

'লিটেন আর হেকসাম? স্ট্যাসি, সন্দেহ নেই। তবে পরে ওরা এইচভিএ-তে কাজ করেছে, পয়জন অর্থাৎ মার্ক হেইডেগারের অধীনে। দু'জনেই এ-ক্লাস ক্রিমিনাল। অপরাধের সব শাখায় দক্ষ ওরা— জালিয়াতি, প্রতারণা, ইন্টারোগেশন, এমনকি খুন-খারাবিতেও। পয়জন ওদেরকে দুই টেক্কা বলতেন, ঠাট্টা করে।'

'টেক্কা দুটো এখন গর্তের ভেতর।' গম্ভীর একটু হেসে রুবার দিকে মনোযোগ দিল রানা। দুঃস্বপ্ন ভেঙে যেতে শুরু করায় অস্থিরভাবে মাথা আর হাত-পা নাড়ছে সে।

রানা ভাবছে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যে প্যারিসে পৌঁছে যাবে ওরা। লিটেন আর হেকসাম সম্পর্কে টটিনিকে কয়েকটি বিব্রতকর প্রশ্ন করতে চায় ও।

সাত

জ্ঞান ফিরে পাবার পর ঝাড়া বিশ মিনিট কাঁদল রুবিনা বারবি। জ্ঞান হারাবার আগে ভয় পেয়েছিল, আর ওষুধের প্রভাব, দুটোই এর জন্য দায়ী। সে কাঁপছে, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ। রানা তাকে পরপর দু'কাপ গরম কফি খাওয়াল। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হতে নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল ও।

'মার্টিন, আপনি সাতঘাটের পানি খাওয়া লোক, কাজেই একটা প্রশ্ন আমি মাত্র একবার করব, চাইব আপনি আমাকে সত্যি কথাটা বলবেন। আমার নির্দেশ আপনি

যদি না মানেন, আপনার সম্পর্কে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে।'

গার ডু নর্ড এখনও এক ঘণ্টা দূরে। মার্টিনকে একদম স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। 'বলে ফেলুন, রানা। কি ব্যাপার?'

রানা বলল প্যারিসে পৌঁছার পর ছড়িয়ে পড়বে ওরা, ট্রেন থেকে নামবেও আলাদাভাবে। বলল, ও কেন ঝুঁকি নিতে চায় না। লিটেন আর হেকসাম পয়জন হেইডেগার ও রিটা কদেমির গুণ্ডা, মার্টিন নিজেই বলেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওদেরকে বন্দী করে নির্জন ও নিরাপদ কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা, কিংবা সম্ভব হলে ট্রেনেই কাজটা সারা—ঠিক যেভাবে বেশিরভাগ ডস সদস্যদের খতম করা হয়েছে।

রানা লক্ষ করল, সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল মার্টিন ও রুবা।

'আমার আসল সমস্যা হলো কাকে আমরা বিশ্বাস করব। আপনাকে আমি সত্যি কথাটাই বলি, মার্টিন। সন্দেহের তালিকা থেকে এখনও আমি অনেককে বাদ দিতে পারছি না—তালিকার প্রথম নামটা মার্থা টটিনি। এর অর্থ, আসলে আমি আপনাকেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'লোকগুলো আমাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল, রানা। তাহলে কিভাবে…?'

'দেখে তাই মনে হয়েছে, হ্যাঁ। আমি যে নিরাপত্তার কথা ভেবেছি তা খুব সহজ। আমরা প্যারিসে পৌঁছুবার পর, নিরাপদ বলে জানি এমন একটা ঠিকানায় চলে যাব আমি। ব্যাপারটা হবে অনেকটা চোখের সামনে লুকিয়ে থাকার মত। ওটা কোন সেফহাউস বা ওই ধরনের কিছু নয়, তবে জানি ওখানে আমি নিরাপদে থাকব। এ-ও জানি যে আপনার আর রুবার জন্যে ওখানে ঘরের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু এখুনি আমি তা করতে যাচ্ছি না…'

'প্যারিসে পৌঁছেই কার্বন…টটিনির সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আমাদের,' দ্রুত রানাকে মনে করিয়ে দিল মার্টিন।

'হ্যাঁ, টটিনি তাই চায় বলে আপনি আমাকে জানিয়েছেন। আর উত্তরে আমি বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। কিন্তু, মার্টিন, সত্যি আমি জানি না তাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা…তাকে বা আপনাকে।'

'রানা, ব্যাপারটা কিন্তু…'

'এটা স্রেফ সাবধানতা, মার্টিন, অন্যভাবে নেবেন না। আমি শুধু ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রস্তাব দিচ্ছি। আ টেস্ট অব লয়ালটি।'

ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে থাকল মার্টিন, তারপর জানতে চাইল ঠিক কি করতে চাইছে রানা।

'আমি চাই, রুবা, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টের কাছে মাফেল হোটেলে চলে যাবে তুমি, নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করবে। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ দেব। মিনিট কয়েকের মধ্যে লাগেজ নিয়ে তিনজনই আমরা বিভিন্ন ক্যারিজে চলে যাব, যাতে একই পয়েন্ট থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতে না হয়। রুবা, তোমার লাগেজ বেশি, কাজেই তুমি এখান থেকে নামবে। আমি মাঝখান থেকে নামব। মার্টিন নামবে সবার শেষে, সবচেয়ে দূরের

ক্যারিজটা থেকে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দেখা হয়ে গেলে কেউ আমরা কাউকে চিনব না। মার্টিন, আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

'কি সেটা?'

'আপনি আমার পিছন দিকে নজর রাখবেন। কাজটা যদি আপনার পছন্দ না হয়...

'আমার পিছনটা?' দ্রুত জানতে চাইল রুবা. হাসতে গিয়েও হাসল না।

'তুমি ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, ফরাসী ভাষাটাও শেখা আছে। ট্যাক্সির পিছনে নয়, ড্রাইভারের পাশে বসবে। ভাড়া দেবে পরে, বকশিশ দেবে আগে। দেখবে শুধু পিছনে নয়, তোমার সামনেও নজর রাখছে ড্রাইভার।'

মাথা ঝাঁকাল রুবা, তবে খুশি মনে হলো না।

'আর আমার ব্যাপারটা? আমাকে আপনি ঠিক কি করতে বলছেন?'

'আপনাকে করতে হবে সবচেয়ে কঠিন কাজটা। আপনি আমার পিছনে নজর রাখবেন. ফলো করবেন আমাকে, দেখবেন আর কেউ আমার পিছু নেয় কিনা। কোন কারণে আমাকে যদি হারিয়ে ফেলেন, বা কোন সমস্যা দেখা দেয়, সোজা হিলটনে গিয়ে উঠবেন, অপেক্ষা করবেন মেসেজ পাবার জন্যে। আর্ল বারনেস নামে এক লোকের কাছে যাবে মেসেজটা। ঠিক আছে? সার্ভেইল্যান্সে আপনি কেমন?'

'ষাট ভাগ ভাল, দশ ভাগ ভাগ্য, ত্রিশ ভাগ অযোগ্যতা।'

'অযোগ্যতা, দুঃখজনক শব্দ।'

'যা সত্যি তাই বলছি।'

'সেরকম কিছু চোখে পড়লে গুলি করবেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মার্টিন। 'টটিনি ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

'এ-ব্যাপারে টটিনির কিছু বলার অধিকার নেই। আমি যতক্ষণ না তার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হবে তাকে।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'যান এবার। আর মনে রাখবেন, এমন কড়া নজর রাখবেন আমার ওপর, আমার কাছে যেন আপনার এক মিলিয়ন ডলার জমা আছে।'

ছোট্ট ব্রীফকেসটা নিয়ে চলে গেল মার্টিন।

'তুমি কি যেন একটা খেলা খেলছ।' রুবার ঠোঁটে সবজান্তার হাসি।

'হ্যাঁ এবং না।' সামনে ঝুঁকে রুবাকে হালকা একটা চুমো খেলো রানা। 'তোমার কাছে পরিচয়-পত্র কি কি আছে?'

'নিউ ইয়র্ক পাবলিশার্স-এর এডিটর, লিলি আর্চার—মেডিকেল বুক সেকশন। এরিকা উইলানডা—বেলি, হার্ট অ্যাণ্ড গার্ট কোম্পানীর সেক্রেটারি—ডিসি-র একটা ল ফার্ম। অস্তিত্ব আছে, সুখ্যাতিও আছে।'

'তাই? লোকে জানে না সিআইএ-র কাভার?'

'হাতে গোনা কয়েকজন।'

'ঠিক আছে, লাগেজ সব একজায়গায় জড়ো করে রাখো। আশা করি ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারবে?'

'একজন পোর্টারকে ডাকব?'

'হ্যাঁ, কেন ডাকবে না। লোকজনের চোখে পড়ার চেষ্টা করবে।' রুবার কেস তিনটের দিকে তাকাল রানা। 'প্ল্যানটা একটু বদল করতে হবে।'

'কি? কেন?'

'তুমি চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টের মাফেল হোটেলে যাবে না। ওরলি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ওই একই নামের হোটেলে উঠবে। ড্রাইভারকে বলবে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে যেতে চাও, কিছু দূর যাবার পর ঘুর পথ ধরে এগোতে বলবে। আগেই বলেছি, বকশিশটা প্রথমেই দিয়ে দেবে। রহস্যময় আচরণ করবে না, বলবে নাছোড়বান্দা এক লাভার বা ভক্তকে এড়াতে চাইছ।'

'কিন্তু লোকটা যদি বার্লিনের সেই ড্রাইভারের মত হয়?'

'হবে না, গার ডু নর্ডে লাইনে যে আগে থাকবে প্রথম ট্যাক্সিটা শুধু তাকেই নিতে পারবে, কাজেই নির্দিষ্ট কোনও ট্যাক্সিতে কেউ তোমাকে তুলতে পারবে না। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় যতটা পারা যায় সময় নষ্ট করবে, শহরের এদিক-সেদিক ঘুরবে, তারপর ওরলির দিকে যাবে। আমার সময় মত এরিকা উইলানডা অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।'

'খেলাটা আসলে কি, রানা?'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা, একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল, তারপর রুবার কপালে বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, অন্তত আরও একটা রাত পাওনা হয়েছে আমাদের। টটিনির সঙ্গে দেখা হবার পর আল্লাই জানে কে কোথায় ঘুমাব আমরা।'

এতক্ষণে খুশি ও তৃপ্ত মনে হলো রুবাকে।

ইউরোপের সবগুলো রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে গার ডু নর্ডই সবচেয়ে পছন্দ রানার। জায়গাটাকে ঘিরে মধুর কিছু স্মৃতিও আছে। ওর প্রিয় রেস্তোরাঁটাও খুব কাছে, হেঁটেই যাওয়া যায়—টার্মিনাস গার ডু। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে না থেমে রাস্তা পেরুল ও, সামান্য একটু হেঁটে ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁটায়। ভেতরে লোকজন ভর্তি, তবে সাইডওয়াক-এর পাশে এইমাত্র খালি হলো একটা টেবিল, অ্যাপ্রন পরা একজন ওয়েটার পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ওকে। মেন্যু দিল, জিজ্ঞেস করল পানীয় হিসেবে কি চায় ও। মার্টিনির অর্ডার দিল রানা।

টেবিলটা থেকে স্টেশনের বাইরে ভালই দেখতে পাচ্ছে ও। মেন্যুর ওপর এক চোখ, অপর চোখ লক্ষ করছে মার্টিনের গতিবিধি। লোকটাকে চিনতে যদি ভুল না করে থাকে, সে একজন এক্সপার্ট। মার্টিনকে ওর পিছন দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দিলেও, রানা নিজেও সেদিকটায় নজর রাখতে চায়। ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসে ওঠার পর ছিন্ন-ভিন্ন ডস নেটওয়ার্কের ওপর ওর অবিশ্বাস তিনগুণ বেড়ে গেছে। ওর ট্রেনিং ও ইনটিউশন বলছে, একা শুধু নিজেকে বিশ্বাস করা যায়।

মাথায় এত বেশি চিন্তা, কি খেলো না খেলো ভাল করে খেয়াল করল না রানা। চেয়ারে হেলান দিয়ে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, বাইরে তাকিয়ে রাস্তায় একটা প্রহসন অনুষ্ঠিত হতে দেখছে।

প্রথমে হতভম্ব দেখাল মার্টিনকে। ঠিক যে-মুহূর্তে টেবিলে এসে বসেছে রানা, স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইনে দাঁড়াল সে। একটু পরই উদয় হলো রুবা, সঙ্গে একজন পোর্টার। রানাকে না দেখতে পেয়ে মার্টিন ধরে নিল, ইতিমধ্যে চলে গেছে ও, নয়তো এখনও স্টেশনের ভেতরে কোথাও আছে।

লাইনে পিছিয়ে পড়ল সে, চেহারায় ইতস্তত ভাব, ঠিক যেমনটি বার্লিনের অ্যারাইভাল টার্মিন্যালে দেখা গিয়েছিল। রুবাকে একটা ট্যাক্সিতে উঠতে দেখল সে, লক্ষ রাখল ট্যাক্সিটাকে অন্য কোন ট্যাক্সি বা কার ফলো করে কিনা। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের পিছনেই কার পার্ক, সেখানে কোন গাড়ি নড়ল না। রুবার পিছনে লাইনে ছিল এক বয়স্কা দম্পতি, তারা ট্যাক্সি নিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল।

আরও খানিক পর আবার স্টেশনের ভেতর ঢুকল মার্টিন। তাকে দেখা যাচ্ছে না, কাজেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের লাইনে দৃষ্টি রাখল রানা, লক্ষ রাখল আশপাশে কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বা হাঁটাহাঁটি করছে। ইতিমধ্যে বিল মিটিয়ে দিয়েছে ও, প্রয়োজনে ঝট করে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

অন্তত দু'জন ওয়াচারকে চিনতে পারল রানা। একজন বসে আছে ট্যাক্সিগুলোর ঠিক পিছনে নীল একটা ভ্যানে। অপর লোকটা হঠাৎ লাইন থেকে সরে গেল, যেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্যাক্সিতে চড়বে না।

লোকটা তেমন লম্বা নয়, কাপড়চোপড় আর হাঁটাচলা দেখে মনে হয় দ্বিতীয় স্তরের একজন জকি। টুইডের ট্রাউজার, রোল নেক সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট পরেছে, মাথায় ছোট আকারের ডোরাকাটা ক্যাপ। অথচ এরকম পোশাক পরেও লোকজনের ভিড়ে এমনভাবে মিশে রয়েছে সহজে কারও চোখে পড়ার কথা নয়। ওয়াচারদের প্রিয় একটা শিল্পই বলা যায় ব্যাপারটাকে—শুধু যারা তাকে চেনে তাদের চোখে অনায়াসে ধরা পড়বে, অন্য লোকেরা তার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাবে না।

রানা তার নাম দিল জকি। লাইন থেকে সরে যাবার পনেরো মিনিট পর আবার তাকে দেখা গেল, হতভম্ব হয়ে স্টেশন থেকে মার্টিন বেরিয়ে আসার এক সেকেণ্ড আগে। এবার জকির হাতে সস্তাদরের একটা সুটকেস দেখা যাচ্ছে। আবার লাইনে দাঁড়াল সে, মার্টিনের ঠিক পিছনে।

এবার তাহলে, রানা আন্দাজ করল, হিলটনে যাবে মার্টিন, আল বারনেসের নামে আসা মেসেজ পাবার অপেক্ষায় থাকবে। আর জকি, তার ছায়া, তাকে অনুসরণ করবে।

আরও এক কাপ কফি চেয়ে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে রানা। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দীর্ঘ লাইন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। মার্টিনের সামনে আর যখন মাত্র তিনজন লোক, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ও। রাস্তার এদিকে খালি ট্যাক্সি আসা-যাওয়া করছে, একটাকে থামাল রানা। ইতিমধ্যে রাস্তার ওপারে লাইনের মাথায় পৌঁছে গেছে মার্টিন।

'এঞ্জিন চালু রাখো, তবে ভান করো কি কারণে যেন ট্যাক্সি চলছে ড্রাইভারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল রানা। 'পুলিস,'

করল গম্ভীর সুরে। 'আণ্ডারকাভার।'

চেহারা দেখে মনে হলো ড্রাইভার রানার কথা মানতে চাইছে না 'আপনি আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। ইউনিফর্ম পরা ট্রাফিক পুলিস এসে জরিমানা করবে, এখানে দাঁড়াতেও দেবে না।' বোঝাই যাচ্ছে রানাকে ক্রিমিন্যাল ধরে নিয়েছে সে।

'যা বলছি তা-ই করো, ইউনিফর্ম এলে আমি সামলাব। ব্যাপারটা গুরুতর, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।'

'ঠি-ঠিক আছে,' বলে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

এই মুহূর্তে ট্যাক্সিতে উঠছে মার্টিন, আবার লাইন থেকে বেরিয়ে গেল জকি। হন হন করে হেঁটে নীল ভ্যানের দিকে এগোচ্ছে। মার্টিনের ট্যাক্সি চলতে শুরু করল, পিছু নিল ভ্যান—ট্যাক্সি আর ভ্যানের মাঝখানে দুটো কার রয়েছে।

'নীল ভ্যানটা দেখতে পাচ্ছ?' ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ওটার পিছু নাও। কাছাকাছি যেয়ো না, তবে আবার হারিয়েও ফেলো না! কাজটায় ব্যর্থ হলে কাল সকালের মধ্যে তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।'

'বাহ্, কি মজা!' ড্রাইভার ধরে নিল তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

রাস্তায় এখন যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়। ট্যাক্সি যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, হিলটনে পৌঁছুনোর অনেক পথের একটা এটা। ভ্যানটা আগের মতই পিছু লেগে আছে।

ব্যাপারটা কি হতে পারে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করছে রানা। হয় প্রতিপক্ষরা মার্টিনকে আগে থেকেই ভাল করে চেনে—তাদের পরিচয় যা-ই হোক—আর তা না হলে অবশিষ্ট ডস সদস্যদের ভাড়া করা ফ্রিল্যান্স হবে জকি ও তার সঙ্গী।

এই মুহূর্তে ফাউবার্গ সেন্ট অনার-এ রয়েছে ওরা, রু রয়্যালকে পাশ কাটাচ্ছে। এই সময় হঠাৎ ব্রেক করল ট্যাক্সি ড্রাইভার, জিজ্ঞেস করল এখন তার করণীয় কি। সামনে এক সেকেণ্ডের জন্যে থেমেছে ভ্যান, লাফ দিয়ে ফুটপাথে নেমে পড়েছে জকি।

'ভ্যান চলে যাক, আরও একশো গজ সামনে নামিয়ে দাও আমাকে।' ইতিমধ্যে আবার যানবাহনের মল স্রোতে ফিরে গেছে ভ্যান পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল ফুটপাথ ধরে হাঁটছে জকি, নিরুদ্বিগ্ন, এগোচ্ছে একটা মোড়ের দিকে।

'থামো এখানে, আমি নামব।' ড্রাইভারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে নেমে পড়ল রানা।

ইতিমধ্যে রাস্তা পেরিয়েছে জকি, শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। কি ঘটছে পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। মার্টিন কোথায় যাচ্ছে জকি তা নিশ্চিতভাবে জানে, কারণ প্যালেস ভেনডোম ওদের বাম দিকে মাত্র একশো গজ দূরে এখন তাকে শুধু একটা সরু গলিতে ঢুকতে হবে, গলি থেকে বেরুলেই পৌঁছে যাবে প্যারিসের সবচেয়ে জাঁকালো চৌরাস্তায়। রানার ধারণাই ঠিক, বাম দিকে বাঁক নিল জকি

ট্রাফিক জাম লেগে থাকায় রাস্তা পেরুতে বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলল রানা, সরু গলিটায় ঢুকে জকিকে দেখতে পেল না দ্রুত পা চালিয়ে চৌরাস্তায় বেরিয়ে এল ও। চৌরাস্তার মাঝখানে রয়েছে নেপলিয়নের স্ট্যাচু গাউণ্ড লেভেলে

বিশাল আকৃতির থাম, তার ওপর প্রকাণ্ড খিলান। চারপাশে ঝলমল করছে দোকান-পাট। এখানে শুধু বিরাট ধনীরা কেনাকাটা করতে আসে। প্যালেস ভেনডোম-এ আর আছে অসংখ্য ব্যাংক, বিচার মন্ত্রণালয়ের দফতর আর বিলাসবহুল হিলটন ও রিজ হোটেল।

তারপর আবার জকিকে দেখতে পেল রানা, সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত হিলটনের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওখানে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, মার্টিনকে সে অভ্যর্থনা জানাল বহুকাল আগে হারিয়ে হঠাৎ ফিরে পাওয়া বন্ধুর মত। পরস্পরকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে ওরা, পথিক থেকে শুরু করে হিলটনের দারোয়ান পর্যন্ত দৃশ্যটা উপভোগ না করে পারছে না, হাসছে সবাই। ওদের ঠোঁটের নড়াও প্রায় পড়ে ফেলতে পারল রানা। মার্টিন জার্মান ভাষায় কথা বলছে। 'আবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কি ভাল যে লাগছে, দোস্ত,' মনে হলো বলছে সে। 'চলো কিছু পান করি।'

দু'জন হাত ধরাধরি করে হিলটনে ঢুকে পড়ল।

রানা ভাবল, মসিয়ে বারনেসের সঙ্গে এবার যোগাযোগ করা যেতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ফোন বুদের সামনে লাইনে দাঁড়াল ও। লাইনটা ছোট, বুদে ঢুকতে খুব বেশি সময় লাগল না। টেলিফোন নম্বর মনে আছে, দ্রুত ডায়াল করল। অপারেটর ওকে হিলটনের ফ্রন্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। একটা মেয়ে, গলাটা প্রায় কর্কশ, তবে জানাল মি. বারনেসকে এখুনি তারা ডেকে দিচ্ছে। দু'মিনিটের মধ্যে লাইনে চলে এল মার্টিন।

'রানা, আপনি কোথায়?'

'আমি কোথায় তা জেনে আপনার কাজ নেই। আমি চাই এখুনি আপনি সরে যান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালান...'

'কেন? কি...?'

'কথা বলবেন না, শুধু শুনে যান।' হঠাৎ রানা লক্ষ করল পাশের বুদে এক লোক টেলিফোনে নিচু গলায় কথা বলছে, অথচ যা করছে বলে বোঝাতে চাইছে তা করা অসম্ভব—কারণ তার ডান হাতের আঙুল রিসিভার রেস্ট চেপে রেখেছে। রাস্তার কোথাও থেকে নিজেও একটা ছায়া সংগ্রহ করেছে ও।

'আপনি লাইনে, রানা?' মার্টিনের গলায় উদ্বেগ।

'হ্যা। এখুনি সরে যান। আপনি নিরাপদ নন। আমিও নই।'

'কিন্তু যাব কোথায়?'

'একটা ট্যাক্সি নিন, এদিক-সেদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ান, তারপর হোটেল মৌরি-তে উঠুন। আধ ঘন্টার মধ্যে যোগাযোগ করব আমি।' মৌরি ডে লা কনকর্ড-এর কাছে, হেঁটে পৌঁছুতে বিশ মিনিটের মত লাগবে। বুদ থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা, এখন ওকে পিছুন থেকে ফেউ খসাতে হবে।

এক জুয়েলারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাজানো হীরা দেখল রানা। মাত্র একটা দোকানের এই হীরার দাম সম্ভবত বাংলাদেশের বাৎসরিক বাজেটকে ছাড়িয়ে যাবে। ওর ছায়া ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে রানা তার

অস্তিত্ব ধরে ফেলেছে। শো-কেসের কাচে লোকটার চেহারা দেখতে পেল ও. ওর দিকে চট করে একবার তাকাল। লম্বা, মধ্য-বয়স্ক, গায়ে ডাবল-ব্রেস্টেড টপকোট, মাথায় হ্যাট।

লোকটার পিছু নিয়ে সেন্ট অনার-এ চলে এল রানা। বাঁক ঘোরার সময় হাঁটার গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়ায় ধাক্কা খেলো লোকটার সঙ্গে।

ক্ষমা চাইছে, পাঁজরে পিস্তলের কঠিন স্পর্শ অনুভব করল রানা। মৃদু হাসল লোকটা. খালি হাতটা দিয়ে হ্যাট ছুঁলো। 'আমি দুঃখিত,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল সে, 'মেজর রানা। আপনাকে আটকাতে বাধ্য হচ্ছি। ব্যাপারটা স্রেফ ফরমালিটি. আশা করি আপনি তা বুঝবেন।'

'ফরমালিটিই যদি হয়, আমার পাঁজরে পিস্তল চেপে ধরেছেন কেন?'

'হ্যাঁ, না, ওটা ফরমালিটি নয়। সত্যিকার ডেথ থ্রেট।' লোকটার ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ, রানাকে ঠেলে ফুটপাথের কিনারায় সরিয়ে আনার সময় মনে হলো সামরিক ট্রেনিং নেয়া আছে তার। হাত তুলে কাকে যেন কি একটা সঙ্কেত দিল।

কালো একটা হোণ্ডা কার এসে দাঁড়াল পাশে, চকচকে পালিশ করা।

'মাথা বাঁচিয়ে,' রানার ছায়া দরজা খুলছে, গাড়ির পিছনের সীট থেকে বলল কেউ। 'ভেতরে ঢুকুন, মেজর রানা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

অস্পষ্টভাবে কালো কেশরের মত একরাশ রেশম চুল আর একটা চাঁদ মুখ দেখতে পেল রানা। ওর ছায়া পাঁজরে পিস্তলের খোঁচা মারল। 'প্লীজ. জলদি করুন, ট্রাফিক জাম লেগে যাচ্ছে।'

অত্যন্ত মূল্যবান সেন্টের গন্ধ পেয়ে রানার নাকের ফুটো প্রসারিত হলো। মেয়েটার পাশে উঠে বসল ও। ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা, বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু? আমার নাম মার্থা টর্টিনি।'

আট

যানবাহনের স্রোতে মিশে গেল হোণ্ডা। বোঝা গেল, ড্রাইভার লোকটা খুব দক্ষ। তীক্ষ্ণ চেহারা, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। সামরিক বাহিনীর লোক. আন্দাজ করল রানা। কিংবা জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্যে চায় তাকে সামরিক বাহিনীর লোক বলে মনে করা হোক।

'দুঃখিত, কি যেন নাম বললেন আপনার?'

'কাম অন, মেজর রানা, আপনি প্যারিসে এসেছেনই আমার সঙ্গে. মার্থা টর্টিনির সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'এই নাম আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আমি আপনাকে রানা বলে ডাকতে পারি তো?'

'আমি ফরমালিটির ভক্ত, মিস···কি যেন? তটিনী?'

'টটিনি,' পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটা। 'মার্থা টটিনি।' বলার সুরে কৌতুক, যেন একটা শিশুকে নিয়ে খেলছে।

মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভাল, সিদ্ধান্ত নিল রানা। অনেক লোকই তাকে 'ধুমসী' বলবে, তবে কালো অর্থে নয়, স্থূল অর্থে। অসুন্দরী বলা যাবে না, তবে কাঠামোটা বিশালই বলতে হবে। চুল খুব কালো, সারা মাথায় থোকা থোকা কালো গোলাপের মত দেখাচ্ছে, কিছু ঝুলে আছে গালের ওপর ও চারপাশে। আঙটি পরা আঙুলগুলো দিয়ে ঘন ঘন সরাচ্ছে ওগুলো। রানার মনে হলো, পরচুলাও হতে পারে। কিছু মহিলার বুকের দিকে তাকালে কোন কোন পুরুষের দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হয়, দায়ী তাদের স্তনের সৌন্দর্য—এই মহিলাকে অনায়াসে তাদের দলে ফেলা যায়। ছায়া আর মহিলার মাঝখানে বসেছে রানা, মহিলার শরীরের ভাঁজগুলো অনুভব করতে পারছে। শুধু যে অনেকগুলো আঙটি পরেছে তা নয়, ডান কব্জিতে একটা সিলভার ব্রেসলেটও দেখা যাচ্ছে—মোচড়ানো একজোড়া আকৃতি, একজোড়া পশু পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

মৃদু কণ্ঠে রানা বলল—

'আ ব্রেসলেট ইনভিজিবল
ফর ইওর বিজি রিস্ট
টুইস্টেড ফ্রম সিলভার।'

'আই বেগ ইওর পার্ডন?' মহিলার ইংরেজিতে টান আছে।

'কিছু না। আপনার ব্রেসলেটের প্রশংসা করছিলাম।' রবার্ট গ্রেভস-এর কবিতা থেকে আবৃত্তি করেছে রানা, মার্থা টটিনির আইএফএফ কোড-এর অ্যানসারব্যাক। রানা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

'বেশ, এখন যখন আমাদের দেখা হয়েছে, আসুন কথা বলা যাক।'

'কি নিয়ে কথা বলব জানি না। অবশ্য আপনার নামের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। টটিনি ফ্রেঞ্চ নয়, ইংলিশও নয়।'

'বুলগেরিয়ান। দুই পুরুষ আগে আমাদের পরিবার নির্ভেজাল বুলগেরিয়ান ছিল।'

'ও

'আপনি এখনও বলছেন আমার সম্পর্কে জানেন না?'

'সত্যি দুঃখিত। এই নাম আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আরেকটা কথা, আপনি যদি মিস টটিনি হন, আপনার সঙ্গীটি কে? তাঁর পরিচয় তো দিচ্ছেন না।'

'সে আমাদের একজন বন্ধু। বিশ্বস্ত।'

'আমার অন্তত বন্ধু নন। বন্ধুরা আপনার পাঁজরে পিস্তল চেপে ধরে না।'

'মাই ডিয়ার রানা, আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন ছিল আমার।'

কাছ থেকে ছায়াটাকে ম্লান দেখাচ্ছে, সেজন্যে অবশ্য তার কাপড়চোপড় দায়ী হতে পারে। সে বলল, 'সময়টা বিপজ্জনক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িতে, টটিনির পাশে আপনাকে হাজির করাটা জরুরী ছিল। একটাই উপায় খোলা ছিল আমার

সামনে। আপনি চান আমি ক্ষমা প্রার্থনা ক‍ি...?' ইংরেজি ভালই বলছে সে, একটু বেশি ভাল, যেন সযত্নে ঘষে-মেজে নি...ুত করা হয়েছে। উচ্চারণে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান বা হিন্দী, কোন টানই ...েই।

'ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্র...োজন নেই, মি.

'আমাকে আপনি ...েরিং বলে ডাকতে পারেন।'

'যথেষ্ট চর্বি. তবে কোলেস্টেরল বেশি নয়—ইলিশের মত।'

'ভারি সুস্বা..., মি. রানা।'

'মন খুলে কথা না বলার কোন কারণ নেই।' রানার দিকে আরও চেপে এল মেয়েটা, রানা অনুভব করল একটা সাসপেণ্ডারের শক্ত বোতাম ডেবে গেল ওর মাংসে। অন্য কোন পরিস্থিতিতে ব্যা...বটা যৌনাবেদন সৃষ্টি করতে পারত।

'সত্যি আপনাদের কথা আমি বুঝতে ...বছি না।' রানা লক্ষ করল, ড্রাইভার ...বিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, নয়তো ওদেরকে দ্রুত কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না—...হয় সে গন্ত... একটা কাউন্টার-সার্ভেইল্যান্স রুটিন ধরে গা...ি চালাচ্ছে। 'ভাল কথা, কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ...বসে

'নির্দিষ্ট কোথাও নয়,' রানার দিকে আরও একটু ঝুঁকল মে...য়েটা। 'গাড়িতে কথা বলা নিরাপদ বলে মনে করছি আমি।'

'সত্যি? গাড়িটায় কি রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি বসানো আছে?'

'আপনি খুব সতর্ক ব্যক্তি, মি. রানা।'

হেরিং জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি খোলা জায়গায় বসতে চান, মি. রানা?'

'আমি শুধু বাইরে বেরুতে চাই। আমার ধারণা, ভুল লোককে গাড়িতে তুলেছেন আপনারা।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলল না কেউ, তবে বিদ্যুৎচমকের মত দৃষ্টি বিনিময় করল হেরিং আর মেয়েটা। হেরিং জিজ্ঞেস করল, 'ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসে চড়ে বার্লিন থেকে এসেছেন আপনি। অস্বীকার করতে পারেন?'

'কেন অস্বীকার করব, তবে ট্রেনটায় আমি মস্কো থেকেও উঠে থাকতে পারি।'

'না. বার্লিন থেকে উঠেছেন। জু স্টেশন থেকে।'

'বেশ।'

'আচেন-এ ট্রেন থামার পর দুটো লাশ নামানো হয়।'

'আমার জানা নেই।'

'ট্রেনে দু'জন লোক খুন হয়েছে, আচেন স্টেশন থেকে লোকাল অ্যাম্বুলেন্স লাশ দুটো নিয়ে গেছে, বলতে চাইছেন এ-সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?'

'না জানলেও বলতে হবে জানি?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আপনার সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল, ঠিক?'

'না, আমি একা এসেছি। ট্রেনে মেয়ে অনেকগুলোই ছিল, তবে তাদের কারও সঙ্গে আমি ছিলাম না। সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

'আপনি অস্বীকার করলে তো হবে না, ট্রেনে আপনার সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল। কে সে, মি. রানা?'

'কি উত্তর দেব। আপনার কথাই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'আপনি প্যারিসে এসেছেন,' হেরিঙের গলায় ঝাঁঝ, 'টটিনির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ইংল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে পৌছান প্লেনে চড়ে। তারপর ট্রেনে করে প্যারিসে এসেছেন। উদ্দেশ্য টটিনির সঙ্গে দেখা করা। কেন শুধু শুধু অস্বীকার করছেন?'

'আপনি প্রলাপ বকছেন, হেরিং। টটিনি নামে আমি কাউকে চিনি না। লণ্ডন থেকে বার্লিন হয়ে প্যারিসে এসেছি, শুধু আপনার এই কথাটা সত্যি।'

'ঠিক আছে, আপনি টটিনির সঙ্গে দেখা করতে প্যারিসে আসেননি...,' নিজের কাভার যে ফুটো করে ফেলেছে, একটু দেরিতে বুঝতে পারল মেয়েটা, '...মানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তাহলে প্যারিসে আপনি এসেছেন কেন?'

'সত্যি কথা বলব, নাকি আপনাদের মত গল্প বানাব?'

'সত্যি কথা বলুন।'

'ঠিক আছে। বার্লিনে গিয়েছিলাম দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আর প্যারিসে এসেছি স্রেফ স্ফুর্তি করব বলে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই। শুনুন, গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দুর্বোধ্য একটা ধাঁধার মত লাগছে।'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল হেরিং। 'সত্যি কথা বলুন, মি. রানা। প্যারিসে আপনি কেন এসেছেন?'

'আশ্চর্য, বলছি না স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি! লিডো-য় যাবার কথা ভেবেছি, ওখানে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবও আছে। মোটকথা সময়টা উপভোগ করাই আমার উদ্দেশ্য।'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

'হয়তো ফাকুয়েঁত-এ লাঞ্চ খাব। ম্যাক্সিম-এ বেড়াতেও যেতে পারি।'

'বলতে চাইছেন এখানে আপনি কোন কাজ নিয়ে আসেননি?'

'প্যারিসে আমার কি কাজ থাকতে পারে?'

'অস্বীকার করছেন, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স-এর একজন অফিসার নন আপনি?' এবার প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'আমার ব্যাপারে আপনার কেন এত আগ্রহ এটাই আমি বুঝতে পারছি না, মিস তটিনী...'

'টটিনি।'

'...জন্মসূত্রে আমি একজন বাংলাদেশী, যদিও ব্রিটিশ নাগরিকত্বও আছে। সরকারী অফিসে কাজও করি...আপনি আমার কাগজ-পত্র দেখতে চান?'

'আপনার পরিচয় আমাদের জানা আছে, মি. রানা,' বলল হেরিং।

এতক্ষণে ওদেরকে প্রায় নিশ্চিতভাবে চিনতে পারল রানা। ডিজিএসই, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস। হেরিংকে একটু যেন চেনা চেনা লাগছিল, কারণটাও এখন পরিষ্কার। লণ্ডনের ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে লোকটা কয়েক মাস কাজ করেছে। নিজেদের সীমানায় অন্য কোন ইন্টেলিজেন্স তৎপর হতে দেখলে ভয়ানক খেপে যায়

ফরাসীরা। কাজেই, সাম্প্রতিক ইতিহাস মনে রেখে ধরে নিতে হবে হয় ওরা সরাসরি ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স-এর নির্দেশে কাজ করছে, কিংবা···একটা সম্ভাবনা···মার্ক হেইডেগারের নির্দেশে। বলা হয় ইউরোপের সবখানে লোকটার কনট্যাক্ট আছে, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সে থাকতে অসুবিধে কি?

'শুনুন···,' আরম্ভ করল মেয়েটা।

'না,' হাসিমুখে তার দিকে ফিরল রানা। তারপর হেরিঙের দিকে তাকাল, মুখের হাসি একটু ছোট করে। 'না, আপনারা শুনুন। আপনারা কি ভাবছেন আমি জানি না। কেন ভাবছেন তা-ও জানি না। আমি শুধু নিজের কথা জানি। প্যারিসে এসেছি ফুর্তি করব বলে। ইচ্ছে করলে আপনারাও আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী হতে পারেন। চলুন লা নেভা-য় যাই—প্যারিসে এলে ওখানেই আমি জুয়া খেলি, ওখানে আমার পরিচিত লোকজনও আছে।'

ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক করায় ঝাঁকি খেলো আরোহীরা। লা নেভায় ডিজিএসই-র হেডকোয়ার্টার।

দশ সেকেণ্ড পর্যন্ত গুনল রানা, তারপর মেয়েটার গলা শুনতে পেল, 'তার কোন প্রয়োজন নেই,' গলার আওয়াজ কঠিন না হলেও আগের সেই নরম সুর নেই। 'আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌঁছে দেয়া হবে। তবে, আপনাকে একটা নোটিশ দিয়ে রাখছি, মি. রানা। আপনার হাতে সময় আছে চব্বিশ ঘণ্টা। একটা দিন। কাল ঠিক এই সময়ের মধ্যে আপনি যদি ফ্রান্স ছেড়ে চলে না যান, আপনাকে ধরে প্লেনে তুলে দেয়া হবে, কানে গরম খানিকটা পানি ঢেলে। আপনাদের সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদও জানানো হবে।'

'আমার ইচ্ছে ছিল প্যারিসে অন্তত দু'দিন থাকব।'

'আমরা চাই না আপনি এই দেশে আরও একটা মিনিট থাকুন। তবে আপনার সৌভাগ্য, আমার মনটা খুব নরম, তাই পুরো একটা দিন সময় পাচ্ছেন।' মেয়েটা আর রানার দিকে তাকাচ্ছেও না।

'বিশেষ করে যখন মিযানথ্রোপ আসছে···,' হঠাৎ থেমে গেল হেরিং।

'আর কথা নয়! চব্বিশ ঘণ্টা!' এমন সুরে বলল মেয়েটা, যেন গোপন একটা সীমা লঙ্ঘন করায় ধমক দিল হেরিংকে।

ফুটপাথের পাশে থামল গাড়ি। হেরিং বলল, 'আমাদের কথা হালকাভাবে নেবেন না, মি. রানা।'

না, হালকাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই, জানে রানা। হোটেল গেস্টদের এখনও ছোট্ট একটা কার্ড পূরণ করতে হয়, বিশদ বিবরণ ও পাসপোর্ট নম্বর সহ, নাম লেখাবার সময়ই। স্থানীয় পুলিস সেই কার্ড সংগ্রহ করে রাতে, তারপর একটা সেন্ট্রাল কমপিউটারে ঢুকিয়ে দেয়। ভিজিটররা ফ্রান্সের কোথায় কে আছে জেনে রাখে তারা, ফলে বহু অপরাধী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। 'লিফট দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' দরজা বন্ধ হবার আগে বলল রানা, পরমুহূর্তে যানবাহনের স্রোতে মিশে গেল গাড়িটা।

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল আরও একটা গাড়ি থেমেছিল, সেটাও প্রথমটার

দেখাদেখি চলে গেল। দ্বিতীয় গাড়ির লাইসেন্স নম্বর পরিচিত লাগল ওর। প্রথম গাড়িতে থাকার সময় সামনে পিছনে চোখ রেখেছিল ও, এক সময় দ্বিতীয় গাড়ির নাম্বার প্লেট ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এটা পেশাগত অভিজ্ঞতার সুফল। প্লেটটা যদি একবারের বেশি চোখে ধরা পড়ে থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে নজর রাখছিল কেউ। দ্বিতীয় গাড়িটা এই মুহূর্তে হেরিং ও মেয়েটার পিছু নিয়েছে।

পিছন দিকে তাকাল রানা, যেন কোথায় রয়েছে বুঝতে চাইছে। কাছেই একটা পার্ক, ফুটপাথে বেশ কিছু লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজনের ওপর চোখ আটকে গেল। একটা মেয়ে, গায়ে রেনকোট, বোধহয় উল্টো করেও পরা যায়। হাতে বা কাঁধে কোন ব্যাগ নেই। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, তবে ওয়াচারদের জন্যে স্বাভাবিক—প্রয়োজনীয় জিনিস পকেটে রাখে তারা। হাতব্যাগ, বড়সড় পার্স, শোল্ডার ব্যাগ সহজে বদলানো যায় না, জুতোর মত মাথায় একটা হার্মিস স্কার্ফ জড়ানো।

রাস্তা পেরিয়ে পার্কে ঢুকল রানা, ভাব দেখাল মিস হার্মিস সম্পর্কে সচেতন নয়। মেয়েটাও ভাব দেখাল উল্টোদিকে যাচ্ছে সে। কে জানে আরও কত জোড়া চোখ নজর রাখছে ওর ওপর। এই পার্ক থেকে রু দ্য রিভোলি-তে বেরিয়ে যেতে পারে ও, অর্থাৎ মেট্রো স্টেশন এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তাড়াহুড়ো করা দরকার, তবু হাঁটার গতি বাড়াল না। পার্কে ঢোকার পর ব্যস্ততা দেখানো বেমানান। প্যারিসের এটা একটা ঐতিহাসিক পার্ক—গণহত্যা, দাঙ্গা, নারী সম্পর্কিত কেলেঙ্কারি, কিনা ঘটেছে এখানে। এই পার্কেই রানী ক্যাথেরিন দ্য মেডিসি টুইলেরিস-প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, যদিও এখন আর সেটার অস্তিত্ব নেই। প্রাসাদটায় কোনদিনই রানী ক্যাথেরিন বাস করেননি, তাঁর জ্যোতিষী তাঁকে বারণ করেছিল। জ্যোতিষীর কথাই ফলে, আঠারোশো সত্তর সালে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রাসাদটা।

হাঁটার গতি বাড়ায়নি রানা, তবে বিপদের আশঙ্কা অনুভব করছে। এরকম আগে খুব কমই ঘটেছে, হঠাৎ মনে হলো মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ও। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সোজা রু দ্য রিভোলির দিকে এগোল রানা, মেট্রো স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। গেটের কাছে পৌঁছুল, ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে যে মিস হার্মিসকে খসাতে পেরেছে। তবে কাছাকাছি আর কে বা কতজন আছে বুঝতে পারছে না। আশপাশের সবাই এখন সম্ভাব্য শত্রু, তাদের সবার ওপর চোরাচোখে তাকিয়ে বিপদ সঙ্কেত পড়ার চেষ্টা করল। প্রতিটি দৃশ্য ও শব্দের মাপ ও মাত্রা যেন বেড়ে গেছে, এমনকি ভীতিকর মনে হতে লাগল। বুট পরা পায়ের আওয়াজ, গলার স্বর, ফেরিঅলাদের হাঁক-ডাক, চুরুটের গন্ধ, অকস্মাৎ গায়ে এসে লাগা দমকা বাতাস, ট্রেনের গতি।

অপেরা স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল রানা, মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটছে, হঠাৎ দিক বদলে উল্টোদিকের পথ ধরল, ইতিমধ্যে দু'জন ফেউকে চিনে ফেলেছে। দু'জনকেই প্রথম দেখেছে পার্কে, তবে তখন ফেউ হিসেবে চিনতে পারেনি। ট্রেন বদল করলেও, ওর সঙ্গে তারা একই কমপার্টমেন্টে চড়ে গার

ডু নর্ড পর্যন্ত এল। এখানে যেভাবেই হোক দ্রুত নিজেদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনল তারা। মেয়েটা তার রেনকোট উল্টো করে নিল, চোখে দিল আই গ্লাস। লোকটার হাতে ভারি একটা ক্যারিয়ার ব্যাগ দেখা গেল। তবে মেয়েটার কাঁধে এক বড় একটা শোল্ডার ব্যাগ রয়েছে। ভেতরে যে অস্ত্র আছে, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিল রানা।

আবার এক প্ল্যাটফর্মে নামল ও, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে উঠে পড়ল অন্য একটা ট্রেনে। সেটাতেও বেশিক্ষণ থাকল না, নেমে পড়ল পরবর্তী স্টেশনে।

সব মিলিয়ে এক ঘণ্টার মত লেগেছে, তবে পিছনে এখন কেউ নেই। আশপাশে এই মুহূর্তে যারা রয়েছে তাদেরকে এই প্রথমবার দেখছে ও। ট্রোকাডেরো স্টেশনে নেমেছে. এভিনিউ ক্লেবার এখান থেকে বেশি দূরে নয়। দশ মিনিট হাঁটলে ওর পরিচিত ছোট একটা হোটেলে পৌঁছে যাবে।

রেড বাটন হোটেলটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে একই পরিবার চালাচ্ছে। ছোট হলেও জ্যাঁ পরিবার ব্যবসার প্রতি এত আন্তরিক যে আরাম আয়েশ বা আতিথেয়তা সম্পর্কে কেউ কখনও অভিযোগ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠাতার নাতি জ্যাঁ পল এখন ম্যানেজার প্রতিষ্ঠাতা ভদ্রলোক নাৎসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

জ্যাঁ পল আর তার বউ ডেলসিয়া কয়েক বছর ধরে চেনে রানাকে, এ-ও জানে যে খাতায় লেখাবার সময় প্রতিবার আলাদা নাম ব্যবহার করে ও। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স জানে জ্যাঁ পল আর ডেলসিয়া সক্রিয় সদস্য না হলেও, কয়েক বছর ধরে রানা এজেন্সিকে সাহায্য করে আসছে। তারা যে এসপিওনাজ জগতের সঙ্গে জড়িত এটা বললে ভুল হবে, ওরা আসলে অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে প্রয়োজনে সাহায্য করে রানাকে।

ওকে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই উৎফুল্ল। রেঁনো ভিয়ে হিসেবে নাম লেখাল রানা, পেশা কমপিউটর সফটঅয়্যার সেলসম্যান। এই পরিচয় ফ্রান্সে এই প্রথম ব্যবহার করছে রানা। তিনতলার একটা কামরায় বসে পলকে অন্যান্য গেস্টদের সম্পর্কে বলল ও, এক সময় তারা অবশ্যই এই হোটেলে আসবে। হাসল পল, অভয় দিয়ে বলল সবাই তারা নিরাপদে থাকবে।

একা হবার পর বাথরুমে ঢুকে আয়নার দিকে তাকাল রানা। নিজেকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। মাথায় এলোমেলো হয়ে আছে চুল, চব্বিশ ঘণ্টার ক্লান্তি জমে আছে লাল চোখ দুটোয়। গোসল করে দাড়ি কামানো দরকার। ঘুমানোও দরকার। কিন্তু সময় কই! হেরিং আর মেয়েটা যদি মার্ক হেইডেগারের লেলিয়ে দেয়া কুকুর হয়, তাহলে তো ওদেরকে আরও সিরিয়াসলি নিতে হবে। টীমটাকে খসিয়ে দিতে পারলেও, বিপজ্জনক লোক ওরা। ওদের হিংস্র প্রবৃত্তির গরম নিঃশ্বাসের আঁচ পেয়েছে রানা ঘাড়ের পিছনে। ও যদি সাবধান না হয়, আবার ওকে খুঁজে নেবে তারা। দ্বিতীয়বার ভাগ্য হয়তো সাহায্য না-ও করতে পারে।

হেরিং ও মেয়েটা যদি ভালমানুষ অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স বা ফ্রেঞ্চ সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্য হয়ে থাকে, তাহলেও বিপদ কম নয়। ওরা নিশ্চিত হতে চাইবে

রানা ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেছে যেভাবে হোক প্রমাণ করতে হবে এ-দেশে নেই ও। হাতে মাত্র একটা দিন সময় এখন আরও কম।

মুখ-হাত ধুয়ে বেডরুমে ফিরে এল রানা, বিছানায় বসে ওরলির মাফেল হোটেলের নম্বরে ডায়াল করল, এরিকা উইনডাকে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে চলে এল রুবা।

'রানা, কি ঘটল? আমি তো...'

বাধা দিল রানা, 'কথা বলার সময় কম পরিস্থিতি খুব ঘোলাটে। তুমি কি খুব ক্লান্ত?'

'আমি ঠিক আছি।'

'শোনো, অনেক কাজ তোমার। প্রথম কাজ, চোখ-কান খোলা রাখা। এবার মন দিয়ে শোনো।' স্পষ্ট কয়েকটা নির্দেশ দিল রানা, একটা ট্যাক্সি নিয়ে মন্টপারনাসে স্টেশনে যেতে হবে তাকে। 'একজন পোর্টারকে ডেকে সব লাগেজ সঙ্গে রাখো।' এরপর ওকে চারট্রেসগামী ট্রেনে চড়তে হবে। 'প্রতি ঘণ্টায় একটা করে ট্রেন ছাড়ে।' স্বাভাবিক আচরণ করবে, তবে খেয়াল রাখবে চারদিকে। চারট্রেস স্টেশনে নেমে আরেক ট্রেনে চড়বে, ফিরে আসবে প্যারিসে। সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেক লাগবে। যে ট্রেনে যাবে সেটা ধরে ফিরবে না। একটু অপেক্ষা করবে, তারপর ট্রেন বদল করবে। আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে কেউ তোমার পিছু নেয়নি। মন্টপারনাসে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে।' ব্লেড বাটনের ঠিকানা দিল রানা।

'কিন্তু যদি...?'

'যদি দেখো কেউ পিছু নিয়েছে, আমাকে ফোন করবে।' ফোন নম্বরটা জানিয়ে দিল রানা। 'রেঁনো ভিযেকে চাইবে। তারপর চলে যাবে মাফেলে—ওরলিতে নয়, চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে। ওখানে ওদের একটা টীম থাকতে পারে, তবে ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই আমাদের। যদি দেখি সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, প্রথম ফ্লাইটেই আমরা লণ্ডনে ফিরে যাব।'

'আর মার্টিন?'

'মার্টিনের কথা ভেবে তোমাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না।'

রুবা ওর সব নির্দেশ পরিষ্কার বুঝেছে, নিশ্চিত হবার পর হোটেল মৌরিতে ফোন করে আল বারনেসকে চাইল রানা। বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর লাইনে একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল।

'আপনি আল বারনেস নামে কোন ভদ্রলোককে চাইছেন?' প্রশ্নটা করা হলো কর্তৃত্বের সুরে।

'হ্যাঁ।'

'আমি এখানকার ডিউটি ম্যানেজার। আপনি কি মি. বারনেসের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। একটু দেরি করে ফেলেছি।'

'আপনার জন্যে দুঃখজনক খবর আছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মসিয়ে। হোটেলের বাইরে। মি. বারনেস আমাদের গেস্ট ছিলেন না...'

'আমি জানি। তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে যাবার কথা আমার।'

'দুঃখিত, মসিয়ে। মি. বারনেস ভাল আছেন। তাঁর বন্ধু, মি. ব্লাট নামে এক ভদ্রলোক, খুন হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা খুবই···'

'কিভাবে?' রানা অবাক।

'খুবই মর্মান্তিক, মসিয়ে। এ-ধরনের ঘটনা আমাদের হোটেলের ত্রি-সীমানায় কখনও ঘটেনি। মি. ব্লাটকে ছুরি মারা হয়েছে। আমাদের প্রধান প্রবেশপথের মুখে মারা গেছেন তিনি। ঘটনাটা সম্পর্কে পুলিস নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছে না। হয়তো কোন ছিনতাইকারী দায়ী, তবে এ-ধরনের ঘটনা এদিকে আগে কখনও ঘটেনি। সমস্যা হলো···'

'আর আমার বন্ধু? মি. বারনেস?'

'তিনি এখনও পুলিসের সঙ্গে রয়েছেন। সাদা পোশাকে কিছু লোকজন, আপনার বন্ধুর সঙ্গে তাঁরা একটু কর্কশ ব্যবহার···'

রানার মন সতর্ক করে দিল, যোগাযোগ এবার কেটে দেয়া দরকার।

'ওদের একজনকে বলতে শুনলাম রু দে সাউসাইস (ফ্রেঞ্চ শব্দ, জায়গার নাম)-এ নিয়ে গেলে হয়···'

ঝট করে রিসিভার নামিয়ে রাখায় বাকি কথা শুনতে পেল না রানা। 'ডাইরেকশন দ্য লা সার্ভেল্যান্স দু টেরিটরি অর্থাৎ ডিএসটি-র অফিস রু দে সাউসাইস-এ, আর টেলিফোনে আড়ি পাততে সারা দুনিয়ায় ডিএসটি-র কোন জুড়ি নেই। কর্মটি তারা মিলিটারি মিউজিয়ামের কাছাকাছি লা ইনভ্যালিডেস থেকে করে। হোটেল মৌরিস সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল রানার দু'মিনিট। প্রায় ধরে নেয়া চলে ওর নম্বর ট্রেস করে ফেলেছে ওরা। নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি নয় রানা।

ব্রীফকেসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে নিচে নেমে এল, তারপর মিশে গেল রাতের অন্ধকারে।

ডিএসটি-র লোকদের সঙ্গে রয়েছে মার্টিন। জকি, যার পরিচয় রানার জানা নেই, সে মারা গেছে। মার্টিন ওকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়েছে, বলেছে ইংরেজিতে ফারা কর্নকে চাইতে হবে। মার্টিন বলেছিল, তাহলেই সরাসরি টটিনির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে রানার। কিন্তু রানা তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায়, কারণ ডস নেটওয়ার্কের মার্থা টটিনি ওরফে কার্বন সম্পর্কে অনেক কিছুই এখনও জানা যায়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্লেস চার্লস দ্য গল-এর দিকে হাঁটছে রানা। তাপমাত্রা কমছে, সন্ধের পর ফুটপাথে লোকজন বেড়েছে, রাস্তায় যানবাহনও প্রচুর। কয়েকটা দোকানে ও কাফেতে দু'চার মিনিট করে থামল ও, রাস্তা পেরুল দু'তিনবার, বুঝতে চাইছে ও একা কিনা।

এক সময় ডান দিকে বাঁক ঘুরে রু দ্য কপারনিক-এ ঢুকল, তারপর বাম দিকে মোড় নিয়ে লা পেরুজ-এ, মনে মনে আশা করছে পোস্ট অফিসটা এখনও বন্ধ

হয়নি।

হয়নি বন্ধ। টাকা ভাঙিয়ে খুচরো পয়সা সংগ্রহ করল রানা, অপেক্ষায় আছে ফোন বুদের একটা কখন খালি হবে।

বুদে ঢোকার পর সরাসরি ব্রিটিশ দূতাবাসে ফোন করল ও, সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের রেসিডেন্টকে চাইল। ও জানে লাইনটা নিরাপদ। রিসিভার তুলল একটা মেয়ে। বিএসএস-এর অ্যাডভাইজার হিসেবে রানার একটা কোড আছে, সেটা উচ্চারণ করল ও, 'সেভেন-সেভেন-জিরো।'

'এক মিনিট, স্যার।'

লাইনে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, তারপর একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'নাইন-নাইন-জিরো।'

'সেভেন-সেভেন-জিরো।'

'আবহাওয়ার খবর কি?'

'একটা ঝড় আসছে। বিপদ সঙ্কেত তোলা হয়েছে।'

'আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি, ঠিকানাটা চাই।' মার্টিনের দেয়া নম্বরটা মুখস্থ বলে গেল রানা।

এক মিনিটের মত সময় লাগল। শ্যামস্ এলিসি ছাড়িয়ে, লুথেরান চার্চের কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর ঠিকানা। 'পনেরো নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট,' বলা হলো ওকে। হেঁটে গেলে পনেরো মিনিট লাগবে। ঘুরপথে বেশি সময় নিল রানা, পিছনে ফেউ লেগেছে কিনা দেখছে। বিকেলের ঘটনাগুলো ওকে ঘাবড়ে দিয়েছে। নিজেকে এর আগে এতটা অরক্ষিত লাগেনি।

ডি লাক্স ক্লাস অ্যাপার্টমেন্ট, দারোয়ানকে দেখে মনে হলো এককালে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। রিসেপশন ডেস্কের পিছন থেকে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। তাদেরকে গ্রাহ্য না করে দরজার ঠিক ভেতরে, ছোট বুদে ঢুকে পড়ল রানা, ফোন করবে।

একজন সিকিউরিটি গার্ড গলা চড়িয়ে জানতে চাইল সে কোনও সাহায্য করতে পারে কিনা। রানা শুধু মাথা নাড়ল। ওয়ান-ফাইভে ডায়াল করল ও। মার্টিনের দেয়া ফারা কর্ন কোড ব্যবহার করবে না, ব্যবহার করবে লণ্ডন থেকে দেয়া কোড।

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা গলার আওয়াজ সুখদ শিহরণ ও খুশি জাগিয়ে তুলল শরীরে। এ-ধরনের মেয়েলি কণ্ঠ রানার খুব প্রিয়, শোনার সৌভাগ্য খুব কমই হয়। 'হ্যালো?' একটাই শব্দ, তবে দু'ভাগে ভাগ করে মিষ্টি প্রলম্বিত সুরে উচ্চারিত হলো।

'আমি কি ক্লারার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'কে চাইছেন তাকে?' প্রশ্নের সুরে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, শুধুই মধুবর্ষণ।

'আমি মার্সি রেঁনোয়া, গত বছর তাঁর সঙ্গে এক কনফারেন্সে পরিচয় হয়েছিল...'

'নিশ্চয়ই বোস্টন হবে, ঠিক?' এবার বাচন ভঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষীণ একটু টান

অনুভব করা গেল।

'হ্যাঁ, বোস্টনে। এয়ারপোর্ট থেকে একই গাড়ি শেয়ার করেছিলাম আমরা, কথা দিয়েছিলাম প্যারিসে এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমি কুইন অ্যাণ্ড কোম্পানীতে কাজ করি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। উঠে আসুন। আপনি এসেছেন, সেজন্যে আমি খুশি।'

'কিন্তু অভিভাবকরা আমাকে এলিভেটরে উঠতে দেবে কেন? ওদেরকে আপনি বলে দিন।'

'এখুনি বলে দিচ্ছি। ওদের ফোন না বাজা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, প্লীজ, তারপর রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগোবেন। কোন অসুবিধে হবে না।'

যোগাযোগ কেটে গেল, ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাতে নিল ব্রীফকেসটা।

রিসেপশন ডেস্কের ওপর ফোনটা বেজে উঠল। রানার দিকে কড়া চোখ রেখে সিকিউরিটি গার্ডদের একজন রিসিভার তুলল। মাথা ঝাঁকিয়ে এলিভেটরের দিকে দেখাল সে, বলল, 'আপনি ওপরে যেতে পারেন, মসিয়ে। তিনতলার পনেরো নম্বর।' নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। এত নরম কার্পেট, রানার গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল। কোন শব্দ না করে ওপরে উঠতে শুরু করল এলিভেটর।

দোতলায় ওঠার পর আলোটা মিটমিট করতে দেখল রানা, কিন্তু এলিভেটর যে থেমেছে তা এমনকি অনুভব করতেও পারল না। দরজা যখন খুলল, এএসপি অটোমেটিকের ধারেকাছেও নেই ওর হাত। সেটা ওর নিতম্বের ওপরে, শিরদাঁড়ার কাছাকাছি গোঁজা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকল লম্বা এক লোক, চেহারা দেখে মনে হবে বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ধূসর রঙের দামী স্যুট পরনে। ডোরাকাটা একটা টাই পরে আছে, কোন রেজিমেন্টের হবে, ঠিক চিনতে পারল না রানা। তবে হাতের পিস্তলটা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না—ব্রাউনিং কমপ্যাক্ট, বাঁট খুব ছোট হলে কি হবে, ফুল-পাওয়ার নাইনএমএম প্যারাবেলাম কার্টিজ ফায়ার করা যায়। মাত্র একটা বুলেটেই বিরাট গর্ত তৈরি করবে, রানার প্রচুর অংশ ছড়িয়ে দেবে কাঁচের গায়ে।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সাবধান না হয়ে উপায় নেই আমাদের,' ইংরেজিতে বলল লোকটা, বাচনভঙ্গিতে মার্কিন টান স্পষ্ট।

'অবশ্যই।' গলা শুনে মনে হবে নিজের ওপর বিরক্ত রানা। হবে না-ই বা কেন। চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ভুল করলে সেটাকে মন্দ ভাগ্য বলে চালানো যায়, দ্বিতীয়বার ভুল করা মানে দক্ষতার অভাব।

পরের বার যখন দরজা খুলে গেল, নাটকীয়ভাবে বদলে গেল দৃশ্যটা।

সাদা সিল্ক শার্ট পরে আছে মেয়েটা, সঙ্গে নিখুঁত ও সুন্দর ভাবে কাটা স্ল্যাকস। সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি চওড়া বেল্ট, বাকলটা অলঙ্কৃত, সরু কোমর আরও সরু দেখাতে সাহায্য করছে। আর চোখ জোড়া বিশাল, পাপড়িগুলো অসম্ভব লম্বা—স্বয়ং ঈশ্বরের বিশেষ উপহার, নামকরা কোন দোকান থেকে কেনা নয়। 'টুইংকল?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

মাথা ঝাঁকাল রানা, চোখ নামিয়ে জুতোর দিকে তাকাল—বেল্টের সঙ্গে ম্যাচ করা।

'ইয়েট হ্যাভিং অলওয়েজ ড্রিফটেড অন দ্য র‍্যাফট
ঈচ নাইট, অলওয়েজ উইদাউট প্রভিশন,
লোদিং ঈচ নাইট।'

যে-কোন কবিতা ঠিক এই সুরে আবৃত্তি করা উচিত। মেয়েটা খুব ভাল অভিনেত্রী হতে পারত। আসলেও হয়তো তা-ই সে। আইএফএফ অ্যানসারব্যাক উচ্চারণ করে জবাব দিল রানা, যে তিনটে লাইন আওড়ে গাড়িতে বসা মেয়েটাকে পরীক্ষা করেছিল।

'আ ব্রেসলেট ইনভিজিবল
ফর ইওর বিজি রিস্ট,
টুইস্টেড ফ্রম সিলভার।'

'দারুণ, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে চমৎকার লাগছে আমার, টুইংকল,' বলল মেয়েটা।

আর রানা ভাবছে, এ যদি সত্যি মার্থা টটিনি ওরফে কার্বন হয়, ওর অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাকে। তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজার কাছে পৌঁছে প্রথম প্রশ্নটা করল ও, 'টটিনি, ছোট্ট একটা প্রশ্ন। আপনার গানম্যান বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

হেসে উঠল মেয়েটা, অদৃশ্য রূপো যেন ঝিকঝিক করে উঠল তার চারপাশে। 'অবশ্যই, তবে আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন। এ হলো বাখ—ডিন মার্টিন।'

নয়

উদ্বেগ চেপে রাখার চেষ্টা করলেও পেটের ভেতর ধীর, অস্বস্তিকর একটা আলোড়ন অনুভব করল রানা। মার্থা টটিনিকে ঘিরে কত সন্দেহ আর প্রশ্ন রয়েছে ওর মনে, এখন আবার হঠাৎ অবিশ্বাস্য একটা কথা বলা হচ্ছে—তার সঙ্গের লোকটি বাখ—ডিন মার্টিন।

প্যারিসে পৌঁছুনো পর্যন্ত মার্টিনের সঙ্গে ছিল রানা। মার্টিন হিসেবে যাকে চেনে, সে ওকে সঠিক আইএফএফ কোড বলেছে, সেটা এমনই এক গোপন ব্যাপার যে আর কাউকে দেয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ওর চেনা মার্টিনের চেহারা ওকে দেয়া বর্ণনার সঙ্গেও মিলে যায়, প্যারিসে পৌঁছে সে ওকে সাহায্যও করেছে—সাহায্য করেছে বার্লিন থেকে আসার পথেও। সে ওকে এই অ্যাপার্টমেন্টের ফোন নম্বরও দিয়েছে, যে অ্যাপার্টমেন্টে মার্থা টটিনি ওরফে কার্বন থাকে। আর এখন ওর সেই পরিচিত মার্টিন ডিএসটির হাতে বন্দী, অন্তত তাই ধরে নিতে হবে।

মনে হলো অনেক সময় লাগছে, আসলে মাত্র তিন সেকেণ্ড লাগল, কয়েকটা

দৃশ্য ও আলাপ মনে পড়ে গেল রানার। ডিন মার্টিন ওরফে বাখের সঙ্গে কেমপিতে ওর প্রথম দেখা হলো, কোড বিনিময় করল ওরা। বাখ ব্যাখ্যা করল, সে এবং ডাব ওরফে হার্টল কিভাবে বার্লিন এয়ারপোর্ট থেকে রানা ও রুবাকে অনুসরণ করে। পরে বাখ ডাবের মৃত্যু সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল। আসল টুইংকল আর সী গাল কিভাবে মারা গেছে তারও নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে সে। স্ট্যাসির সাবেক এজেন্ট ক্রিসপিন থার্সকে সনাক্ত করে, হোটেলের বাইরে দু'জন মিলে অজ্ঞান করা হয় লোকটাকে। অদ্ভুত দুই ক্রিমিন্যাল সেডার লিটেন আর ক্রমার হেকসামের পরিচয়ও সে-ই জানায় রানাকে। তাদেরকে রানা মেরে ফেলেছে শুনে মার্টিনের কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। দু'জনেই তারা সাবেক স্ট্যাসির সদস্য ছিল, পরে মার্ক হেইডেগারের অধীনে এইচভিএ-তে কাজ করেছে। এ-সব তো মনে পড়লই, সেই সঙ্গে মনে পড়ল লণ্ডনে থাকতে ওকে দেয়া মার্টিনের বর্ণনা—সবই তো মিলে যায়।

যেন রানার মনের কথা পড়তে পেরেই ডিন মার্টিনের চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে মার্থা টটিনি—এ বর্ণনা সে যাকে মার্টিন বলে দাবি করছে, তার। 'পুরোপুরি ছ'ফুট, গভীর কালো চোখ, শক্ত-সমর্থ কাঠামো, ঘন কালো চুল, ব্র্যাকেট আকৃতির কাটা দাগ মুখের ডান দিকে।'

মুখে হাসি, নতুন বাখের দিকে তাকাল রানা, দেখল ব্রাউনিং কমপ্যাক্ট-এর বাঁট থেকে ম্যাগাজিন খুলল, ব্রীচ পরিষ্কার করে দরজার কাছাকাছি সাইড টেবিলে রেখে দিল—বাঁট থেকে বেরিয়ে রয়েছে ম্যাগাজিন, আনলোডেড ও নিরাপদ। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল রানা, তারপর মুখের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। চেহারার বর্ণনা ঠিক আছে, মিলে যায়। এমন কি ক্ষতচিহ্নটাও রয়েছে জায়গামত, আধখানা চাঁদের আকৃতি নিয়ে, তবে এই লোকের ক্ষতটা আরও গভীর ও স্পষ্ট। 'আপনার আইএফএফ দিন,' বলল রানা, গলার আওয়াজে কোন উত্থান-পতন নেই।

'আবার?'

'আবার মানে? কি বোঝাতে চান?'

'আমরা বার্লিনে বোনা ফাইডস কোড বিনিময় করেছি, আপনি যখন আমাকে ফোন করলেন। বেচারা হার্টল আপনাকে নম্বর দিয়েছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আমি আপনার সঙ্গে জীবনে কখনও কথা বলিনি, বাখ। এখন আপনি বলছেন বার্লিনে আপনাকে আমি ফোন করেছিলাম?'

'ঠিক হার্টল ফোন করার পরই, তার সঙ্গে দেখা করতে বলল আমাকে।'

'তার সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা করার কথা ছিল?'

'চার্ললোটেনবার্গ ইউ-বান স্টেশনে। পৌছুতে আমি দেরি করে ফেলি। আমি তাকে দেখামাত্র ট্রেনের তলায় লাফিয়ে পড়ে সে।'

'অথচ আপনি আমাকে ফোন করে জানাননি?'

'টটিনির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এখানে, প্যারিসে...'

'কিন্তু আমি ওকে কেটে পড়তে বলেছিলাম।' টটিনিকে নার্ভাস দেখাচ্ছে, কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্থির দুটো চোখ—রানার ওপর থেকে দরজার দিকে, দরজার ওপর থেকে ব্রাউনিংটার দিকে, তারপর আবার রানার মুখের ওপর

ফিরে এল তার দৃষ্টি। 'ও যে বিপদের মধ্যে আছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ব্যাপারটার সঙ্গে আপনি জড়িত। আমি এমনকি লণ্ডনের সঙ্গেও যোগাযোগ করি, সুনির্দিষ্ট আইডেনটিফিকেশন চাই। ডস ছড়িয়ে পড়ার পর এই প্রথম লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। শুধু আপনার সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে নিয়মটা ভাঙি আমি।'

'লণ্ডন জবাব দিল?'

'হ্যাঁ। ওরা বলল, আপনার কাছে একটা ইমার্জেন্সী পাসওয়ার্ড আছে, নতুন টুইংকল অর্থাৎ আপনার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে। লণ্ডন জানে আমাদের অতিরিক্ত সেফগার্ডস দরকার। তারা বলল, আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি।'

কথাটা সত্যি। প্রায় একেবারে শেষ মুহূর্তে ওদের দু'জনকেই সিঙ্গেল একটা পাসওয়ার্ড ও আইডি দেন মারভিন লংফেলো। 'শুধু ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে,' ওদেরকে বলে দিয়েছেন তিনি। এরপর রানা তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে, রুবাকে ওখানে একা রেখে। লংফেলো তাকে চূড়ান্ত সেফগার্ড সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। রানাকে পরামর্শ দেয়ার সময় রুবাকে সামনে রাখা হয়নি।

'এবং?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওই একটা শব্দেই বোঝা গেল কি জানতে চাইছে ও।

'গ্লোরিয়াস,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল টটিনি। এই শব্দ এক শুধু লংফেলোর কাছ থেকে জানা সম্ভব।

'সিসটেমেটিক সার্চ,' বলল রানা, শব্দ দুটো একা শুধু রানাকে বলেছেন লংফেলো।

'কারেক্ট। তাহলে আপনাকে টুইংকল বলা যায়।'

'আমিই টুইংকল।' তবু টটিনির চোখে সন্দেহের ক্ষীণ ছায়া দেখতে পেল রানা, সম্ভবত ওর নিজের চোখ থেকে প্রতিফলিত।

বাখের দিকে ফিরল রানা, তার আইএফএফ জানতে চাইল। 'বলছেন বটে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, তবু।'

'অভ মডার্ন মেথডস অব কমিউনিকেশন;
নিউ রোডস, নিউ রেইলস, নিউ কনট্যাক্টস, অ্যাজ উই নো
ফ্রম ডকুমেন্টারিজ বাই দ্য জিপিও।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, অ্যানসারব্যাকও আওড়াল, ঠিক যেভাবে কেমপিতে আরেক মার্টিনের সামনে উচ্চারণ করেছিল—

'মে, উইথ ইটস লাইট বিহেভিং
স্টারস ভেসেল, আই অ্যাণ্ড লিম্ব
দা সিঙ্গুলার অ্যাণ্ড স্যাড'।'

'কারেক্ট,' দ্বিতীয় মার্টিন মাথা ঝাঁকাল। 'এখন আমরা জানি কে আসলে কি।'

'বোধহয় না।' রানার হাতে এএসপি বেরিয়ে এসেছে, নড়াচড়ার ভাব দেখে সাবধান না হয়ে উপায় নেই কারও। পিস্তল নড়ে উঠে নতুন মার্টিনকে টটিনির

পাশে গিয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল। 'বসুন, দু'জনেই—কাউচের ওপর।'

'শিট!' আগুন জ্বলে উঠল টটিনির চোখে। 'জানতাম গোটা ব্যাপারটা গোলমেলে। এই শয়তান...জানা কথা হেইডেগার পাঠিয়েছে আপনাকে।'

'যা বলছি তাই করুন, বসুন। না, আমাকে পয়জন হেইডেগার পাঠাননি।'

অ্যাপার্টমেন্টটা ডি লাক্স বিল্ডিঙে হলেও, ব্যবহার করা হয় বলে মনে হয় না। দেয়ালে কোন ছবি নেই, তবে ধুলোর অস্পষ্ট দাগ দেখে বোঝা যায় কোথায় এক সময় ছিল ওগুলো। ফার্নিচারও খুব বেশি নয়, সবই হালকা—দুটো টেবিল; ছোটটা দরজার পাশে, এখন যেটার ওপর ব্রাউনিংটা পড়ে রয়েছে; অপরটা নিচু, ওপরে কাঁচ, কালো একটা লেদার কাউচ-এর সামনে ফেলা। চেয়ারও দুটো, একই রকম কালো লেদার দিয়ে মোড়া। ব্যস, আর কিছু নেই। একটা টেবিলে সাদা টেলিফোন ও বড় আকৃতির কাঁচের অ্যাশট্রে দেখা যাচ্ছে। পায়ের নিচে প্রায়-সাদা পুরু কার্পেট, একই রঙের পর্দা ঝুলছে তিনটে বড় জানালায়—সবগুলোই একদিকের দেয়ালে। মাঝখানের জানালায় স্লাইডিং গ্লাস ডোর আছে, বোধহয় ঝুল-বারান্দায় বেরুনো যায়। ওটার বাইরে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। এটাই মেইন রুম, বেরিয়ে যাবার তিনটে দরজাও আছে। একজোড়া বেডরুম আর কিচেন, আন্দাজ করল রানা।

'তাহলে এখন আমরা এখান থেকে কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল টটিনি, তার সুরেলা কণ্ঠে সামান্য তিক্ততার আভাস পাওয়া গেল। 'আপনারা আমাদেরকে ছাড়া বাকি সবাইকে পেয়ে গেছেন—যদি ইতিমধ্যে বিসেনকেও পেয়ে গিয়ে থাকেন।'

'সে যদি ছোটখাট কোন লোক হয়, দেখে মনে হয় একজন জকি, তাহলে সে-ও নেই। তবে কাজটা বা কাজগুলো আমার বা আমার বন্ধুদের দ্বারা হয়নি।'

'হায় যীশু!' প্রার্থনা করছে টটিনি, নিন্দা নয়।

রানার মনে পড়ল, প্রথম ডিন মার্টিন কি বলেছিল ওকে—তার ধারণা, সে, টটিনি আর বিসেনই শুধু বেঁচে আছে। 'জকিই তাহলে বিসেন ছিল?' জিজ্ঞেস করল ও, যদিও জানে তা সম্ভব নয়। লণ্ডনে যে ফাইল পড়েছে ও তাতে লেখা আছে বিসেন লম্বা-চওড়া মানুষ, কেজিবি ও এইচভিএ-র কর্মকর্তাদের বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করত।

মাথা নাড়ল টটিনি। 'না, বিসেন বিরাট পুরুষ। ডসে সে-ই ছিল সত্যিকার মাসল। তাকে এখনও আপনাদের না পাবার সেটাও একটা কারণ।' তিক্ত একটু হাসল মেয়েটা। 'যে লোকটা জকির মত দেখতে?' দ্বিতীয় মার্টিনের দিকে ফিরল সে।

'মুলার হতে পারে। তুমি তাকে চেনো। মেনহ্যামের বন্ধু। আমি তোমাকে জানিয়েছিলাম, আমরা যখন এই লোক আর তার সঙ্গিনীকে বার্লিন এয়ারপোর্টে দেখি, মুলার তখন ওখানে ঘুর-ঘুর করছিল।'

'মেনহ্যাম কে?' বাতাসে এখন নতুন উত্তেজনা। টটিনি আর তার সঙ্গী যেন আরও বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে।

জবাব দিল টটিনি, 'কুর্ট মেনহ্যাম, পয়জন হেইডেগারের একজন টপ

অপারেটর।'

'মার্ক হেইডেগার আর রিটা কদেমির খুব কাছাকাছি থেকে অপারেশন চালায় মেনহ্যাম,' বলল দ্বিতীয় মার্টিন। 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ওরা দু'জন ভালভাবেই পেনিট্রেট করেছিল ডসে?'

'এরকম চিন্তা আমার মনেও উঁকি দিয়েছে। তবে সত্যি কথাই বলতে হয়, আপনারা দু'জনও আমার সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর চাই আমি।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন...,' বলল টর্টিনি।

'এ স্রেফ পাগলামি!' নতুন মার্টিনকে হতভম্ব দেখাল। 'আমাদেরকে? আমাদেরকে আপনি সন্দেহ করেন? বিসেন আর আমরা দু'জন, শুধু আমাদের এই তিনজনকে বিশ্বাস করা যায়। যারা ইতিমধ্যে মারা গেছে তাদেরকে বাদে।'

'সমস্যা হলো শুধু আপনারা বেঁচে আছেন। ডসে যদি অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে—আমরা জানি তা ঘটেছে—তার জন্যে যারা দায়ী তারা মারা যাবে না। আমি যতটুকু বুঝি...'

একটা দরজার ওদিকে টেলিফোন বেজে ওঠায় বাধা পেল রানা। তিনবার বাজল, তারপর থেমে গেল।

'এটাই কি ইমার্জেন্সী নাম্বার? এইট-জিরো-জিরো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল টর্টিনি, মুখের চেহারা হয়েছে পরনের সাদা শার্টের মতই, অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। 'সিস্টেমটা লণ্ডন দিয়েছিল, টুইংকলের মাধ্যমে। ওটার একটা ইন্টারফেস বক্স আছে, যার মানে হলো যে-কোন মডিউলার জ্যাক-এ প্লাগ ঢোকাতে পারি আমি, পৃথিবীর যে-কোন জায়গা থেকে—জ্যান্ত, নিরাপদ ও স্ক্র্যাম্বলড় একটা লাইন পেয়ে যাব, ওটার একটা আলাদা নম্বর সহ। সে অন্তত তাই বলেছিল আর কি।'

বিষয়টা সম্পর্কে জানে রানা। বছর দুই আগে বিএসএস-এর উপদেষ্টা হিসেবে রানাকে ওদের দু'জন বিজ্ঞানী ইলেকট্রনিক্স-এর এই প্যাকেজ কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সিস্টেমটার বৈশিষ্ট্য হলো ফিল্ডে যারা কাজ করছে তারা একটা ইউনিক নাম্বার পেতে পারে—যে-কোন জায়গায়, এমনকি হোটেলের কামরাতেও। বিশেষ করে ইন্টেলিজেন্স জগতে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের খুব উপকারী বন্ধু এই সিস্টেম।

'সুবিধেটা বেশ কিছুদিন পাইনি আমরা,' গলার সুর শুনে মনে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ব্যাখ্যা করতে চাইছে টর্টিনি।

কিন্তু রানার মাথায় অন্য চিন্তা। অ্যাপার্টমেন্টটায় অনেকক্ষণ ধরে রয়েছে ওরা। প্রথম মার্টিন হিসেবে যাকে চেনে, সে যদি মুখ খোলে তাহলে রু দেস সাউসাইস থেকে যে-কোন মুহূর্তে লোক চলে আসবে এখানে। রিভার্স টেলিফোন ডাইরেক্টরিজ লণ্ডন স্টেশনের একচেটিয়া ব্যাপার নয়।

দরজার দিকে পিছু হটল রানা, টেবিল থেকে তুলে নিল ব্রাউনিং কমপ্যাক্ট, ভেতরে ম্যাগাজিন ভরে রেখে দিল স্ল্যাকসের পকেটে। 'একটা ফোন করব,' বলল

ও। ‘আটশো নম্বরে কি এল তা-ও দেখব আমরা। তার আগে দুটো ব্যাপারে আপনাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আপনারা আসল লোক হোন আর ভুয়া, কোন চালাকি করতে দেখলে খুন করার জন্যে গুলি করব। আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। আপনারা যদি আসল লোক হন, তাহলে আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, কারণ আরেক মার্টিনের সঙ্গে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম আমি…’

এত জোরে শ্বাস টানল টটিনি, যেন আঁতকে উঠল সে। আর দ্বিতীয় মার্টিন কাকে যেন অভিশাপ দিল।

‘আরেকটা কথা,’ বলে যাচ্ছে রানা, ‘আপনারা আসল লোক হলে এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ঘিরে ফেলা হবে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। আমি যাকে মার্টিন বলে চিনি সে-ই আমাকে এখানকার নম্বরটা দিয়েছিল, সে সম্ভবত আরও লোককে নম্বরটা ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছে বা এই মুহূর্তে দিচ্ছে। ডিএসটি-র কথা বলছি, প্রয়োজনে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে ওরা। ইন্টারোগেশনের জন্যে আপনাদেরকে যখন নিয়ে যাবে, এমব্যাসীতে খবর দেয়ার সুযোগ পাবেন না।’

টটিনিকে এইট-জিরো-জিরো টেলিফোনটা আনতে বলল রানা। জিনিসটা বহনযোগ্য একটা ইউনিট, জানে ও; ব্রীফকেসে ভরার পরও জায়গা থেকে যাবে। সঙ্গে দ্বিতীয় মার্টিনকেও যেতে বলল ও—দু'জনকেই ধীরে ধীরে হাঁটতে হবে, মাঝখানে ব্যবধান থাকবে যথেষ্ট, হাত দু'জোড়া থাকবে মাথার ওপর, আঙুলের ফাঁকে থাকবে আঙুল। ‘মাথা থেকে শুধু টটিনি হাত নামাবেন, হুক থেকে মেশিনটা নামাবার সময়। প্লীজ, কোনরকম চালাকি করতে যাবেন না, কারণ আমি ঠাট্টা করছি না। প্রথমে গুলি করব, প্রশ্ন করব তারপরও যদি বেঁচে থাকেন। বেঁচে থাকতে চাইলে আমার কথামত কাজ করুন।’

তাই করল ওরা। সরু কালো কনসোলটা প্লাগ খুলে মুক্ত করল টটিনি, এমন ভঙ্গিতে বয়ে নিয়ে এল ওটা যেন একটা জ্যান্ত বোমা। মেইন রুমে ফিরে এসে ওয়াল সকেটে প্লাগ ঢোকাল সে, রেকর্ডার যাতে প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে পারে।

টেপ রিওয়াউণ্ড করার পর প্লে বাটনে চপ দিল টটিনি, বিল্ট-ইন স্পীকার থেকে ভোঁতা যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে এল। তারপর বীপ শোনা গেল, সবশেষে—

‘আর্ক, আমি পাপেল…,’ ভাষাটা জার্মান।

‘বিসেন,’ ফিসফিস করল টটিনি।

রেকর্ডিং মেশিন থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে, ‘টুইংকল আর সী গালকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বার্লিন ট্রেন থেকে আলাদা ভাবে নামে তারা, পুরানো এক বন্ধু ছিল তাদের সঙ্গে। ওই একই ট্রেনে কুর্ট মেনহ্যাম ছিল, তাকে ওরা দেখতে পেয়েছিল কিনা বলতে পারব না। মেনহ্যাম তার চেহারায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে, বাখ খুব মজা পাবে। আমাকে তো আগে কখনও দেখেনি সে, কাজেই কাছাকাছি থেকে তাকে দেখতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি। চোখের রঙ বদলানোর জন্যে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করছে, মুখের ডান পাশে কৃত্রিম একটা কাটা দাগও তৈরি করেছে, ঠিক যেমন বাখের ছিল। বাখের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলো, ওর চেয়ে তার দাগটা ছোট। স্টেশনে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করে সে, আর রাস্তা

পেরিয়ে টার্মিনাস গার ডুতে লাঞ্চ খেতে ঢোকে টুইংকল। মেনহ্যামের পিছনে তার এক বন্ধু ছিল—মুলার। তার আসল নাম আমার জানা নেই, ছোটখাট কাঠামো, দেখে মনে হবে একজন জকি। প্রাচীর ভেঙে পড়ার আগে হেইডেগারের হয়ে কাজ করত।

'পরস্পরকে পাশ কাটায় ওরা, নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলে, তারপর আবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে যায় মেনহ্যাম। আমি টুইংকলকে অনুসরণ করি। খুব কাছাকাছি যাইনি। রাস্তা থেকে এক লোক তাকে একটা গাড়িতে তুলে নেয়, সেন্ট অনার থেকে। লোকটার গায়ে দামী কাপড়চোপড় ছিল। গ্রে টপকোট, মাথায় ডোরাকাটা হ্যাট। আমার ধারণা টুইংকলের পাঁজরে পিস্তল চেপে ধরেছিল সে, তবে সঠিক বলতে পারব না। গাড়িটার পিছনে একটা মেয়ে ছিল। টুইংকলকে নিয়ে দ্রুত চলে যায় গাড়িটা। কাছাকাছি ছিলাম না, ফলে পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি; তবে গাড়িটা হোণ্ডা, ডিএসটি সাধারণত হোণ্ডাই ব্যবহার করে। আরও খবর আছে…,' একটু বিরতি, যেন কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। জার্মান অবশ্যই তার মাতৃভাষা, কথা শুনে মনে হয় বুদ্ধিমান, সুর শুনে মনে হলো মাঝে মধ্যে কৌতুক বোধ করছে সে।

'আমি আরও আগে যোগাযোগ করতে পারতাম, কিন্তু পুলিস ফ্রিকোয়েন্সী মনিটরিং করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। হোটেল মোঁরির সামনে ছুরি মারার একটা ঘটনা ঘটে। আড়ি পেতে যতটুকু শুনলাম, মনে হলো মেনহ্যাম ও মুলার জড়িত। কাজেই আসলে কি ঘটেছে বোঝার জন্যে ওখানে একবার যাই আমি।

'মুলার মারা গেছে, আর মেনহ্যামকে নিয়ে গেছে পুলিস—তবে লোকগুলোকে সাধারণ পুলিস বলে মনে হয়নি। হোটেলের ডোরম্যানকে ছুটি কাটাতে আসা ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দিই। ব্যাটা কথাও বলে বেশি। লোকগুলোকে তার ডিএসটি-র বলে মনে হয়েছে। তুমি ওদের সম্পর্কে জানো, সাবেক স্ট্যাসি-র কপি, কাজ-কর্ম খানিকটা এমআইফাইভ-এর মত। ওরা আড়ি পাতায় ওস্তাদ, কাজেই আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। টুইংকল বা সী গাল কোথায় গেছে আমার কোন ধারণা নেই। মেনহ্যামের সঙ্গে রু দে সাউসাইস-এ থাকতে পারে, জানি না। তাকে যারা তুলে নিয়ে গেছে তারা ডিজিএসই-র লোকও হতে পারে। তুমি যদি যোগাযোগ করতে চাও, মাঝরাতে যেখানে আমার থাকার কথা সেখানেই পাবে আমাকে। গুড লাক।'

'কোথায় তার থাকার কথা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মন্টমার্ত্রে-র একটা রেস্তোরাঁয়।' চোখ মিটমিট করে যেন পানি আটকানোর চেষ্টা করছে টটিনি। 'ওখানে সবাই তাকে চেনে। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা সবাই বিপদে পড়ে গেছি।'

ব্রীফকেসটা তুলে নিল রানা। 'দুঃখিত, আপনাদের দু'জনকেই সার্চ করব আমি। দেয়ালের দিকে মুখ করে, মাথার পিছনে হাত রেখে দাঁড়ান; পা যথেষ্ট ফাঁক করে।' আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল ও, বিশেষ করে টটিনির কাছে। সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি। ও জানতে চাইল, 'প্যারিসে এটাই কি আপনাদের একমাত্র সেফ হাউস?'

বাখ বলল, 'হ্যাঁ।' টটিনি মাথা ঝাঁকাল। 'ইমার্জেন্সীর কথা ভেবে আমি একটা কেস গুছিয়ে রেখেছি,' বলল মেয়েটা।

'চলুন সেটা নিয়ে আসা যাক।' বাখের দিকে তাকাল রানা। 'আর আপনার?'

'শুধু যা পরে আছি। গার দ্য লিয়ন-এর লকারে আমার একটা কেস আছে। সেটা পরে নিলেও চলবে।'

টটিনি তার কেস আনতে গেল, তার সঙ্গে বাখও থাকল, ওদের পিছনে রানা। কেসটা ছোট এয়ারলাইন ক্যারি-অন। একটা ব্রীফকেসও নিল টটিনি, তাতে এইট-জিরো-জিরো টেলিফোনটা ভরা হলো। হেভী মিলিটারি স্টাইল স্ট্রীট কোট পরল সে। তারপর সবাই এক লাইনে দরজার দিকে এগোল।

'আপনার না ফোন করার কথা?' এলিভেটরে চড়ে নামার সময় জিজ্ঞেস করল টটিনি।

'নিচ থেকে, কিংবা আরও দূরে কোথাও থেকে। আপনাদের বন্ধু মেনহ্যাম যদি মুখ খুলে থাকে, ডিএসটি-র লোকজন চুপচাপ বসে নেই—এর মানে হলো এখানকার টেলিফোনের কান গজিয়েছে।' আবার উদ্বিগ্ন বোধ করছে রানা, অস্থির লাগছে ওর। এর জন্যে দায়ী হয়তো অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যেই ওরা দেরি করে ফেলেনি তো? ওদেরকে বলে রাখল, এলিভেটর থেকে নেমেই সোজা দরজার দিকে এগোতে হবে। 'না থেমে সিকিউরিটির লোকগুলোকে বকশিশ দেবেন। সঙ্গে টাকা আছে?'

'কিছু আছে,' বলে পকেটে হাত ভরল বাখ।

'টটিনিকে দিন,' বলল রানা, তারপর টটিনির দিকে ফিরল। 'মোটা বকশিশ দেবেন, বলবেন আমাদের খোঁজে কেউ এলে তাদের কিছু জানাবার দরকার নেই।'

এলিভেটর থেকে নামার পর কিছুই ওরা নড়তে দেখল না, শুধু দু'জন সিকিউরিটি গার্ড আর ডোরম্যান ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। টটিনি এমন ভঙ্গিতে টাকা ছড়াতে শুরু করল যেন এইমাত্র লটারি জিতেছে। ডোরম্যান আর গার্ডদের সঙ্গে নিচু গলায় কথাও বলল সে। ওরা বেরিয়ে আসার সময় সবাই খুব বিনয় দেখাল—টাকা শুধু কথা বলে না, বোবাও বানায়।

বাইরে আগের চেয়ে বেশি লাগল ঠাণ্ডা। দ্রুত হাঁটছে ওরা, মেইন রোড বাদ দিয়ে অলিগলি ধরে এগোচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তা ওদেরকে জানায়নি রানা, তবে হোটেল রেড বাটনের দিকে যাচ্ছে ও। পথে পাবলিক টেলিফোন আছে কিনা লক্ষ রাখছে।

ভাগ্য ভাল হলে টটিনি আর বাখ ভুয়া নয়, আর তা না হলে ভয়ে ওরা মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে না, ধরে নিল রানা। ভিক্টর হুগো মেট্রো স্টেশনে ঢুকল ওরা, এখানে সারি সারি টেলিফোন বুদ আছে। ওদেরকে বলল, 'কাছাকাছি থাকুন, আমি যেন দেখতে পাই। কথাটা মনে আছে তো? প্রথমে আমি গুলি করব, তারপরও যদি বেঁচে থাকেন...ইত্যাদি, ঠিক আছে?'

বুদে ঢোকার পরও পকেট থেকে ডান হাতটা বের করল না রানা, পিস্তলটা ধরে আছে। রিসিভার তুলে চিবুকের নিচে আটকাল, তারপর বাম হাত দিয়ে ফুটোয় পয়সা ঢুকিয়ে ডায়াল করল হোটেল রেড বাটনে।

চারবার রিঙ হতে রিসিভার তুলল পল।

'আমি আপনাদের গেস্ট, রেনো ভিয়ে,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল রানা। 'আমার জন্যে কোন মেসেজ আছে?'

'আপনার প্যাকেজ পৌঁচেছে,' বলল পল, বোঝাতে চাইল রেড বাটনের নাম লিখিয়েছে রুবা।

'আর কিছু না?'

'আমার অন্তত জানা নেই।'

'আপনি একটু তাকাবেন, প্লীজ? মানে, রাস্তাটায়? এমন হতে পারে হয়তো অন্য কোন লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। হয়তো দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা কোন গাড়ি নিয়ে এসেছে।'

'এক মিনিট, স্যার।'

নব্বই সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হলো রানাকে।

'কেউ নেই,' লাইনে ফিরে এসে বলল পল। 'রাস্তা ফাঁকা।'

'আমি দুই বন্ধুকে নিয়ে ফিরছি। আমরা সবাই আমার রুমে ডিনার খাব।'

'সে ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। কোন অসুবিধে নেই।'

ওদের দু'জনকে নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে এল রানা। খানিক দূর আসার পর টটিনি বলল, 'আপনি যেন আমাদেরকে একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।' তার গলার সুরে আবার সেই মিষ্টি মধুর ভাব ফিরে এসেছে।

'ভুল অর্থ করবেন না। অনেক প্রশ্নের উত্তর চাই আমার। রাতটা আজ জেগেই কাটাতে হবে।'

'আপনি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন।'

বাঁক ঘুরল ওরা, হোটেল রেড বাটনের প্রবেশমুখ দেখা যাচ্ছে দূরে। পাশ কাটানোর আগে ভ্যানটার কোন শব্দ কেউ ওরা শুনতে পায়নি, স্যাঁৎ করে ঘুরে উঠে পড়ল ফুটপাথে, দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের সামনে। মেরুন রঙের একটা টয়োটা প্রিভিয়া, ভেতরে প্রচুর জায়গা।

সামনের দিকের দুটো দরজা একসঙ্গে খুলে গেল, সেই সঙ্গে ড্রাইভারের সীটের পিছন থেকে সরে গেল প্যানেলটা। পরিচিত একটা গলা শোনা গেল, কর্তৃত্বের সুরে চিৎকার করে বলল, 'নড়বেন না! পুলিস! সবাই স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

ঘাড় ফেরাতে রানা দেখল ওর সেই ছায়া, হেরিং, ভ্যানের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। তার মাথায় এখন ডোরাকাটা হ্যাটটা নেই, তবে লম্বা দামী ওভারকোটটা পরে আছে এখনও। শক্ত-সমর্থ দু'জন লোক রয়েছে তার পিছনে। ড্রাইভারের সীট থেকেও মোটাসোটা এক লোক নামল।

টয়োটার নাকের পাশ দিয়ে রেড বাটনের দিকে তাকাতে রুবাকে দেখতে পেল রানা, ক্রিমিন্যাল চেহারার এক লোক হোটেলের প্রবেশমুখ থেকে এক রকম টেনে আনছে তাকে।

'স্রেফ অনড় দাঁড়িয়ে থাকুন,' হুংকার ছাড়ল হেরিং। একই নির্দেশ ফ্রেঞ্চ ও

জার্মান ভাষায় পুনরাবৃত্তি করল সে।

'ও হেইডেগারের লোক। কেনা গোলাম,' ফিসফিস করে বলল টটিনি, প্রতিপক্ষরা সবাই এক হতে।

রুবাকে যে লোকটা টেনে আনল তার দিকে ফিরছে রানা, তাকাল টটিনির দিকে। 'আপনারা পরিচিত নন,' শান্ত সুরে বলে মেয়ে দুটোর মাঝখানে একটা হাত লম্বা করল। 'মাই ডিয়ার্স, ইনি আমার পুরানো বান্ধবী মেরি কোনিকা।'

হাতটা লম্বা করছে রানা, সেই সঙ্গে পায়ের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে শরীরটা, মুঠো পাকানো হাত হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে আঘাত করল হেরিঙের চোয়ালে। হেরিঙের পা ফুটপাথ থেকে শূন্যে উঠে পড়ল।

পিছন দিকে ছিটকে পড়ল হেরিং, লম্বা ওভারকোট ফুলে উঠল, টয়োটার গায়ে ঠুকে গেল মাথা। আওয়াজ শুনে মনে হলো খুলিটা ফেটে গেছে।

তার পিছনের লোক দুটো লাফ দিল সামনে, তাদের একজনকে লক্ষ করে অপর হাতের ব্রীফকেসটা ঘোরাল রানা, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে। লোকটার ঊরুসন্ধিতে লাগল সেটা। কুঁজো হয়ে গেল সে, ব্যথায় গোঙাচ্ছে, যে ব্যথার সঙ্গে শুধু পুরুষরা পরিচিত। গোল একটা বলের আকৃতি পেল সে, ফুটপাথের ওপর গড়াচ্ছে, চিৎকার করছে এখনও। তার মুখে কষে একটা লাথি মারল রানা, থেমে গেল চিৎকার।

হেরিঙের অবস্থা কাহিল, বোধহয় ডাক্তারও তার কোন সাহায্যে আসবে না। 'দামী কাপড়ের কি অবস্থা!' বিড়বিড় করল রানা। চারপাশে কি ঘটছে লক্ষ রাখছে ও। ক্যারি-অন ও ব্রীফকেস, দুটোই ফেলে দিয়ে হেরিঙের দ্বিতীয় সঙ্গীকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে টটিনি, আঙুলগুলো আঙটার মত বাঁকা করে লোকটার মুখ খামচাল, ঠিক যে মুহূর্তে মরিয়া হয়ে জ্যাকেট থেকে অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে লোকটা।

বাখ রওনা হয়েছে অন্যদিকে, ভ্যানের পিছন দিকটা ঘুরে ড্রাইভারের দরজার কাছে পৌঁছুতে চায়। ড্রাইভারের মাথা কামানো, ভ্যানের সামনে পৌঁছে বাখকে আসতে দেখল সে। ঘুরল লোকটা, তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে নিজের সীটে ওঠার চেষ্টা করল। পুরোপুরি সফল হলো না, কারণ তার পিছনে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বাখ। ড্রাইভার দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, ভেতরে একটা পা গলিয়ে দিল বাখ, তারপর হাত ঢুকিয়ে খপ করে ধরে ফেলল লোকটার শার্টের কলার। টেনে বের করে এনেই ল্যাং মারল, প্রতিপক্ষ পড়ে যাচ্ছে দেখে কষে এক লাথি মারল নিতম্বে। রাস্তায় পড়ল সে, নাক আর ঠোঁট থেঁতলে গেল, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। এগিয়ে গিয়ে তার পাঁজরে আরও তিন-চারটে লাথি মারল বাখ। অসাড় হয়ে গেল সে।

আর রুবা প্রতিশোধ নিচ্ছে সেই লোকটার ওপর, যে তাকে রেড বাটন থেকে ধরে এনেছে। গুণ্ডা প্রকৃতির একজন লোককে কিভাবে কাবু করল রুবা রানার তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি, শুধু লক্ষ করল লোকটার একটা হাত মরা সাপের মত শরীরের পাশে ঝুলে আছে, হাতটার সঙ্গে সেদিকের কাঁধটাও আড়ষ্ট দেখাল। রুবা তাকে দু'হাতে ধরে প্রায় অনায়াসে নিজের দিকে ঘোরাল, তারপর ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মারল পুরুষদের সবচেয়ে নাজুক জায়গাটায়, সম্ভবত রানার দেখাদেখি।

উরুসন্ধিতে হাঁটুর গুঁতো খেয়ে এই লোকটা কুঁজো হলো না, ছিটকে গিয়ে পড়ল ফুটপাথের পাশের দেয়ালে, সেখান থেকে পড়ল ড্রেনের ভেতর। উঁকি দিয়ে দেখতে যাচ্ছে রুবা, বাধা দিয়ে রানা বলল, 'দেখার কিছু নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—অত জোরে কেউ মারে নাকি!'

ইতিমধ্যে টটিনিও তার প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলেছে। লোকটার ঘাড়ের পিছনে দুই হাত রেখেছে সে, আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। লোকটা পিছু হটছে, একটু ঢিল দিয়ে তাকে সাহায্য করল টটিনি, তারপর ঘাড়ের ওপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে নামিয়ে আনল মুখ আর মাথা, সেই সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল মুখে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা, প্রায় উড়ে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে পড়ল। ছুটে গিয়ে গোটা দুই লাথি ঝাড়ল টটিনি তার পাঁজর আর মাথায়।

'দারুণ, টটিনি,' প্রশংসা করল রানা।

ইতিমধ্যে ড্রাইভারের সীটে উঠে বসেছে বাখ, এঞ্জিন তো আগে থেকেই চালু, জলদি করে সবাইকে উঠে পড়তে বলছে। হোটেল ও কাছাকাছি কাফেগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, ফুটপাথ থেকে নেমে চলতে শুরু করল টয়োটা। সবাই এখন গাড়িতে, লাগেজ সহ, গাড়ির স্পীডও দ্রুত বাড়ছে।

প্যারিসের ড্রাইভাররা ট্রাফিক আইন নিজেরাই তৈরি করে, বাখও তার ব্যতিক্রম নয়। যানবাহনের স্রোতে ভিড়ে গেছে টয়োটা, তার গলার রগ ফুলে উঠল, 'কেউ বলছে না কেন এখন আমরা যাব কোথায়!' একের পর এক কার ও বাসকে ওভারটেক করছে সে, যাচ্ছে প্লেস চার্লস দ্য গল বা ওদিকের রেস ট্র্যাক-এর দিকে।

'পুলিস ইতিমধ্যে আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে,' বলল রানা, শান্ত সুরে কথা বলতে পারছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ফুটপাথের লড়াইটায় মাত্র দু'মিনিট সময় লেগেছে, ফলাফলে সবাইকে সন্তুষ্ট মনে হলো। টীম হিসেবে মন্দ নই আমরা, ভাবল রানা।

'আমার তা মনে হয় না,' বলল টটিনি। হাঁপাচ্ছে সে। বাখ যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, ভয়ে মাঝে মধ্যে বন্ধ করে রাখছে চোখ দুটো। 'গ্রে কোট পরা লোকটা খানিকটা ফ্রেঞ্চ, খানিকটা ইংলিশ। সাবেক ডিজিএসই-র লোক। এখন সে হেইডেগারের শিষ্য। ইন্টারোগেশনের সময় নিয়ম ভাঙায় ডিজিএসই থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে, হেইডেগার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়িয়ে নেন দলে।

'সেন্ট অনার-এ এই ব্যাটাই আমাকে ধরেছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুলিস আমাদের খুঁজবে না।' পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। 'বহু লোক দেখেছে আমাদেরকে।'

'তবে কেউ নাক গলাতে আসেনি,' বলল বাখ। 'আপনি কি এয়ারপোর্টে যেতে চান?'

'এত রাতে করার কিছু নেই, আমাদের সেফ হাউসের লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে না। আর পুলিস যদি ধরে ফেলে, আমার অফিস থেকে বলা হবে আমাকে তারা চেনে না। অন্য কোন আইডিয়া?'

'এই গাড়িটা আগে বাদ দাও,' নরম সুরে বলল রুবা। 'প্যারিসে আমার একটা

জায়গা আছে। সবাই সেখানে ঘুমাতে পারব।'

'ঘুম?' হেসে উঠল রানা।

প্লেস চার্লস্ দ্য গলকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল ওরা। এভিনিউ ফচ-এ ভ্যান থামাল বাখ। রানার মনে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে, এই এভিনিউয়েই জার্মান দখলদারদের গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার ছিল। এখানেই তারা ইন্টারোগেশনের সময় নিষ্ঠুর ও জঘন্য নির্যাতন চালাত বন্দীদের ওপর। নির্যাতন না হোক, ওকেও আজ রাতে ইন্টারোগেট করতে হবে।

দশ

সেফ হাউস কখনোই খুব একটা আরামদায়ক হয় না। আকারে ছোট হয়, তেমন ফার্নিচার থাকে না, পরিবেশটা হয় ম্লান ও নিরানন্দ। ভ্যানটা বর্জন করার মধ্যে যুক্তি আছে, তবে রুবার সেফ হাউসে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে কিনা সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে রানার মনে। বোঝাই যায়, ল্যাংলির কর্মকর্তারা ঠিকানাটা দিয়েছে তাকে।

ভ্যানটা ওরা ফেলে এসেছে বুলেভার্ড সেন্ট মিচেল-এর বাম পাড়ে। এরপর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হয় ওদেরকে, রুবাকে একটা ফোন করার সুযোগ দেয়ার জন্যে।

ফিরে এসে রুবা জানাল, 'জায়গাটা ঠিকঠাক করতে দেড় ঘণ্টা সময় নেবে ওরা।' এরপর ঠিকানাটা দিল সে।

রানার ভুরু উঁচু হলো। 'লে অ্যাপার্টমেন্টস, আটলান্টিক?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হুঁ-হুঁ।'

'এলিসি প্যালেসের কাছে সুন্দর বিল্ডিংটা?'

'ছাব্বিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট। এক কোণে।'

'চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়?'

'হ্যা।'

'রুবা? তুমি নিশ্চিত?'

'কি আশ্চর্য, কি বলছ!'

'ওখানে শুধু বিলিওনেয়াররা থাকে, রুবা।'

'তা ঠিক।' মিষ্টি করে হাসল রুবা। 'তোমার কি ধারণা ওটা এজেন্সির সম্পত্তি?'

'নয়?'

'নয়। ওটার মালিক আমার বাবার কোম্পানী। প্যারিসে এলে সব সময় ওখানে উঠি আমরা। ফ্রান্সে বাবা অনেক রকম ব্যবসা করে।'

'তাই? তা কি কি ব্যবসা তাঁর? সোনা আর হীরের খনি আছে? নাকি আর্মস ডিলার?'

'কিছু একটা ধরে নাও।'

দু'ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। টটিনির সঙ্গে গেল রুবা। আর বাখের সঙ্গে থাকল রানা। বাখকে ইতিমধ্যে আসল মার্টিন বলে প্রায় ধরে নিয়েছে ও।

' কেউ ওদেরকে অনুসরণ করেনি। এক ঘণ্টা পর একটা পাব-এ মিলিত হলো চারজন। পাবটা সেন্ট জার্মাইন-ডে-প্রেস-এর এক ধারে। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টস আটলান্টিকে পৌঁছুল। ডোরম্যান আর রিসেপশন স্টাফরা শুধু বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর মত নয়, রীতিমত একজন রাজরানীর মত অভ্যর্থনা জানাল রুবাকে। অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সব একেবারে তৈরি অবস্থায় রাখা হয়েছে, তাকে জানাল ওরা। রাত গভীর হলেও কাজের মেয়েদের ডেকে এনে সব কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছে। মি. ম্যাক বারবির নির্দেশমত ভরা হয়েছে ফ্রিজগুলোও। বহুবচন, লক্ষ করল রানা।

'তোমার বাবা নির্দেশ দিয়েছেন মানে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, এলিভেটরে চড়ে ওপরে উঠছে ওরা।

'আমি শুধু বাবাকে ফোন করে জানালাম। বলল, সব আমার ওপর ছেড়ে দে। ভাগ্য ভাল যে কোম্পানীর কোন লোক এই মুহূর্তে নেই এখানে।'

অ্যাপার্টমেন্টটা সত্যি দারুণ, বিলাসবহুল আর কাকে বলে। ব্যালকনি উইণ্ডো থেকে অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়, প্রতিটি কামরা আধুনিক ফ্যাশনের ফার্নিচার দিয়ে সাজানো, শ্বেত পাথরের মেঝে, বিরাট একটা কিচেন—যা যা ওদের লাগতে পারে সবই আছে।

'এখানের ফোন নিরাপদ বলে ধরে নিতে পারো,' বলল রুবা, তবে সঙ্গে সঙ্গে রানা কোন মন্তব্য করল না। ও একটা অরিজিন্যাল জ্যাকসন পলক-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, ঝুলছে চতুর্থ শতাব্দীর একটা ম্যানটেল-এর ওপর, আল্লাই জানে কোন্ শ্যাতো থেকে সংগ্রহ করা।

এরইমধ্যে দুটো শাগাল আর একটা পিকাসো দেখে প্রভাবিত ও মুগ্ধ হয়েছে রানা। চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের ফটোও রয়েছে দেয়ালে, প্রত্যেকেই এক সময় এই ফ্ল্যাটে বেড়িয়ে গেছেন।

কথাটা আবার বলল রুবা, সাধারণ হলেও এখানকার টেলিফোন নিরাপদ।

'নির্ভর করে তোমার বাবা আসলে কি করেন তার ওপর।'

'যা-ই করুক, ডিএসটি আড়ি পাততে আগ্রহী হবে না।'

'হতেও তো পারে।' রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না। এইট-জিরো-জিরো মেশিন চালু করতে বলল টটিনিকে। 'বিসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

বিসেন অর্থাৎ টীমের শেষ সদস্য আসার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, টটিনিকে সঙ্গে নিয়ে ওমলেট আর স্যালাড বানাতে বসল রুবা। কাজটা যে মেয়েদেরই করতে হবে, তা নয়; রুবা গোপনে রানাকে জানিয়ে গেছে আসলে টটিনির ওপর নজর রাখছে সে। দু'জন সব সময় কাছাকাছি থাকলেও, সম্পর্কটা যে অদ্ভুত রকমের শীতল সেটা বেশ পরিষ্কারই বোঝা গেল। সাপে-নেউলে বলা যাবে না, তবে

কাছাকাছি থেকেও যেন ওরা চাঁদ আর সূর্য, দুস্তর ব্যবধান। মানসিক ও শারীরিক, দুই অর্থেই সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মেয়ে ওরা, পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়ার ভান করলেও তেলে-জলে মিশছে না।

অবশেষে রাত একটার দিকে পৌঁছুল বিসেন। বহাল তবিয়তে, অর্থাৎ ছ'ফুট তিন ইঞ্চির সবটুকু নিয়ে। কুৎসিতই বলতে হবে তাকে, হাতের অসংখ্য পেশী এমন ফুলে আছে যেন টিউমার গজিয়েছে, মুখে সাধু বাবাজীর মত অমলিন হাসি। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল টটিনির নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন সে, এবং তাকে উত্তেজিত করে তোলাটা বোকামি হবে। 'হেগেন বলে ডাকবেন আমাকে, কেমন?' গম্ভীর, গমগমে গলায় বলল সে। 'শুধু হেগেন বলে ডাকলে আমি সাড়া দেব, ঠিক আছে?'

ঠিক নেই মানে! তুলো ধোনা হবার সাধ না জাগলে কে লাগতে যাবে তার সঙ্গে। হেগেন নামটা কেন পছন্দ করছে সে, খানিকটা আন্দাজ করতে পারল রানা। তার আসল নাম একটু অদ্ভুতই বলা যায়—কার্ল কাক্কা। ইংরেজিতে—চার্লস চাক্কা। লণ্ডনে কে যেন মন্তব্য করেছিল এ-ব্যাপারটায় সে খুব স্পর্শকাতর।

খাওয়াদাওয়া সারার পর টটিনি যখন বলল সে খুব ক্লান্ত, রাতের অপ্রীতিকর কাজটা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'কেউ আমরা ঘুমাচ্ছি না,' বলল ও। 'অন্তত আরও কয়েক ঘণ্টা। ডস সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, কি ঘটছে তা-ও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমাদের কাজ হলো পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া, তারপর দেখতে হবে কি করা যায়।'

মেইন লিভিংরূমে বসেছে ওরা। কেউ বসেছে সোফায়, কেউ কাউচে, কেউ ডিভানে আধশোয়া ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। রানা জানিয়ে দিল, সন্দেহপ্রবণ এক ডিটেকটিভের ভূমিকা নিতে যাচ্ছে ও। 'আলোচনার এই ধরনটা মেনে নিতে হবে সবাইকে,' বলল ও। 'আমি শার্লক হোমস নই, তবে আমার কথা ও আচরণ তাঁর মত মনে হতে পারে। সী গাল আমার ডক্টর ওয়াটসন।'

আসল টুইংকল আর সী গালের মৃত্যু প্রসঙ্গটাই আগে তোলার ইচ্ছে ছিল রানার, কিন্তু ভেবে দেখল সরাসরি তোলা ঠিক হবে না।

'টটিনি, নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার সম্পর্কে জানতে চাই আমি। এই সিগন্যালের প্রটোকল কি ছিল?' শুরু করল ও।

খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে কথা বলল টটিনি। আশির দশকের মাঝামাঝি নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল তৈরি করা হয়। 'এক পর্যায়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে,' বলল সে। 'কাজেই লণ্ডন আর ওয়াশিংটন তাদের ধারণায় নিরাপদতম একটা পদ্ধতি দিল আমাদের। আমরা যদি সিগন্যালটা পাই, আমাদের সবাইকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে, এবং লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা যাবে না। নির্দেশে আরও বলা হয়, কোন অবস্থাতেই আমরা আমাদের কন্ট্রোলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। নির্দেশটা আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই দেয়া হয়; বলা তো যায় না, কন্ট্রোলারদের পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে

থাকে। ডস নেটওঅর্কের প্রত্যেক এজেন্টকে আলাদাভাবে নির্দেশটা জানিয়ে দিই আমি। আমি জানতাম নির্দেশের অর্থ সবাই বুঝে নিয়েছে। আসলে বোল্ট হোলস সেট আপ করার কথা। এমন জায়গা, যেখানে আমরা লুকিয়ে থাকতে পারি। যার জায়গা সেই শুধু চিনবে। সবাইকে আমি নিষেধ করে দিই, কেউ কাউকে বলবে না কে কোথায় যাচ্ছে।'

'ঠিক জানেন, সবাই আপনার নির্দেশ মেনে নেয়?'

'জানি, সিগন্যাল আসার পর যা ঘটেছে সে-কথা বিবেচনা করে বলতে পারি।'

'ডস ছড়িয়ে পড়বে বা লুকিয়ে পড়বে, বুঝলাম। কিন্তু নির্দেশে এমন কিছু কি বলা হয়েছিল যে ওদিকে যাওয়া যাবে না বা সেদিকে যাওয়া যাবে?'

'বুঝলাম না।'

'বলতে চাইছি তাদের কি ইস্ট-এ থাকার অনুমতি ছিল? পাঁচিলটা ভেঙে ফেলার অনেক আগে সেট করা হয় ব্যাপারটা, তাই না? নাকি স্পষ্ট নির্দেশ ছিল ওয়েস্ট-এ চলে যেতে হবে? আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা প্রায় সবাই ওদিকে ঘন ঘন যেতেন।'

'ঘন ঘন বললে ভুল হবে। আমরা প্রত্যেকেই কয়েকবার করে ওয়েস্টে গেছি। টুইংকল আর সী গাল ইস্টে প্রায় আসতই না, নীতি অনুসারে। প্রয়োজন হলে এজেন্টরা ওখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করত, তবে নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। আমি জানি গত তিন বছরে টুইংকল অন্তত দু'জন লোককে ডি-ব্রিফ করার জন্যে এসেছিল। সী গাল মাঝে মধ্যে আসত। তবে সাধারণত তথ্য সরবরাহ করা হত স্পটে—রাস্তায় পাশ কাটানোর সময়, ডাস্টবিনে কিছু ফেলে, স্টেশনের লাগেজ অফিসে কিছু রেখে এসে। কাজে লাগানো যায় এমন অনেক লোকজন ছিল সী গাল আর টুইংকেলের। ডসেরও ছিল। ডস নেটওঅর্কের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন অনেক বিশেষজ্ঞ ছিল আমাদের। তাদের কয়েকজনকে এখনও আমি ব্যবহার করছি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এবং আপনার ধারণা যাকে যা করতে বলা হয়েছিল সে ঠিক তাই করেছে? সিগন্যাল পাবার পর লুকিয়ে পড়ল সবাই?'

বিষাদ মাখা ক্ষীণ হাসি দেখা গেল টটিনির ঠোঁটে। 'সিগন্যাল আসার প্রথম চার মাসে ইস্টে আমরা এগারোজনকে হারাই। চারজনকে বার্লিনে, দু'জন পোল্যাণ্ডে চলে যায়, তিন জন চলে যায় চেকোশ্লাভাকিয়ায়, বাকি দু'জন লুকিয়ে পড়ে যুগোশ্লাভিয়ায়।'

'তারমানে, দুই জার্মানী এক হবার পরও ইস্টার্ন ব্লকে থাকাটা নিরাপদ ছিল না।'

'অবশ্যই নিরাপদ ছিল না।'

'আচ্ছা, টটিনি, নির্দেশটা এল কিভাবে? আপনি কি সেটা এইট-জিরো-জিরো মেশিন থেকে পান, নাকি অন্য কোন মাধ্যমে?'

'জানেন আমি কি করি?' উত্তরের জন্যে টটিনি অপেক্ষায় থাকল না। 'কার্লশোর্স্ট্-এ, অর্থাৎ কেজিবি ফ্যাসিলিটিতে কাজ করতাম আমি। আমাদের

সবারই সোভিয়েত মিলিটারি কাভার ছিল। কাজেই তখনও আমরা ওখানে ছিলাম, এমনকি দুই জার্মানী এক হবার সময়ও। কেজিবি আর সাবেক বুলগেরিয়ান সার্ভিসের লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলাম আমি। দেশ দুটো এক হবার সময় পিছু হটে আসে কেজিবি, বোঝাতে চেষ্টা করে তারা সাহায্য করছে। আমরা এমন সব কাজ করছিলাম যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল এখানে থেকে যাওয়া হবে—অন্তত কিছুদিন। সবাই জানত সময়ের ব্যাপার মাত্র, ইউনিটটা বন্ধ করে দেয়া হবে। আমি ভাবলাম, লণ্ডন আর ওয়াশিংটন হয়তো পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় দেখার জন্যে ডসকে আরও কিছুদিন নিজেদের জায়গায় থাকতে বলবে। আমার এই চিন্তার মধ্যে যুক্তি ছিল। কিন্তু যা ঘটল তাতে কোন যুক্তি ছিল না। কার্লশোর্স্ট-এ আমার এক্সটেনশনে নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল পেলাম আমি। হাইলি ইনসিকিউর, বাট ইট ওয়াজ অবভিয়াসলি আ ফ্ল্যাশ।'

'কলার? আপনি তার গলা চিনতে পারেন?'

'পরিচিত, তবে নামটা মনে করতে পারিনি···'

'টুইংকলও নয়, সী গালও নয়।'

'না, ওরা কেউ নয়।'

'নির্দেশটা যে জেনুইন তা আপনি চেক করলেন কিভাবে?'

'তিনটে বিল্ট-ইন সেফগার্ডস ছিল। সবগুলোই দ্রুত চেক করা সম্ভব। ভেঙে গিয়ে ডসকে ছড়িয়ে পড়তে হলে, বুঝতেই পারছেন, নির্দেশটা প্রত্যেকের কাছে অতি দ্রুত পৌঁছুতে হবে। আগেকার দিনে ব্যাপারটা কঠিন ছিল···'

'তিনটে সেফগার্ডস, টটিনি?' এই প্রথম কথা বলল রুবা।

টটিনি, সে-সময় যে ছিল কার্বন, ডস-এর মুকুটহীন নেত্রী, ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'প্রথমটা ছিল টেলিফোন নম্বর, ডায়াল করলে ডিসকানেকটেড টোন পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টা ফিজিক্যাল সাইন। একটা চক মার্ক। অ্যালেজান্দ্রাপ্লাজ-এর কাছাকাছি একটা পাঁচিলে সবুজ চক দিয়ে বিশেষ একটা চিহ্ন আঁকা থাকবে। নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল পাবার পর এক সেকেণ্ডও দেরি করিনি, বিশেষ নম্বরে ডায়াল করি—ডিসকানেকটিং টোন পাই। চক মার্কও ঠিক জায়গায় ছিল। বাড়ি ফেরার পথে একটু ঘুরে যাই। নিজের চোখে দেখেছি।'

'আর শেষটা?'

'বাড়ি থেকে একটা নাম্বারে ডায়াল করি, আগে যেটা কখনও ব্যবহার করিনি আমরা। নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল যদি জেনুইন হয়, অপরপ্রান্ত থেকে কেউ একজন একটা লাইন আবৃত্তি করবে। শেক্সপীয়ার—জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা, অবশ্যই। প্রতি মাসে কোডটা বদল করা হত।'

'সেটাও মিলে গেল?'

'পুরোপুরি। এখনও লাইনটা মনে আছে আমার। "ওয়ার্ডস উইদাউট থটস নেভার টু হেভেন গো।" হ্যামলেট থেকে নেয়া।'

'জানি, ছবিটা আমি দেখেছি,' ক্ষীণ হলেও বিদ্রূপের রেশ রয়েছে রানার বলার সুরে। 'আমার ধারণা মেলগিবসন-এর তুলনা হয় না। এবার বলুন, মার্থা টটিনি,

ডসের ক'জন সদস্য নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার রিসিভ করে? তাদের মধ্যে সবাই কি জানত কি করতে হবে? জানত কিভাবে চেক করতে হবে সেফগার্ডস?'

'চারজন। না, আমাকে নিয়ে পাঁচজন।'

'আশপাশে এখনও কেউ আছে, আপনি ছাড়া?'

মাথা দুলিয়ে ডিন মার্টিনকে দেখাল টটিনি। 'ও তাদেরকে চিনত। বাকি সবাই চলে গেছে। দু'জনের কথা নিশ্চিতভাবে জানি। একজনের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নই।'

'কে সে?'

'উস্ট।'

'কে সে, বা কে ছিল?'

'পুলিস। সাবেক সিক্রেট পুলিস-এর একজন ক্যাপটেন, বেন ম্যাথুস নামে। সে-ও লিয়াজোঁ বজায় রাখত, সিক্রেট পুলিস আর সোভিয়েত মিলিটারির সঙ্গে। প্রায়ই কার্লশোর্স্ট্-এ রিপোর্ট করত সে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার পাবার আগেই গায়েব হয়ে যায় উস্ট।'

সিক্রেট পুলিস মানে ডিডিআর অর্থাৎ সাবেক পূর্ব জার্মানের তথাকথিত পিপল'স পুলিসকে বোঝাচ্ছে টটিনি, জানে রানা। স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও, সিক্রেট পুলিসকে ইস্ট/ওয়েস্ট সীমান্তে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হত। বার্লিন প্রাচীরও পাহারা দিত তারা। 'বাকি দু'জন? তারা যে মারা গেছে এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট কামড়াল টটিনি। 'একটা লাশ আমি নিজেই দেখেছি। অপরজন, কোন সন্দেহ নেই…'

'তবে উস্ট সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন?' রানার মনে পড়ছে, জোহান হার্টল ওকে বলেছিল, ভেনিসের গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে উসটের লাশ তোলা হয়েছে। আরও মনে পড়ল, হার্টল দাবি করে খবরটা তাকে জানিয়েছিল টটিনি ওরফে কার্বন। তবে হার্টলের সঙ্গে কি কথা হয়েছে টটিনিকে রানা বলছে না।

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল টটিনি।

'না কেন?'

মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ বোবা হয়ে থাকল টটিনি, সে যেন তার বিবেকের সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। তারপর এক সময় মুখ তুলল। 'কি বলে ডাকব তোমাকে? টুইংকল? নাকি অন্য কোন নামে?' রাগ চেপে আন্তরিক হবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। গলা একটু চড়ল, লালচে দেখাল চেহারা। 'বলতে চাইছি, আসল টুইংকলকে সবাই আমরা চিনতাম। তার আসল নামও আমরা জানতাম…কিন্তু…মানে, আমাদের কাছে একজন দেবতার মত ছিল সে। তোমাকে আমরা টুইংকল হিসেবে চিনি না। তুমি আমাদের টুইংকল নও, যেমন এই ভদ্রমহিলা আমাদের সী গাল নন। কি বলছি বুঝতে পারছ? নাকি তুমি শুধু কোনরকমে জোড়াতালি দেয়ার জন্যে এসেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছ,' রানার গলায় সহানুভূতি, কারণ এ-

ধরনের পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আছে ওর। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করলে এজেন্টদের সঙ্গে কন্ট্রোলারদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা গেছে বিবাহিত নারী-পুরুষের মত জীবন কাটাচ্ছে, সেক্স ছাড়াই। এ-ধরনের সম্পর্ক মৃত্যুর পরও নষ্ট হয় না। শোক, দুঃখ আর ক্ষোভ থেকেই যায়। 'তোমাদেরকে কয়েকটা ব্যাপার বুঝতে হবে,' যতটা সম্ভব নরম সুরে বলল ও, টটিনির মত ওর গলায়ও আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকল। 'প্রথম কথা, তোমাদের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার দেয়াই হয়নি। তারমানে লণ্ডন বা ওয়াশিংটন থেকে অ্যাকটিভেট করা হয়নি। ভেবে দেখো, কি অনুভূতি হয়েছিল সবার। যে নেটওঅর্ক কোল্ড ওঅর-এর সময় অবিশ্বাস্য সব কাজ করল, কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দেয়া হলো! এক মুহূর্তে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলল ডস। প্রাক্তন এজেন্টরা দুর্ঘটনায় মারা যেতে শুরু করল, কিংবা প্রকাশ্যে খুন হয়ে গেল। স্বাভাবিক কৌতূহল বা স্বার্থ ছাড়াও এর সঙ্গে আরও ব্যাপার জড়িত। নানা কারণে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

'তোমাদের নিজেদের লোক টুইংকল আর সী গাল আবার ফিল্ডে এসেছে। অনেক দেরিতে, হ্যাঁ। এখন আর তাজা কোন ট্রেইল পাওয়া যাবে না। সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে। তবে টুইংকল আর সী গাল, দু'জনেই মাত্র এক হপ্তার ব্যবধানে মারা গেছে—এ দুটো ঘটনাকে পুরানোও বলা যাবে না। আর, টটিনি, ওদের দু'জনের মৃত্যুর সঙ্গেই বাইরে থেকে জড়িত তুমি। তুমি আমাদেরকে যা খুশি বলে ডাকতে পারো। আমাকে তুমি রানা বলতে পারো, সী গালকে বলতে পারো রুবা। যেটা তোমার পছন্দ।'

'আমাকে তুমি রুবা বলতে পারো।' টটিনির দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল রুবা।

রানা শুরু করার পর এই প্রথম বিসেন, ওরফে দৈত্যকার হেগেন মুখ খুলল। 'তুমি বলতে চাইছ টটিনি বা আমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক?'

'না, হেগেন, না। কাউকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলতে চাইছি না। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে, অনেক জরুরী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। যা যা ঘটেছে, প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেতে হবে আমাকে।'

'কেউ যেন ভুলেও টটিনিকে বিশ্বাসঘাতিনী না ভাবে।' হেগেনের মুখে এখন আর হাসি নেই, তাকে দেখে মূর্তিমান একটা শয়তান বলেই মনে হচ্ছে।

'এখনও সেরকম কেউ কিছু ভাবছে না,' অভয় দেয়ার নরম সুরে বলল রুবা। 'আগে সব কথা শোনো, হেগেন। কেউ কাউকে অভিযুক্ত করছে না।'

'হ্যাঁ, না করলেই ভাল।'

আবার শুরু করল রানা, 'উস্‌ট, টটিনি? পূর্ব জার্মান সিক্রেট পুলিসের বেন ম্যাথুস?'

'গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল মনিটর করতে পারত পাঁচজন, তাঁদের মধ্যে সে-ও ছিল। নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল আমার মত সহজেই সে-ও রিসিভ করতে পারত, তারপর চেক করে দেখতে পারত জেনুইন কিনা। নির্দেশটা যে এসেছে, এ-কথা তাকে আমার জানাবার সুযোগও হয়নি। তাকে আমি পাইনি।'

'না পাবার কারণ?'

'জানি না। তবে তার এক বান্ধবী ছিল, ইটালিয়ান এক মেয়ে। প্রায় নিয়মিতই তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। মাঝে মধ্যে পুরো এক হপ্তা ছুটি নিত তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলে। পাস যোগাড় করতে তার কোন অসুবিধে হত না।'

'মেয়েটাকে তুমি চিনতে?'

'না, শুধু নামটা জানি—জুডি। ইটালিতে, পিজা-র কাছাকাছি থাকত। তার পুরো নাম কখনোই আমাকে বলেনি উস্ট। তবে মেয়েটা সম্পর্কে অন্য কিছু কথা বলার আছে আমার—এই আলোচনা শেষ হবার আগেই।'

'তুমি তার ফটো দেখেছ?'

'না, তবে তার সম্পর্কে অনেক কথাই উসটের মুখে শুনেছি। উসট তার সেক্সুয়াল পাওয়ার সম্পর্কে রীতিমত গর্ব করত।'

'ওই একটাই মেয়ে ছিল তার? নাকি আরও অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করত?'

মাথা নিচু করল টটিনি। 'আমার তা মনে হয় না।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর আবার বলল, নিচু গলায়, 'বার কয়েক সে আমার দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করেছিল।'

বিস্ফোরিত হলো হেগেন। 'শূয়র! টটিনি, আমাকে তুমি জানাওনি কেন? শালার সেক্সটাই আমি জন্মের মত কেটে ফেলে দিতাম।'

হেগেনের দিকে তাকাল না রানা, টটিনিকে আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি বলছ নির্দেশটা যখন আসে উস্ট তখন কাছে পিঠে ছিল না?'

'সাধারণত আমাদের কাউকে জানিয়ে রাখত কবে সে বার্লিনের বাইরে যাবে। সেবার কাউকে কিছু বলেনি, আর গেছেও ছুটি না নিয়ে। সেই থেকে তার আর দেখা নেই। অন্তত তিন কি চার দিন আগে পর্যন্ত আমরা তার কোন খবর পাইনি। আমি একটা রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে বলা হয়েছে ভেনিসের গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে একটা লাশ তোলা হয়েছে। লাশটা বেশ কিছু সময় পানিতে পড়ে ছিল। সম্ভবত কয়েক দিন। ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।'

'তো?'

'আমার কনট্যাক্ট জানিয়েছে, লাশের যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল তা থেকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মুখের অর্ধেকটাই ছিল না। কোন দাঁত পাওয়া যায়নি, কাজেই ডেন্টাল রেকর্ড কোন কাজে আসবে না। তবে আমাকে বলা হয়েছে যে বার্লিন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা হয়েছে লাশটা বেন ম্যাথুসের ছিল।'

'তুমি কাউকে জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ। জোহান হার্টল জানত। ও-ও জানে,' বলে মার্টিনের দিকে তাকাল টটিনি।

'এই রিপোর্ট কোত্থেকে পেলে তুমি?'

'ভেনিস থেকে।'

'ভেনিসে তোমার একটা কনট্যাক্ট আছে?'

'অনেকগুলো আছে।'

'ভেনিস সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যাপার আছে? আমাদের জানা দরকার এমন কিছু?'

হেসে উঠল মার্টিন। 'বলো ওকে, টটিনি। ভেনিসের কি গুরুত্ব জানিয়ে দাও ওকে।'

'নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার পাবার পর, তুমি জানো রানা, ডস সদস্যদের একে একে প্রায় সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। বিশাল সেই নেটওয়র্কের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। আমরা যারা বেঁচে আছি তারা প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি...'

'পাল্টা প্রতিশোধ,' হিসহিস করে বলল মার্টিন।

'আমরা বদলা নেব!' প্রায় গর্জে উঠল হেগেন।

গোটা ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় লাগল রানার। 'তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো যে ডসকে কারা কেটে টুকরো টুকরো করছে?'

'অবশ্যই জানি। ইতিমধ্যে তুমিও নিশ্চয় জেনে ফেলেছ, রানা। মার্ক হেইডেগার আর তাঁর রক্ষিতা রিটা কদেমি...'

'কিভাবে নিশ্চিত হলে?'

'কারণ হেইডেগার কসম খেয়ে বলেছিলেন ডসকে তিনি নিশ্চিহ্ন করবেন। আমাদের কয়েকজন তাঁকে ভালভাবে চিনতাম, রানা। আমি চিনতাম, মার্টিনও। মার্ক হেইডেগার এক আশ্চর্য ধরনের মানুষ...'

'প্রথমে যাকে আগুনে ঝলসাতে হয়, তারপর পানিতে চোবাতে হয়, সবশেষে কেটে ভাগ করতে হয়,' বিড়বিড় করছে মার্টিন।

'শোনো, তোমাদের দু'জনকেই বলছি—রানা আর রুবা। কার্লোস ভিনেগাল যদি বুদ্ধিমান হন, তাকে যদি এইচভিএ-র ব্রেন বলি, তাহলে মার্ক হেইডেগারকে বলতে হবে এইচভিএ-র ক্ষমতার উৎস। তাঁর মত শয়তান আর চালাক মানুষ দুনিয়ায় আর একজন আছে কিনা সন্দেহ। শেষের দিকে, ওঁদের রাজত্ব যখন ভেঙে পড়ছে, বোঝা যাচ্ছিল দুই জার্মানী এক হতে আর বেশি দেরি নেই, তাঁকে আমি বারবার বলতে শুনেছি—কমিউনিস্ট পার্টি আর ডিডিআর সরকারের বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছে তাদের তিনি অবশ্যই খুন করবেন, যদি বেঁচে থাকেন। কার্লশোর্স্ট-এর ওরা ডস নামটা জানত, জানত ডস একটা স্পাই নেটওঅর্ক। আমরা যে ওদের ভেতর অনুপ্রবেশ করেছি, তা-ও জানত। রেগে আগুন হয়ে থাকতেন হেইডেগার।'

দম নিয়ে আবার শুরু করল টটিনি, 'একজন ফ্যানাটিক, আত্মনিবেদিত কমিউনিস্ট, হিংস্র আর বদরাগী। রানা, এই ব্যক্তির ছেলেবেলা কেটেছে স্ট্যালিনের উঠনে। যে লোক কমিউনিজমকে বিকৃত করেন, হেইডেগার তাঁর কাছ থেকে শয়তানী শিখেছেন। স্ট্যালিন ছিলেন তাঁর হিরো। তোমার এ-ও জানার কথা যে তিনি একা নন। হ্যাঁ, হেইডেগার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর অধীনে রীতিমত বিরাট একটা সেনাবাহিনী রয়ে গেছে। লণ্ডন আর ওয়াশিংটন কি জানে না ইউরোপের অনেক মানুষের কাছে, বিশেষ করে ইস্টার্ন ব্লকের মানুষের কাছে

কমিউনিজম ছিল তাদের ধর্ম? এই ধর্মের জন্যে তারা, তাদের বন্ধু ও আপনজনেরা প্রাণ দিয়েছে। কমিউনিজম তাদের কাছে একটা আদর্শ, রানা। ওরা বোঝে না এরা সংগঠিত, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়ে আছে? নাকি মস্কো ক্যু ব্যর্থ হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে সবাই? ওই ব্যর্থতার জন্যে যারা দায়ী তারা স্রেফ বিশাল আইসবার্গের ডগা মাত্র। হেইডেগারের হাতে রয়েছে হাজার হাজার লোক, সবাই ইউরোপে সংগঠিত। তিনি এত বোকা নন যে প্রস্তুতি শেষ না করেই কাজে হাত দেবেন...'

'আমার ধারণা, প্রথমে ওরা গোটা ইউরোপ জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে,' বলল মার্টিন। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডের বেশিরভাগ টেরোরিস্টকে দলে ভিড়িয়েছেন তিনি, এ থেকে কি বোঝা যায়? হার্ডওয়্যার-এরও কোন অভাব নেই—অস্ত্র, মিলিটারি ভেহিকেল, প্লেন, হেলিকপ্টার, কি নেই। এ-সব আগেই তিনি সরিয়ে ফেলেন, পরে কাজে লাগবে ভেবে।'

'উস্টের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কি? বেন ম্যাথুস বা ভেনিসের সঙ্গে?'

উত্তর দিল টটিনি, 'হেইডেগার ভেনিসে লুকিয়ে আছেন, রানা। ওখানে বসে গোটা ইউরোপে গোপন সুতো টানছেন।'

'আন্দাজ করছ, নাকি ফ্যাক্ট হিসেবে জানো?'

কঠিন মুখে মার্টিন বলল, 'ফ্যাক্ট। আমি তাঁকে ওখানে দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি।' টটিনির চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'তিনি ডসের বিশজন...না, ত্রিশজনের কাছাকাছি সদস্যকে হত্যা করেছেন। সাবধান না হলে আমাদের এই বাকি ক'জনকেও খুন করবেন। তোমাকেও তো প্রায় আটকে ফেলেছিল, রানা। মেনহ্যামের পিছনে হেইডেগার না থেকে পারেন না, তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ ছাড়া মেনহ্যাম তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারত না যে সে ডিন মার্টিন।'

'এবং তোমাদের ধারণা গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে তোলা লাশটা তোমাদের সাথের কলিগের না-ও হতে পারে?'

'আমি আমার জান বাজি রেখে বলতে পারি...'

'হয়তো তাই রাখতে হবে।'

'মানে?'

'মানে, বলতে চাইছি, মার্ক হেইডেগার আর রিটা কদেমির মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। জানোই তো, ওয়ান্টেড লিস্টে এখনও ওঁদের নাম আছে।' একটু থেমে আবার রানা বলল, 'এসো, মেনহ্যামকে নিয়ে আরও একটু আলোচনা করি।' আসলে টুইংকল আর সী গালের মৃত্যু প্রসঙ্গ তোলার ফাঁক খুঁজছে ও।

'সে তোমাকে বোকা ধরে নিয়েছিল।' সিরিয়াস দেখাচ্ছে মার্টিনকে।

'তাহলে কি সে তোমাদের বন্ধু হার্টলকেও বোকা ধরে নিয়েছিল?'

'মানে?'

'হার্টল পরিষ্কারই জানিয়েছিল যে সে তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করছে—বাখের সঙ্গে। সে তোমাকে কেমপিতে আমার কাছে আনতে যাচ্ছিল। তোমরা যাকে মেনহ্যাম বলে দাবি করছ, তাকে আমি দেখেছি, বার্লিন এয়ারপোর্টের বাইরে ট্যাক্সি

জন্যে অপেক্ষা করার সময়। সেজন্যেই, সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করে বলল যে মার্টিন মারা গেছে, তাকে আমি বাখ বলে বিশ্বাস করি। তাকে বিশ্বাস করার আরও কারণ আছে। সাবেক স্ট্যাসি-র এক লোককে চিহ্নিত করে সে, মেরেও ফেলে—কেমপিতে।' সমস্ত ঘটনা বলে গেল রানা—ট্রেনের দুই গুণ্ডার কথা, ইঞ্জেকশন পুশ করে অজ্ঞান করা হয়েছিল মেনহ্যামকে, লিটেন আর হেকসামকে ও খুন করেছে শুনে মেনহ্যামের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

'মেনহ্যাম একটা পাষাণ,' মন্তব্য করল টটিনি।

'ভাল একজন অভিনেতাও,' আসল মার্টিন বলল। 'আর লিটেন ও হেকসামকেও চিনি আমরা। নিষ্ঠুর পিশাচ, হেইডেগারের এনফোর্সার। ডস-এর বেশিরভাগ সদস্যকে সম্ভবত ওরা দু'জনেই খুন করেছে। ওদেরকে মেরে তুমি আমাদের মস্ত উপকার করেছ—সত্যি যদি ওরা মারা গিয়ে থাকে।'

ম্লান হাসি ফুটল টটিনির ঠোঁটে। 'হেইডেগারের কোন লোক মারা গেছে, এ-কথা আমি লাশ না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না।'

'আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি।' তিক্ত একটা অনুভূতি জাগল রানার মনে। মেনহ্যাম যেভাবে ওকে বোকা বানিয়েছে, তাতে ওর গর্বে আঘাত লেগেছে। 'আচ্ছা, বলো তো, মার্টিন। তুমি কি সত্যি হার্টলের সঙ্গে কাজ করছিলে? আমরা যখন বার্লিন এয়ারপোর্ট পৌঁছুলাম, অনুসরণ করছিলে আমাদের?'

'অবশ্যই। হ্যাঁ, একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে মেনহ্যামকে আমি দেখতে পাই। জানতাম বিপদ আছে।'

'তবে তুমি কাজ করছিলে হার্টলের সঙ্গে?'

'তোমাকে তো বললামই, হ্যাঁ। লণ্ডন থেকে পাঠানো ওয়ার্নিং পেয়ে ফ্লাইট নাম্বার জানতে পারি আমরা। জানতাম দেখেই চেনা যাবে তোমাদের, উঠবে কেমপিতে। তবে খুব সতর্ক ছিলাম আমরা। কথা ছিল লণ্ডন শব্দ করবে না, কিন্তু করল। কাজেই আমরা সতর্ক হয়ে গেলাম। লোক তো কম মারা যায়নি—টুইংকল আর সী গালকে নিয়ে। আমরা জানতাম হেইডেগার আমাদেরকে একজন একজন করে ধরছে। এয়ারপোর্টে মেনহ্যামকে দেখে ভয় পেয়ে যাই আমি। সে অবশ্য আমাকে দেখতে পায়নি। হার্টল কেমপির ওপর নজর রাখছিল, তার সঙ্গে সারাক্ষণ আমি ফোনে যোগাযোগ রাখি। পরে আমাদের দেখা হবার কথা ছিল।'

এই গল্পই রানাকে কেমপিতে শুনিয়েছিল হার্টল, হাতের চিকিৎসা করার জন্যে বাইরে যাবার আগে—সে জানত না, বেরিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে। কথাগুলো বললও রানা, শেষে যোগ করল নিজেকে ওর দায়ী বলে মনে হচ্ছে। আমি যদি আরও সাবধান হতাম, হার্টল বোধহয় এখনও বেঁচে থাকত।'

নিচু গলায় মার্টিন বলল, 'মৃত্যুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ আমাদের সবারই হবে। স্থান ও কাল সম্পর্কে আগে থেকে কিছু না জানাটাই বোধহয় সব দিক থেকে ভাল।'

'তোমাদের কেস অফিসার টুইংকল আর সী গালও আগাম কিছু বুঝতে পারেনি।' অবশেষে সুব্রত বড়ুয়া আর জেনিফার নেলসনের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ তুলল

রানা। 'এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই আমি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসল টটিনি। 'কি জনতে চাও তুমি, রানা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

বড়ুয়াকে দিয়ে শুরু করল রানা, বলল ওরা জানে যে বড়ুয়াকে ফোন করেছিল ডাব—জোহান হার্টল। ফোনের মাধ্যমে একটা সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়, ফ্রাঙ্কফুর্টেরই এক ক্লাবে—ডের মিনচ্-এ। ওখানে তার সঙ্গে তোমার অর্থাৎ কার্বনের মুখোমুখি দেখা হবার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ। আমি তা অস্বীকার করছি না। বোঝাই যাচ্ছিল টুইংকল আর সী গাল দু'জনেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। লণ্ডন আর ওয়াশিংটন খবরের কাগজে কোন মেসেজ পাঠাচ্ছিল না, যেমন তোমরা আসার সময় পাঠাল। তবে তোমরা আসছ, এই মেসেজ পেয়ে আমাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, সে-কথা আগেই তোমাদের বলেছি। লণ্ডন আর ওয়াশিংটনের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, শুধু আমাদের সাবেক কন্ট্রোলারদেরকে দিয়ে সার্চ করাচ্ছে।' মার্টিনের দিকে তাকাল সে, যেন সমর্থন পেতে চাইছে। মাথা ঝাঁকাল মার্টিন।

'কাজেই,' বলে যাচ্ছে টটিনি, 'আমি নিজেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে আমি এইট-জিরো-জিরো মেশিনটা আবার হাতে পেয়েছি...'

'বার্লিন থেকে আসার সময় ওটা তুমি আনোনি?'

'আমি বলেছি কিছুদিন ওটা আমাদের কাছে ছিল না। কার্লশোর্স্ট-এ কাজ করার সময়, ওটাকে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হত। কিছুদিন আমার কাছে থাকত, তারপর দায়িত্ব নিত মার্টিন, বা অন্য কেউ...'

'বেন ম্যাথুস?'

'তুমি ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' টটিনির চোখে সন্দেহের ছায়া।

'সে কি কখনও মেশিনটা ব্যবহার করছিল?' জবাব না দিয়ে একই প্রশ্ন আবার করল রানা।

'না। কারণ সে সিক্রেট পুলিসে ছিল, তার কাছে সব সময় লোকজন আসা-যাওয়া করত, সে নিজেই ওটা ব্যবহার করতে চাইত না।'

'তবে জানত যে ওটার অস্তিত্ব আছে?'

'হ্যাঁ, তা জানত ওটা ট্যাপ করা যাবে না, এটা বুঝত বলে মনে হয় না, তবে অবশ্যই জানত যে আমরা ওটা ব্যবহার করি।'

'বার্লিন থেকে ওটা তুমি সঙ্গে করে আনোনি কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টটিনি। 'নাইট অ্যাণ্ড ফগ নির্দেশটা যখন এল, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। এর চেয়ে সিরিয়াস ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। ভয় পেয়ে যাই আমি, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে...'

'কোথায় পালালে?'

'ফ্রিবার্গে...'

'সুইটজারল্যাণ্ডে?'

'হ্যাঁ। ওখানে আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল। মনে হলো সুইটজারল্যাণ্ডই আমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। ওখানে দু'মাস থাকি, তারপর ঘুরে বেড়াতে শুরু করি।'

'কিন্তু এইট-জিরো-জিরো মেশিনটা সঙ্গে না নেয়াটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার, টটিনি।'

মাথা নাড়ল টটিনি। এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না, বরং রানা বুঝতে ভুল করছে দেখে অসহায় একটা ভঙ্গি করল। 'ব্যাপারটা তোমাকে চিন্তা করে দেখতে হবে, রানা। ওটা আমার অ্যাপার্টমেন্টে ছিল না। হেইডেগারের লোকজন ডস সদস্যদের গরু খোঁজা করছিল, যে-কোন দিন আমার অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করতে পারত ওরা। আরও অসুবিধে ছিল। আমি যখন বার্লিন ছাড়ি, হেইডেগারের লোকজন, তাদের মধ্যে কয়েকটা মেয়েও ছিল, এয়ারপোর্ট আর রেলস্টেশন পাহারা দিচ্ছিল। মেশিনটা আমি বার্লিন এয়ারপোর্টের একটা সিকিউরিটি বক্সে রেখে দিয়েছিলাম। তখন আনা সম্ভব ছিল না। পরে শুধু ওটা আনার জন্যে আবার ফিরে যেতে হয় আমাকে।'

'কোথায় নিয়ে গেলে?'

'ফ্রিবার্গে। সকেটে প্লাগ ঢোকাতেই রিঙ বাজতে শুরু করল। জানতাম আমাদের লোকজন মারা যাচ্ছে, তবে...'

'কিভাবে জানলে?'

'তোমাকে বলেছি, ডস অতিরিক্ত অনেক লোককে ব্যবহার করত। তাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ছিল, এমনকি ক্রিমিনালও ছিল। দু'জন ইনফরমার ছিল আমার, তাদের ধারণা ছিল আমি কেজিবির এজেন্ট। একটা মেয়েও ছিল, ক্লিনার। নিয়মিত ডেড ড্রপ সার্ভিস দিত সে। তার ওপর নির্দেশ ছিল কিছু পাঠাতে হলে মিউনিক পোস্ট অফিসে পাঠাতে হবে। সেগুলো ওখান থেকে আমার কাছে চলে আসত।'

'তোমার অন্য কোন লোকের মাধ্যমে?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে অনেক লোকই অনেক কিছু জানত।'

'তা বলতে পারো। তবে কেউ মুখ খোলেনি। প্রমাণ, আমাকে হেইডেগারের লোকজন খুঁজে পায়নি। মেশিনটা নিয়ে আসার পর বহু লোকের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করি আমি। সবাই তারা জেনুইন ডস। পরে, টুইংকল আর সী গাল যখন তদন্ত করতে এল, হার্টলকে গো-বিটুইন হিসেবে কাজে লাগাই।'

'হার্টলকে কেন?'

'কারণ তাকে দেখে কারও সন্দেহ হবার কথা নয়। তুমি তাকে দেখেছ, বুড়োই বলা যায়।'

'বলে যাও।'

'জানতে পারি টুইংকল ফ্রাঙ্কফুর্টে আছে, তার কাছাকাছি থাকার জন্যে হার্টলকে পাঠিয়ে দিই। হ্যাঁ, রানা। হ্যাঁ, ডের মিনচ্-এ দেখা করার আয়োজন করি আমি, কিন্তু হেইডেগারের লোকেরা তার কাছে আমার আগে পৌঁছে যায়। আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি—ওকে তারা ঘিরে রেখেছিল। হোটেল থেকে বেরুলেই ধরবে। আমার ফোন কল কাকতালীয় ব্যাপার। হার্টল খুন হওয়ায় তুমি যদি

নিজেকে দায়ী মনে করো, বুঝে নাও বেচারা টুইংকলের মৃত্যুর জন্যে আমার মনের কি অবস্থা।'

কাহিনী ও কাহিনীর ব্যাখ্যা শতকরা নব্বুই ভাগ মেনে নিল রানা। তবে সন্দেহ করল আরও কিছু আছে, প্রকাশ করা হচ্ছে না। 'তোমার ধারণা, কেউ তোমাকে ব্যবহার করেছে?'

'অসম্ভব!' আবার মাথা নাড়ল টটিনি। 'এইট-জিরো-জিরোর ইন অ্যাণ্ড আউট প্রতিটি কল নিরাপদ ছিল।'

'আর সী গালের ব্যাপারটা?' এবার প্রশ্ন করল রুবা। সী গাল ওরফে জেনিফারের বান্ধবী ছিল সে। জেনিফারের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই তার, যেমন—জার্মানীতে এক লোকের সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ার ছিল তার।

'সী গালের কথা কি আর বলব, সে নিয়ম মানেনি,' ক্লান্ত সুরে বলল টটিনি। রাত শেষ হতে চলেছে, সবাই ওরা ক্লান্ত। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর এখনও পায়নি রানা।

'ফ্রাঙ্কফুর্টে বিপদ ঘটার পর? মানে, টুইংকল মারা যাবার পর? ভাল কথা, টুইংকল মারা যাবার পর তুমি কি করলে?'

'বার্লিনে চলে গেলাম। সী গালের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে। আমরা দু'জন খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম।'

'আমিও তার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবী ছিলাম। তোমার তা জানার কথা, টটিনি।'

টটিনি কথা বলল না।

'বার্লিনে কেন?'

'আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা ছিল। কৌতুকই বলতে পারো। মুখোমুখি দেখা করার প্রয়োজন হলে, আমরা ঠিক করেছিলাম, শুধু নামকরা অভিজাত কোন জায়গায় দেখা করব। কেমপিতে দুই রাত থাকি আমি। দ্বিতীয় দিন সকালে সী গালের রুম নম্বর জেনে নিই। খুব সাবধান ছিলাম আমি, হোটেলের বাইরে থেকে ফোন করি তাকে, ব্যবহার করি সাধারণত যে কোড ব্যবহার করতাম।'

'আমরা টেপ শুনেছি,' এমন তীক্ষ্ণ গলায় বলল রুবা, এখনও যেন তার সন্দেহ দূর হয়নি। 'তুমি পরদিন হোটেল কার্ফুরাটানডাম-এ তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে।'

'দেখা করতে আমি যাই-ও। কিন্তু তার আগেই সে মারা যায়।'

'গিয়ে কি দেখলে বলো আমাদের।'

বলে গেল টটিনি, ফাইল এভিডেন্স-এর সঙ্গে মিলে গেল সব। 'আমি বোধহয় সে মারা যাবার মিনিট কয়েকের মধ্যে পৌঁছুই ওখানে।'

'খুনই? তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?'

'খুন তো অবশ্যই, তবে কিভাবে খুন করা হয়েছে তা বলতে পারব না। যদিও একটা জিনিস পেয়ে যাই আমি।' ব্রীফকেসটা কোলের ওপর তুলে খুলল টটিনি, কাগজ-পত্রের ভেতর থেকে ফাইলোফ্যাক্স টাইপের একটা বই বের করল। 'এটা সী

গালের। আমি এটা তার হোটেল রুম থেকে পেয়েছি। পড়ার পর বুঝেছি, খুনী যে বা যারাই হোক, তারা এটা না পাওয়ায় খুব ঘাবড়ে গেছে। কোন সন্দেহ নেই যাকে খুন করতে পাঠানো হয়েছিল তার ওপর নির্দেশ ছিল সী গ্যালের কাছে থাকলে অবশ্যই এটা উদ্ধার করতে হবে।'

'আমরাও ওটা পড়ব, সময় মত,' বলে বইটা হাতে নিল রানা। 'কি আছে এতে?'

'ওটা একটা ডায়েরী। সী গাল...জেনিফার নিয়ম ভাঙছিল।'

রানা ও রুবা দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল, দু'জনেই জেনিফারের প্রেমিকের কথা ভাবছে, যার পরিচয় জানা যায়নি।

'একটা নয়, প্রতিটি নিয়ম ভাঙছিল জেনিফার। প্রেম তো করছিলই, সে আবার ডসের একজন সদস্য। ভাবতে ভয়ঙ্কর লাগে, তার এই প্রেমের কথা সব সে নিজের ডায়েরীতে লিখে রাখছিল। কোড করা বটে, তবে ওই সাইফার একটা বাচ্চাও ভাঙতে পারবে।'

'প্রেমে পড়লে মানুষ...,' শুরু করল রানা।

'জানি। প্রেমে পড়লে মানুষ ঝুঁকি নেয়। কিন্তু সী গাল অসম্ভব জুয়া খেলছিল। সে-ই সম্ভবত আসল বেঈমান। নিজেও জানত না, বুঝি, তবে একটা সোর্স হিসেবে হেইডেগার তাকে ব্যবহার করেছেন।'

'কিভাবে?'

'সী গাল ছিল জুডি। জেনিফার নেলসন ছিল ক্যাপটেন বেন ম্যাথুসের ইটালিয়ান প্রেমিকা। ডায়েরীটায় সব লেখা আছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও ওরা কেউ সামলে উঠতে পারেনি, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল এইট-জিরো-জিরো টেলিফোন।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য।)

অপচ্ছায়া-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিল্প-সংস্কৃতির লালন ভূমি প্যারিসে ভোর হওয়া দেখছে মাসুদ রানা। সেন নদীর পানির ওপর হালকা কুয়াশা ভেসে রয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির ঘোমটা খোলার এই মুহূর্তটি অপরূপ সুন্দর। লম্বা নটরডেম টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে যেন মেঘের ওপর। আর পার্কগুলোর যেখানে চোখ যায়, ফুলের উজ্জ্বল রঙ দেখা যাচ্ছে শুধু—সোনালি, লাল, হলুদ ও নীল।

বারান্দায় রানা একা, বাকি সবাই ঝিমাচ্ছে বা ঘুমিয়ে পড়েছে। দোষ দেয়া যায় না, সারাটা রাত জাগতে হয়েছে সবাইকে। মার্থা টর্টেনির চমকে দেয়া তথ্য আর ঝন ঝন শব্দে এইট-জিরো-জিরো ফোন বেজে ওঠা ওর প্রশ্নোত্তর পর্বে সমাপ্তি টানতে পারেনি, বরং আরও দীর্ঘ করেছে।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কলার তার পরিচয় দেয় সানশাইন বলে। ওটা কোন মানুষের নাম নয়, বেস-এর নাম—অক্সফোর্ডশায়ার-এ। আসল টুইংকল আর সী গালের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত কিছু মনিটর করত এই বেস। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগেনি রানার—লণ্ডন ওর রশি ধরে টানছে।

ক্রেডিট কার্ড সাইজের ট্র্যান্সসিভার থেকে কোন মেসেজ, রিপোর্ট, টেলিফোন কল ইত্যাদি কিছুই পৌঁছায়নি। নতুন টুইংকল আর সী গালকে ফিল্ডে পাঠাবার পর কি ঘটছে কিছুই জানে না বেস। কারণটা পরিষ্কার, রানা বা রুবা কেউই ওদের ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করছে না। রুবার ব্যাপারটা হলো ফিল্ডে এই তার প্রথম আসা, নার্ভাস বোধ করা স্বাভাবিক—স্রেফ ভুলে গেছে সে। তবে রানা ওর কার্ড শুরু থেকেই ইচ্ছে করে ব্যবহার করছে না। ও চায় না ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলোর ডেস্কে ওর সব কথা ও তৎপরতার বিবরণ ট্র্যান্সক্রিপ্ট আকারে জমা হোক।

সানশাইনকে রীতিমত আতঙ্কিত মনে হলো, যদিও প্রায় কোন সন্দেহই নেই যে যোগাযোগটা করা হয়েছে বিএসএস চীফের নির্দেশে। লংফেলো সব কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকতে চেয়েছিলেন, মেসেজটা পরিষ্কারই ছিল। যা-ই ঘটুক না কেন, সব তাঁকে জানাতে হবে।

এ-ধরনের গাফিলতির জন্যে ক্ষমা চাওয়াটাই নিয়ম, যোগাযোগ না করার সঙ্গত কারণ দেখাতে পারলে অবশ্য আলাদা কথা। কারণ যদি থাকেও, এই মুহূর্তে তা ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত নয় রানা। আর ক্ষমা চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ উনি তো আর ওর বস্ নন। ও শুধু দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর, এইট-জিরো-জিরো যেহেতু একশো ভাগ নিরাপদ, জানতে চাইল বেস ওর দুটো উপকার করতে

পারবে কিনা। ফ্রেঞ্চ পুলিস আর ডিএসটি-র ওয়েভলেংথ চেক করতে হবে। বিশেষ করে হোটেল মৌরির বাইরে ছুরি মারার যে ঘটনাটা ঘটেছে সে-সম্পর্কে তথ্য দরকার ওর। আরও একটা তথ্য পেলে ভাল হয়—এভিনিউ ক্লেবার-এর পাশের গলিতে যে মারামারি হয়েছে, সে-সম্পর্কে।

বেস বলল, চেষ্টা করা হবে। আবার এক ঘণ্টা পর যোগাযোগ করবে ওরা। তথ্যগুলো পাওয়া যাবে, ধরে নিল রানা। শুধু প্যারিসের পুলিস বিভাগে নয়, ডিএসটি-তেও ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হিউম্যান লাইন আছে।

ফোন আসার অপেক্ষায় থাকার সময় আবার শার্লক হোমসের ভূমিকায় ফিরে এল রানা, অর্থাৎ জেরা করতে শুরু করল। দ্বিতীয় পর্বে প্রথমেই মেনহ্যামের প্রসঙ্গ তুলল ও, তারপর তুলল সুবেশী সেই লোকটার প্রসঙ্গ, পাঁজরে পিস্তল চেপে ধরে যে ওকে হোণ্ডায় উঠতে বাধ্য করেছিল। ওদেরকে রানা আবার জানিয়ে দিল, গাড়িটায় মোটাসোটা এক মহিলা ছিলেন, নিজেকে তিনি মার্থা টটিনি বলে পরিচয় দেন। অবশ্য সুবেশী লোকটা রেড বাটন হোটেলের সামনে যদি মারা গিয়ে থাকে, রানা বিস্মিত হবে না।

মেনহ্যামকে দিয়ে শুরু করল ওরা।

'কার্লশোর্টস থেকে আমরা যারা তথ্য পেতাম তারা জানতাম যে হেইডেগারের একজন এজেন্ট মেনহ্যাম,' বলল টটিনি। 'পয়জনের অফিসে ঘনঘন আসা-যাওয়া করত সে। রিটা কদেমির সঙ্গে প্রায়ই তাকে লাঞ্চ খেতেও দেখা গেছে। এক সময় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে হেইডেগার তাকে একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন, আর টার্গেট হলো ডস। অবশ্য তিনি সফল হননি। কয়েকজনকেই সন্দেহ করতেন তিনি, তাঁর অনুমান শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ নির্ভুলও ছিল, কিন্তু মেনহ্যামকে আমরা ডসের ভেতর ঢুকতে দিইনি। লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, ইতিমধ্যে তুমিও তা বুঝতে পেরেছ। হেইডেগারের বহু কনট্যাক্ট আর সিক্রেট আর্মি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা আছে তার। মেনহ্যাম প্যারিসে আছে, এ যদি আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানানো হত, আমাদের একটা প্রাইম টার্গেট হত সে। ধরতে পারলে ঠিকই আমরা তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারতাম।'

ঠোঁট বাঁকা করে বিসেন বলল, 'কিভাবে কথা বলাতে হয় আমি জানি, সে যে-ই হোক।'

'এখন যদি ফ্রেঞ্চ ডিএসটি ধরে থাকে তাকে, তারাও কথা বলাচ্ছে,' মন্তব্য করল রুবা।

'ওখানে তার সব কথাই আমাদের জন্যে বিপদ ডেকে আনবে,' বলল রানা।

'অবশ্যই,' একমত হলো টটিনি। 'নিজের দলের তথ্য নয়, সে আমাদের অস্তিত্ব ফাঁস করে দেবে।'

এরপর ওরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

'লোকটা যখন ভ্যান থেকে বেরিয়ে এসে "পুলিস" বলে চিৎকার করল, সে কি সত্যি কথা বলছিল?' জানতে চাইল রানা।

মার্টিন মাথা নাড়ল, তবে জবাব দিল টটিনি, 'আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি সে

হেইডেগারের লোক, ডিজিএসই থেকে ভাগিয়ে দেয়ার পর, অর্থাৎ উনিশশো অষ্টাশি থেকে, তাঁর হয়ে কাজ করছে। কাল্ট ভোলকে ইন্টারোগেট করার সময় একজন সাইফার ক্লার্ক মারা যায়।'

'এটাই তার আসল বা পুরো নাম?'

'কাল্ট ভোলকে মানে ঠাণ্ডা মেঘ,' বলল টটিনি। 'তার আসল নাম কার্ল ভোলকে। এখানে, প্যারিসের একটা সিকিউরিটি ফার্মে কাজ করে সে, তবে ওটা হেইডেগারের একটা ফ্রন্ট।'

কালো চুল মহিলার বর্ণনা দিল রানা, ভোলকে যার পরিচয় দিয়েছিল টটিনি বলে। শুনে হেসে উঠল মার্টিন। 'নোয়া বেলা। হস্তিনী বেলা বা কুস্তীগির নোয়া নামেও ডাকা হয়। তার আসল নাম নোয়া ইসাবেলা ক্যাম্প ফলোয়ার, মাঝেমধ্যে অপারেটর, তবে আসলে পয়জন মার্কের যে-সব লোক প্যারিসে থাকে তাদের জন্যে হালকা এনটারটেইনমেন্ট। না, ব্যাপারটা অবিচার হয়ে যাচ্ছে। সত্যি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি মহিলা. গুজব শোনা যায় তার ওপর রিটা কদেমির নেকনজর আছে। সে-ও সিকিউরিটি ফার্মটায় কাজ করে। ফার্মটার নাম সিকিউরিটি দ্য লা ডেভয়ার। ওদের একটা সুন্দর দোকান আছে পন্ট নোফ-এর কাছে, উইণ্ডোগুলো মাইক্রোফোন পেন আর টেপ ভরা ব্রীফকেসে ঠাসা। সিকিউরিটি ফার্ম হিসেবে বিজ্ঞাপন দিলেও, এই কাজ তারা খুব একটা করে বলে মনে হয় না।'

কি যেন একটা মনে পড়তে চাইছে রানার। গাড়িতে বসে নোয়া ইসাবেলার সঙ্গে কথা বলার সম্পর্ক আছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও মনের গভীর থেকে তুলে আনতে না পেরে আপাতত বাদ দিল। দীর্ঘ সময় ধরে যে-সব তথ্য আহরণ করছে ও, প্রয়োজনের সময় সেগুলোর সঙ্গে ওটাও বেরিয়ে আসবে।

এরপর জকি অর্থাৎ মুলার সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল ওরা, এই সময় আবার এইট-জিরো-জিরো বেজে উঠল।

এবার মিনিট দশেক কথা বলল রানা ফোনে। কথা শেষ করে ডস-এর অবশিষ্ট সদস্যদের দিকে যখন ফিরল, থমথম করছে ওর চেহারা। মেনহ্যাম, ওদেরকে বলল ও, এখনও ডিএসটি হেডকোয়ার্টারে রয়েছে। ডস সদস্যদের সম্পর্কে, রানা ও রুবা সম্পর্কেও, সত্যি-মিথ্যে সব বলে দিচ্ছে ফ্রেঞ্চদের। 'বন্দর আর এয়ারপোর্টগুলো ডিএসটি আর পুলিস বাহিনীর লোকদের পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে,' বলল ও। 'বেস থেকে পরামর্শ দিল, তার আগেই আমাদের কেটে পড়া উচিত। এক ঘণ্টা সময় দেয়া হলো, যদি কেউ পারো ঘুমিয়ে নাও। আমার ঘুমোবার উপায় নেই, চিন্তা করে বের করতে হবে পালাবার সবচেয়ে ভাল পথ কোনটা।'

'মারামারির ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল টটিনি। 'রেড বাটনের সামনে?'

'দু'জন এখনও অচেতন, তিনজনকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। হাসপাতালে পুলিসের পাহারা আছে। কার্ল ভোলকের অবস্থা খারাপ, কোমায় রয়েছে। তার কেবিনে সিভিল ড্রেসে এক লোক বসে আছে।'

'আর মুলার?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'মারা গেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বলা হচ্ছে, সাধারণ একজন পকেটমার মৌরির সামনে মেনহ্যামের পকেট কাটার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।

মেনহ্যাম তাকে আটকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটা পালিয়ে যায়। অবশ্য পালাবার আগে মুলারকে ছুরি মারে। আমার বেস থেকে বলা হলো, ডিএসটি বেশ কিছুদিন থেকে মেনহ্যামকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল। এবার তারা ভাল একটা সুযোগ পেয়ে গেছে, তবে আমাদের জন্যে খারাপ হলো।'

ক্লান্ত পায়ে এদিক ওদিক সরে গেল সবাই। একটা কাউচের ওপর কুণ্ডলী পাকাল বিসেন, বাকি সবাই বিছানা পেল। রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল রুবা, যেন বলতে চায় ও রাজি বা তৈরি না হলেও সে রাজি বা তৈরি। রানা তাকে বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিল। 'আমার অনেক কাজ,' কামরার আরেক মাথা থেকে বলল ও। 'আর, হ্যাঁ, আলো জ্বেলে রেখো।' এখনও ওর ট্র্যান্সসিভার অ্যাকটিভেট না করলেও, সকালের আগেই করবে।

ঠিক যখন এইট-জিরো-জিরো মেশিনটা ব্যবহার করতে যাচ্ছে রানা, হাজির হলো টটিনি। 'আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' এগিয়ে এসে ওর ওপর সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াল; লম্বা কাঠামো, সরু কোমর; সাদা ট্রাউজার আর স্নেকস্কিন বেল্ট শরীরে সাপের মত লকলকে একটা ভাব এনে দিয়েছে। তার সুন্দর মুখে ক্লান্তির ছাপ, ঠোঁটে কৌতুক মাখা হাসি থাকলেও তা যেন শরীরের অন্যান্য অংশ অনুভব করছে না।

কয়েকজনের আইডেনটিটি চাইল রানা—নাম, পাসপোর্ট, ডকুমেন্ট—টটিনি, মার্টিন আর বিসেনের। বিশেষ করে যেগুলো ওরা কখনও ব্যবহার করেনি। লণ্ডনে ওকে বলা হয়েছিল, ডসের বেশিরভাগ সদস্যকে এ-ধরনের কাগজ-পত্র প্রচুর দেয়া হয়েছিল।

এক পর্যায়ে ডসও একজন ফরজার বা জালিয়াতকে ব্যবহার করেছে। ফ্রেডারিকস্টাসে-র কাছাকাছি একটা বেসমেন্টে কাজ করত সে। জাদু ছিল তার হাতে, নকল করা প্রতিটি জিনিস হুবহু আসলের মত দেখতে হত। প্রায় নব্বুই বছর বয়েসে মারা যাবার আগে পর্যন্ত, সারাটা জীবন, পালাতে চাওয়া মানুষকে সাহায্য করেছে সে। প্রথম জীবনে সাহায্য করেছে যারা হিটলারের কাছ থেকে পালাতে চাইত, তাদের। পরে সাহায্য করেছে যারা কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কাজ করত, তাদের।

টটিনির মাথায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জমা করা আছে, রানাকে জানানোর জন্যে তৈরি। এক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে রওনা হবে সে, ফ্যাবরিক ডিজাইনে এক্সপার্ট। কখনও ব্যবহার করা হয়নি, এরকম একটা পাসপোর্ট আছে মার্টিনের কাছে, তাতে তার পেশা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ফিনিক্স ফিল্ম-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট মুভি ডিরেক্টর। পটসডাম-এ একটা অফিসও আছে ফিল্ম কোম্পানীটার—একটা কামরা, চেয়ার-টেবিল, একটা অ্যানসারিং মেশিন। টটিনির এক লোক হপ্তায় একবার ঢুঁ মারে সেখানে। বিসেনের ব্যাপারটা আরও সহজ। প্রাইজ ফাইটার প্রমোটর হিসেবে সবখানে ঘুরে বেড়ায় সে, ব্যবহার করার জন্যে আধ ডজন পরিচয়-পত্র আছে।

যে নামগুলো ওরা ব্যবহার করবে সেগুলো লিখে নিল রানা। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল টটিনি। 'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, রানা। বেন ম্যাথুসের ব্যাপারটা।'

'তার ব্যাপারে কি?'

'আমি নিশ্চিত হতে চাই গুরুত্বটা তুমি উপলব্ধি করতে পারছ।'

'সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে ব্যাপারটা সত্যি সিরিয়াস, হ্যাঁ।'

'সে বেঁচে আছে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, যেমন এখন আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি যে সে ডসের ভেতর হেইডেগারের একজন চর। সমস্ত খুঁটিনাটি জানে এমন একজন লোকের অস্তিত্ব না থেকে পারে না। হেইডেগার আমাদের তিনজনকে ছাড়া বাকি সবাইকে পেয়ে গেছে, আর যারা মারা গেছে তারা বেশিরভাগই খুন হয়েছে আমরা ভুয়া নাইট অ্যাণ্ড ফগ নির্দেশ পাবার পরপরই, বা কাছাকাছি সময়ে।'

রানা কিছু বলছে না দেখে টটিনি ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'কি করে তুমি নিশ্চিত হচ্ছ যে গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে তার লাশই তোলা হয়নি?' প্রশ্নটা যেন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যে তোলা হলো। 'নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই, জানি, আবার ভাবছি হেইডেগারই যদি তাকে সরিয়ে ফেলে থাকেন? কাজ যা করার করিয়ে নিয়েছেন, এখন আর ওকে তাঁর দরকার নেই, এমন যদি ভেবে থাকেন?'

'আমি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটা উৎস থেকে রিপোর্টটা পেয়েছি, টটিনি। সরাসরি ভেনিস থেকে। লাশটা পানিতে ডুবে ছিল প্রায় তিন হপ্তা...'

'তো?' রানার চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল টটিনি, তারপর অন্য দিকে তাকাল। 'একটা কথা তোমাকে আমি বলিনি। নিরানব্বুই ভাগ শিওর, ম্যাথুসকে আমি দেখেছি। বার্লিনে। সী গাল যেদিন মারা গেল তার আগের দিন। ভেনিসের ফরেনসিক এক্সপার্টরা যদি ভুল না করে, বার্লিনে সে থাকতে পারে না।'

'মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে তাদের কার্পেট ভেজাবার উদ্দেশ্য থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'রানা, ঠাট্টা কোরো না। ম্যাথুস সব তথ্য জানত, আর ভুলে যেয়ো না সে ছিল জেনিফার নেলসনের লাভার। বইটা পড়ে দেখো.' টেলিফোনের পাশে রাখা ফাইলোফ্যাক্সটার দিকে ইশারা করল টটিনি। 'আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ম্যাথুস যা জানত, হেইডেগারও তাই জানতেন।' সারাক্ষণ হাত কচলাচ্ছে সে, আঙুলগুলো অনবরত কাল্পনিক গিঁট বাঁধছে আর খুলছে।

'কথাটা আমার মনে থাকবে, টটিনি। তবে সত্যি আমি বিশ্বাস করি পয়জন হেইডেগারের কাছে পৌঁছুনো উচিত আমাদের। তুমি বলেছ জানো কোথায় তিনি...'

'কোথায় থাকতে পারেন জানি, খুঁজে নিতে পারব।'

'ঠিক আছে। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। জানা কথা তাঁর লোকজন এয়ারপোর্ট আর রেল স্টেশনে নজর রাখছে। তাঁর শত্রুদের কোথায় দেখা যাবে না বলে ধরে নিতে পারেন তিনি? আমি জানতে চাইছি, ভেনিসের কোথায় তাঁর লোকরা নজর রাখবে না?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল টটিনি। 'হেইডেগারের একটা ব্লাইণ্ড স্পট আছে। নিবেদিত কমিউনিস্ট হিসেবে, একজন স্ট্যালিনিস্ট হিসেবে, তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে যারা তাঁর বিরোধিতা করছে তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে। সেজন্যেই সী গাল—জেনিফার—আর আমি সব সময় অভিজাত কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলে দেখা করতাম। পয়জন হেইডেগারের অদ্ভুত এক ধারণা ছিল, এই পেশার লোকজন ডি লাক্স হোটেলে উঠতে পারে না, অভিজাত দোকানে কেনাকাটা করতে পারে না।'

'তুমি বলতে চাইছ তিনি নিজেও একজন মহা কৃপণ?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে সত্যি সত্যি হেসে ফেলল টটিনি। 'ঠিক ধরেছ।'

একা হবার পর ফোন শুরু করল রানা। আবার ছড়িয়ে পড়তে হবে ডসকে, তবে এবার শুধু যারা অবশিষ্ট আছে, সেই সঙ্গে ওদের কেস অফিসার রুবা আর ওকেও। ছড়িয়ে পড়তে হবে, যদিও পৌঁছুবে একই জায়গায়। ভেনিসে।

এখন এই ভোরে, ঝুল-বারান্দায় একা, মারভিন লংফেলো ওকে অফিসে ডাকার পর থেকে কি কি ঘটেছে স্মরণ করছে রানা। এখনও তিন দিন পুরো হয়নি। ফিল্ডে থাকার সময় বিপদ নিয়ে সব সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করে ও। ওর যে পেশা, জীবনটাকে টেনে লম্বা করতেই বেশিরভাগ সময় বেরিয়ে যায়, কারণ যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে প্রাণ। বোধহয় সেজন্যেই নিরাপদ সুযোগ পেলে স্পাইরা বিলাসিতায় গা ভাসাতে পছন্দ করে, মদ আর নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। রানা নিজেও হয়তো কিছুটা সেরকম, সেজন্যে ওর মনে কোন পাপ বা অপরাধবোধ নেই। আধুনিক, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও প্রতিভাবান মানুষের জীবন এত বেশি জটিল, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাদেরকে এত বেশি সঙ্কটের ভেতর থাকতে হয়, সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেজন্যেই সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত আচরণ সমর্থন করতে পারে না। কারও কোন ক্ষতি না করে কেউ যদি নিজেকে একটু শান্তি ও আনন্দ দিতে চায়, তার মধ্যে খারাপের কি আছে—অনেক মানুষই এটা বুঝতে চায় না।

এই মুহূর্তে রানা অবশ্য অন্য কথা ভাবছে। বার্লিনে পা দেয়ার পর থেকেই মৃত্যু ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। ফিডলব্যাক মাকড়সা খাইয়ে রুবা আর ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেস থেকে ওদেরকে অপহরণ করার চেষ্টা হয়েছে। এক্ষেত্রেও যে ওদের মরণশীল শরীর থেকে অমর আত্মা আলাদা করা হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর রুবা, মার্টিন আর ওকে রাস্তা থেকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করা হলো।

এরপর সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করল রানা। লোকটার নাম এখন জানে ও, কার্ল ভোলকে। সে যে ওকে গার দু নর্ড থেকে অনুসরণ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কাজে লোকটা দক্ষ, মানতেই হবে। ভোলকে আর মেয়েটা, নোয়া ইসাবেলা, ওকে গাড়িতে তুলে ফেলে। স্বীকার করতে হবে, ওদের হাত থেকে পালাবার কোন উপায় ছিল না ওর। অথচ ওকে তারা ছেড়ে দিল। ব্যাপারটা বোধগম্য নয়।

কি যেন বলছিল মার্টিন? 'ইউরোপের বেশিরভাগ কুখ্যাত টেরোরিস্ট

অর্গানাইজেশনগুলোর সাহায্য নিচ্ছেন মার্ক হেইডেগার, যারা এখনও চায় ইউরোপীয় মৈত্রী ভেঙে যাক।'

আর টটিনি বলছিল, 'পয়জন হেইডেগার অদ্ভুত এক ব্যক্তি··· ভেনিসে আস্তানা গেড়েছেন, রানা। ওখানে বসে গোটা ইউরোপে গোপন সুতো ধরে টানছেন।'

সত্যি কি তাই? পূর্ব জার্মানীর স্পাইমাস্টার এরই মধ্যে তাঁর কোন প্ল্যান কাজে লাগাতে শুরু করেছেন? সেই প্ল্যান সফল করার জন্যে তাঁর কি ডসের বাকি সদস্যদের মেরে ফেলতে হবে? হয়তো।

এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তাঁর কাছে পৌঁছুতে হবে ওদের, এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ঠিক সেটাই কি তিনি চাইছেন? বোধহয়।

অ্যাপার্টমেন্টে কে যেন হাঁটাচলা করছে। ওর পিছনে মেইন রূমে ফিরে কফির তাজা গন্ধ পেল ও।

এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সবাই। ওদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল রানা। আজই পরে এক সময় আবার ওরা মিলিত হবে, ভেনিসের অভিজাত এক হোটেলে—জিউডেকা দ্বীপের হিলটনে, পিয়াজা সান মার্কো থেকে মোটরলঞ্চে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগে পৌঁছুতে। টটিনির যদি ভুল না হয়, মার্ক হেইডেগার ওখান থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করবেন না।

প্রথমে রওনা হলো বিসেন। প্যারিস থেকে প্লেনে চড়ে রোমে যাবে সে, সেখান থেকে ভেনিসে। এরপর গেল টটিনি আর মার্টিন, অবশ্য চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওরা। টটিনি মাদ্রিদ হয়ে ভেনিস পৌঁছুবে, মার্টিন পৌঁছুবে লিসবন হয়ে।

রুবা আর রানা সবার শেষে রওনা হলো। আলিটালিয়া-র একটা ফ্লাইট ধরে পিসা-য় যাবে রুবা, ওখান থেকে ভেনিসে। আর রানা এয়ারফ্রান্সের ফ্লাইট ধরে প্রথমে যাবে লণ্ডনে, হিথরোতে ছোট একটা কাজ সেরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে চড়ে ভেনিসের মার্কো পোলো এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে।

লণ্ডনে সময়মতই পৌঁছুল রানার প্লেন। পরবর্তী প্লেন ধরার জন্যে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওকে। হিথরো টার্মিনাল ভবনের ভেতরই ঘুরঘুর করছে ও, "প্রাইভেট" লেখা একটা কামরার দরজায় একটা মেয়েকে দেখা গেল, রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটার সঙ্গে একটা সুসজ্জিত অফিস কামরায় বসে থাকতে দেখা গেল ওকে। লম্বা, সুন্দরী, কৌতুকপ্রিয় মেয়েটি রানার একজন ভক্ত, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কিউ ব্রাঞ্চে কাজ করে, আর্মারার-এর সহকারিণী হিসেবে। নাম অ্যানি বারবেলা হলেও সবাই তাকে কিউট বলে ডাকে। রানা সহাস্যে জানতে চাইল, 'তুমি কি প্রায়ই এদিকে আসো?'

'শুধু যখন মনটা রোমান্টিক হয়ে উঠতে চায়, আর বুঝতে পারি কোথায় গেলে হতাশ হতে হবে না। আমি তোমার গিফটগুলো এনেছি, রানা।'

'এক জোড়া তোমাকেও দেব আমি।' ব্রীফকেস খুলল রানা, লুকানো বোতামে চাপ দিতেই লম্বা আকারের খাঁজ কাটা একটা কমপার্টমেন্ট উন্মুক্ত হলো। কমপার্টমেন্টটা বিশেষ ভাবে তৈরি, কোন ধাতব বস্তু থাকলেও মেটাল ডিটেকটর বা

এক্স-রে মেশিনে ধরা পড়বে না। নিজের এএসপি-র পাশ থেকে ব্রাউনিং কমপ্যাক্টটা তুলে নিল ও। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি অস্ত্রটা ডিন মার্টিন, আসল বাখ-এর কাছ থেকে নিয়েছে ও। 'পরীক্ষা করার যত রকম যন্ত্রপাতি আছে, আমি চাই এটার ওপর সবগুলো ব্যবহার করবে তুমি। সারা গায়ে আমার হাতের ছাপ পাবে...'

'আমার গায়ে? তোমার হাতের ছাপ?' মাথা নাড়ল কিউট। 'তোমার অভিযোগ সত্যি হলে আমি বোধহয় খুশিই হতাম, কিন্তু যা সত্যি নয়...'

'তোমার গায়ে নয়, অস্ত্রটার গায়ে।' রানা হাসছে না দেখে ঠোঁট ফুলিয়ে কৃত্রিম অভিমান প্রকাশ করল কিউট। 'যেহেতু ওটায় আমার হাতের প্রচুর ছাপ আছে, তোমাকে ব্যালিস্টিক-এর ওপর মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষভাবে মেলাবার চেষ্টা করবে ডস সদস্য যারা মারা গেছে তাদের ফাইলের তথ্যগুলোর সঙ্গে।'

'তাদেরকে গলা টিপে মারা হয়ে থাকলেও?'

'শুধু যারা গুলি খেয়ে মারা গেছে।'

'ফাইন।' প্লাস্টিকের এভিডেন্স ব্যাগে অস্ত্রটা ভরে ফেলল কিউট।

'আর এটা,' জেনিফার নেলসনের ফাইলোফ্যাক্স বইটা ডেস্কের ওপর রাখল রানা, 'হয় নিখুঁত ফরজারি, নয়তো এমন কিছু যা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ভিত গুঁড়িয়ে দেবে। কাল রাতে মি. লংফেলোর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ঠিক রাতে নয়, আজ ভোরের দিকে...'

'আমি জানি,' কালো চামড়ায় মোড়া বইটা হাতে নিল কিউট। 'আজ সকালে তাঁকে দেখলাম, যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছেন। এরকম নিষ্ঠুর হওয়া ঠিক নয়, রানা, রাত দুপুরে মানুষের ঘুম ভাঙাতে নেই।'

'কাজটা তোমাদের, আমি যদি জেগে থাকি তোমরা কেন থাকবে না?' কৌতুক করতে এবার রানাও ছাড়ল না।

বইটা আরেক এভিডেন্স ব্যাগে ভরল কিউট। তারপর রানার ব্রীফকেসটা দেখিয়ে বলল, 'এটা থেকে যা নেয়ার বের করে নাও, কারণ তোমার জন্যে একদম নতুন একটা কারডিন এনেছি আমি, আলাদা করা যায় এমন একটা সাইড সহ—ওখানে তুমি তোমার কাপড়চোপড় রাখতে পারবে। কিছু কাপড়চোপড় অফিস থেকে পাঠানোও হয়েছে। শার্ট, টাই, মোজা, আণ্ডারঅয়্যার। তবে বলে রাখছি, আমি ধরে নিয়েছি সরাসরি চামড়ার ওপর তুমি সিল্ক পরো না।'

'মেটিং সীজনে সময় সময় পরি।'

কিউট হাসল না দেখে নির্লিপ্ত থাকল রানা।

'কেসটার আসল অংশ এটা,' বলে বিশেষ বিশেষ ইকুইপমেন্টগুলো কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা দিল কিউট, সময় নিল আধ ঘণ্টা।

'সত্যি তোমরা সময় নষ্ট করো না,' বলল রানা। দ্বিতীয় কেসটায় যে-সব সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেগুলো মুগ্ধ করেছে ওকে। ওটাও একটা ব্রীফকেস, তবে ওরটার চেয়ে সামান্য বড়। প্রয়োজনীয় জিনিস ও কাগজ-পত্র নতুনটায় ভরে বন্ধ করল ও। 'ভেরি নাইস। অল দা ট্রিকস অভ দা ট্রেড।'

'আরও দুটো মহার্ঘ বস্তু দিতে চাই তোমাকে। বলা যায় না, কাজে আসতে পারে। দুটো কলম, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে দেখিয়ে দিল কিউট—একটা

সোনালি, অপরটা রূপালি।

'ঠিক যা চেয়েছি।' কলম দুটো নিয়ে ব্লেজারের ভেতরের পকেটে আটকে রাখল ও। 'দণ্ডিত ব্যক্তির জন্যে কোন মেসেজ নেই?'

'আছে। বস্ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তোমাকে, আর বলেছেন দয়া করে তুমি কি ট্র্যান্সসিভারটা সারাক্ষণ অন করে রাখতে পারো না?'

'তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হলো।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, পিছন থেকে ডাকল কিউট, 'আর, রানা...'

'বলো?'

'সাবধানে, কেমন?'

'ও, অবশ্যই।'

'বলতে চাইছি, ব্রীফকেসটা সাবধানে রেখো। খুব বেশি দামী ওটা। প্রোটোটাইপ।'

'আমিও তো তাই।' চোখ মটকাল রানা। 'আমাকে তৈরি করার পরই যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করে প্ল্যানটা পুড়িয়ে ফেলেছেন সৃষ্টিকর্তা।' ইঙ্গিতে ব্রীফকেসটা দেখিয়ে যোগ করল, 'মৃত্যু আজকাল ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, দু'নম্বর টার্মিনাল থেকে এক নম্বরে নিয়ে আসছে ওকে। অনেক আগে থেকেই একটা প্রসঙ্গ স্মরণ করার চেষ্টা করছিল ও, গাড়িতে বসার পর অবচেতন মন থেকে প্রায় বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। কিছু কথা, কার্ল ভোলকে আর নোয়া ইসাবেলার সঙ্গে হোণ্ডায় থাকার সময় উচ্চারিত হয়েছিল। এই মনে হলো বেরিয়ে আসবে, কিন্তু তারপরই আবার হারিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পর প্লেনে চড়ল রানা। এক্সিকিউটিভ ক্লাসে, জানালার ধারে ওর সীট। মাথার ওপর র‍্যাকে ব্রীফকেস রেখে সীট বেল্ট বাঁধল, ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট-এর কাছ থেকে "স্ট্যাণ্ডার্ড" নিল এক কপি, মন দিল পড়ায়।

খানিক পর পাশের সীটে একজন আরোহী এসে বসল, কে এল দেখার জন্যে একবারও ঘাড় ফেরায়নি রানা। প্লেন ছুটতে শুরু করার পর গলার আওয়াজটা চিনতে পারল ও।

'তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, রানা। একেই বলে উপভোগ্য বিস্ময়।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা। পাশের সীটে বসে রয়েছে মেনহ্যাম, তার চেহারা কঠিন, চোখে বিদ্রূপ।

দুই

অলসভঙ্গিতে কাগজটা ভাঁজ করে ওর সামনের সীট পকেটে গুঁজে রাখল রানা। 'তা বটে, উপভোগ্য বিস্ময়ই বলতে হবে।' মেনহ্যামের পাথুরে মুখের ওপর হাসল ও। 'ভাবছিলাম জার্নিটা বোরিং হবে, দেখা যাচ্ছে আমার ধারণা ভুল।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে হাসতে পারতাম না, রানা। এরইমধ্যে যথেষ্ট

সমস্যা তৈরি করেছ তুমি।' রানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু স্বরে কথা বলছে মেনহ্যাম।

'কথাটা তুমি জানো না—আশা নিয়ে ভ্রমণ করাটা গন্তব্যে পৌছুনোর চেয়ে ভাল?'

মাথা ঝাঁকাল মেনহ্যাম। 'শুনেছি, তবে এক্ষেত্রে গন্তব্যে পৌছুনোটা মজার হবে।'

'খুশির খবর।'

অ্যাটেনড্যান্ট লোকটা আরোহীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছে। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কি করতে হবে, ডিকমপ্রেশন-এর শিকার হলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে।

'শুনলাম তোমার খুদে জকি বন্ধুটিকে কোন এক ছিনতাইকারী নাকি পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে,' সকৌতুক হাসি এখনও মুখে ধরে রেখেছে রানা। 'মুলার, তাই না?'

মেনহ্যামের চেহারা আরও থমথমে হয়ে উঠল। 'ছিনতাইকারী নয়,' চাপা স্বরে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে, তবে কমিউনিকেশন সিস্টেমে ক্যাপটেন কথা বলতে শুরু করায় আর কিছু বলা হলো না তার।

ক্যাপটেন সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানালেন।

'কিন্তু আমি শুনলাম ছুরি হাতে এক লোক···পকেট মার··

'তাহলে তুমি ভুল শুনেছ। আর আমার সন্দেহ, তুমি জানো ঘটনাটা কে সাজিয়েছিল।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব বোধ করল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও, আকাশের আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে ওদের প্লেন, মেঘগুলোকে নিচে ফেলে। লণ্ডন থেকে ওকে বলা হয়েছে ছুরি মারার ঘটনাটা সাধারণ একটা বাস্তব ঘটনা, প্রায়ই ঘটে, ডসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, বা সম্পর্ক নেই ডসের যারা বেঁচে আছে তাদের কারও সঙ্গে। ধরে নিতে হবে লণ্ডন তথ্যটা পেয়েছে প্যারিসের পুলিস বিভাগ থেকে। লাইনের কোথাও ঘটনাটার বিবরণ বিকৃত করা হয়েছে, নয়তো ঘটনাটার মধ্যেই কোন রহস্য আছে।

'না, সত্যি এ-ব্যাপারে আমি কিছু জানি না সাজানো মৃত্যু আমার তেমন পছন্দও নয়।'

'ইস্ট-ওয়েস্ট এক্সপ্রেসে তুমি নিজেই তো এই কাজ করেছ, অথচ এখন বলছ পছন্দ নয়?'

'তখন আমার ধারণা ছিল আমরা নিজেদের জান বাঁচাচ্ছি, মেনহ্যাম, মনে আছে? তখনকার কথা, যখন আমি তোমাকে মার্টিন বলে ডাকতাম। তুমি জানো, ঘটনাটা ঘটাতে আমার ভাল লাগেনি মানুষ মারার পেশা কারই বা ভাল লাগে, বলো?'

'তবে কাউকে না কাউকে কাজটা করতে হবে, কি বলো?'

'এড়িয়ে যাবার সত্যি কোন উপায় নেই। তবে দুটো সান্ত্বনা আছে—কারও অমরত্ব কেড়ে নেয়া হচ্ছে না, আর শুধু যারা সভ্যতার অমঙ্গল চায় তাদেরকেই

মারতে হচ্ছে আমাদের। সারা দুনিয়ায় মৃত্যু আর ধ্বংস এমনিতেও কিছু কম হচ্ছে না।'

হেসে উঠল মেনহ্যাম, একটু জোরেই। 'তুমি কি তাহলে দ্বিধায় ভুগছ, মাসুদ রানা?'

'না। আমার প্রিয় দেশ বা পৃথিবীর জন্যে এই নোংরা কাজগুলো যখন আমাকে করতে হয় তখন আমি ধরে নিই বিষাক্ত পোকামাকড় ধ্বংস করার দায়িত্ব পালন করছি।' মুখ ঘুরিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ওর মনে হলো, আচ্ছা, কোন আরোহী কি নিশ্চিতভাবে জানে আবার সে নিরাপদে মাটির বুকে পা রাখতে পারবে? মেনহ্যামের দিকে তাকাচ্ছে না ও। লোকটা ওকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, সে কি জানত এই প্লেনে উঠছে ও? নাকি ব্যাপারটা স্রেফ অপ্রীতিকর ও কাকতালীয় একটা ঘটনা?

কিউট যেহেতু ওর সঙ্গে হিথরোতে দেখা করতে এসেছিল, সুতরাং ধরে নিতে হবে বিএসএস অবশ্যই প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করে দেখেছে। ডিপারচার লাউঞ্জে ও নিজেও মেনহ্যামকে দেখেনি, তারমানে একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁচেছে সে। শেষ মুহূর্তে পৌঁছুনোটা কি ঘটনাচক্র, নাকি সচেতন সিদ্ধান্ত?

ক্রেডিট কার্ড ট্র্যান্সসিভার অন করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা সম্ভব নয়, বলে দেয়া হয়েছে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে থাকার সময় অফ করে রাখতে হবে—সম্ভবত কমিউনিকেশন ও নেভিগেশন ইকুইপমেন্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অক্সফোর্ডশায়ার বেস-এর সানসাইনের পরামর্শ বোধহয় কাজে লাগত।

আর কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পর রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। মেনহ্যাম জানত এই প্লেনে থাকবে ও। যেভাবেই হোক, ওর পাশের সীটটা পাবার ব্যবস্থা করেছে সে। এর মানে হলো, মেনহ্যামকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারাও মার্কো পোলো এয়ারপোর্টে আশা করছে ওকে। অর্থাৎ টটিনি ও তাদের বাকি সবার ধারণা যদি সত্যি হয়, মেনহ্যাম তার বসদের কাছে ওকে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে—পয়জন হেইডেগার আর রিটা কদেমির হাতে।

ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট কমপ্লিমেন্টারি শ্যাম্পেন নিয়ে এল। রানা নিল, মেনহ্যামও নিল। হেইডেগারের এজেন্টকে কিভাবে ফাঁকি দিয়ে পালানো যায় ভাবছে ও। রাখালের ভূমিকা পালন করছে মেনহ্যাম, খেদিয়ে গরুটাকে খোঁয়াড়ে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। খোঁয়াড়টায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সাবেক পূর্ব জার্মানীর ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা পয়জন হেইডেগার।

কলম দুটোর কথা ভাবল রানা। সোনালিটা ভয়ঙ্কর, তবে রূপালিটা ব্যবহার করলে মৃত্যুজনিত বিবেকের আরেকটা দংশন অনুভব করতে হবে না। কিন্তু প্লেনের ভেতর, এত লোকের সামনে, কিভাবে ওটা ব্যবহার করবে, কারও চোখে ধরা না পড়ে? কোন সন্দেহ নেই ওর প্রতিটি নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে মেনহ্যাম। প্রশ্ন আরও একটা আছে—মেনহ্যামের বেঁচে থাকা উচিত, না কি মরে যাওয়া?

টটিনি আর মার্টিনের কথা যদি সত্যি হয়, ক্ষমতা হারানো শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী খুনী ছিল মেনহ্যাম। তবে সেটা অন্য এক সময় ও অন্য এক জীবনের

বাস্তবতা। রানা সিদ্ধান্ত নিল, প্লেনে কিছু না করাই উচিত। সমস্যার সমাধান করতে হবে প্লেন ল্যাণ্ড করার পর।

বলাই বাহুল্য, পাশে মেনহ্যাম থাকলেও ভ্রমণটা উপভোগ্য হলো না। খাবারদাবার সব সেই আগের মত, কোন বৈচিত্র্য নেই। মেনহ্যাম ওর সঙ্গে কথা বলছে না বা কোন রকম হুমকিও দিচ্ছে না। একবার শুধু, ল্যাবরেটরিতে যাবে বলে রানা দাঁড়াতে, একটা পা লম্বা করে বাধা দিল ওকে। বলল, 'না, রানা, তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না।'

'তোমার কি ধারণা, লাফ দিয়ে নিচে পড়তে যাচ্ছি?'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে তোমার সঙ্গে থাকতে হবে, চোখের আড়াল করা চলবে না।'

'উপায় নেই, মেনহ্যাম, আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল মেনহ্যাম, তারপর পা-টা সরিয়ে নিল। একা হবার পর কি করবে সিদ্ধান্ত নিল রানা। ভেনিসে পৌঁছে যা করার করবে ও, ইমিগ্রেশন শেড থেকে বেরুবার আগেই। কাস্টমস হলের অপরপ্রান্তে হেইডেগারের আরও লোকজন থাকতে পারে, মেনহ্যামকে অচল করে দিতে পারলে তাদের চোখকেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব হতে পারে।

এক ঘণ্টা পর ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল এয়ার বাস। চোখ কুঁচকে তিলোত্তমা নগরী ভেনিসকে এক পলক দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, শুধু ছুটে সামনে চলে আসা লাইটিং সিস্টেম আর রানওয়ে দেখতে পেল। শেষ বিকেলের কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে আছে। কুয়াশার এই অবগুণ্ঠন মার্কো পোলো থেকে ভেনিসে পৌঁছুতে রানার উপকারে লাগতে পারে।

টার্মিনাল ভবনের সামনে প্লেন স্থির হতেই সীট বেল্ট খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল মেনহ্যাম। ওপরের র‍্যাক থেকে রানার ব্রীফকেসটা নামাল সে। 'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।' রানার দিকে তাকিয়ে আছে, হাসছে না। 'বহন করার মত আমার নিজের কিছু নেই। যা যা দরকার, সব ভেনিসেই আছে। আমাদের জন্যে একটা লঞ্চ অপেক্ষা করার কথা। তুমি আগে থাকো, প্লীজ।'

বাধ্য হয়েই আগে থাকতে হলো রানাকে, তবে ওর আর মেনহ্যামের মাঝখানে আরও দু'জন লোক থাকল। তাতে হাতে একটু সময় পাওয়া গেল, ফলে সবচেয়ে কাছাকাছি রেস্ট রুমটায় পৌঁছে যেতে পারল রানা, জানে পিছু নিয়ে মেনহ্যামও আসবে। পরিস্থিতি উল্টো করে দেয়ার এটাই বোধহয় একমাত্র সুযোগ। মনে মনে প্রার্থনা করছে প্লেন থেকে নামা অন্য কোন লোক রেস্ট রুম যেন ব্যবহার করতে না আসে। ভেতরে ঢুকেই পকেটে হাত ভরে ট্র্যান্সসিভার অন করল ও। অন্তত এখান থেকে অক্সফোর্ডশায়ার মনিটর ওদের কথা ও আওয়াজ রিসিভ করতে পারবে।

দু'পাশ ঘেরা খুপরিতে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক প্রস্রাব করছে, দেখে হতাশ বোধ করল রানা। তারপর আরও তিনজন ঢুকল, মেনহ্যামকে নিয়ে। একটা খুপরিতে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে রানা, পানিও ছাড়ছে, সেই সঙ্গে আশা করছে আর কেউ ভেতরে ঢুকবে না। প্রথম দু'জন লোক হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে গেল। রানার কাছ

থেকে তিন খোপ দূরে, বামদিকে রয়েছে মেনহ্যাম। সে-ও সম্ভবত হালকা হবার কর্মটি সারছে, তবে বারবার তাকাচ্ছে রানার দিকে। নতুন আর কেউ ভেতরে ঢুকল না। বাকি দু'জনও এক এক করে বেরিয়ে গেল।

পিছু হটে নিজের খুপরি থেকে বেরিয়ে এল মেনহ্যাম। 'কি হলো, রানা, কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ!' ব্রীফকেসটা এখনও তার হাতে।

প্রচুর সময় নিয়ে ট্রাউজারের চেইন টেনে বন্ধ করল রানা, বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে হাত-মুখ ধুলো। কাছাকাছি থাকল মেনহ্যাম, মাত্র এক ফুট দূরে। পকেটে হাত ভরেছে রানা, ওর বাহু খামচে ধরল সে। 'মেনহ্যাম, জাস্ট রিল্যাক্স। তোমাকে ফেলে কোথাও আমি যাচ্ছি না। কি ভাবছ, পকেটে পিস্তল আছে?' পকেট থেকে চিরুনি বের করল রানা, সকৌতুকে তাকিয়ে আছে মেনহ্যামের দিকে, ধীরে ধীরে চুল আঁচড়াচ্ছে। 'একান্তই যদি তোমার বসের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আমি চাই চেহারাটা ভাল দেখাক।' চিরুনি রেখে দিয়ে ঘুরল ও, ভেতরের পকেট থেকে রূপালি কলমটা তুলে আনছে।

'এটা দিয়ে লিখতে চাইলে স্রেফ প্যাঁচ ঘুরিয়ে দু'ভাগ করে ফেলবে,' কিউট বলেছে ওকে। 'আসল কাজটা করতে হলে প্লাঞ্জারে চাপ দিতে হবে, কাজেই কোন ভুল করে বোসো না। সত্যি যদি লিখতে চাও, আর প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ফেলো, সাংঘাতিক বিব্রতকর ব্যাপার হবে সেটা।'

বেরিয়ে এল হাতটা, মেনহ্যামের মুখের সামনে ধরে প্লাঞ্জারে চাপ দিল রানা। মেনহ্যামের মাথার চারপাশ ঘন ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। জিনিসটা কি, পরিষ্কার ধারণা নেই রানার। শুধু জানে সিএস গ্যাসের সঙ্গে আরও কি সব যেন মেশানো আছে। ফল হলো সঙ্গে সঙ্গে। মেনহ্যামের হাত থেকে খসে পড়ল ব্রীফকেস, হোঁচট খেয়ে পিছু হটার সময় দু'হাত উঠে গেল মুখে, গোঙানোর মত আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে। রানা তাকে চিৎকার করার সুযোগ দিল না। সামনে বাড়ল ও, কনুই দিয়ে চোয়ালের পাশে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল। একটা শব্দ ঢুকল কানে—হয় ভেঙেছে, নয়তো নিজের জায়গা ছেড়ে সরে গেছে একটা হাড়।

গুঁতো খেয়ে টয়লেটের দরজায় পৌঁছে গেল মেনহ্যাম। ইতিমধ্যে বাতাসে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে ধোঁয়া, এগিয়ে এসে তার ঘাড়ের দু'পাশে ডান ও বাম হাত দিয়ে দুটো কোপ মারল রানা, সবশেষে ডান হাত দিয়ে সরাসরি নাকের ওপর একটা ঘুসি। টয়লেটের ভেতর ঢুকে পড়ল মেনহ্যাম, ল্যাভেটরী সীটের ওপর বসল, মাথাটা নড়বড় করছে, রক্ত গড়াচ্ছে নাক দিয়ে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার সময় রানা ভাবল, অন্তত কিছুক্ষণ চিৎকার করতে পারবে না সে। ব্রীফকেসটা নিয়ে আবার একটা খুপরিতে দাঁড়াল ও, পিস্তলটা বের করার জন্যে। দু'মিনিট পর বেরিয়ে এল রেস্ট রূম থেকে, সরাসরি হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অনেকগুলো ছোট বুদের একটায়। অফিসার একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল পাসপোর্টটা। নকল হলেও যে-কোন আসল পাসপোর্টের মতই নিখুঁত, ফটোটা রানার, নামটা নয়।

মার্কো পোলোর ব্যাগেজ এরিয়া বিশাল জায়গা জুড়ে, ভিড়ও খুব বেশি। বিভিন্ন

হোটেলের প্রতিনিধিরা ছুটোছুটি করছে সম্মানিত গেস্টদের খোঁজে, বুকে ক্লিপ দিয়ে হোটেলের প্লাস্টিক সাইন আটকানো।

লঞ্চে হিলটনে পৌঁছুতে সাধারণত আধ ঘণ্টা লাগে, তবে কুয়াশা থাকায় সময় অনেক বেশি লাগবে আজ। সোজা হাঁটছে রানা, তাকিয়ে আছে দূরে, যদিও চারদিকে কি ঘটছে লক্ষ করছে সতর্কতার সঙ্গে। বেশ খানিকটা হেঁটে লঞ্চঘাটে পৌঁছুতে হয়, দু'শো গজের মধ্যে অন্তত ছ'জন লোককে সন্দেহ হলো ওর। কাঠের জেটিতে ওঠার পর আরও দু'জন ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। দু'জনকেই হয় পুলিস, নয়তো ক্রিমিনাল বলে মনে হলো। দু'জনেই ধূসর স্যুট পরে আছে, প্রয়োজন নেই অথচ চোখে সানগ্লাস।

ব্যস্ত নয়, এমন একটা ভাব দেখিয়ে হাঁটছে রানা। কালো স্যুট পরা ছোটখাট একজন লোককে দেখতে পেল, মাথার ক্যাপে হিলটন লেখা রয়েছে। 'রওনক,' বলল ও। 'আমার একটা রিজার্ভেশন আছে।'

'জ্বী-জ্বী, আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি,' একগাল হেসে বলল লোকটা। 'আপনার সঙ্গে আর কোন লাগেজ নেই?'

মাথা নেড়ে হাতের ব্রীফকেসটা দেখাল রানা, যেন এটাই যথেষ্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল হিলটন প্রতিনিধি। পোর্টারদের চেহারা ম্লান হয়ে যেতে দেখল রানা। তারপর, আরও একজন প্যাসেঞ্জারের আসার কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের চেহারা। পথ দেখিয়ে কাছাকাছি বাঁধা একটা লঞ্চে নিয়ে আসা হলো ওকে। স্টার্ন-এর কুয়ায় নামল ও, মাথা নিচু করে দু'প্রান্ত খোলা এনক্লোজড এরিয়ায় ঢুকল। ফরওয়ার্ড সেকশনে, হুইলের সামনে বসে রয়েছে এক লোক, সাদা ইউনিফর্মের ওপর কালো একটা ভারী স্লিকার চড়িয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল সে, আরোহীকে ইংরেজিতে অভ্যর্থনা জানাল।

দশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। রানা ভয় পাচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে হৈ-চৈ, পুলিসের ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে চিৎকার করতে খুব বেশি সময় নেবে না মেনহ্যাম। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। খানিক পর ব্যস্তভাবে আবার উদয় হলো হিলটন প্রতিনিধি। 'ভদ্রলোক এসে গেছেন,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল সে, রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। পোর্টারদের মধ্যে ভাগ্যবান একজন বড় একটা সুটকেস নিয়ে এল, চলে গেল ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর অভিনেতার মত দেখতে এক লোক হোটেল গাইডের পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হলো এখানে উপস্থিত হয়ে সে যেন সবার উপকার করছে, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দেখে মনে হবে ফটো তোলার জন্যে পোজ দিচ্ছে। লম্বা, তবে পুরোপুরি ছ'ফুট হবে না, আন্দাজ করল রানা। স্টার্ন কুয়ায় নামার পর লোকটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল ও। অত্যন্ত দামী আর্মানি সিল্ক স্যুট পরনে, সঙ্গে ক্রীম কালারের সিল্ক শার্ট আর সুলকা টাই। উটের লোম দিয়ে তৈরি টপকোটটা কাঁধের ওপর ভাঁজ করা। মরচে রঙের চুল, রোদে পোড়া চেহারা, অত্যন্ত পরিচিত ও সুদর্শন কার সঙ্গে যেন মেলে। রানা ভাবছে, নাকি আগে কখনও দেখেছি? তারপর হঠাৎ ধরতে পারল ব্যাপারটা। বিশ্ব বিখ্যাত একজন অভিনেতা, অ্যান্থনি কুইন—হুবহু না হলেও, তাঁর সঙ্গে এই লোকটার অদ্ভুত

মিল আছে। তবে তুলনায় এর বয়েস কম, তাঁর মত অতটা লম্বাও নয়, আর প্রায় নির্ঘাত ধরে নেয়া চলে অ্যান্থনি কুইনের অভিনয় প্রতিভাও নেই এর। মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকে রানার চোখে চোখ রেখে এমন আন্তরিকভাবে হাসল, যেন কতদিনের পরিচয়। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আরও কি যেন একটা উঠে আসতে চাইছে রানার মনে।

ক্যামেল ফার টপকোট গায়ে জড়িয়ে ধীরে ধীরে রানার পাশে বসল আগন্তুক, তারপর বেশ জোরেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ? লণ্ডন থেকে আসার পথে সময়টা উপভোগ করেছ?'

'তুমি জানলে কিভাবে আমি লণ্ডন ফ্লাইটে ছিলাম?' মাথার ভেতর অনুসন্ধান চলছে রানার। এই মুখ আর চেহারার বর্ণনা ওর জানা, কিন্তু···।

'আমিও তো ওই একই ফ্লাইটে ছিলাম। তোমার পাশে নর্দমার কীট মেনহ্যামকে দেখলাম। নিশ্চয়ই কোথাও তাকে খসিয়ে এসেছ?'

'অনিবার্য কারণবশত দেরি হবে তার।' রানার মাথার ভেতর সতর্ক সঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে।

'হুম।' দ্বিতীয় অ্যান্থনী কুইন মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে দু'সারি মুক্তোর মত সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসল। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা এখন আর তার এখানে পৌঁছুনোর কোন সম্ভাবনা নেই।'

'তাই?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা, আরেকবার রানাকে নিখুঁত দাঁতগুলো দেখাল। 'কাজটা তুমি পুরোপুরি শেষ করোনি। কাজেই তোমার অসমাপ্ত বাকি কাজটা আমি সেরে এসেছি। মানে, তার মাথায় খানিকটা বাতাস ভরে দিয়ে এসেছি। তার মানে এই নয় যে তার ফলে আরও খারাপ দেখাবে চেহারা, তবে তার অনুপস্থিতি সভ্যতার কল্যাণে খানিকটা হলেও অবদান রাখবে।'

'আমাদের কি আগে কখনও দেখা হয়েছে?' কুঁচকে রয়েছে রানার ভুরু, বুঝতে পারছে লোকটার নাম জানে ও, কিন্তু মনে পড়ছে না। কল্পনার চোখে দেখতে পেল ওর হাত একটা কার্ড ইনডেক্স-এর দিকে এগোচ্ছে।

'না, সত্যি কথা বলতে কি, আগে আমাদের কখনও দেখা হয়নি। তবে এখন হলো। কেমন আছ তুমি?' লোকটার বাড়ানো হাতের মধ্যমায় বড় আকারের একটা সিগনেট আঙটি। 'তোমার সম্পর্কে এত সব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি, ভেবেছিলাম আমাকে দেখামাত্র তুমি চিনতে পারবে। শোনো তাহলে—

'অল মার্ডার'ড্: ফর উইদিন দা হলো ক্রাউন
দ্যাট রাউণ্ডস দা মরটাল টেম্‌প্‌লস্‌ অভ আ কিং
কীপস ডেথ হিজ কোর্ট, অ্যাণ্ড দেয়ার দি অ্যান্টিক সিটস···'

'ওহ্ গড!' রানার গায়ে কেউ যেন ঠাণ্ডা-বরফ এক বালতি পানি ছুঁড়ে মেরেছে, বিস্ময়টা রীতিমত একটা ধাক্কা দিয়ে গেল ওকে। লেগুনের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করেছে ওদের লঞ্চ। উদ্ধৃতিটা শেকস্‌পীয়ারের, রিচার্ড টু থেকে নেয়া। লোকটার আইএফএফ কোড-এর অ্যানসারব্যাক আপনা থেকে উঠে এল ঠোঁটে—

'দিস রয়াল থ্রোন অভ কিংস, দিস সেপ্টার'ড্ আইল,
দিস আর্থ অভ ম্যাজেস্টি, দিস সীট অভ মার্স
দিস আদার ইডেন, ডেমি-প্যারাডাইস।'

'ধন্যবাদ, টুইংকল। তোমাকে অনুসরণ করছিলাম, সেজন্যে আমি অত্যন্ত খুশি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা হোটেলে পৌছুলে তোমাকে খুব বড় বিপদে পড়তে হবে, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি তো এরই মধ্যে বিপদে পড়ে গেছি, ক্যাপটেন ম্যাথুস।' ওর পাশে বসা সুদর্শন ও সুবেশী লোকটা যে বেন ম্যাথুস, ডসের উস্ট, এই উপলব্ধি এখনও হতভম্ব করে রেখেছে রানাকে। সাবেক পুলিস অফিসার, যাকে টটিনি ও মার্টিন দু'জনেই মার্ক হেইডেগারের এজেন্ট বলে চিহ্নিত করেছে। ম্যাথুস ওরফে উস্ট যে শুধু ডসে অনুপ্রবেশ করেছিল তা-ই নয়, আসল সী গালের প্রেমিক ও খুনীও বটে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা হাত পিছন দিকে নিয়ে এল রানা, ধীরে ধীরে বের করে আনছে এএসপি। মাথাটা ঘোরাল ও, হোটেল গাইড আর লঞ্চের ক্রেসম্যান এদিকে তাকিয়ে আছে কিনা লক্ষ করল। 'বোকার মত কিছু করে বসো না, উস্ট, প্লীজ। যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, এরই মধ্যে তোমার বিবেক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ডস সম্পর্কে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারো তুমি, শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা। বান্ধবীর সঙ্গে মার্ক হেইডেগার কোথায় আছেন, সে-খবরও তোমার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারি আমরা।'

ম্যাথুসের চোখে তিরস্কার, তাকিয়ে আছে অটোমেটিকটার দিকে। 'প্লীজ, সরাও ওটা। সারা জীবন অস্ত্র নিয়ে খেলছি আমি, ওগুলো আমাকে একটা জিনিসই শিখিয়েছে, রানা। তোমাকে আমি শুধু রানা বলে ডাকতে পারি তো?'

'আপত্তি করছি না। অস্ত্র তোমাকে কি শিখিয়েছে, ম্যাথুস?'

'অস্ত্র, কোন অস্ত্রই, তোমার ক্ষতি করতে পারে না। বিপজ্জনক হলো যে ওটা বহন করছে।'

'তুমি একজন জার্মান, কিন্তু ইংরেজদের মত শুদ্ধ ইংলিশ বলো।'

মাথা নত করে একটু হাসল ম্যাথুস, এটা তার 'ধন্যবাদ' বলার নিজস্ব পদ্ধতি।

'এই গুণটা কাজে লাগিয়েই কি জেনিফার, মানে সী গালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলে? কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? যাকে তুমি বার্লিনে খুন করেছ। তোমার সাবেক প্রেমিকা।'

বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যাথুস। 'আচ্ছা,' শান্ত সুরে বলল সে। 'আচ্ছা, তাহলে এই কথাই শোনানো হয়েছে তোমাকে।'

'বলা হয়েছে, আমি নিজেও জেনেছি। জেনিফার ডায়েরী রাখত। কোড, তবে সহজে ভাঙা যায়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আমি বারণও করেছিলাম।'

'তোমার নিষেধ সে মানেনি। ডায়েরীটা তার কামরায় পাওয়া গেছে। খুবই কাঁচা কাজ বলতে হবে, এভিডেন্সটা সরাওনি।'

'না, রানা, সরাইনি। শোনো তাহলে, ওটা যদি ওখানে পাওয়া গিয়ে থাকে, যাতে পাওয়া যায় সেজন্যে কেউ রেখেছিল ওখানে। কারণ আমার নিষেধ মেনে নেয় জেনিফার, ডায়েরীটা নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। কেমপি থেকে হোটেল কার্ফুরাটানডামে যাবার সময় ওটা তার কাছে ছিল না, থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ওটা আমার কাছে রেখে যায় সে, পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। কিন্তু পুড়িয়ে ফেলা হয়নি, তার আগেই চুরি হয়ে যায়। চুরি হয় একদম আমার নাকের সামনে থেকে।'

'কেমপি থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে তোমাকে দেখা গেছে...টটিনি দেখেছে।'

আবার বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাথুস। 'হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও ধারণা হয়েছিল সে আমাকে দেখেছে। তখন কি মার্টিনও আশপাশে ছিল?'

'ঠিক জানি না। মনে হয় না।'

'আমার সন্দেহ সে-ও ছিল, সে-ও আমাকে দেখেছে।'

'নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে তুমি ভাল মানুষদের দলে, ম্যাথুস?'

'প্লীজ। প্লীজ, আমাকে বেন বলে ডাকো। আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে বেন বলে ডাকে। আর অস্ত্রটা সরিয়ে রাখো, রানা। তুমি ওটা ভুল লোকের দিকে তাক করে রেখেছ। তবে সে-বিষয়ে হোটেলে ওঠার পর কথা হবে। তোমাকে আগেই বলেছি, ওখানে তোমার জন্যে অনেক সমস্যা আছে।'

হেলমসম্যান লঞ্চের গতি ঘন ঘন কমবেশি করছে, ফলে কথা বলার সময় প্রায় চিৎকার করতে হচ্ছে ওদের। এই মুহূর্তে একটা খালের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, ওদের দু'পাশে পাঁচিল মাথা তুলছে, মাথার ওপর একটা ব্রিজ। কুয়াশায় চারদিকের দৃশ্য রহস্যময় ও ভীতিকর লাগছে। রানা বলল, 'তারমানে বলতে চাইছ তুমি আসলে একজন বয় স্কাউট, ডসকে হেইডেগারের কাছে বিক্রি করে দাওনি?'

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে কেন। আমি তোমাকে প্রমাণ দিতে পারি।'

'সত্যি? এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবে, নাইট অ্যাণ্ড ফগ অর্ডার পাবার আগে তোমাকে পাওয়া যায়নি কেন?'

'ওই ব্যাপারটা ছিল কাকতালীয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে।'

'মানতেই হবে।'

'পকেটে হাত ঢোকালে গুলি কোরো না, রানা। প্রমাণটা আমি বের করতে যাচ্ছি।' সিল্ক স্যুটের ভেতরের পকেট থেকে ক্রীম কালারের একটা এনভেলাপ বের করল ম্যাথুস। 'তোমার বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর এর ভেতর পেয়ে যাবে বলে আশা করছি।' এনভেলাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর, সত্যি কথা বলতে কি।'

'না, তুমি খোলো.' নির্দেশের সুরে বলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি,' ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না।

মাথা ঝাঁকিয়ে এনভেলাপটার একদিকের মাথা ছিঁড়ে ফেলল ম্যাথুস। 'তুমি কি চাও, পড়বও আমি? নিজে না পড়লে বিশ্বাস করবে কিভাবে? প্লেনে ওঠার মাত্র দেড়

ঘণ্টা আগে এটা আমাকে দেয়া হয়েছে। মেনহ্যামকে আশপাশে না দেখলে প্লেনে থাকতেই তোমাকে দিতাম। সে আমাকে দেখে ফেলুক, এটা আমি একদমই চাইনি।'

'আগে তুমি পড়ো, তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেব।'

'আমি বরং উল্টো করে ধরি, তাহলে অন্তত কাগজটার সিধে দিকটা তুমি দেখতে পাবে—আমার ধারণা চিনতেও পারবে।' কাগজটা ধীরে ধীরে ঘোরাল ম্যাথুস। রানা শুধু কাগজের সিধে দিকটা নয়, এমবস করা হেডিংটার ওপরও চোখ বুলাল, চোখ বুলাল লেখাটার ওপর। চিনতেও পারল সঙ্গে সঙ্গে। হেডিংটা বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর আসল নাম, ব্যক্তিগত ঠিকানা সহ। নোটপেপারটা আগেও বহুবার দেখেছে রানা—স্যার জন রেডউড, উইণ্ডসর ফরেস্ট এলাকার একটা ঠিকানা।

সাধারণত সবুজ কালি ব্যবহার করেন তিনি, এখানেও তাই করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'এমআরনাইন, এই চিঠির বাহক উস্ট, সাবেক ডস-এর একজন সদস্য। ইতিমধ্যে ওকে হয়তো বিশ্বাস না করার যুক্তি খুঁজে পেয়েছ তুমি, তবে আমি তোমাকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যে ওর প্রতি আমার নিঃশর্ত সমর্থন ও বিশ্বাস আছে। তারপরও যদি সন্দেহ থাকে, টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারো আমার সঙ্গে। তার আগে, প্রমাণ হিসেবে এই শব্দটা বোধহয় যথেষ্ট হবে—বাইপাস।'

এটা যে বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোরই চিঠি, নকল নয়, বাইপাস শব্দটি তার অন্যতম প্রমাণ। বেশ ক'বছর আগে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের দুঃসময়ে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স যখন সাহায্য করতে রাজি হয়, এই বাইপাস শব্দটি ওয়ার্নিং কোড হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন মারভিন লংফেলো—বলেছিলেন, শব্দটা শুধু তিনি আর রানা জানবে। রানা ভাবতে পছন্দ করে শব্দটা আর কাউকে দেননি বা জানাননি লংফেলো, তবে প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে এই কোড তিনি তাঁর নিজের অন্যান্য বিশ্বস্ত এজেন্টদেরও জানিয়েছেন। কোডটি প্রতি বছর বদলানো হয়। বেন ম্যাথুস চিঠিটা লিখতে যদি তাঁকে বাধ্য করে থাকে, লংফেলো 'এভিনিউ' শব্দটা ব্যবহার করতেন।

'সত্যি কথা বলতে কি, তিনি তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন,' সবজান্তার হাসি ফুটল ম্যাথুসের মুখে, যেন নিজেকে বিশ্বস্তদের একজন বলে দাবি করছে সে। এক অর্থে তার দাবি মিথ্যে নয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ত্রটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল রানা। 'কমরেড মার্ক হেইডেগারকে কোথায় পাওয়া যাবে, তুমি জানো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না জানলে আমাদের কপালে আরও বেশি খারাবি আছে। এখানে যদি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবে থাকো, ভুলে যাও, রানা। সে অনুমতি হেইডেগার দিচ্ছেন না। এর মানে হলো, তাঁর চারপাশে পাহারা এই মুহূর্তে খানিকটা বোধহয় শিথিল হয়ে আছে, ফলে হাতের কাজটা আমরা হয়তো সেরে ফেলার সুযোগ পাব।' কাঁধের ওপর ক্যামেল-ফার কোটটা ঠিকঠাক করে নিল ম্যাথুস। হিলটনের ল্যাণ্ডিং স্টেজের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওদের লঞ্চ।

তিন

ভেনিসের বেশিরভাগ হোটেলের মত হিলটনেও শুধু পানিপথ ধরে পৌঁছুনো যায়। লঞ্চ এগোচ্ছে এক সারি সাদা ও কালো ডোরাকাটা পোল-এর দিকে, মাথাগুলো সোনালি। এ-ধরনের পোল ভেনিসকে ঘিরে থাকা পানির সবখানে দেখতে পাওয়া যায়, গনডোলা বাঁধার কাজে আসে।

এক সেট পাথুরে ধাপের সঙ্গে বাঁধা হলো ওদের লঞ্চ। ধাপগুলোর ওপরে লোহার গেট। গেটের সামনে কয়েকজন বেলবয় ও দু'জন গেস্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হিলটন প্রতিনিধি ইতিমধ্যে তার মাথা থেকে ক্যাপ খুলে ফেলে আণ্ডার ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে, সেই ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাগানের ভেতর দিয়ে। ওদের বাম দিকে ছোট একটা ঝর্না দেখা গেল, কুয়াশার ভেতর অস্পষ্ট।

আরেকজন আণ্ডার-ম্যানেজার অভ্যর্থনা জানাল ওদের, সরাসরি নাম ধরে, যেন সে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আগেই জেনে ফেলেছে কার কি নাম। 'মি. রওনক, হের পেরি। স্বাগতম। আপনাদের জন্যে সব একবারে রেডি'

'আমাকে বলোনি তোমার নাম পেরি।' ম্যাথুসের দিকে আড়চোখে তাকাল রানা।

'মি. রওনক, আপনার স্ত্রী শুধু তাঁর নিজের নাম লিখিয়ে হোটেলে উঠেছেন,' ম্যানেজার মোটা একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন তিনি আপনার বন্ধুরা সম্ভবত বাইরে কোথাও ডিনার খেতে বেরিয়েছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে এনভেলাপটা নিল রানা, মনের ভেতর ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে সতর্ক একটা ভাব। এনভেলাপের ভেতরে কি আছে দেখার প্রবল ইচ্ছেটাকে দমন করে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করল ও, তারপর ছিঁড়ল সেটা রুবিনা বারবি বাচ্চা মেয়েদের মত গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছে—

'ডার্লিং, সবাই মিলে শহর দেখতে বেরুচ্ছি আমরা। সবাই আমরা লা ক্লারাবেলা-য় ডিনার খাব তুমি যদি সময়মত পৌঁছাও, ইচ্ছে করলে আমাদের উৎসবে যোগ দিতে পারো। আমি জানি আমাদেরকে তুমি খুঁজে নিতে পারবে। যদি না পারো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বিছানায় দেখা হবে। ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত আমরা, বিষ পেলে তা-ও খেয়ে ফেলতে পারি। তোমার জন্য আমরণ ভালবাসা, রুবা।'

বিষ শব্দটা একটা ঝাঁকি দিল রানাকে। 'বিছানায় দেখা হবে' কথাটারও যেন আলাদা কোন মানে আছে।

রিসেপশন ডেস্ক ঘুরে ম্যানেজার নিজেই বেরিয়ে এলেন, ওদেরকে যার যার কামরায় পৌঁছে দেবেন।

'তোমার স্ত্রী আর বন্ধু-বান্ধবরা বাইরে গেছে?' ম্যাথুসের চোখ দেখে মনে হলো সে যেন বলতে চায়—তোমাকে তো আগেই বলেছি! 'আমরা দু'জন কি এখানেই ডিনার খাব, রানা? তোমার সঙ্গ আমার ভালই লাগবে। এই কুয়াশার ভেতর ভেনিস দেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ম্যানেজার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন, স্যার। ওজন লেয়ার আর ইকোলজি সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা বোধহয় মিথ্যে নয়, স্যার। অক্টোবরে এরকম আবহাওয়া আগে কখনও দেখিনি আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাথুসের দিকে ফিরল রানা। 'অবশ্যই। এই ধরো এক ঘণ্টা পর এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করছি।'

'ভেরি গুড, রানা। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকব।'

ম্যাথুসের সুটকেস নিয়ে হাজির হলো একজন বেলবয়, গাঢ় রঙের স্যুট পরা আরেকজন ম্যানেজার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাকে।

রানার গাইড ওকে প্যাসেজ ধরে নিয়ে এলেন। এক প্রস্থ সিঁড়ি পেরিয়ে বড় একটা স্যুইটে পৌঁছুল ওরা। ম্যানেজার জানালাগুলো খুলে দিলেন। ক্লজিটে রুবার কাপড়চোপড় রয়েছে। সে যে সম্প্রতি এই স্যুইটে ছিল, তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল। রুবার সঙ্গে একই স্যুইটে থাকার কথা ভাবেনি ও, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিজের সিদ্ধান্ত ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে রুবা।

কামরায় কিং সাইজ বেড রয়েছে, চেয়ারগুলো আরামদায়ক, কাউচ একটাই, টেবিল আর ডেস্কও একটা করে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে সরু একটা প্যাসেজ হয়ে সান ডেকে পৌঁছুনো যায়, মাথার ওপর ছাদ নেই ওটার। 'আবহাওয়ার উন্নতি না ঘটলে ওটা আপনাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না,' বললেন ম্যানেজার।

বিছানার ডান দিকে বড় একটা পর্দা ঝুলছে, ঝাপসা একটা আনব্রেকেবল গ্লাস দিয়ে তৈরি দেয়ালকে আড়াল করে রেখেছে, বাথরুমটা ওদিকেই। ম্যানেজারের পিছু নিয়ে পর্দা সরিয়ে বাথরুমের প্রবেশমুখে চলে এল রানা। ছোট একটা সুইমিং পুল দেখে খুশি হয়ে উঠল ওর মন। মেইন রুমে ফিরে এসে শেষ চমকটা দেখালেন ম্যানেজার। হাত তুলে গ্লাস টপ টেবিলটার দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, বিছানার গোড়ার দিকে সেটা। একটা বোতামে চাপ দিতেই টেবিলের মাঝখান থেকে একটা টেলিভিশন মাথাচাড়া দিল।

ম্যানেজার বিদায় হতেই বিছানার দিকে এগোল রানা। রুবার চিঠি ওকে ওই দিকটাই নির্দেশ করছে। বিছানার চাদর তুলে ফেলল ও, তারপর বালিশগুলোর কাভার খুলল। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল, গোল পাকানো কাগজের ছোট্ট একটা বল। ডেস্কে ফেলে কাগজটা সিধে করল রানা, খুদে অক্ষরে লেখা চিঠিটা পড়ল—

'আমি উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি ঘোলাটে লাগছে। টটিনি আর মার্টিন শহর দেখতে যাবার জন্যে জেদ ধরছে, ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। এইট জিরো-জিরো মেশিনটা রিসেপশনে তালা-চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছে টটিনি। এরই মধ্যে দু'জন গুণ্ডা কিসিমের লোককে আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি আমি। এয়ারপোর্ট থেকেই আমার ওপর নজর রাখছিল ওরা, হোটেলে উঠেছে ডোবিয়ান জীপার্ট আর ডোমেনিক বাউম নামে। টটিনি বা মার্টিন বেমানান কিছু দেখেনি বা দেখছে না।

রানা, আমরা কি ভুল ঘোড়ায় চড়ে বসে আছি? আমি রিসেপশনে একটা মেসেজ রেখে যাব, সেটা এই নোটটা পেতে সাহায্য করবে তোমাকে। আমার জরুরী পরামর্শ হলো, তুমি তোমার একটা ম্যাজিক টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবার চেষ্টা করো। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অন্য রকম লাগছে, যেন আমাদেরকে পয়জন হেইডেগারের সামনে ঠেলে দেয়ার পাঁয়তারা কষা হচ্ছে। আবার তোমার দেখা পেলে মনটা আমার ভাল হয়ে যাবে। রু।'

কাগজটা পুড়িয়ে ফেলে বিছানা আবার ঠিকঠাক করল রানা। ভাবছে, সত্যি কি আমরা ভুল ঘোড়ায় চড়ে বসেছি? হয়তো তাই, অন্তত এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওর নিজের মনেও দিশেহারা একটা ভাব রয়েছে। ম্যাথুসের কাহিনী, তার কাছে মারভিন লংফেলোর চিঠি থাকায়, অবশ্যই একটা গুরুত্ব বহন করে। তা সত্ত্বেও, ডিন মার্টিনকে নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বোধ করলেও, টটিনিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে ও।

বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে রানা। এইট-জিরো-জিরো মেশিন ছাড়া লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করা পুরোপুরি নিরাপদ নয়, শুধু একটা লাইন বাদে—সেটা যতটা সম্ভব সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয়।

ইটালিয়ান গেট-আউট এবং ইউ. কে. অ্যাকসেস কোড ব্যবহার করল রানা, তারপর বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করল। শান্ত একটা গলা ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে। 'হটলাইন।'

'চেয়ারম্যানকে ডেকে দিতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোধহয় পারি। কে ফোন করছেন?'

'তাঁকে শুধু ইউরোপিয়ান অফিস থেকে পুরানো এক বন্ধু বললেই হবে।'

তিন সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে চলে এলেন মারভিন লংফেলো। 'ইয়েস?'

'সারপ্রাইজ,' বলল রানা। 'ভেনিস থেকে বলছি। একজন উস্‌ট সম্পর্কে এইমাত্র শুনলাম, ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

'ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট ক্রেডিট রেটিং। হাইয়েস্ট পসিবল লাইন।' মারভিন লংফেলো টেলিফোন লাইনে বেশিক্ষণ থাকবেন বলে মনে হয় না, কারণ, লাইনটা কতটুকু নিরাপদ বলা কঠিন।

'আর বাখ সম্পর্কে?'

'তার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আরও তথ্য পাচ্ছি। আমি তাকে এই মুহূর্তে কোন ক্রেডিট দিতে পারছি না।'

'আর কার্বন?'

'নাইনটি-নাইন পারসেন্ট রেটিং। এইমাত্র যার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে তার মত অত ভাল অবশ্য নয়, আরও কনভিন্সিং রেটিং-এর জন্যে চেক করছি আমরা।'

'ধন্যবাদ।'

'আরও বিশদ জানতে হলে এইট-জিরো-জিরো নম্বরটা সব সময় ব্যবহার করতে পারো তুমি।'

'সে সুযোগ এখন আর নেই। আমাদের কিছু লাগেজ হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'শুনে দুঃখ পেলাম। আজ দুপুরের আগে ন্যাস্টি অ্যাক্সিডেন্ট, বুঝতে পারছি।'

'ব্যাপারটা জঘন্য হয়ে উঠেছিল। একদম শেষ হয়ে গেছে।'

'আর কিছু?'

'ধন্যবাদ। না।'

'ইউ. কে.-তে না ফেরা পর্যন্ত কাইগুলি এই নম্বর আর ব্যবহার কোরো না। গুড ডে।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন লংফেলো। রানা যা ধারণা করেছিল, তাই—ওর দায়-দায়িত্ব বিএসএস স্বীকার করবে না। এর আরেক অর্থ, ও যদি ফ্রান্স বা ইটালিতে অপারেশন চালাতে চায়, অফিশিয়াল অনুমোদন পাওয়া যাবে না। মারভিন লংফেলো ওকে একা ছেড়ে দিয়েছেন ফিল্ডে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তিনি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নন।

নতুন ব্রীফকেসটার সঙ্গে আলাদা একটা অংশ জোড়া দেয়া রয়েছে, কমবিনেশন লক সহ। নম্বর মিলিয়ে তালা খুলল রানা, ভেতর থেকে বড় একটা লেদার বক্স বের করল, তাতে ওর কাপড়চোপড় আর টয়লেট সেট রয়েছে। এরপর খুলল ব্রীফকেস সেকশন, রূপালি কলমটা বের করে প্যাঁচ ঘুরিয়ে আলাদা করল। ব্রীফকেসে অনেকগুলো ঘর রয়েছে, সেগুলোর একটা থেকে রিফিল নিয়ে ভরল কলমটায়। এই অস্ত্রটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়, তবে আবার ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিলে তৈরি অবস্থায় পাবে এখন।

কাপড়চোপড় খুলে বাথরুমে ঢুকল রানা, শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল—আজ এ নিয়ে দু'বার। আধ ঘণ্টা পর রিসেপশনে নেমে এসে ম্যাথুসের অপেক্ষায় থাকল। যখন সে এল, দেখে মনে হলো কোন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পুরুষ মডেল। গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে, কম করেও দু'হাজার ডলার দাম হবে। কথা হলো না, ডাইনিং রুমে চলে এল ওরা।

ডাইনিং রুমে চারজন মানুষ খেতে বসেছে। এক ইটালিয়ান তরুণী, কাঠামোটা খুব চওড়া, কালো চোখে দুষ্টামির ঝিলিক; তার সঙ্গে বসেছেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, দাদু-টাদু হবে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক খানিক পরপরই তরুণীর হাতের উল্টোপিঠে আদরের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন। অপর দু'জন মধ্য-বয়স্ক আমেরিকান, চুপচাপ খাচ্ছেন, কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেনও না, কথাও বলছেন না। কারণটা দীর্ঘ সান্নিধ্যের একঘেয়েমিও হতে পারে।

সবার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরের একটা টেবিলে বসে লবস্টার-এর অর্ডার দিল ওরা। ম্যাথুস হ্যাম চাইল, রানা বীফ। কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই ওরা কাজের কথা তুলল না। সবশেষে পরিবেশিত হলো চকলেট, সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি মেশানো আছে।

'চেয়ারম্যানের কাছ থেকে তাঁর চিঠির ব্যাপারটা জেনেছি,' শুরু করল রানা। কামরা থেকে বেরুবার আগেই ম্যাথুসকে বিশ্বাস করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। 'তিনি জানিয়েছেন, তোমার ক্রেডিট রেটিং আকাশ ছুঁতে পারে।'

সামান্য আহত দেখাল ম্যাথুসকে। 'তুমি আমাকে সন্দেহ করেছিলে?'

'আমি এখন সবাইকে সন্দেহ করি। ইতিমধ্যে তুমিও জেনেছ যে ওরা সবাই বাইরে বেরিয়েছে. লা ক্লারাবেলায় ডিনার খাচ্ছে ওরা।'

'জানি। লা ক্লারাবেলা কোথায় তা-ও জানি। পার্চমেন্টে লেখা মেনু ব্যবহার করে ওরা। শুনেছি ওখানকার খাবারদাবার আমেরিকানরা খুব পছন্দ করে।' ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল ম্যাথুসের ঠোঁটে। 'তুমি কি বিশ্বাস করো, সত্যি ওরা ওখানে গেছে?'

'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'তাহলে কোথায় যেতে পারে বলে মনে করো?'

'আমার ধারণা উত্তরটা তুমি দিতে পারবে, তবে তার আগে আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে।'

'প্রশ্ন?'

'সন্দেহ করা হয় ডসের সঙ্গে তুমি বেঈমানী করেছ। কারণটা কি?'

ঠোঁট টিপে হাসল ম্যাথুস, তারপর বলল, 'জেনিফার জানত···মানে সী গাল। আমি দুটো ভূমিকা নিই। জেনিফার ব্যাপারটা তার মনে···মানে, ব্রার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল। আমরা খুব কাছাকাছি থেকে কাজ করতাম···'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'হ্যাঁ, নিয়ম ভেঙেছি আমরা, আর তার মূল্য দিতে হয়েছে ওকে।' ম্যাথুসের চোখ রাগে জ্বলে উঠল। 'ওকে বাঁচাতে পারিনি বলে প্রতিদিন নিজেকে আমি অভিশাপ দিই।'

'তুমি তাহলে রাস্তার দু'দিক ধরেই হাঁটছিলে?'

'আমরা চেষ্টা করছিলাম, সবাই যাতে তাই বোঝে। আমি মার্ক হেইডেগারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাই, তবে কৌশলটা শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। আমার ধারণা, শুধু হেইডেগার নন, তাঁর সহকারিণী রিটা কদেমিও এখন আমার কথা জানে। আমার ব্যক্তিগত অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ডসে যদি কেউ অনুপ্রবেশ করে থাকে তাকে খুঁজে বের করা। কাজটায় আমরা সফল হই, তবে মূল্য হিসেবে জেনিফারকে প্রাণ হারাতে হয়।'

'এ-ব্যাপারে সব কথা তুমি জানাবে আমাকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাথুস। 'তুমি সম্ভবত এরইমধ্যে সব আন্দাজ করতে পেরেছ। শেষ দিকে পয়জন হেইডেগারের বুদ্ধির কাছে আমি হেরে যাচ্ছিলাম। ডসে তাঁর আরও একজন লোক ছিল। কিংবা, এমন হতে পারে, ডসের কাউকে তিনি হাত করেন।'

'বাঘ? ডিন মার্টিন?'

'সেরকমই মনে হয়।'

'আর টটিনির ব্যাপারটা?'

'টটিনির ওপর মার্টিনের প্রভাব খুব বেশি, তবে টটিনিকে আমি বিশ্বস্তই বলব। সে হয়তো না বুঝেই সাহায্য করছে মার্টিনকে।'

'তারমানে মার্টিনের ব্যাপারে তুমি নিঃসন্দেহ?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথুস। 'হ্যাঁ, যদিও টীমের সঙ্গে কতদিন ধরে আছে সে তা আমার জানা নেই।'

'অনুমান করতে পারো না?'

'সম্ভবত অল্প কিছুদিন হলো ঢুকেছে। মানে, বলতে চাইছি, পয়জন হেইডেগার কুখ্যাত নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল পাঠানোর ঠিক আগে। বাখ কার্লশোর্টস-এ খুব দক্ষ কমিউনিকেশন এক্সপার্ট ছিল। কেজিবি-র সমস্ত কৌশল জানা ছিল তার...'

'তুমি বলতে চাইছ সে-ও নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল অ্যাকটিভেট করে থাকতে পারে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে অন্য দিকে তাকাল ম্যাথুস। 'সবটুকু শোনার পর আমাকে তোমার ভাল না-ও লাগতে পারে।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর ম্যাথুস বলল, 'কি ঘটে, তোমার ধারণা আছে, রানা? ডাবল হলে?'

'আছে। আমাকেও মাঝে মধ্যে ডাবল সাজতে হয়।'

'বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পাবার উপায়টাও কি তোমার জানা?' এই প্রথম ম্যাথুসকে দেখে মনে হলো তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

'হেইডেগারের দলে ভেড়ার জন্যে তুমি খালি হাতে যাওনি, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশ্বাসযোগ্য কিছু তথ্য, কিছু সত্য প্রকাশ করতে হয়েছে তোমাকে।'

'হ্যাঁ। আমি ওদেরকে নাইট অ্যাণ্ড ফগ সিগন্যাল জানিয়ে দিই। দেয়ার মধ্যে কোন ঝুঁকি আছে বলে মনে হয়নি। কখনও ভাবিনি সিগন্যালটা ব্যবহার করা হবে। কয়েকটা আসল নামও আমি জানিয়ে দিই। সব মিলিয়ে তিনটে। ওরাই প্রথমে মারা যায়।'

'এরকম ঘটে।' রানা চাইছে নিন্দা না করে ম্যাথুসের অপরাধবোধ আরও বাড়িয়ে তুলতে। যে-কোন যুদ্ধে কেউ না কেউ আহত বা নিহত হবেই, এমনকি নিজেদের গুলিতে নিজেদের লোকজনও মারা যেতে পারে। 'ভদ্রলোক আসলে কি চান? মানে, পয়জন হেইডেগার? নিশ্চয়ই শুধু প্রতিশোধ নয়। শুধু ডসকে নিশ্চিহ্ন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।'

'আরে না। মার্ক হেইডেগার সম্পর্কে কতটুকু বলেছে ওরা তোমাকে?'

'যথেষ্ট।'

'তাহলে তুমি তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কেও জানো?'

'জানি, স্ট্যালিন তাঁকে পছন্দ করতেন...'

'পছন্দ করতেন!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ম্যাথুস। আমেরিকান দম্পতিকে খাবার পরিবেশন করছিল একজন ওয়েটার, স্থির হয়ে গেল সে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসে ম্যাথুসের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকাল ইটালিয়ান তরুণী, চোখে বিরক্তি। 'পছন্দ করতেন!' এবার ফিসফিস করে বলল ম্যাথুস। 'স্ট্যালিনের কাছে মানুষ হয়েছেন তিনি, তাঁকে উনি আংকেল বলতেন। আংকেল জো। স্ট্যালিনকে নিজের বাপ মনে করেন হেইডেগার। আজও। তাঁর ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র তিনিই কমিউনিজমকে আগের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবং এই অসাধ্যসাধন করার জন্যে নিজের যা কিছু আছে সব তিনি একটা যুদ্ধের পিছনে ব্যবহার করবেন। স্ট্যালিনের যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সবাইকে তিনি আজও মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। তিনি শুধু কমিউনিজমকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন

না, তাঁর স্বপ্ন গোটা ইউরোপে স্ট্যালিনিজমকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো।'

'আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া কি বলা যায়।'

'হয়তো, বন্ধু। হয়তো। কিন্তু প্লীজ, ভদ্রলোককে ছোট করে দেখো না। আকারে বড় না হলেও, রীতিমত একটা সেনাবাহিনী রয়েছে তাঁর অধীনে। না, অতিরঞ্জন নয়। বিশৃংখল ইউরোপে যদি একটা ফাটল পেয়ে ঢুকে পড়তে পারেন, তাহলে সম্ভাবনা আছে—স্বীকার করছি, ক্ষীণ সম্ভাবনা—তিনি হয়তো বরফ যুগ ফিরিয়ে আনতে সফল হবেন। তাঁর ধারণা সময় হলে সোভিয়েত সাম্রাজ্যে সত্যিকার বিশ্বাসীরা আবার জেগে উঠবে। ওখানকার পরিস্থিতি এতই নাজুক যে ইউরোপ যদি নড়বড় করতে শুরু করে, দরজার ভেতর পা গলিয়ে দেয়ার সুযোগ ছাড়বেন না হেইডেগার।'

'তুমি সত্যি সিরিয়াস?'

তিক্ত হাসি ফুটল ম্যাথুসের ঠোঁটে। 'তুমি তাঁকে দেখোনি, রানা। ডিকটেটর হবার জন্যে যত গুণ দরকার সব তাঁর আছে। একটা সম্মোহনী শক্তি, রানা—কালোকে সাদা বলে বিশ্বাস করাবেন তোমাকে। নানাদিক থেকে তাঁকে একজন জাদুকর বলতে পারো তুমি, তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা শুনে মনে হবে সাধারণ মানুষের পরম বন্ধু, তাদের কল্যাণের জন্যে উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। জার্মান হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তিনি রাশিয়ানদের নেতা বলে মনে করেন। সব মিলিয়ে তাঁকে তুমি একটা দুঃস্বপ্ন বলতে পারো, রানা।'

'আর তোমার ধারণা, তিনি তোমাকে খুঁজছেন?'

'কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপে তাঁর হয়ে কয়েকটা কাজ করছিলাম আমি, মানে করার কথা আর কি। তাঁর কয়েকজন এজেন্টকে কিছু নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার কাজ...'

'কি ধরনের নির্দেশ?'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার পদ্ধতি। একটা নাম্বারে ডায়াল করে আমাকে বলতে হবে, "ডাক্স খসে পড়েনি"—ডাক্স মানে ছাদ। কিংবা বলতে হবে, "বুডেন শুকিয়ে যায়নি"—বুডেন মানে মাটি বা জমিন।'

'এ-সব কথার অর্থ?'

'ধরে নিতে হবে হেইডেগার কোন ধরনের অপারেশন চালাচ্ছেন। এই কাজটা তিনি সব সময় করছেন, অপারেশন তাঁর চলছেই। তবে একটা কথা মনে পড়ছে এখন—এবারকার মেসেজগুলো আর্জেন্ট ছিল। বোধহয় বড় কোন অপারেশনের প্রস্তুতি...'

এক সেকেণ্ডের জন্যে রানার মন চলে গেল প্যারিসে। গাড়িতে কার্ল ভোলকে আর নোয়া ইসাবেলার সঙ্গে ছিল ও। আরও একবার ওর মনের আঙুল কিছু একটা ছুঁতে চাইল—কোন শব্দ, একটা বাক্য? তারপরই তলিয়ে গেল গভীরে। যাকগে, আবার ফিরে আসবে। ম্যাথুসের দিকে তাকাল ও। 'তারপর কি হলো? তিনি তোমাকে এখানে ডেকে পাঠালেন?'

'আমার পৌঁছুনোর কথা আগামীকাল বিকেলে, ভাবলাম একদিন আগে চলে আসি। মার্কো পোলোয় আজ আমি কোন অভ্যর্থনা আশা করিনি।'

'ছিল নাকি?'

'ছিল। আমার সন্দেহ, তোমার জন্যে। সেজন্যে লঞ্চে তোমাকে আমি অপেক্ষা করিয়ে রাখি। না, তাঁর ভাড়া করা খুনীরা আমাকে দেখতে পায়নি। আর মোটামুটি নিশ্চিত, তিনি জানেন না আমি এখানে।'

'তবে আমার কথা জানেন।'

'হ্যাঁ, তা জানেন তোমার সম্পর্কে সম্ভবত সব কথাই তাঁর জানা। সত্যি কথা বলতে কি, কখন তুমি বাথরুমে যাও, তা-ও। বিশেষ করে বাকি সবাই যদি তাঁর ফাঁদে পা দিয়ে থাকে। পথ দেখিয়েছে, আমার সন্দেহ, ডিন মার্টিন। পরে কেউ একজন তোমাকে নিতে আসবে। সেজেন্যেই আমি চাইছি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ভেতরে ঢুকে পড়া উচিত...'

একটা হাত তুলল রানা। 'একটু থামো...', একজন ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল ও। টেবিলে আরও কফি দিয়ে লোকটা নিচু গলায় জানতে চাইল, সার্ভিস সন্তোষজনক কিনা। দু'জনেই সার্ভিসের খুব প্রশংসা করল ওরা, যদিও ফিরে যাবার সময় লোকটা হাসল না। 'তুমি মনে হচ্ছে এরইমধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছ,' ম্যাথুসকে বলল রানা। 'কিন্তু আমার আরও দুটো প্রশ্ন বাকি আছে।'

চেয়ারে হেলান দিল ম্যাথুস, আঙুলগুলোর ডগা টেবিলের কিনারায়, যেন বলতে চাইছে, 'করো প্রশ্ন।'

'হেইডেগারের দু'জন লোক, ডোরিয়ান জীপার্ট আর ডোমেনিক বাউম—এদেরকে তুমি চেনো?'

একটা ভুরু কপালে তুলল ম্যাথুস। 'তারা এখানে?'

'হ্যাঁ। তুমি ওদের চেনো?'

'জীপার্ট আর বাউমকে চিনব না? বিষাক্ত পদার্থ বলতে পারো। টাকার জন্যে কাজ করে, তবে ওরাও স্ট্যালিনিস্ট। ওরা শুধু নিজেরা টাকা কামায়নি, হেইডেগারকেও টাকা রোজগারের অনেক পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আমার ধারণা, সত্যি কথা বলতে কি, হিটলার যদি তাঁর কাকা হত, ওরা হত নাৎসী

'ওদের সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

'দু'জনেই স্যাডিস্ট। ওদের ধারণা হেইডেগার একদিন দু'জনকে সিক্রেট পুলিসের জয়েন্ট চীফস বানাবেন।'

'হেইডেগারের হয়ে কাজ করছ তুমি কতদিন হলো?'

'উনিশশো সাতাশি বা আটাশি থেকে।'

'কিভাবে নির্দেশ পেতে, রিপোর্ট করতে?'

'এ-ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত যে-সব জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ডেড ড্রপস, টেলিফোন কোডস। মাঝে মধ্যে সামনাসামনিও বসেছি। স্পাই থ্রিলারে যেমন লেখা হয় আর কি। তুমি তো সব জানোই।'

'তাকে তুমি শেষবার দেখেছ...?'

'প্যারিসে, নয় হপ্তা আগে। যখন তুমি একেবারেই আশা করছ না, সামান্য একটু ধোঁয়ার মত হঠাৎ উদয় হবার একটা প্রবণতা আছে হেইডেগারের। তার

আগে আমার সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হয়েছে, সামারে। পরে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি আমি, টেলিফোন কোড ব্যবহার করে।'

'তারপর তিনি তোমাকে ডেকে পাঠালেন এখানে?'

তিক্ত হাসি ফুটল ম্যাথুসের ঠোঁটে। 'আবার সেই আংকেল স্ট্যালিনের মত আচরণ করছেন তিনি। গুলি করে মারার জন্যে লোকজনকে মস্কোয় ডেকে পাঠাতেন স্ট্যালিন। হ্যাঁ, হেইডেগার আমাকে এখানে আসার নির্দেশ দেন।'

'এখানে ঠিক কোথায়?'

'তাঁর আস্তানায়।'

'সেখানে তুমি আগে গেছ?'

'মানে তাঁর আস্তানায়? হ্যাঁ, অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে কি, সেজন্যেই ভাবছি আজ রাতে ওখানে আমাদের যাওয়া দরকার। হয়তো অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে যাব তাঁকে। অন্তত একটা সম্ভাবনা তো বটেই।'

'আমরা মানে তুমি আর আমি?'

'যদি জিজ্ঞেস করো পুলিস নিয়ে যেতে চাই কিনা, না বলব। কে বা কারা তাঁর বেতনভুক কর্মচারী নয়, বলা কঠিন।'

'ভেতরে ঢোকার উপায় তোমার জানা আছে? তাঁর আস্তানার সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে?'

'আস্তানা বলতে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলে একটা ফ্রন্ট, রিয়ালটোর ঠিক নিচে—রিয়ালটো ডি লা।'

'ডি লা?'

'ভেনিস তোমার কতটুকু পরিচিত, রানা?'

'মোটামুটি। বার কয়েক আসা-যাওয়া করেছি। ডোজ'স প্যালেস, সেন্ট মার্ক'স স্কয়ার—মানে পিয়্যাৎসা সান মার্কো—এরকম দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখা আছে।'

'শোনো তাহলে, ব্যাখ্যা করি, রিয়ালটো হলো...'

'জানি, একসময় কমার্শিয়াল সেন্টার ছিল।'

'পন্ট ডি রিয়ালটো কুৎসিত একটা ব্রিজ। ব্রিজের ওপর অসংখ্য দোকান দেখতে পাবে তুমি, রীতিমত বাজার বসে যায়। গোটা এলাকাটাকেই রিয়ালটো বলা হয়। গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের সান মার্কো দিকটাকে রিয়ালটো ডি কুয়া বলা হয়। অপরদিকটাকে বলা হয় রিয়ালটো ডি লা। মানে হলো—এদিক আর ওদিক। হেইডেগারের আস্তানা ওদিকটায়।'

'তাতে আমরা কোন সুবিধে পাব?'

'এক অর্থে, পাব। সত্যি কথা বলতে কি, খাল দিয়ে ঢোকার পরামর্শ আমি দেব না সেটা হবে একটা দুর্গ আক্রমণ করার মত। আমরা ব্রিজ পেরিয়ে গোলকধাঁধার মত কিছু অলিগলির ভেতর দিয়ে এগোব, পৌঁছে যাবে ক্যাম্পো সান সিলভেস্ট্রো-য়। ছোট একটা পিয়্যাৎসা— তুমি জানো এখানে পিয়্যাৎসা মানে খোলা স্কয়ার—সান সিলভেস্ট্রোর সামনে...'

বাধা দিল রানা, 'আমরা কি সুবিধে পাব সেটা বলো, ম্যাথুস। তুমি আমাকে

ভূগোল শেখাচ্ছ।'

'ওই চার্চ, সান সিলভেস্ট্রোয়, অদ্ভুত সুন্দর একটা...'

'ফর গড'স সেক, তাতে আমাদের কোন সুবিধে হবে?'

'হবে। হেইডেগারের আস্তানার পিছনটা স্কয়ারের একটা অংশ। পাহাড় বা বিল্ডিঙে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে তোমার?'

'আছে।'

'এই কাজে আমি খুব দক্ষ। এখান থেকে আমরা যদি রাত একটায় রওনা হই, হেইডেগারের আস্তানার ছাদে পৌঁছে যাব এই ধরো তিনটের দিকে। তারপর ছাদ থেকে নামা, খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ভেতরের সব কিছু আমি ভাল করে চিনি।'

'ওখানে আমরা কিভাবে পৌঁছুতে চাই?'

'হোটেলের একটা লঞ্চ চুরি করব। আমি এক লোককে চিনি, তার কাছ থেকে রশি ইত্যাদি যা যা লাগে পাওয়া যাবে। সে আমার কাছে ঋণী। অস্ত্র—তোমার কাছে কি আছে, রানা?'

জানাল রানা।

'আমি একটা উজি যোগাড় করব। ব্যস, কাজ হয়ে গেল।'

'আর যদি কাজ না হয়?'

'তাহলে শুধু মৃত্যু আর ধ্বংস দেখতে পাওয়া যাবে, সত্যি কথা বলতে কি। শুধু যে এখানে তা নয়, গোটা ইউরোপে। যে-সব মেসেজ চারদিকে ছড়িয়েছি, এখন সেগুলোর অর্থ উপলব্ধি করে সে-কথাই বলতে হয়। হ্যাঁ, চারদিকে শুধু মৃত্যু আর ধ্বংসকাণ্ড ঘটতে দেখব আমরা,' এত নিচু ও আবেগ ভরা গলায় কথাগুলো বলে গেল ম্যাথুস, সে যেন ফোঁপাচ্ছে।

ম্যাথুসকে গম্ভীর দেখালেও, হাসল রানা। একটা কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে গেছে ওর—

দিস ইজ দা ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এণ্ডস।
নট উইথ আ ব্যাঙ বাট আ উইমপার।

চার

কফি নিয়ে আরও আধ ঘণ্টা ডাইনিং রুমে বসে থাকল ওরা, পয়জন হেইডেগারের আস্তানার প্রতিটি ফ্লোরের বিস্তারিত বর্ণনা দিল ম্যাথুস। 'আমি বরং একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাই তোমাকে।' ন্যাপকিনটা তুলে নিল সে, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, সেটা উচিত হবে না।' ন্যাপকিন ও কলম রেখে দিল সে। 'ছাদে ওঠাটাই যা কষ্টকর। ওটা সমতল, আর ওপরতলার ঠিক মাঝখানে বড় একটা স্কাইলাইট আছে।

'ওপরতলাটায় ভাড়াটে লোকগুলো থাকে, কাজেই ওটা খুব সাবধানে খুলে

নিচে নামতে হবে আমাদের—ভূতের মত নিঃশব্দে। আস্তানায় সব সময় কিছু গুণ্ডা বা খুনী থাকে, কখনোই ছ'জনের কম নয়, তাদেরকেই আমি ভাড়াটে বলছি। আমরা ধরে নিতে পারি চারজনকে পাব ওপরে, বাকি দু'জন গোটা আস্তানায় টহলে থাকবে। আর হ্যাঁ, ওপরতলায় বাথরুম একটাই। জীপার্ট আর বাউম যখন আস্তানায় থাকে, বাথরুম নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়া করে ওরা।'

দোতলাটা মার্ক হেইডেগার স্বয়ং ব্যবহার করেন। বড় একটা বেডরুম আছে, সাধারণত রিটা কদেমির সঙ্গে শেয়ার করেন তিনি। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে আলাদা কামরা আছে, আরও আছে কনফারেন্স রুম। বাথরুম দুটো, অতিরিক্ত বেডরুম একটা। 'ওটা তিনি ব্যবহার করেন রিটা কদেমিকে একঘেয়ে লাগলে। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করো, সত্যি কথা বলতে কি, ওটাই আমি সব সময় ব্যবহার করতাম, ডাইনীটাকে এড়াবার জন্যে।'

গ্রাউণ্ড ও ওয়াটার লেভেলে রয়েছে দুটো রিসেপশন রুম, বড় একটা কিচেন আর ফ্রন্ট হল। ম্যাথুস আরও বলল, 'ফার্নিচারগুলো দেখে মনে হবে আবর্জনার স্তূপ থেকে তুলে আনা হয়েছে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ওদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

'সেলারে,' বিনা দ্বিধায় জবাব দিল ম্যাথুস। 'কয়েক শতাব্দী আগে জায়গাটার মালিক ছিল এক বিশপ। গোপনে মদ খেতেন, সেলারে রাখা হত মদের পিপে। এক ধরনের লক-আপ সিস্টেমও ছিল তাঁর, কি কারণে কে জানে। যে বিশপ পিপে পিপে মদ খেতে পারেন, তাঁর পক্ষে মানুষকে নির্যাতন করাও সম্ভব। এ-সব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য ভয় দেখানো নয়, রানা। সেলটা আকারে বেশ বড়, একদিকে শুধু লোহার বার, প্যাডলক লাগানো গেট আছে। না, কোন জানালা নেই—কারণটা পরিষ্কার, ওয়াটার লেভেলের নিচে ওটা। তবে ওখানেই পৌঁছুতে চাই আমরা। যে পথ দিয়ে পৌঁছুব সেই পথ দিয়েই বের করে আনব ওদেরকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, যদিও ভাবছে কারও ঘুম না ভাঙিয়ে কাজটা করা সম্ভব কিনা। আরও দু'পেগ করে হুইস্কি খেয়ে ম্যাথুসকে নিয়ে নিজের স্যুইটে উঠে এল ও। 'হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তোমার বোধহয় বিশেষ খাতির আছে,' মন্তব্য করল সে।

'কেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার চেয়ে তোমার কামরাটা অনেক ভাল।'

কালো সুতী রোলনেক আর জিপার লাগানো হালকা নাইলন উইণ্ডব্রেকার পরল রানা, দুটোই ব্রীফকেসের বড় অংশটায় ছিল। বাথরুমে ঢুকে ব্রীফকেস থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে বিভিন্ন পকেটে ভরে নিল। এরপর ওরা ম্যাথুসের কামরায় যাবার জন্যে তৈরি হলো, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস?'

'মি. রওনক, ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে বলছি। আগেই যোগাযোগ করতে পারতাম, তবে ডিনারের সময় আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। আপনার স্ত্রী ফোন করেছিলেন। ভেনিসে আপনার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আজ রাতটা কাটাবেন

তিনি। বললেন, 'কাল খুব সকালে ফিরে আসবেন।'

'কোন নম্বর দিয়েছেন, আমি যাতে যোগাযোগ করতে পারি?'

'জ্বী-না, স্যার।'

রিসিভারটা ধীরে ধীরে ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রানা। 'তারমানে ওরা এখন হেইডেগারের হাতের মুঠোয়।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথুস। 'আমার ভয় করছে, রানা। রাত শেষ হবার আগেই তোমাকে ওরা নিতে চলে আসবে। কাজেই এসো, ওরা পৌঁছুনোর আগেই বেরিয়ে পড়ি আমরা। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকো তুমি, রানা।' ওর পায়ের দিকে তাকাল সে। 'জুতোর মাপ বলো। আমাদের দু'জনেরই কালো ট্রেইনারস লাগবে।'

সায় দিল রানা, আরও কি কি যোগাড় করতে হবে সে-ব্যাপারেও আলোচনা করল। তারপর রানাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল ম্যাথুস। কামরাটা ছোট, টিভি নেই।

'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারার কথা আমার, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা লাগতে পারে,' রানাকে বলল সে। 'তোমার জায়গায় আমি হলে আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বসে থাকতাম। দরজায় টোকা দেব আমি—মোর্স কোড ডব্লিউ। তবু ফিশ-হোলে চোখ রেখে দেখে নিয়ো আমাকে। পয়জনের নির্যাতন সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ে, কাজেই আমার গায়ে তাঁর হাত পড়লে বলে ফেলতে কিছুই বাকি রাখব না। সাবধানে থেকো, রানা।'

ম্যাথুসের কাঁধে হালকা ঘুসি মারল রানা। 'সাবধানেই থাকব হে। এ-সব জিনিস তুমি যোগাড় করতে পারবে তো?'

'তোমাকে আগেই বলেছি। এখানে আমি এমন সব লোককে চিনি যারা আমার কাছে ঋণী। ভরসা রাখো আমার ওপর। ফিরে এসে জানাতে পারব লঞ্চ চুরি করা সম্ভব কিনা।' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সে। গেস্টরা হোটেলে ফিরে আসার পর হিলটনের একজন মাত্র পাইলট ডিউটিতে থাকে। 'লোকটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ঘুমায়, রাতে কেউ বেরুতে চাইলে জাগাতে হয় তাকে। লঞ্চগুলোকে রাতে পুল-এর কাছে রাখা হয়, গেস্টদের ঘুমে যাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাব আমরা, লঞ্চে চড়ব, স্টার্ট দেব খানিক দূর যাবার পর। তুমি শুধু সাবধান থাকো, ফিরে এসে যেন না দেখি অন্য কেউ নিয়ে গেছে তোমাকে।'

'তোমার সম্পর্কেও আমার ওই একই কথা। আমি তোমাকে খুঁজতে বেরুতে পারব না।'

'শোনো, আমি যদি হারিয়ে যাই, রিএনফোর্সমেন্ট কল করবে। একা তুমি পয়জনের আস্তানায় ভুলেও যেতে চেয়ো না।'

'মনে থাকবে।' ম্যাথুসের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল রানা, সে বেরিয়ে যেতে দরজায় তালা লাগাল।

একটা চেয়ার টেনে এক কোণে বসল রানা, এখান থেকে দরজা ও জানালা দুটোই পরিষ্কার দেখা যায়। ঘরে আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে চুপচাপ অপেক্ষায়

থাকল ও।

একটু পরই অন্ধকার সয়ে এল চোখে। সতর্ক হয়ে আছে রানা, স্মরণ করছে নিজের অস্ত্র আর বিএসএস বিশেষজ্ঞদের তৈরি বিচিত্র হাতিয়ার কি কি ওর কাছে আছে। এএসপি আর অতিরিক্ত চারটে স্পীড লোডার ছাড়াও সঙ্গে ওর প্রিয় থ্রোয়িং নাইফটা রয়েছে—ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে লুকানো ছিল। এই মুহূর্তে ওটা স্ট্র্যাপ দিয়ে ডান হাঁটুর নিচে কাফ মাস্‌লে আটকানো রয়েছে। বাম হাঁটুর একই জায়গায় ছোট আরও একটা ছুরি আছে, লঞ্চের রশি কাটতে কাজে লাগবে, পরে হেইডেগারের স্কাইলাইট দিয়ে নিচে নামার সময় নোঙর হিসেবেও কাজ দেবে। এই ছোট ছুরিটা, বাকমাস্টার, স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা সারভাইভাল নাইফ হিসেবে ব্যবহার করে। হাতলটা ফাঁপা, ক্ষুরের মত ধারাল ফলা। একদিকে সামান্য একটু বাঁকা, অপরদিকের ডগায় কুৎসিত দাঁত আছে। হাতলের ভেতরে আছে অ্যাংকর পিন, আটকাবার পর সহজে খোলা যায়। হাতলের বাকি অংশ নাকল-ডাস্টার হিসেবে ব্যবহার যোগ্য।

কলম দুটোও সঙ্গে রয়েছে, প্রতিটির জন্যে একজোড়া করে রিফিল সহ। ওগুলো উইণ্ডব্রেকারের ভেতর শক-প্রুফ কেসে রেখেছে রানা। অন্যান্য পকেটে রয়েছে এক্সপ্লোসিভ চার্জ, ফালি আকারে; প্রতিটির জন্যে একটা করে প্রাইমার ও ডিটোনেটর আছে। ফালিগুলোর সাহায্যে দরজার কবাট, স্টীল বা ইঁটের পাঁচিলে গর্ত তৈরি করা যাবে।

বেল্টে আটকানো ছোট লেদার পাউচে আরও ইন্সট্রুমেন্ট রয়েছে। প্লায়ার্স, স্ক্রুড্রাইভার, সুইস আর্মি নাইফ ছাড়াও তিনটে স্টান গ্রেনেড।

পয়জন হেইডেগারের লোকেরা এলো ম্যাথুস বেরিয়ে যাবার সত্তর মিনিট পর। সামনে থেকে হামলা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এল তারা, নক করল দরজায়। সন্দেহ নেই, প্রথমে তারা রানার স্যুইটে নক করেছে।

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, সরাসরি দরজার এক পাশে। হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছে অটোমেটিকটা, সেফটি অফ করা। অস্ত্রটা উঁচু করে ধরেছে ও, বাম কাঁধের কাছাকাছি।

অপেক্ষায় কাটছে মুহূর্তগুলো। আঁচড়ানোর আওয়াজ ঢুকছে কানে। রাতের জন্যে বিছানা আগেই ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে, কাজেই ধরে নেয়া চলে রুম সার্ভিস হাজির হয়নি। মেইড হলে তার কাছে মাস্টার কী থাকবে, সরু শিক ঢুকিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করবে না।

বাইরে যে-ই থাক, দশ মিনিট চেষ্টা করল সে, ডাবল লক খুলতে পারল না। দরজার কাছ থেকে হালকা পায়ের শব্দ দূরে সরে গেল। এরপর ওরা কি করবে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রানা। ছাদ হয়ে ওর নিজের কামরায় ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা, জানালা দিয়ে। তারপর ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে ম্যাথুসের কামরায় ঢুকতে চাইবে। সময়ের হিসাব কষে রানা ভাবল, ওদেরকে চমকে দেয়ার আয়োজন করা সম্ভব।

শব্দ না করে ফ্রেঞ্চডোরটা খুলল রানা। খুবই পলকা, পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাও ছোট একটা লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারবে। সরু, ছোট একটা প্যাসেজ

হয়ে সান ডেকে পৌঁছুনো যায়, ঠিক যেমন রানার কামরার বাইরে আছে। ছোট, বৃত্তাকার জায়গা; টেবিল আর সান আমব্রেলা আছে, বসার জন্যে কাঠের লাউঞ্জার। বৃত্তের চারধারে ঝোপ, লতা গাছ; জায়গাটাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে।

ম্যাথুসের সান ডেক থেকেও, রানা আন্দাজ করল, নিচে হোটেলের পুলটা দেখা যায়। ঝোপগুলো একটা পাঁচিলকে আড়াল করে রেখেছে, পুলটাকে ঘিরে থাকা সান ট্র্যাপ-এর একটা অংশ এই পাঁচিল। নিঃশব্দে সামনে এগোল রানা। এরইমধ্যে আগন্তুকদের অন্তত একজনের আওয়াজ পাচ্ছে ও, ত্রিশ ফুট নিচে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের গা বেয়ে উঠে আসা আঙুরলতা টেনে পরীক্ষা করছে কতটুকু শক্ত।

উইণ্ডব্রেকারের পকেট থেকে প্লায়ার্স আর সরু তার বের করল রানা। কয়েক ফুট তার মেপে কাটল। আঙুরলতা কাঁপতে শুরু করেছে, তারমানে ওগুলো ধরে উঠে আসছে কেউ। নিচে থেকে চাপা গলার আওয়াজও ভেসে আসছে।

'তোমার ভারও সইতে পারবে, যথেষ্ট শক্ত।'

'ঠিক জানো?'

'বললাম তো। উঠে এসো, দু'জন মিলে শিকার করি।'

জার্মান ভাষায় কথা বলছে ওরা।

দ্রুত হাত চালাচ্ছে রানা। তারের একটা প্রান্ত টেবিলের ভারি মেটাল পায়ায় বাঁধল, তির্যকভাবে টেনে আনল অপরপ্রান্তটা, কাঠের মেঝের সামান্য ওপর দিয়ে, যাতে ম্যাথুসের কামরায় কেউ ঢুকতে গেলেই পায়ে বেঁধে হোঁচট খায়। কার্তুজ আকারের একটা স্টান গ্রেনেড বের করল ও। মেঝের দু'ফালি কাঠের ফাঁকে, ডেকের কিনারায়, গ্রেনেডের বেসটা গুঁজে দিল, রিঙে জড়াল তারের অপরপ্রান্ত। সবশেষে ঢিলে করল পিনটা। মেঝের সামান্য ওপরে টান টান হয়ে থাকল তার। কারও পা বাধলেই বিস্ফোরিত হবে গ্রেনেডটা।

পিছিয়ে এসে ফ্রেঞ্চডোর বন্ধ করল রানা, তবে কামরায় ফিরল না। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো, পকেট থেকে বের করল সোনালি কলমটা। মারাত্মক অস্ত্র এটা, কাজেই খুব সাবধানে থাকল ও। এটা দিয়ে শুধু মৃত্যুদণ্ড লেখা যায়।

অপেক্ষা করছে রানা, এতক্ষণে খেয়াল করল ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে ওর দাঁত। কুয়াশা এখনও কাটেনি, বিল্ডিঙের সবটুকু না হলেও বেশিরভাগই আড়াল করে রেখেছে। পাঁচিলের মাথার ওপর গাছের পাতা কাঁপতে শুরু করল, তারপর একটা পুরুষমূর্তি নিঃশব্দে উদয় হলো ডেকের ওপর। চারদিক একবার চোখ বুলাল সে, তারপর সঙ্গীকে সাহায্য করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

কলমের ক্লিপ সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা, উঁচু করল হাতটা, অপর হাত দিয়ে কব্জিটা চেপে ধরে আছে, স্থির রাখার জন্যে। জোড়া ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ বুজল ও, কারণ জানে ওরা হোঁচট খাওয়া মাত্র তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা যাবে।

প্রথমে ঝলসে উঠল আলো, বন্ধ পাতার ভেতর দিয়ে আঘাত করল রানার চোখে, তারপর শোনা গেল আওয়াজটা। বিস্ফোরণটা যথেষ্ট শক্তিশালীই বলতে হবে, ওর পিছনের জানালার সব কাঁচ ভেঙে পড়ল। চোখ মেলে দেখল সান ডেক

ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। লোক দু'জন টলমল করছে, পাঁচিলের খুব কাছাকাছি। কলমটা তুলে ফায়ার করল ও, পর পর দু'বার।

চিৎকার করার সময় পেল শত্রুদের একজন, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, নিচ থেকে তার পতনের আওয়াজ ভেসে এল। একই সঙ্গে বেজে উঠল হোটেলের অ্যালার্ম। দ্বিতীয় লোকটার ভাগ্য একটু ভাল। বুলেট তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, তাল সামলাতে না পেরে পাঁচিলের কিনারা থেকে খসে পড়ল নিচে।

ভাঙা উইণ্ডো দিয়ে কামরায় ফিরে আসছে রানা, শুনতে পেল আতঙ্কিত লোকজন করিডরে চেঁচামেচি করছে। কাউকে যদি প্রশ্ন করার সুযোগ না দিতে চায় ও, এখুনি কেটে পড়া উচিত। দরজার দিকে এগোচ্ছে, কবাটে টোকা পড়ল— মোর্স কোড ডব্লিউ। দরজা খোলার পর দেখা গেল চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাথুস, পরিচিত ক্যামেল-ফার কোটটা কাঁধের ওপর ফেলা, হাতে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

'আমি যেমন বলেছিলাম সেরকম কিছু নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে, নির্লিপ্ত চেহারা, যেন কিছুই জানে না।

'না,' তাকে পাশ কাটিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'না, ম্যাথুস। আমারই বোকামি, ভুলে গিয়েছিলাম যে গ্যাস অন করে রেখেছি।'

গেস্ট আর স্টাফরা ভিড় করেছে রিসেপশনে, ভিড়ের মধ্যে আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে অনেকে। শুধু আণ্ডারওয়্যার পরা কয়েকজন লোককে দেখা গেল, সেরকম কয়েকটা তরুণীকেও দেখা গেল গায়ে শুধু চাদর জড়িয়ে আছে। ডাইনিং রুমে দেখা সেই চওড়া ইটালিয়ান মেয়েটি এমন ভাব করল যেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে সে চেনে না, আর নকল দাঁত খুলে রাখায় ভদ্রলোককে থুরথুরে বুড়ো দেখাচ্ছে।

একজন ম্যানেজারের সামনে থামল ম্যাথুস। 'বোমাটা কি টেরোরিস্টদের? এ অত্যন্ত অমর্যাদাকর, আর কখনও এই হোটেলে উঠব কিনা সন্দেহ আছে।' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

বাগান হয়ে পুল-এর কাছে চলে এল ওরা। সাইরেনের শব্দ শুনে বোঝা গেল পুলিস লঞ্চ আর অ্যাম্বুলেন্স আসছে। বাগান থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, কলমটা রিলোড করছে। ওর পাঁজরে কুনই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল ম্যাথুস। 'কি হে, সুন্দরীদের উদ্ধার করতে যাবে না?'

'হেগেনের কথা ভুলো না।'

'হ্যাঁ, না, ভুলি কি করে।' হাসল ম্যাথুস। 'লঞ্চ চুরি করার এটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ সময়, তাই না? সময়টা তোমার ভালই কাটল, কি বলো? সব ক'টাকে ঘায়েল করেছ?'

'একজন নির্ঘাত পটল তুলেছে। অপর লোকটা নিজেই পড়ে গেছে, বাঁচবে কিনা বলতে পারছি না।'

পুল-এর যেদিকটায় লঞ্চগুলো রয়েছে সেদিকে হিলটনের দু'জন লোককে দেখা গেল, মাথায় পাইলটদের ক্যাপ। 'বোকা বানাও,' বলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ম্যাথুস। 'রুমে অনেক দামী কাপড়চোপড় ফেলে এসেছি, কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি আবার দরকারী কিছু ফেলে আসোনি তো?'

পকেটগুলো ছুঁলো রানা। অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট ছাড়া সঙ্গে রয়েছে তিনটে পাসপোর্ট, কয়েকটা এনভেলাপে ভরা টাকা ও ট্রাভেলার্স চেক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রীফকেসটার কথা ভুলে থাকতে হবে ওকে।

'এই যে, শুনছেন,' ইটালিয়ান ভাষায় বলল ম্যাথুস, যদিও জার্মান টান থাকল। 'এখুনি আমাদেরকে সান মার্কো-য় যেতে হবে। কাল সকালেই আবার ফিরছি, তবে এই হোটেলে এখন আর এক মিনিটও থাকা নয়।' লোক দু'জনকে হিলটনের গেস্ট কার্ড দেখাল সে। দুই পাইলট নিচু গলায় পরামর্শ করছে, বক বক করে চলেছে ম্যাথুস। বিভিন্ন জার্মান হোটেলের নাম উল্লেখ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে সে, মূল বক্তব্য এ-ধরনের বিশ্রী ঘটনা সেখানে কখনও ঘটে না।

পাইলটদের একজন বলল, 'ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে, চলুন আপনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আসি। ফ্রাঙ্কো বাড়ি ফিরবে, ডিউটিতে আছি আমি। কি যেন একটা ফাটল, ঘটনাটা কি বলুন তো?'

'নিশ্চয়ই টেরোরিস্টদের কাজ,' বলল ম্যাথুস, রাগে কেঁপে গেল তার গলা। 'ঘুমন্ত অবস্থায় সবাই আমরা মারা যেতে পারতাম।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইটালিয়ান পাইলট বলল, 'সত্যি, দিনে দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।'

ওদের লঞ্চ রওনা হলো, এগিয়ে আসতে দেখা গেল পুলিসদের একটা লঞ্চকে। একজন অফিসার পাইলটদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। হেলমসম্যান রানা বা ম্যাথুসের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

কুয়াশা কোথাও আছে, কোথাও নেই। খুব সাবধানে লঞ্চ চালাচ্ছে পাইলট। একবার মনে হলো কুয়াশা এত ঘন, ওরা যেন নিরেট মেঘের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর কুয়াশা থেকে যখন বেরুল, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। ওদের লঞ্চ পিয়্যাৎসা সান মার্কোর দিকে যাবার কথা, কিন্তু যাচ্ছে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের দিকে। 'কি করছ! আমরা তো সান মার্কোয় যাব।' হেলমসম্যানের দিকে ফিরে চিৎকার করল ও।

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ক্যানেলই দরকার আমাদের, সঙ্গে তোমাকে,' জবাব দিল ফ্রাঙ্কো, হাতে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে।

কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল হেলমসম্যান। 'তোমাকে নিতে এসে দু'জনকে হারিয়েছি আমরা,' বিশুদ্ধ ইংরজিতে বলল সে। 'তোমাকে জ্যান্ত নিয়ে যেতে পারছি বলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই বোনাস দেয়া হবে।'

কোটটা কাঁধে ঠিকঠাক মত বসিয়ে নিল ম্যাথুস, হেলমসম্যানের দিকে তাকিয়ে হাসছে সে-ও। 'তা দেয়া হবে। অবশ্যই তা দেয়া হবে, আন্টনি।' ফ্রাঙ্কোর দিকে ফিরল সে। 'হের হেইডেগার সত্যি ভারি খুশি হবেন,' নরম, মধুর সুর তার গলায়।

পাঁচ

বেন ম্যাথুস বেশ জোরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর কাঁধ দুটো উঁচু করল, পিছনের প্যাড লাগানো বেঞ্চে খসে পড়তে দিল কোটটাকে। সীট ছেড়ে দাঁড়াতে শুরু করল, হাত খোলা, শরীরের পাশ থেকে যথেষ্ট দূরে—বোঝাতে চায় ওর কাছে অস্ত্র নেই।

'সাবধান, আন্টনি' এক পা পিছিয়ে কেবিনের আরও একটু ভেতরে ঢুকে পড়ল ফ্রাঙ্কো।

'আরে, বোকামি কোরো না···কি যেন নাম তোমার? ফ্রাঙ্কো? আমি কারও কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছি না।' পুরোপুরি দাঁড়াল ম্যাথুস, তাকাল হেলমসম্যানের দিকে। 'দাড়ি থাকায় তোমাকে আমি চিনতে পারিনি, আন্টনি। আলোও কম ছিল।'

'চীফ তোমাকে দেখেও ভারি খুশি হবেন, বেন। ক্যানেলের লাশটা তোমার একটা কৌশল ছিল, তুমি তাঁকে বোকা বানাতে পারনি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।' আবার নড়ে উঠল ম্যাথুস, এবার বেঞ্চ থেকে ডেকে খসে পড়ল কোটটা।

সামনের দিকে ঝুঁকে ওটা তুলতে গেল রানা।

'কোন রকম চালাকি নয়,' সাবধান করল ফ্রাঙ্কো, পিস্তলটা পালা করে ওদের দিকে তাক করছে সে।

'জানি চালাকি করতে গেলে মারা যাব.' মাথাটা ঘুরিয়ে সরাসরি ফ্রাঙ্কোর চোখে চোখ রাখল রানা, দু'হাতে কোটটা হাতড়াচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে বাম হাত দিয়ে তুলতে শুরু করল, মুহূর্তের জন্যে ওটা আড়াল করল ওর পা দুটোকে। ওই এক মুহূর্তেই ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে থ্রোয়িং নাইফটা।

কোটটা ফ্রাঙ্কোর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, পরে ছুঁড়লেও মনে হলো একই সঙ্গে ছুটল হাতের ছুরিটাও; ধারাল ফলা গলায় সেঁধিয়ে গেল।

ফ্রাঙ্কোকে দেখে মনে হলো ঘটনাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল; দু'হাত খামচে ধরল ড্যাগারের হাতল, টেনে গলা থেকে বের করতে চাইছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাথুসকে দেখতে পেল রানা। হেলমসম্যানের গলা থেকে সরু একটা তার খুলে নিচ্ছে সে। 'বুমবাম আওয়াজ না করে নিঃশব্দে শিকার করা অনেক ভাল,' বিড়বিড় করছে আপনমনে।

দু'জনের দৃষ্টি এক হলো, চোখ মটকাল রানা। যে যার শিকারকে ধরে টেনে আনল ওরা, লঞ্চের কিনারা থেকে ফেলে দিল পানিতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একবার ওদিক ছুটছে লঞ্চ, একবার সেদিক।

'আমাকে ক্ষমা করো, ভাই।' হুইলের দায়িত্ব নিয়ে বলল ম্যাথুস, গ্র্যাণ্ড ক্যানেল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের বাহনকে। 'সত্যি অক্ষমনীয় অপরাধ

করে ফেলেছি। বন্ধু আন্টনিকে চিনতে পারা উচিত ছিল। বহুত হারামি লোক ছিল ব্যাটা। পয়জনের ভাড়াটে কুত্তা। শালা মারা যাবার পরও জ্বালাচ্ছে! দেখো না, রক্তে কেমন ভাসিয়ে দিয়ে গেছে ডেকটা।'

লঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকল রানা, ছোরার ফলা পানিতে ডুবিয়ে রক্ত ধুলো। 'স্টারবোর্ড সাইডে ভিড়লে ভাল হয় না? সান সিভেস্ট্রোর কাছাকাছি চলে আসছি।'

'না,' জবাব দিল ম্যাথুস। 'লাশগুলোর কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চাই। লঞ্চ ঘুরিয়ে নিচ্ছি আমি, আস্তানার পিছনে পৌছুব হেঁটে। ঠিক আছে?'

'তুমি যা বলো, ম্যাথুস।'

আবার গাঢ় কুয়াশার ভেতর ঢুকল ওরা, তারপর বেরিয়ে এল। ক্যানেলের দু'পাশে বাড়ি-ঘর অস্পষ্ট আর ভৌতিক লাগছে দেখতে, বেশিরভাগই কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে।

'ম্যাথুস, আমি শুনেছি এই পানি থেকেই তোমার লাশ পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাটা কি?'

লঞ্চ সোজা করে নিয়ে জবাব দিল ম্যাথুস, 'আগেই বলেছি, এখানে আমার লোকজন আছে। জেনিফারকে নিয়ে প্রায়ই আমার আসা হত ভেনিসে। আমরা জানতে পারি, প্রায় ঘটনাচক্রেই বলতে পারো, পয়জন হেইডেগারের একটা আস্তানা আছে এখানে। বহু বছর ধরে আসা-যাওয়া থাকায় এখানের অনেক লোকজন আমি চিনি, তাদের মধ্যে পুলিসও আছে। পয়জনের মনে সন্দেহ দেখা দেয়ায় আমার নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা খুব জরুরী হয়ে ওঠে। কাজেই আমি একটা চুক্তি করি।'

'কি চুক্তি?'

'সনাক্ত করা সম্ভব নয়, এরকম প্রথম যে লাশ পানিতে ভেসে উঠবে সেটাকে আমার বলে চালাতে হবে খবরটা প্রচারও করতে হবে।'

'বলছ, মার্ক হেইডেগার প্রায় একটা সেনাবাহিনী পালছেন, এত টাকা তিনি পাচ্ছেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা

'টাকা ছাপানোর মেশিন আছে তাঁর।' হেসে উঠল ম্যাথুস। 'না। আসলে বহু বছর ধরে টাকা সরিয়েছেন তিনি, সে-সব এখন জার্মানী থেকে এনে ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাংকে জমা করছেন।'

ফাঁকা একটা জেটিতে লঞ্চ বাঁধল ওরা। ব্যাগ খুলে রানার দিকে একজোড়া ট্রেইনার ছুঁড়ে দিল ম্যাথুস, জুতো খুলে নিজেও একজোড়া পায়ে গলাল। জ্যাকেট খুলে গায়ে এক প্রস্থ ক্লাইম্বিং রোপ জড়াল সে, তার ওপর ভারি একটা কালো পুলওভার। স্যুটের পকেট খালি করছে, একে একে বেরিয়ে এল মানিব্যাগ, রীল-এ জড়ানো সরু তার, আর ছোট একটা ৬.৩৫ এমএম বেইবী বেরেটা। এগুলো সে ট্রাউজারের পকেটে আর ওয়েস্ট ব্যাগে রাখল।

'এত ছোট অস্ত্র ব্যবহার করো তুমি?' বেইবী বেরেটা দিয়ে লক্ষ ভেদ করতে হলে রীতিমত দক্ষতা দরকার, নইলে গুলি করতে হবে খুব কাছ থেকে। এটাকে

ঠিক 'স্টপিং' পিস্তল বলা যাবে না।

হাসার সময় ম্যাথুসের দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'বড় পিস্তল আমার পছন্দ নয়, সাধারণত কাজও সারি একেবারে কাছ থেকে। প্রতিবার তিন ফুট দূর থেকে দু'চোখের মাঝখানে। প্রচণ্ড শব্দে আমার ভয় লাগে।' নাইলনের এক প্রস্থ ক্লাইম্বিং রোপ ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। জ্যাকেট খুলে রানাও সেটা শরীরে পেঁচাল, তারপর আবার জ্যাকেট পরল। 'যা নেয়ার কথা সব তুমি নিয়েছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, দেখল ওর জার্মান সঙ্গী ওয়েস্টব্যাণ্ডে আরও একটা জিনিস গুঁজে রাখছে—মোটাতাজা চেহারা, একটা হিলটন পাইরোটেকনিক পিস্তল। 'পুলিস যদি থামায়, তাহলে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সত্যি কথা বলতে কি, ওদেরকে এখানে পুলিস বলা হয় না, রানা।'

'সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা আমিও জানি, ম্যাথুস। ক্যারাবিনিয়ারি। থামালে কি হবে? আমি সিরিয়াস।'

'বলব বাড়িতে ঢোকার চাবি হারিয়ে ফেলেছি।'

লঞ্চ থেকে নেমে ডোজ'স প্যালেসের উল্টোদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এগোল ওরা, তারপর মোড় ঘুরে চওড়া স্কয়ারে পৌঁছুল। সেন্টমার্ক-এর ক্যাথেড্রালটা এখানেই, ভেনিসের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার, ওপরদিকটা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। তিন কি চার বছর আগে শেষ বার এখানে এসেছিল রানা, মনে পড়ল দিনের বেলা এই স্কয়ারে ট্যুরিস্টদের কি রকম ভিড় লেগে থাকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি সারা দুনিয়ার সব ধরনের লোক দেখতে চাও, পিয়্যাৎসা সান মার্কোয় চলে এসো।

অবশ্য রাত দুটোর সময় মানুষজন তো নয়ই, কুয়াশা থাকায় জায়গাটার বৈশিষ্ট্য বা আকর্ষণগুলোও পরিষ্কার দেখার উপায় নেই। ক্যাথেড্রালের শরীর মেটাল দিয়ে মোড়া, স্কয়ার থেকে অসংখ্য সরু গলি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, প্রাসাদের খিলানগুলো অলঙ্কৃত, জানে বলে কল্পনার চোখে দেখতে রানার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কুয়াশা গোটা শহরটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। রুবা, টর্টিনি আর হেগেনকে উদ্ধার করার জন্যে অনুকূল পরিবেশই বলতে হবে, ভাবল ও

ইতিমধ্যে অলিগলির ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে ওকে অনেকটা দূর এনে ফেলেছে ম্যাথুস। মাঝে মধ্যে কুয়াশা পাতলা হলে দু'একটা জিনিস চোখে পড়ে, বেশিরভাগ সময় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি টপকাতে হলো, পেরুতে হলো কয়েকটা ওভারব্রিজ। ছোট একটা চৌরাস্তায় পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হলো। গোটা শহরে শুধু বোধহয় ওরা দু'জন হাঁটছে।

রিয়ালটো ব্রিজে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল। কুয়াশায় ভাল দেখা যায় না, তবে রানা জানে যে দু'পাশে পাথরের তৈরি অসংখ্য দোকান আছে সারি সারি। এলাকাটা দিনের বেলা বিশৃংখল আর ব্যস্ত হলেও, এখান থেকে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

এই মুহূর্তে রিয়ালটোর জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে অশুভ কি যেন একটা আছে। শব্দ বলতে দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকছে, আর নিচের পানিতে বাঁধা গনডোলাগুলো বাড়ি খাচ্ছে কিছুর সঙ্গে।

অপরপ্রান্তে পৌঁছুল ওরা, ইতিমধ্যে ঘেমে গেছে দু'জনেই। আর বেশি দূর যেতে

হবে না, কথাটা ইঙ্গিতে বলার জন্যে একবার থামল ম্যাথুস, তারপর বাম দিকে বাঁক নিল। পাঁচ মিনিট পর আবার থামল সে, ছোট একটা চৌরাস্তার কিনারায়, পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে। রানার দিকে ফিরে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল। কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করেছে। তারপর মনে হলো অন্ধকারের ভেতর দূরে কারা যেন ফিসফাস করছে—আসলে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের আওয়াজ, এখন সেটা ওদের সামনে, যে বিল্ডিংগুলোর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর পিছনে।

পুলওভারের ভেতর হাত গলিয়ে রশি খুলছে ম্যাথুস, নিচু গলায় রানাকে জানাল, সরাসরি ওদের সামনের পাঁচিলটা শত্রু-ঘাঁটির পিছন দিক। স্কয়ারের ওপারে, প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। 'তুমি আগে ওঠো,' বলল সে। 'ল্যাচ খুলে স্কাইলাইট দিয়ে নিচে নামার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেল্টে আটকানো পাউচ থেকে পেন্সিল টর্চ বের করল রানা। আলো জ্বলতেই পাইরোটেকনিক পিস্তলটা বেরিয়ে এল ম্যাথুসের হাতে। এই হিলটন পিস্তলের বহু গুণ। গ্যাস ও স্মোক ফায়ার করতে পারে, পাহাড়ের গায়ে বা বিল্ডিঙের ছাদে ছুঁড়ে দিতে পারে গ্র্যাপলিং হুক। বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন অনেকগুলো ব্যারেল আছে, প্রতিটির কাজ আলাদা। রানাও তার শরীর থেকে রশি খুলল, সেটার একটা প্রান্ত ব্যারেলে ঢুকিয়ে দিল ম্যাথুস। তৈরি হবার পর রাস্তা পেরুল ওরা। থামল পাঁচিলটা থেকে পনেরো ফুট দূরে।

হাতের পিস্তল উঁচু করল ম্যাথুস, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কাত হয়ে আছে লম্বা করা হাত। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করল সে। কার্তুজ যে শব্দ করল, মনে হলো বহুদূর থেকে শোনা যাবে। আগুনের ফুলকি দেখা গেল, গ্র্যাপলিং হুক উঠে যাচ্ছে ওপরে, সঙ্গে রশি। সাদা একটা সাপের মত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

স্থির হলো রশি, ধীরে ধীরে টানছে ম্যাথুস। ছাদের ওপর থেকে ধাতব আঁচড়ানোর আওয়াজ ভেসে এল। তারপর থেমে গেল হুকটা, রশিতে টান দিয়ে পরীক্ষা করল সে, বোঝা গেল শক্তভাবেই আটকেছে। পাঁচিলটার আরও কাছে সরে এল ওরা। রশিটা নিয়ে এবার রানাও একবার পরীক্ষা করল। তারপর, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে, পাঁচিলে পা রেখে রশি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

উঠে চলেছে রানা, বেশ ব্যথা করছে কাঁধ দুটো। ওঠার পর দেখল ছাদটা সমতল, ম্যাথুস যেমন বলেছিল। রশিতে পর পর দু'বার টান দিল ও, সব ঠিকঠাক থাকার সঙ্কেত।

পা টিপে টিপে ছাদটার চারদিকে একবার ঘুরে এল রানা। দৃশ্যগুলো শ্বাসরুদ্ধকরই বলতে হবে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে কি গাঢ় ছিল কুয়াশা, এখন একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। বাঁ দিকে রিয়ালটো ব্রিজ, নিচের পানি কালো বরফের মত মসৃণ। ছাদের আরেক দিকে দাঁড়িয়ে পুরো গ্র্যাণ্ড ক্যানেলটা দেখতে পেল রানা, লেগুনের দিকে বয়ে যাচ্ছে। খালের দু'পাশের বাড়ি-ঘর ধীরে ধীরে উম্মোচিত হতে শুরু করেছে, পাতলা কুয়াশাকে আমল না দিয়ে রাস্তার আলোগুলো আবার উজ্জ্বল হতে যাচ্ছে।

স্কাইলাইট সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল, কারণ ওটার নিচে ওপরতলার ল্যাণ্ডিঙে

একটা বালব জ্বলছে। হেভী-ডিউটি প্যাডলক দিয়ে সুরক্ষিত, যদিও এত বেশি মরচে ধরেছে যে ডি-রিঙ প্রায় খসে পড়ার অবস্থা। স্ক্রুড্রাইভার বের করছে রানা, অনুভব করল কোথাও কি যেন একটা গোলমাল আছে। তারপর ধরতে পারল ব্যাপারটা। এ-ধরনের একটা বাড়ির ছাদ বাসিন্দারা অন্তত মাঝে মধ্যে ব্যবহার না করে পারে না। বিশেষ করে চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর, দেখতে না চাওয়াটা স্বাভাবিক নয়।

স্কাইলাইটের চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। প্যাডলকটা আসলে ডামি। কাঠের ফ্রেমটা লোক দেখানো একটা ব্যাপার মাত্র। অস্বচ্ছ গ্লাস স্কাইলাইট বসানো হয়েছে একটা মেটাল ফ্রেমে, নিচে বোল্ট বসিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। তারমানে শুধু নিচে থেকে অর্থাৎ বাড়ির ভেতর থেকে খোলা সম্ভব। একদিকের তিনটে কজায় তেল দেয়া, নিচে নামতে হলে ওগুলো খুলতে হবে, তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। কাজেই স্ক্রু খোলার কাজে মন দিল রানা। মাত্র একটা কজা খুলতে পেরেছে, ছাদে উঠে ওর পাশে চলে এল ম্যাথুস। দু'জন মিলে কাজটা শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। গোটা স্কাইলাইটটা ওরা টানাটানি করায় নড়াচড়া করছে এতক্ষণে। কজাবিহীন হওয়ায় সেদিকটা উঁচু করতে পারল ওরা, ভেতরে হাত গলিয়ে বোল্ট সরাল রানা।

দু'জনে ধরে স্কাইলাইটটা তুলতে চেষ্টা করছে, ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল গোটা ফ্রেম। স্থির হয়ে গেল ওরা, কান পেতে থাকল। না, নিচে থেকে কোন শব্দ আসছে না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সরিয়ে ফেলল ওটাকে।

খোলা জায়গা দিয়ে রশি ফেলল রানা, একটা প্রান্ত বাকমাস্টার ছুরির বাঁটে বাঁধা, ছুরিটা কাঠের ফ্রেমে গাঁথা। নিচে নামার সময় ড্যাগারটা ওর বাম হাতে থাকল। ওকে অনুসরণ করল ম্যাথুস। নিচের মেঝেতে নেমেই এএসপি বের করে সেফটি অফ করল রানা। জানে কোন শব্দ করা চলবে না, তবে প্রয়োজনে অটোমেটিকটা ব্যবহার করতে দ্বিধাও করবে না।

ল্যাণ্ডিং আর তার সামনে সিঁড়ির ধাপ কার্পেটে মোড়া, নামার সময় কোন শব্দ হলো না। নিচে থেকে কোন আওয়াজ আসছে না, কোন কিছু নড়ছে বলেও মনে হলো না। তিনতলায় পৌঁছুল ওরা, এখানে মার্ক হেইডেগার থাকেন। কোথাও কোন শব্দ নেই, বাড়ির সবাই অকাতরে ঘুমাচ্ছে। তবে সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নামার সময় বড় হলঘরে একজনকে দেখতে পেল রানা। একটা চেয়ারে বসে, ওদের দিকে পিছন ফিরে, ঝিমাচ্ছে। নিচের ধাপ থেকে মাত্র ছয় কদম দূরে।

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথুস, রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল, নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে নিচে। চেয়ারে বসা লোকটা দীর্ঘদেহী, কাঁধ দুটো চওড়া, পরনে জীনস আর সোয়েটার। যেখানে দাঁড়িয়ে পিছনটা পাহারা দিচ্ছে রানা সেখান থেকে একটা পাম্প অ্যাকশন শটগান দেখা যাচ্ছে, পড়ে আছে চেয়ারটার পাশে মেঝেতে।

হাতের তালু ঘামছে. ম্যাথুসকে অসম্ভব ধীর গতিতে এগিয়ে যেতে দেখছে রানা। ম্যাথুসের হাতে এক প্রস্থ তার বেরিয়ে এসেছে। চেয়ার থেকে দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তারের দুই প্রান্ত মুঠোর মধ্যে নিল, তারপর কনুইয়ে আটকে একটা লুপ তৈরি করল। আরও এক পা এগিয়ে লোকটার গলায় পরিয়ে দিল

লুপটা।

রানার মনে হলো এমন নিখুঁত ভাবে এই কাজ আগে কখনও করতে দেখেনি ও। অত্যন্ত শক্তিশালী লোক গার্ড, চেয়ারে বসে আধ-ঘুমে ছিল। তারটা গলায় কামড় বসাতেই বাঁকা হয়ে গেল তার পিঠ, হাত দুটো এমনভাবে ঝাপটাতে শুরু করল যেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করে পারছে না। ম্যাথুস প্রায় নড়ছেই না, শুধু তারের দু'প্রান্ত ধরে আরও জোরে টানছে। প্রথমবারের হ্যাঁচকা টানেই লোকটার কণ্ঠনালীর বারোটা বেজে গেছে। চিৎকার করার বা কোন শব্দ করার কোন সুযোগই পায়নি সে। প্রাণহীন শরীরটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়তে এক মিনিটও লাগল না।

পা দিয়ে শটগানটা সরিয়ে দিল ম্যাথুস, ইঙ্গিতে সিঁড়ি থেকে নেমে আসতে বলল রানাকে। শব্দ না করে মুখ নাড়ছে সে, সিঁড়ির পাশের প্যাসেজটার দিকে একটা হাত তুলে, বলতে চাইছে ওদিকে আরও একজন গার্ড থাকতে পারে। প্যাসেজটা সম্ভবত কিচেন, তারপর সেলারের দিকে চলে গেছে, আন্দাজ করল রানা।

প্যাসেজের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় দ্বিতীয় গার্ডকে দেখতে পেল। কিচেনের দরজা খোলা, ভেতরে একটা টেবিলের কিনারায় বসে রয়েছে সে, ডান হাতে নিয়ে সম্ভবত একটা স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে, বাঁ হাতের মগটায় নিশ্চয়ই কফি।

এবারও রানার কাঁধে টোকা দিয়ে পাশ কাটাল ম্যাথুস। এবার তার ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে বেইবী বেরেটা। কিচেনের দরজায় পৌঁছুল সে, তারপর তিন পা এগিয়ে লোকটার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন শব্দ হয়নি, লোকটা একমনে খাবার চিবাচ্ছে। তার ডান কানে পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে ম্যাথুস বলল, 'গুড মর্নিং, গোর্গি। বোকার মত কিছু কোরো না, প্লীজ, কারণ ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না।' জার্মান সুরে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছে সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা, স্যাণ্ডউইচ ফেলে দিয়ে হাতের মগটা টেবিলে নামাতে যাচ্ছে। কিচেনে ঢুকে তার অপর কানে এএসপির মাজল ঠেকাল রানা, বলল, 'বন্দীদের কাছে নিয়ে চলো আমাদের, তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। চালাকি করতে গেলে স্রেফ মারা পড়বে। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল গোর্গি। তার চেহারা দেখে মনে হলো কোনও দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এসেছে। অদ্ভুত উঁচু চোয়াল, ভাঙা নাক, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো—একটা অপরটার চেয়ে একটু নিচে—মুখ এমন তোবড়ানো যে রীতিমত কুৎসিত লাগছে দেখতে।

'জবাব দেবে ফিসফিস করে,' বলল ম্যাথুস। 'চাবি আছে? যে চাবি আমাদের দরকার?'

'আছে,' ছুঁচোর মত চিঁ-চিঁ করে উঠল গোর্গি।

'কোথায়?'

'বাঁ পকেটে।'

ঝুঁকে গোর্গির ট্রাউজার থেকে চাবির গোছাটা বের করে আনল ম্যাথুস। সব

মিলিয়ে ছ'টা বড় আকৃতির চাবি, পুরানো ও নিরেট। 'এবার খুব ধীরে ধীরে হাঁটো, দেখিয়ে দাও কিভাবে আমরা বন্ধুদের কাছে পৌঁছুতে পারি। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে গোর্গি বলল, 'টেসিয়োর কি হয়েছে?'

'আমাদেরকে এখানে দেখে বুঝতে পারছ না কি হয়েছে?'

'টেসিয়ো বেঁচে আছে তো?'

'দুঃখিত, গোর্গি।' মাথা নাড়ল ম্যাথুস। 'এসো, আমার সময় নষ্ট কোরো না।'

ইঙ্গিতে কিচেনের দ্বিতীয় দরজাটা দেখাল গোর্গি। এগিয়ে গিয়ে হাতল ঘোরাল ম্যাথুস, কবাট খুলে যেতে আরেকটা ভারি দরজা দেখা গেল। দেখে মনে হলো ইস্পাতের তৈরি, কোনও ব্যাংক-ভল্টে থাকার কথা। মাঝখানে স্পোক লাগানো হুইল রয়েছে, কী হোল আর কমবিনেশন লক সহ।

'বলো কিভাবে খুলতে হয়,' ফিসফিস করল রানা।

'নয়-ছয়-ছয়-নয়। তারপর চাবি ঘোরাবেন। সবশেষে হুইল।'

'কাজটা তুমি করবে, আমরা শুধু চাবি ঘোরাব। কোন অ্যালার্ম চালু করলে এখানে, এখুনি তোমাকে মরতে হবে।'

এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল গোর্গি যেন কাজটা তাকে খুব মনোযোগ লাগিয়ে করতে হবে। তবে সব কিছু ঠিকঠাক মতই ঘটল। দরজা খোলার পর কাঠের একটা সিঁড়ি দেখা গেল নিচে নেমে গেছে। 'আলো,' আবার ফিসফিস করল রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে একটা সুইচ দেখিয়ে দিল গোর্গি। আলো জ্বালার পর রানা বলল, 'তুমি আগে থাকো, গোর্গি।' সে কোন প্রতিবাদ করল না, ওরা তার পিছু নিল।

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এসে আরও একটা সুইচ অন করা হলো, আলোকিত হয়ে উঠল স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা একটা চেম্বার। চেম্বারের ডান দিকে পাথুরে খিলান, লোহার বার দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে পথ। বারগুলো অসম্ভব মোটা, লম্বা ও আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়েছে। গেটে চ্যাপ্টা একটা মেটাল লক।

বারগুলোর পিছনে কি যেন নড়ে উঠল। একটা গলা শোনা গেল। বিসেন ওরফে হেগেনের। 'এত রাতে আবার কি? তোমরা কি মার্টিনকে ফিরিয়ে এনেছ…?'

সেলের ভেতর ছায়ায় আরও একজন নড়ে উঠল। 'রানা! ওহ্, থ্যাংক হেভেন। রানা!' ছুটে এসে বারগুলো আঁকড়ে ধরল রুবিনা বারবি, তার কাপড়চোপড় ছেঁড়া, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, শুকনো মুখে নোংরা দাগ।

'রানা আর উস্‌ট। তোমার তো মারা যাবার কথা।' পুরানো কয়েকটা কম্বলের স্তূপ থেকে গড়ান দিয়ে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল টটিনি। 'তুমি বেঁচে আছ?'

'আমি ভূত নই, টটিনি। তুমি যা ভাবছ আমি তা-ও নই।'

'প্রমাণ করো।'

'তালা,' বলে গোর্গির মাথায় পিস্তল চেপে ধরল রানা। 'কোন্ চাবিটা দেখিয়ে দাও।' তারপর টটিনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যাথুস কোনও সমস্যা নয়। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখো।' ওর বলার ভঙ্গিতে আদেশ বা কর্তৃত্ব স্পষ্ট হয়ে

চইল।

গোর্গির দেখিয়ে দেয়া চাবি দিয়ে তালা খোলা হলো। অনায়াসে খুলে গেল গেট, তেল দেয়া থাকায় কোন শব্দ হলো না।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' এখনও হাঁ করে আছে টটিনি, ম্যাথুসের দিকে তাকিয়ে।

'বড় কঠিন প্রাণ, আমাকে মারা খুব সহজ কাজ নয়। আশা করি এতক্ষণে তোমার বন্ধু মার্টিন সম্পর্কে সব জানতে পেরেছ?'

'ওরা তাকে রাতের প্রথম দিকে নিয়ে গেছে এখান থেকে। হেইডেগার কি তাকে মেরে ফেলেছেন?'

'মার্টিন সম্ভবত তোমাকে মারার জন্যে আসছে,' নরম সুরে বলল রানা। 'পরে শুনো সব, এখন সময় নেই।' পিছু হটল ও, সেল থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই। কি করতে হবে দ্রুত সবাইকে বুঝিয়ে দিল ম্যাথুস।

গোর্গিকে ঠেলে সেলের ভেতর ঢোকাল রানা, পিছন থেকে তার মাথায় এএসপি দিয়ে আঘাত করল সজোরে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গোর্গি, দ্বিতীয় আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

'উচিত ছিল একেবারে মেরে ফেলা,' মৃদু অভিযোগের সুরে বলল ম্যাথুস।

'শব্দ করতে চাইনি,' বলল রানা।

'তোমার কাছে অত বড় একটা ড্যাগার রয়েছে কি করতে?'

'বাদ দাও তো।' গেট বন্ধ করে তালা লাগাল রানা। 'ওদেরকে বলেছ কিভাবে বেরুতে হবে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথুস। চাবির গোছাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা, সেল থেকে অনেকটা দূরে।

পথ দেখাল ম্যাথুস, পিছনে পাহারায় থাকল রানা। কিচেনে ওঠার জন্যে সিঁড়ির মাথায় পৌঁচেছে দলটা, আবার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল টটিনি, বলছে মার্টিনের কি ঘটেছে তা তার জানা দরকার। তাছাড়া, রানা কি উপলব্ধি করছে না যে প্রায় নিশ্চিত ভাবে ধরে নেয়া চলে ম্যাথুস একজন বেঈমান?

'কথা শোনো, টটিনি।' রানা হাসছে। 'যা বলা হচ্ছে করে যাও। আমাদের হাতে সময় নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

গোটা বাড়ি এখনও স্থির ও নিস্তব্ধ। টপ ফ্লোরে উঠে আসছে ওরা, এখনও কোন বিপদ হয়নি। আশ্চর্যই লাগছে রানার, ভাবেনি এত সহজে কাজটা করা যাবে।

প্রথমে ওরা হেগেনকে ওপরে পাঠাল, তারপর টটিনি আর রুবাকে। এরপর বাঁশ বেয়ে উঠে গেল ম্যাথুস। সবশেষে রানা।

ছাদে উঠে এসে বাকমাস্টার তুলে আগের জায়গায় বসিয়ে দেয়া হলো স্কাইলাইট। বন্দী তিনজন আড়মোড়া ভেঙে আড়ষ্ট ভাব দূর করছে, মুক্তি পাবার আনন্দে গায়ে মাখছে না শীত।

'রানা, এত চিন্তা হচ্ছিল আমার…,' শুরু করল রুবা।

'হ্যা বাবা, মেয়ে বটে তুমি, একটু যদি লজ্জা-শরম থাকে! স্বামী-স্ত্রীর কথা বলে সুযোগ ছাড়া…,' ছাদের কিনারা লক্ষ করে হাঁটছে রানা, ওখান থেকেই সবাইকে

রশি বেয়ে নিচে নামতে হবে, হঠাৎ কিসের একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এঞ্জিনের আওয়াজ! গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের দিক থেকে আসছে।

প্রথমে রানা ভাবল ভারি কোন জলযান স্টার্ট নিচ্ছে। কিন্তু ছাদের কিনারায় পৌঁছে দৃষ্টি ফেলল বাম দিকে।

রিয়ালটো ব্রিজের পিছন থেকে কালো কুৎসিত পোকার মত ওপরে উঠছে একটা হেলিকপ্টার। হঠাৎ সার্চ লাইট জ্বলে উঠল, রাতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেল এক নিমিষে। পরমুহূর্তে ওদের চারপাশে শুরু হলো বুলেট বৃষ্টি।

ছয়

ছাদের ওপর আড়াল নেয়ার কোন জায়গা নেই। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার, খোলা দরজায় বসে গুলি করছে একজন লোক, ছাদের পাথর গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। না আছে লুকানোর জায়গা, না আছে দৌড়ে পালাবার উপায়। পাঁচজনই ওরা একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল রানা—হেলিকপ্টার থেকে যে-ই গুলি করুক, তার উদ্দেশ্য ওদেরকে আহত করা বা মেরে ফেলা নয়।

'রশি বেয়ে নেমে যাও!' চিৎকার করল ও। 'ওরা ভয় দেখাচ্ছে, মেরে ফেলতে চাইছে না। রশি বেয়ে নেমে যাও সবাই। ধরা দাও পুলিসের হাতে। এখুনি ওরা পৌঁছে যাবে।'

রশিটা ধরে রুবাকে ঝুলে পড়তে দেখল রানা। ওদের মাথার ওপর হেলিকপ্টারটা মাত্র একশো ফুট দূরে, চক্কর দিচ্ছে অনবরত, সার্চ লাইটের আলো প্রতিবার একজনকে খুঁজে নিচ্ছে। খোলা দরজা থেকে এখন মাঝে মধ্যে এক পশলা করে গুলি হচ্ছে, এঞ্জিন আর রোটর ব্লেডের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। রানা ধারণা করল, সাইলেন্সার লাগানো উজি ব্যবহার করছে ওরা।

ছাদের কিনারা থেকে টটিনিকে নেমে যেতে দেখল রানা, তার পিছু নেয়ার জন্যে কুঁজো হয়ে অপেক্ষা করছে হেগেন। অদ্ভুত মনে হতে পারে, হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে গুলি করেনি ও। এই রেঞ্জে পাইলট বা গানারকে ফেলে দেয়া অসম্ভব কাজ নয়। কিন্তু বাধা দিয়ে রেখেছে ওর ইন্সটিঙ্কট। ও বা ম্যাথুস যদি পাল্টা গুলি করে, গানার সম্ভবত তখন খুন করার জন্যে লক্ষ্যস্থির করবে। এই মুহূর্তে আবার গুলি করছে গানার, সামান্য এক পশলা, হেগেনের যথেষ্ট কাছাকাছি। হেগেন ইতিমধ্যে রশি ধরে ঝুলে পড়তে যাচ্ছে, টটিনির পিছু নিয়ে। ছাদের কার্নিশ থেকে পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল।

'খিঁচে দৌড় দাও, ম্যাথুস। পিছু নিয়ে আসছি আমি।'

সময় নষ্ট করেনি ম্যাথুস, রানার কথা শেষ হবার আগেই রশি ধরে ঝুলে পড়ল সে।

হেলিকপ্টার আরও যেন নিচে নেমে এসেছে, ছোটার সময় চোখ ধাঁধানো

আলোর বন্যা যেন আছড়ে পড়ল রানার ওপর। হুক আর রশির প্রান্তটা শুধু দেখতে পাচ্ছে ও, সেটা ধরে টান দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইল ম্যাথুস ইতিমধ্যে নিচে নেমে গেছে কিনা। এক সেকেণ্ড পরই ঢিল পড়ল রশিতে, প্রথম দশ ফুট হড়কে নেমে গেল রানা, বাকিটুকু ধীরে ধীরে নামল।

উজ্জ্বল আলোয় চোখে এখনও অন্ধকার দেখছে রানা, নেমে এল নিচে। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে থাকল ও। হেলিকপ্টার ফিরে যাচ্ছে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে এঞ্জিনের শব্দ। কি আশ্চর্য, ভাবল ও, ওরা সবাই ওর দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? মার্টিন, রুবা, হেগেন আর ম্যাথুস—একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ঘিরে ফেলেছে ওকে।

তারপর ওর কাঁধে একটা হাত পড়ল। 'এক চুল নড় না, মাসুদ রানা।' ডিন মার্টিনের গলায় কোমলতা নেই। আরও হাত এগিয়ে এল, শরীর ও কাপড়চোপড় হাতড়ে এক এক করে ওর সবগুলো অস্ত্র তুলে নিচ্ছে।

'হয়েছে,' নির্দেশ দিল মার্টিন। 'বাকি কাজ ভেতরে গিয়ে সারবে। যাও।' রানা দেখল বাকি সবার সঙ্গে একটা দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। দরজাটা চার্চের পাশেই।

'বাড়ির এদিকটায়ও একটা পথ আছে আসা-যাওয়া করার।' হাসছে মার্টিন। 'জানা থাকলে তোমাদের অনেক সময় আর পরিশ্রম বেঁচে যেত।' তারপর গলার আওয়াজ কঠিন আর তীক্ষ্ণ করে বলল, 'জীপার্ট, এখুনি পুলিস চলে আসবে। বাইরে অপেক্ষা করো, ওরা এলে বলবে একটা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়েছে। অভিযোগ তো করবেই, সেই সঙ্গে বলবে বস্ খুব রেগে গেছেন। বাড়িটা সম্পর্কে ওরা জানে, কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। পুলিসের সবগুলো চ্যারিটিতে মোটা টাকা চাঁদা দেন তিনি। সবাই তাঁকে চেনে।'

'তুমি যা বলো, মার্টিন,' নামটা জার্মান হলেও, জীপার্টকে ইংরেজ বলে মনে হলো, তার ইংরেজিতে কোন টান নেই।

গ্রাউণ্ডফ্লোরের একটা কামরায় জড়ো করা হয়েছে ওদের। ম্যাথুসের কথাই ঠিক। ফার্নিচারগুলো ফেলে দেয়ার মত। এক কোণে একটা ডিভান, পায়াগুলো উই পোকায় গর্ত করেছে। একটা চেয়ার আর টেবিল কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়াল থেকে কাগজ ঝুলছে। জানালার কাছে মরচে ধরা মিউজিক স্ট্যাণ্ড, জানালায় পুরানো ভেলভেটের পর্দা।

চৌরাস্তা থেকে লোকজনের চড়া গলা ভেসে আসছে। সাইরেনের শব্দ শুনে বোঝা গেল পুলিস লঞ্চ পৌঁছুল।

'কেউ নড়বে না, কোন রকম শব্দ করবে না,' নির্দেশ দিল মার্টিন। তার হাতে একটা উজি রয়েছে, সঙ্গীর হাতেও তাই। এ নিশ্চয়ই ডোমেনিক বাউম, ভাবল রানা। বয়েস বেশি নয়, পরে আছে ছাই রঙা স্যুট, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা সিল্কের মত সোনালি চুল। চেহারা দেখে মনে হয় নিরীহ ভালমানুষ, তবে চোখ দুটো অন্য কথা বলে—বিপজ্জনক স্যাডিস্ট। তার নিঃশব্দ হাসিতে এমন কিছু আছে, রানার ঘাড়ের পিছনটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

অপেক্ষা করছে ওরা, বাকি সবাইকে ভাল করে দেখার একটা সুযোগ পাওয়া

গেল। ইতিমধ্যেই, সেলার থেকে বের করে আনার সময়, ওদের করুণ হাল লক্ষ করেছে রানা। তবে এখন ভাল করে তাকাতে বিস্ময়ের ধাক্কা খেতে হলো ওকে। মার্টিনের সঙ্গে ডিনার খেতে যাবে বলে ভাল কাপড়চোপড় পরে বেরিয়েছিল মেয়ে দুটো। টটিনির ড্রেসটা সাদা, সঙ্গে ছোট একটা জ্যাকেট। ড্রেসটা এখন নিচের দিকে কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, অসংখ্য দাগ লেগে নোংরা হয়ে আছে। রুবা পরেছিল নীল আর সাদা টপ, সঙ্গে ম্যাচ করা ফুল স্কার্ট, কোমরে সাদা বেল্ট জড়ানো, বাকলটা বড় হীরা আকৃতির। তার ড্রেসও ছেঁড়া আর নোংরা, দেখে চেনার উপায় নেই। দাগগুলো দেখে মনে হলো কেউ যেন লাল এক গ্লাস মদ ছুঁড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। হেগেনের স্যুটটা এত জায়গায় ছেঁড়া, ফেলে দিতে হবে ওটা।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে ওদের চেহারার। সবাইকেই ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। একরাতেই কালি জমেছে রুবার চোখের নিচে। হেগেনকে যে কড়া উত্তম-মধ্যম দেয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তার শরীর কোথাও ফুলে নেই বা রক্তেরও কোন দাগ দেখা যাচ্ছে না। টটিনির একটা চোখ কালচে হয়ে আছে, কেউ বোধহয় ঘুসি মেরেছিল। তার চোয়ালও ফুলে আছে, নাকের পাশে লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন। রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে, বোঝা গেল তাকে এমনকি ফার্স্ট এইডও দেয়া হয়নি। 'তোমার অবস্থা···এই বেজন্মাগুলো দায়ী, টটিনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্কশ সুরে মার্টিন বলল,'কোন কথা নয়, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

'কথা বললে আমার তুমি কি করবে, মার্টিন? খুন করবে?'

'হয়তো।'

'তোমার জন্যে ভালই হবে সেটা। টটিনি?'

'স্যাডিস্ট দু'জন, রানা। জীপার্ট আর বাউম। পয়জনও, রানা, তিনিও আমার গায়ে হাত তুলেছেন। বললেন ইন্টারোগেট করবেন···'

অকথ্য মাতৃভাষায় হেগেন কয়েকটা গাল দিল, জীপার্ট আর বাউমের মা-বাপকে জড়িয়ে।

'আমার নামে আজেবাজে কথা বললে তোমাকে আমি কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।' ফিরে এসেছে জীপার্ট, দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়। 'তুমি ভাল করেই জানো, হেগেন, রেগে গেলে নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারি না।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। জীপার্টকে বাউমের যমজই বলা যায়, তবে জীপার্ট সম্ভবত এক ইঞ্চি খাটো। বাউমের মত তারও চিবুক সরু আর মাথায় সোনালি চুল। হাসিটাও নিষ্ঠুর ও অশুভ, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

'ঠোলাদের বুঝিয়ে দিয়েছ ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'পানির মত, মার্টিন। বসের নাম বলতেই গলে একেবারে ছাতু হয়ে গেল।'

ওরা কথা বলছে, আর রানা ভাবছে ওর সম্পদের ভাণ্ডারে অল্প দু'একটা জিনিস এখনও যা আছে সেগুলো হাতে পাওয়া যায় কিভাবে। বাইরে দাঁড়িয়ে দ্রুত সার্চ করা হয়েছে ওকে, এখন যে-কোন মুহূর্তে আবার ভাল করে সার্চ করা হবে। তার আগেই কিছু একটা করা সম্ভব? স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেগেনের দিকে ঘুরল ও, প্রতিপক্ষদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করল শরীরের ডান দিকটা, তারপর বেল্টের ভেতর

থেকে কার্তুজ আকারের একটা স্টান গ্রেনেড বের করে ফেলল। হাতের তালুতে, বুড়ো আর তর্জনী আঙুলের মাঝখানে লুকিয়ে রাখল ওটা। কৌশলটা একজন বাঙালী জাদুকর শিখিয়েছে ওকে, হাতের তালু দেখতে না চাইলে স্টান গ্রেনেডটা ওরা খুঁজে পাবে না।

হঠাৎ আলোচনায় ইতি টানল মার্টিন, বন্দীদের দিকে ঘৃণাভরে একবার তাকিয়ে বাউমকে নির্দেশ দিল, 'ওদেরকে সেলারে নিয়ে যাও।' তারপর হেসে উঠল সে, বলল, 'না, মাসুদ রানা, তুমি এখানে থাকছ। তুমিও, ম্যাথুস।' তারপর আবার বাউমকে বলল. 'গোর্গি কুত্তাটা সুস্থবোধ করছে কিনা দেখো। এমনিতেই একজন কম লোক নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আমি চাই না ক'জন ইংলিশ ভূতের কারণে আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব ভেস্তে যাক।'

'ভূতেদের জাত্যভিমান প্রবল, মার্টিন। ব্রিটিশ ও আমেরিকান ভূত বলো। আর আমাকে বলো বাঙালী ভূত।'

'শাট আপ!' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রানার গালে আঘাত করল মার্টিন। মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হের হেইডেগার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন বলে এখনও তুমি বেঁচে আছ, তা না হলে এখানেই আমি তোমার রক্ত পান করতাম, বুঝলে!'

'মার্টিন, হাতে প্রচুর সময় আছে, ওকে আমরা ধীরে ধীরে মারব।' এক পা থেকে অপর পায়ে শরীরের ভার চাপাল জীপার্ট, হাতের উজি বাগিয়ে ধরে আছে। রানার দিকে তাকাল সে।। 'হের হেইডেগারের ইন্টারোগেশন পদ্ধতি যতক্ষণ না দেখছ, ধরে নাও দুনিয়ার কিছুই তোমার দেখা হয়নি।' নিঃশব্দে হাসছে সে, রক্ত উঠে আসায় গাঢ় হয়ে উঠল মুখের লালচে রঙ।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হের হেইডেগারকে বলার মত কিছু নেই আমার। বুঝতে পারছি না কেন তিনি আমাকে ইন্টারোগেট করতে চাইবেন।'

'যে-কোন একটা অজুহাত খুঁজে নেবেন তিনি।' এক পা পিছাল মার্টিন। 'তার আগে আমরা তোমাদের দু'জনকে খোলা কাপড়ে দেখতে চাই। সার্চ করা হবে।'

পনেরো মিনিট ধরে সার্চ করা হলো, যা যা পাওয়া গেল সব জড়ো করা হলো ডিভানে। ইতিমধ্যে মার্টিনের নির্দেশে আবার কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে ওরা। পাসপোর্ট আর ক্রেডিট কার্ডগুলো ডিভানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, 'এগুলো কাজে লাগতে পারে। চালু লোক তুমি, রানা।'

'বেল্ট পরলে তুমি কিছু মনে করবে, মার্টিন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একান্তই যদি মর্যাদা হারাতে হয়, আমি চাই তখন যেন কোমরে অন্তত ট্রাউজারটা থাকে।'

চওড়া বাকল সহ চওড়া লেদার বেল্টটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মার্টিন, তারপর ধরিয়ে দিল রানার হাতে। বেল্ট থেকে সবগুলো পাউচ আর লেদার হোল্ডার সরিয়ে নিয়েছে ওরা, তবু ওটা ফিরে পাওয়া সান্ত্বনা পুরস্কারের মত, কারণ ওটার ভেতর এখনও দুটো জিনিস রয়ে গেছে। কাপড়চোপড় পরছে রানা, ছোট্ট গ্রেনেডটা ট্রাউজারের পকেটে লুকিয়ে রাখল। এখন যদি ও আর ম্যাথুস বাঁচে, তারপর

রুবাদের সঙ্গে সেলারে কিছুক্ষণ থাকার সুযোগ পায়, পালিয়ে যাবার হয়তো ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

বাউম ফিরে এল।

'ওদেরকে তুমি প্রার্থনা করতে বলেছ?' মুচকি হেসে জানতে চাইল মার্টিন।

'ধ্যান করতে বলে এসেছি।' বাউমের নিঃশব্দ হাসি শুধু ভীতিকর নয়, অশ্লীলও,গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার।

'চলো তাহলে।' ম্যাথুসের পিঠে একটা পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল মার্টিন। 'সত্যি তোমরা ভাগ্যবান। এখন তোমরা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, যিনি শীঘ্রি গোটা ইউরোপে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছেন।'

'সেই সুদিনের অপেক্ষাতেই তো আছি,' বিদ্রূপ করল ম্যাথুস, পিস্তলের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল।

'সত্যি তাই, সেদিন বেশি দূরেও নয়,' বিড়বিড় করল বাউম।

হলঘরে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে, দুর্ভাগা টেসিয়ো যেখানে মারা গেছে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা। ম্যাথুসের কথা অনুসারে এই ফ্লোরেই থাকার কথা মার্ক হেইডেগারের।

ল্যাণ্ডিঙে তিনটে দরজা, একটায় নক করল মার্টিন। ভেতর থেকে নরম একটা গলা ভেসে এল, 'কাম।'

দরজা খুলল মার্টিন, পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা দু'জন। এই প্রথম মার্ক হেইডেগারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায়, একটু একটু করে গোটা ডস নেটওঅর্ক ধ্বংস করেছেন ভদ্রলোক, সিআইএ আর বিএসএস-কে পঙ্গু করে দিয়েছেন ইউরোপে। সুব্রতের কথা মনে পড়ল রানার। সুব্রত বড়ুয়া, ওর প্রিয়পাত্র; তার মৃত্যুর জন্যেও এই মার্ক হেইডেগার দায়ী। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর অনুরোধে এই অ্যাসাইনমেন্টে আসার অন্যতম কারণও সেটা, বড়ুয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ।

একসময় ইস্ট জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর সর্বময় কর্তা ছিলেন হেইডেগার, যদিও তাঁর কোন ফটো দেখেছে বলে রানার মনে পড়ে না। তবে গত কয়েক দিনে তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে ওর মনে, কল্পনায় চেহারাটা আন্দাজ করে নিয়েছে। হরর সিনেমার কুৎসিত অভিনেতাদের মত, প্রতিবন্ধী একজন মানুষ, বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্যে হেন কোন দুষ্কর্ম নেই যা তিনি করতে পারেন না।

প্রথম দর্শনেই হিটলারের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পেল রানা। ভদ্রলোক লম্বা নন, পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির বেশি হবেন না। লেদার দিয়ে মোড়া কাঠের একটা চেয়ারে বসে আছেন, খামচে ধরে আছেন হাতল দুটো, খোলা মুখের ভেতর ধারাল দাঁত দেখা যাচ্ছে। চেয়ারের লেদার যেমন চকচক করছে, ভদ্রলোকের চেহারাতেও সেরকম চকচকে একটা ভাব লক্ষ করার মত।

পরে আছেন ভেলভেট স্মোকিং-জ্যাকেট, গাঢ় রঙের ট্রাউজার, সিল্ক শার্ট, সাদা টাই। তাঁর সবকিছুই খুব মসৃণ, মাথায় ও মুখে কোন চুল-দাড়ি না থাকায় ভাবটা আরও পূর্ণতা পেয়েছে। গোল চাঁদের মত মুখ, রঙটা বেগুনি-লাল, নাকটা গোলাপী। চেহারাই বলে দেয়, ভদ্রলোক সম্পর্কে যা যা শোনা গেছে সবই

সাত্তা—শয়তান, নিষ্ঠুর, আপসহীন।

'কাম ইন, জেন্টেলমেন। কাম ইন।' গলার সুর নরম, শুনলে মনে হবে যেন অভয় ও সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

'আপনি চান আমরা থাকি, হের হেইডেগার?' জিজ্ঞেস করল মার্টিন।

'দরকার নেই, মার্টিন। কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করো তোমরা। প্রয়োজন হলে আমি ডাকব।'

জীপার্ট আর বাউমকে নিয়ে বেরিয়ে গেল মার্টিন। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মার্ক হেইডেগারের চেহারা। 'বেন,' আগের মতই নরম সুরে বললেন তিনি। 'আবার তোমার দেখা পেয়ে ভাল লাগছে, তবে স্বীকার করছি, তোমার ওপর একটু রেগে আছি আমি। তোমাকে ভেনিসে আসতে বলেছিলাম আজ, গতকাল নয়। তুমি কি আমার নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিলে? নাকি ধরে নেব, আমার নির্দেশ গ্রাহ্য করতে চাওনি?' সম্ভবত রানার কথা ভেবেই ইংরেজিতে কথা বলছেন তিনি, জার্মান টান ছাড়াই।

হাসির এমন শব্দ হলো, বোঝা গেল ম্যাথুস নার্ভাস বোধ করছে। 'আমি জানতাম কেন আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনার ধারণা, আমি একটা বোকা?'

'না।' ছোট টাক মাথা এদিক ওদিক সামান্য নড়ল। 'না, তোমাকে কেউ বোকা বললে আমি তা বিশ্বাস করব না। বেঈমান? হ্যাঁ। কিন্তু বোকা?...হ্যাঁ, বোকার ভান করতে পারো, তবে তা আসলে নও তুমি।' রানার দিকে তাকালেন হেইডেগার। অদ্ভুত এক জোড়া চোখ, রঙটা প্রায় বেগুনিই বলা যায়। মণি দুটো থেকে একটা আলো বেরুচ্ছে বলে মনে হলো, যেন কৌতুক ও উল্লাস বোধ করছেন। 'কমাণ্ডার রানা সম্পর্কেও কথাটা বলা যায়। বোকা? নেভার।'

'মেজর রানা, একান্তই যদি পদ ব্যবহার করেন।'

'আমি আপনাকে ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করছি, স্যার,' বললেন হেইডেগার, হাসছেন তিনি। 'আপনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক্স মেজর হলেও, ব্রিটিশ রয়াল নেভীর একজন কমাণ্ডারও...'

'তাহলে ক্যাপটেন রানা বলুন।'

'রিয়েলি? কই শুনিনি তো আপনার প্রমোশন হয়েছে! মাই কংগ্রাচুলেশন্স, স্যার। বাট ওয়েলকাম। আমার শান্তির নীড়ে স্বাগতম, ক্যাপটেন রানা।' ম্যাথুসের দিকে ফিরলেন হেইডেগার। 'বেন, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করলে কেন? আর কেনই বা এমন সব ব্যাপারে নাক গলালে...'

'কারণ আমি জানতাম আপনি কি করতে যাচ্ছেন,' বাধা দিয়ে বলল ম্যাথুস। 'আপনার কাকা জো স্ট্যালিনও এই একই কৌশল ব্যবহার করতেন।'

মাথা ঝাঁকালেন হেইডেগার, মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। 'হ্যাঁ, তা তিনি করতেন, করতেন বৈকি। দৃশ্যগুলো এখনও ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, যেন গতকালকের ঘটনা। উনি ছবি দেখছেন, আমি তাঁর পাশে বসে আছি। চার্লি চ্যাপলিনকে ভারি পছন্দ করতেন, আর বিশেষভাবে প্রিয় ছিল টারজান সিরিজটা। কোথায় কি ঘটছে সব তিনি আমাকে জানাতেন। বলতেন, "মার্ক,

দেখো, পশুদের ডাকছে টারজান। আমারও বোধহয় একজোড়া পশুকে ডাকা উচিত।'' এরপর তিনি দু'জন লোকের নাম উচ্চারণ করতেন। ''মার্ক, আমি নিশ্চিত, ওরা আমার পিছনে ষড়যন্ত্র করছে।'' কান্টসেভো-য় ডাকতেন তাদের—তাঁর নিজের ভিলায়। খবর পাঠাতেন একজন বন্ধুর মত। ডিনার খেতে এসো। ড্রিঙ্ক করতে এসো। এ-ধরনের কিছু। তবে নিজের নাক ছুঁয়ে আমাকে বলতেন, ওরা যে বেঈমানী করছে সে-ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ধারণা সব সময় সত্যি হত। সব সময় দেখা যেত যাদের তিনি ডেকেছেন তারা অবশেষে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তাঁর আচরণ সব সময় যুক্তিনির্ভর ছিল। নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত সবাইকে তিনি বেনিফিট অভ ডাউট দিতেন। তাদের তিনি স্বাগত জানাতেন, কিন্তু একবার অপরাধ স্বীকার করার পর···বুঝতেই পারছ, সেটা তখন অন্য রকম গল্প হয়ে দাঁড়াত।'

'আর আমার গল্পটাও অন্য রকম না হয়ে পারত না। সম্ভবত ভাড়াটে গুণ্ডা দু'জনের হাতে তুলে দিতেন আমাকে, তাই না? জীপার্ট আর বাউমের হাতে?'

'না, বেন। তোমাকে তুলে দেয়া হত টেসিয়ো আর গোর্গির হাতে। কি জানো, অল্পের জন্যে আমাকে তোমরা ধরতে পেরেছ। আজই চলে যাচ্ছি। তুমি তো জানোই, ভায়োলেন্স আমি কি রকম ঘৃণা করি। ওরা যখন কাজটা করবে, আশপাশে আমি থাকতে চাই না···কি করবে তা-ও তুমি জানো।' ম্লান, বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটল হেইডেগারের ঠোঁটে। 'খুবই খারাপ কথা টেসিয়োকে তুমি মেরে ফেলেছ। সে খুব একটা বুদ্ধিমান হয়তো ছিল না, তবে আমাদের আদর্শের প্রতি পুরোপুরি আত্মনিবেদিত ছিল। টেসিয়ো আর গোর্গি, ওদের মত পোষমানা আর কেউ হতে পারবে কিনা সন্দেহ, কি বলো, বেন?'

ম্যাথুস কথা বলল না।

'বেন, বেন, বেন।' খেদ প্রকাশ পেল হেইডেগারের বলার সুরে। 'তোমার অর্জন তো কম ছিল না। যখন জানলাম তুমি দু'রকম খেলা খেলছ—উদাহরণ হিসেবে বলি, তোমার ডুবে মরার ভান করার ব্যাপারটা—আমি খুব মনমরা হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, বেন, তুমি আমাকে বিষণ্ণ করে তোলো। কারণ বেশ কিছুদিন আমি বিশ্বাস করেছিলাম সঠিক উপাদানে তৈরি তুমি।'

'সঠিক উপাদান কোন্টা?' জিজ্ঞেস করল রানা। হেইডেগারের নরম সুর আর নিরীহ ভালমানুষ চেহারা ঠাণ্ডা একটা ভয় জাগিয়ে তুলছে ওর মনে।

'দুই ভাঁড়, গর্বাচেভ আর ইয়েলেৎসিন, যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেটা অবশ্যই সঠিক উপাদান নয়। আমরা ক্ষান্ত হবার আগে ওদেরকেও ভুগতে হবে। মানবসভ্যতার কল্যাণে বিশাল যে-সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে সব ওই দুই কীট ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। পার্টির মর্যাদা, লেনিনের দূরদৃষ্টি, কাকা স্ট্যালিনের দৃঢ়তা, লাভরেন্তি বেরিয়ার প্রজ্ঞা—সব আজ অর্থহীন বলে মনে হয়, দায়ী গর্বাচেভ আর ইয়েলেৎসিন। এ তাদের অক্ষমনীয় অপরাধ।' কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, মার্ক হেইডেগার আপন মনে বিড় বিড় করছেন, আর ঠিক এই মুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল, দেখে শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হলেও উনি আসলে বদ্ধ একটা উন্মাদ।

'না, বেন,' বিড়বিড় করা বন্ধ হয়েছে হেইডেগারের। 'না। তোমাকে আমি

শাস্তি না দিয়ে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ, কাজেই বাকি সবার মত তোমাকেও ভুগতে হবে। খুব খারাপ ভাবে নিয়ো না, অন্তত একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা কোরো যে তুমি একা নও। এই চরম মূল্য আরও কয়েক শো লোককে দিতে হবে আগামী হপ্তায় বা আগামী মাসে।' তাঁর কথা বলার ঢঙে শত্রুতা বা রাগের আভাস পর্যন্ত নেই। ডিন মার্টিনকে ডাকার সময় গলা এমনকি একটু চড়লও না।

'বেনকে নিয়ে যাও, মার্টিন। বাকি সবার সঙ্গে রাখো ওকে। বিদায়, বেন। আমার বিশ্বাস, সত্যিকার একজন পুরুষমানুষের মত মারা যাবে তুমি, মর্যাদা না খুইয়ে।'

ম্যাথুস চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি। জীপার্ট আর বাউমের দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে গেল মার্টিন। দরজা বন্ধ হবার পর রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'প্লীজ সিট ডাউন, মাই ডিয়ার স্যার। আমাদের কথা হওয়া দরকার, যদিও আজ রাতে চলে যাবার আগে অনেক কাজ সারতে হবে আমাকে।' কথা বলছেন, তার বাম দিকের দরজাটা খুলে গেল।

'আহ্, মাই ডারলিং। তুমি বিদায় নিতে এসেছ। গুড। এসো, তার আগে তোমার সঙ্গে ক্যাপটেন রানার পরিচয় করিয়ে দিই।'

'ক্যাপটেন রানা, ইট'স আ প্লেজার।' রানা যেমন আশা করেছিল মেয়েটার বয়েস তারচেয়ে অনেক কম। লম্বা, একহারা গড়ন, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হবে যেন ক্যাটওয়াকে হাঁটছে কোন স্টার মডেল। সোনালি চুল দুই কাঁধে স্তূপ হয়ে আছে।

'আমার সঙ্গিনী, ক্যাপটেন রানা। আমার সঙ্গিনী ও আমার অনুপ্রেরণা, রিটা কদেমি।' ছোট, মেদবহুল ও লালচে একটা হাত চেয়ারের হাতল ছেড়ে এক সেকেণ্ডের জন্যে উঁচু হলো।

হাঁটার ভঙ্গি যাই হোক, রিটা কদেমিকে সুন্দরী বলা যাবে না। ঠোঁটগুলো লিপস্টিক দিয়ে রাঙানো, বড় বেশি চওড়া লাগছে দেখতে। নাকটা ছোট। তবে দেহসৌষ্ঠব আকর্ষণীয়। কালো স্ল্যাকস আর কসাক জ্যাকেট পরে আছে। একটা লম্বা হাত বাড়াল সে, নেইলপলিশের রঙ লিপস্টিকের সঙ্গে মেলানো। ভদ্রতার খাতিরে হ্যাণ্ডশেক করল রানা, মেয়েটার হাতের তালু আশ্চর্য শুকনো লাগল, যেন মুঠোর ভেতর একটা সাপ ধরেছে।

'গল্প করার সময় নেই বলে সত্যি আমি দুঃখিত,' হঠাৎ নিয়ন সাইনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেই পরমুহূর্তে আবার নিভে গেল কদেমির হাসি। হিচকক-এর 'সাইকো'-তে দেখা মোটেলটার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল রানার মনে। 'আসলে, বুঝতেই পারছেন,' বলে যাচ্ছে সে, 'আমাকে আগে পৌঁছে দেখতে হবে ডিয়ার মার্কের জন্যে সব রেডি করে রাখা হয়েছে কিনা। সন্দেহ নেই সামনের দিনগুলো কঠিন যাবে, তবে শেষ পর্যন্ত জিত হবে আমাদেরই। দুঃখ এই যে আমাদের সেই গৌরব দেখার জন্যে আপনি তখন বেঁচে থাকবেন না।'

কদেমি যে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল তার পিছনে কি যেন নড়ছে বলে মনে হলো। ঘাড় ফেরাল রানা। ঘরের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটাসোটা মেয়েটা, সোয়া ইসাবেলা। তাকে রানা শেষ বার দেখেছে প্যারিসে।

'নোয়াকে আপনি চেনেন বলেই আমার বিশ্বাস,' একটা হাত তুলল কদেমি।

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে একবার গাড়িতে ছিলাম কিছুক্ষণ।'

'ছিলেন বৈকি, মি. রানা,' বলল ইসাবেলা, মার্থা টটিনির বাচনভঙ্গি নকল করে। 'শুধু ছিলেন না, আমার এক বন্ধু কার্ল ভোলককে ভুগিয়েছেনও।'

'ভোলকের ওটা পাওনা ছিল।'

অশ্লীল একটা গাল দিল ইসাবেলা, নরম গলায় তাকে থামিয়ে দিলেন হেইডেগার। 'মাই ডিয়ার নোয়া, শান্ত হও। ভোলকে সুস্থ হয়ে উঠবে। মি. রানা মারা যাবেন। এরচেয়ে ফেয়ার আর কিছু হতে পারে না। তবে তোমাদের দু'জনকে আমি আর দেরি করিয়ে দেব না। কাল আবার আমরা সবাই এক হব, কেমন?'

সামনে ঝুঁকে হেইডেগারকে চুমো খেলো কদেমি, প্রথমে ঠোঁটে, তারপর কপালে ও বন্ধ চোখে। 'কাল,' ফিসফিস করল সে।

মসৃণ, টেকো মাথা দুলে উঠল। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মার্ক হেইডেগারের চেহারা। 'শুধু মনে রেখো, ডিয়ার রিটা, আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে তোমার অবস্থান।'

অপ্রত্যাশিত মিষ্টি শব্দে হেসে উঠল কদেমি, শুনে শরীর দুলিয়ে মুখে হাতচাপা দিল ইসাবেলা।

'ঠিক আছে, মার্ক ডিয়ার। কাল।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা, বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সেই সঙ্গে আবার রানার মনে হলো কিছু একটা মনে পড়তে চাইছে ওর। প্যারিসে ফিরে গেল ও, কার্ল ভোলকে আর নোয়া ইসাবেলার সঙ্গে গাড়িতে রয়েছে, কি কি কথা হয়েছে স্মরণ করতে চাইছে। একটা শব্দ বা একটা বাক্য মনের গভীর থেকে উঠে আসছে, কিন্তু আবার ফাঁকি দিয়ে তলিয়ে গেল।

'এবার আমাদের কথা হওয়া দরকার, মি. রানা। বুঝতেই পারছেন, আমার হাতে সময় খুব কম।'

'কি নিয়ে কথা হবে আমাদের, হের হেইডেগার?'

'নির্দিষ্ট কিছু কথা আপনার ভেতর থেকে বের করে আনতে হবে আমাকে। যেমন, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমার সম্পর্কে কতটুকু কি জানে। আপনার মনেও নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে, তাই না? শেষ দিনগুলোয় অনেক ঘটনা ঘটেছে—আপনার শেষ দিনগুলোয়। আমাকে আপনি এমন নির্দয় ভাববেন না যে শূন্যস্থানগুলো পূরণের কোন সুযোগ না দিয়েই আপনাকে কবরে পাঠিয়ে দেব। শূন্যস্থান বলতে, এই যেমন ধরুন, ফিডেলব্যাক স্পাইডার। হ্যাঁ, ওগুলোর কথা আপনাকে জানাতে চাই আমি। সত্যি দু'একটা খেয়ে ফেলেছিলেন নাকি?'

'না।'

'তাহলে তো বলতে হবে আমাদের সব পরিশ্রম বৃথা গেছে, খুবই দুঃখজনক।'

'শূন্যস্থানগুলো পূরণ করার পর কি হবে? তখন আমরা কি নিয়ে কথা বলব, হের হেইডেগার?'

'তখন আমরা শুধু একটা বিষয়ে কথা বলব, মি. রানা—মৃত্যু। নিজেকে যাতে ঠিকমত তৈরি করে নিতে পারেন সেজন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হবে আপনাকে। যদি

বিশ্বাসী হন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্রার্থনায় বসারও সুযোগ পাবেন। হ্যাঁ, আমরা শুধু মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলব তখন। আপনার মৃত্যু সম্পর্কে, অন্যান্যদের মৃত্যু সম্পর্কে। ভেনিস হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ডেথ ইন ভেনিস, কি চমৎকার একখানা বই হবে, তাই না? কে জানত, স্পাই জগতের কিংবদন্তীর নায়কের কপালে লেখা আছে তার মৃত্যু হবে ভেনিসে? শুরু করুন, মি. রানা, প্রশ্ন করুন। আপনিই আগে শুরু করুন। আপনার প্রশ্নগুলো কি শুনতে চাই আমি।'

সাত

'হ্যাঁ, তা ঠিক, দু'একটা জিনিস বুঝিনি আমি।' রানার খেয়াল আছে, উন্মাদ মার্ক হেইডেগারকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে ওদের, কারও কোন মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবার আগেই। কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার, তবে প্রথম কাজ বেঁচে থাকা। তারপর সম্ভব হলে ফ্যানাটিক গ্রুপটাকে ব্যর্থ করা। একমাত্র উনিই বলতে পারবেন মার্ক হেইডেগার কোথায় কি আতঙ্ক ছড়াবার প্ল্যান করেছেন।

'তাহলে জিজ্ঞেস করুন।' চেয়ারের পিছন দিকে সরে বসলেন হেইডগার, ফলে তাঁর পা দুটো কোন রকমে মেঝে ছুঁয়ে থাকল। পায়ের পাতা দিয়ে কার্পেটে ড্রাম বাজাতে শুরু করলেন তিনি, যেন খেয়েদেয়ে মোটা তাজা এক ছেলে জেনেশুনে বিরক্ত করছে।

'ডসকে কেন, হের হেইডেগার? যে নেটওঅর্ক এমনিতেই ভেঙে যেত, সেটাকে ধ্বংস করার জন্যে এত পরিশ্রম করার কি দরকার ছিল?'

'আহ্! উত্তম প্রশ্ন, মি. রানা! শুনুন তাহলে। আমাদের অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল তখনই আমি জানতাম শুধু একটা গ্রুপ আমাদের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারটাও ছিল, কারণ ডস নেটওঅর্ক হিসেবে খুব সফল হয়। ওদের বেশিরভাগ এজেন্টের পরিচয়, অপারেশন-এর টেকনিক ইত্যাদি জানার পরেও, আমাকে বিব্রত করার মত শক্তি ডসের ছিল। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এ-সব আমি জানলাম কিভাবে। ভুলে যাবেন না, ডিন মার্টিন ছিল আমার লোক। আমার লোক হিসেবে কিছুদিন ম্যাথুসও ছিল।'

'বোধহয় আরও একটা কারণ ছিল। আপনি কমিউনিজমের পতন মেনে নিতে পারেননি।'

'কেন মেনে নেব? পতনের কথা যারা বলে তারা বিশ্বাসঘাতক। অশুভ শক্তি।'

'আপনার সাবেক বস্ কার্লোস ভিনেগাল সম্পর্কে কি বলবেন?'

এই প্রথম হেইডেগারের চেহারায় রাগের ভাব ফুটল। 'তিনি কোনদিনই আমার বস ছিলেন না। আমরা দু'জন রাস্তার দু'দিকে কাজ করতাম। তাঁকে আমি ভাল করে চিনতামই না।'

'ডসে আপনি অনুপ্রবেশ করতে সফল হন, অথচ তারপরও ওদেরকে ভয় পেতেন?'

'শুনুন, মি. রানা, ব্রিটেন ও আমেরিকায় তথ্য পাচার করবে ওরা, এই সুযোগ ওদেরকে আমি দিতে চাইনি। ডসের কয়েকজন লোক জানত আমার আস্তানাগুলো কোথায়—ভেনিস তো মাত্র একটা। তাছাড়া, যে-কোন দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, বেঁচে থাকার কোন অধিকার আসলে ওদের ছিল না।'

'তারমানে আসলে ব্যাপারটা প্রতিহিংসা ছিল?'

হিসহিস করে উঠলেন হেইডেগার, যেন একটা সাপ হাসছে। 'আপনি যখন বলছেন, ধরে নিন তাই ছিল।' তারপর, যেন হঠাৎ কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে, তাড়াতাড়ি আবার বললেন, 'তবে এখনও আমি বিশ্বাস করি, ওরা আমার ক্ষতি করতে পারত। ওরা খুব ভাল করেই জানত যে আমি সহজে হাল ছাড়ব না। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কমিউনিজম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সেই আদর্শের পরাজয় কোনদিন আমি মেনে নেব না। ওরা নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছে যে আমি নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করতে রাজি নই, শেষ দিন পর্যন্ত লড়ে যাব, যতদিন না আন্তর্জাতিক কমিউনিজম তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। এই আদর্শ আমার জীবন, আরও কোটি কোটি মানুষের জীবন। ডসের সদস্যরা সে-কথা জানত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'কাজেই আপনি এক এক করে ওদেরকে মেরে ফেলতে শুরু করলেন?'

'লাম···লাম···লাম···করলাম,' সুর করে বললেন হেইডেগার, ঠোঁটে শিশুসুলভ সরল ও মনভোলানো হাসি লেগে রয়েছে, পায়ের পাতা দিয়ে মেঝেতে ড্রাম বাজাচ্ছেন।

'এরপর ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে দেখে কন্ট্রোলার দু'জনকেও মেরে ফেললেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনার শিষ্য সুব্রত বড়ুয়া আর জেনিফার নেলসন বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল, একেবারে কাছে চলে আসছিল।'

'কার হাতে মারা পড়ল তারা?'

'মার্টিনের হাতে, অবশ্যই।' সামান্য বিস্মিত দেখাল হেইডেগারকে, ব্যাপারটা যেন ভুলে যাওয়া অতীতের। তারপর মৃদু, কোমল শব্দে হাসলেন একটু। 'অত্যন্ত চালাক, আমাদের এমানুয়েল কোহেন—এটা ওর আসল নাম। সে আমাকে বুদ্ধি দিল, ওদেরকে যদি মারতেই হয়, আসুন এমনভাবে মারি, ওরা যাতে একটা মেসেজ পায়—প্রতিটি মৃত্যু যাতে কোল্ড ওঅর লেখা স্ট্যাম্প হয়, ওদের গায়ে ছাপ ফেলুক। স্বভাবতই তার সঙ্গে একমত হই আমি। কাজেই বড়ুয়াকে গাড়ির ধাক্কা খেয়ে মরতে হলো, আর জেনিফারকে মরতে হলো পিস্তল থেকে বেরুনো সায়ানাইডে।' আধবোজা চোখে, যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছেন তিনি। 'আপনাকে বলা দরকার, জেনিফারের মৃত্যুটা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। যে পিস্তলটা কোহেন ওরফে মার্টিন ব্যবহার করে, সেটা ছিল ওই জাতের সর্বশেষ সংস্করণ। কয়েক বছর আগে মস্কো সেন্টার থেকে মিউজিয়াম পীস হিসাবে সংগ্রহ করেছিলাম আমি। আজকাল আর কেজিবি এ-ধরনের জিনিস তৈরি করে না। কোল্ড ওঅর-এর স্মৃতি ধরে রাখতে চায়,

এমন যে-কোন সংগ্রাহকের কাছ থেকে কম করেও হাজার ডলার দাম পাওয়া যাবে।'

'রুবা বারবি আর আমার সম্পর্কে কিছু বলুন এবার।'

'আহ্!' মাথাটা একদিকে কাত করে মুখের চেহারা এমন আড়ষ্ট করে তুললেন, যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছেন হেইডেগার। 'আপনার বা মেয়েটার সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া ছিল না। আপনাদেরকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছেও কখনও আমার ছিল না।'

'তবু চেষ্টা করেছিলেন।'

'আসলে করিনি। মাকড়সাগুলো ছিল স্রেফ ওয়ার্নিং। ভেবেছিলাম মেসেজটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু কৌশলটার মধ্যে রসিকতার পরিমাণ বেশি হয়ে যাওয়ায় আপনি মর্মটুকু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।'

'সত্যি ব্যর্থ হই।'

'না। ভুল হলো। মেসেজটা আপনারা ঠিকই বুঝেছিলেন, তবে গ্রাহ্য করেননি। সে যাই হোক, এরপর খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়।'

'মেনহ্যামকে বাখ-এর ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে—কোহেন ওরফে মার্টিনের ভূমিকায়?'

'কৌশলটা সফল হয়···'

'কিছু সময়ের জন্যে, হ্যাঁ।'

'মি. রানা, ওহ্ মি. মাসুদ রানা!' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন হেইডেগার। 'শুধু যদি আপনি ওরকম মারমুখো না হয়ে উঠতেন। মেনহ্যাম আমাদেরকে নিশ্চিত করেছিল, প্যারিসগামী ওই ট্রেনে আপনারা থাকবেন, আমরা ভারি চমৎকার একটা অপারেশনের আয়োজন করেছিলাম। আমি আমার সেরা দু'জন ছেলেকে ব্যবহার করি···'

'সেডার লিটেন আর ক্রুমার হেকসাম?'

চওড়া হতে শুরু করল হেইডেগারের বুক, তারপর হিসহিস শব্দে নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'লিটেন আর হেকসাম, হ্যাঁ। সত্যি ওরা খুব কাজের ছেলে ছিল। মি. রানা, তখনও আপনাদের কোন ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। আয়োজন করা হয়েছিল আপনাদেরকে ট্রেন থেকে সরিয়ে এনে যতদিন না আমার কাজ শেষ হয় ততদিন কোথাও লুকিয়ে রাখা হবে।' রঙিন বিলিয়ার্ড বলের মত দেখতে মাথাটা আবার এদিক ওদিক নড়ল। 'শুধু আপনি যদি গোঁয়ার্তুমি না করতেন। লিটেন আর হেকসাম মারা যাবার পর আপনার ওপর খুব রাগ হয় আমার। কাজটা করা আপনার উচিত হয়নি, মি. রানা। বিশেষ করে আপনার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে যখন আমাদের ছিল না।'

কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করছে না, মনে মনে ভাবল রানা।

'হ্যাঁ, খুব রেগে যাই। অথচ, দেখুন কেমন নরম আমার মন, তারপরও আপনাদেরকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে আমার হয়নি। বোধহয় আপনি তা জানেনও। কার্ল ভোলকে আর নোয়া ইসাবেলা আপনাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে

দিল, এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? ইচ্ছে করলে ওই প্যারিসেই আপনাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারত ওরা।'

রানার মনে পড়ল, ভোলকে আর ইসাবেলা ওকে ছেড়ে দেয়ায় অবাক হয়ে গিয়েছিল ও।

'তবে ভোলকে আবার আমাদের পিছনে লাগে,' বলল রানা।

'সেজন্যে ভোলকের ওপর আমি রেগে যাই।'

'আবার সে আমাদের পিছু নেয়ায়?'

'না। মি. রানা, বোকা সাজতে ভালই জানেন আপনি। ভোলকের ওপর আমি রেগে যাই, কারণ কাজটা সে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। সে আপনাকে হোটেলের ভেতরই ঘায়েল করতে পারত। রাস্তায় কোন লোকের সঙ্গে বেআইনী কিছু কখনোই করা উচিত নয়। বড় বেশি লোকজন, বড় বেশি ফাঁকা জায়গা। ভোলকে এরকম ভুল করবে, এ আমি আশা করিনি।'

'ইতিমধ্যে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন আমাদেরকে মেরে ফেলবেন?'

'সবাইকে নয়, না। আপনাদের সঙ্গে টটিনি ছিল। তাকে আমি চেয়েছিলাম। ওহ্ ডিয়ার, ইয়েস। তাকে আমার খুব জরুরী দরকার ছিল। আমি নিশ্চিত, তাকে জেরা করার সময় রিটাও আমার সঙ্গে থাকতে চাইত। মি. রানা, মনে একটা খেদ থেকে গেল যে রিটাকে চেনার মত সময় নেই আপনার হাতে। সে আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছে।' মনে হলো লাটিমের মত এক পাক ঘুরে সিলিঙের দিকে উঠে গেল হেইডেগারের চোখ, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। 'টটিনি সত্যি দারুণ দেখিয়েছে। কোন তুলনা হয় না। প্রত্যেককে ফাঁকি দেয় সে। ভারি চালাক। তবে এখন সে আমার মুঠোয়, কাজেই ওদিকটা ঠিক আছে।' আবার উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চেহারা।

'মেনহ্যাম আর খুদে লোকটা সম্পর্কে কিছু বলুন। জকির মত দেখতে, মুলার।'

'মুলারের আসল নাম দোনাভিচ। তার জন্যে দুঃখ হয়। সত্যি কাজের লোক ছিল। তাকে আমি বহুবার ব্যবহার করেছি। ইউক্রেনের লোক, পরিবারের সবাই প্যারিসে থাকে। না, অনেক আগেই রাশিয়া ছেড়ে ফ্রান্সে চলে যায় ওরা, দুই পুরুষ আগে। বেচারা মুলার, সে এমন কি রুশ ভাষাটাও ভাল করে শেখেনি, কিন্তু পার্টির প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ছিল তার। কঠিন পরিশ্রম করত।'

'তার মৃত্যুর ব্যাপারটা, হের হেইডেগার? মেনহ্যাম যেন ধরে নিয়েছিল ডস দায়ী। আসলে কি ঘটেছিল আপনি জানেন?'

মাথা তুললেন হেইডেগার, কসম খেয়ে বলতে পারবে রানা তাঁর চোখে পানি দেখতে পাচ্ছে। 'ওরা সবাই সোনায় গড়া মানুষ, আর আপনারা তাদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। লিটেন, হেকসাম, মেনহ্যাম ছাড়াও আরও দু'জন—আপনাকে তুলে আনার জন্যে হিলটনে পাঠিয়েছিলাম যাদেরকে। হ্যাঁ, তারাও মারা গেছে। এখানকার ইমার্জেন্সী সার্ভিসে আমার বন্ধু আছে। দু'জনেই মারা গেছে। আরও আছে। টেসিয়ো, ভালমানুষ মুলার। সবাই তারা খাঁটি মানুষ, আদর্শের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল, এবং মারা গেছে আপনার হাতে। আপনার আর

বেনের হাতে।'

'আপনিও, হের হেইডেগার, এরকম অসংখ্য ভালমানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন।'

বিস্মিত দেখাল হেইডেগারকে, রানা যেন তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছে। 'সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, মি. রানা। আপনি তা জানেন।'

'মুলারকে কে খুন করল, হের হেইডেগার?'

'প্যারিসে পৌঁছে কি করতে হবে জানত না মেনহ্যাম। তার পৌঁছুনোর কথা একা, স্টেশনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মুলার ছিল। আপনি আর আমেরিকান মেয়েটাও আশপাশে রয়েছেন তখনও। আমার ধারণা, গোটা ব্যাপারটাই ওদের দু'জনকে দিশেহারা করে তোলে। তার ওপর, ছোট্ট আরেকটা সমস্যা ছিল। মেনহ্যাম আর মুলারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা। বুঝে নিন কি বলতে চাইছি।'

'তো?'

'তো, সত্যি কথাটা মেনহ্যামকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘাবড়ে যেত সে, মাথাটাই হয়তো খারাপ হয়ে যেত। বলা যায় না, হয়তো আমার বিরুদ্ধে চলে যেত।'

'সত্য কথাটা কি?'

অনেকক্ষণ কথা বললেন না হেইডেগার। দূরে কোথাও, অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, ঘণ্টা বাজছে। 'আপনার ধারণা ঠিক। আপনাকে আমার সত্যি কথা বলতে হবে। মুলারের মৃত্যুর জন্যে আপনি, কাবিনা বার্বার বা ডস দায়ী নয়। ভেতরকার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এই পদক্ষেপটা নিতে হয়েছে আমাকে। তাহলে শুনুন, মুলার চোর ছিল। আমার আর কোহেন ওরফে মার্টিন, দু'জনের কাছ থেকেই চুরি করত। সাধারণত টাকাই। মোটা টাকা। বহু বছর ধরে অপারেশনাল ফাণ্ড সংগ্রহ করি আমি...'

রানা ভাবল, একা শুধু তুমি নও হেইডেগার, সর্বহারাদের রাজত্ব কায়েমের বুলি আওড়ে তোমার মত আরও অনেক সাচ্চা কমিউনিস্ট কোটি কোটি টাকা সরিয়ে ফেলে, বিপদের সময় কাজে লাগবে ভেবে।

'আপনি বলেছেন, জকির মত দেখতে। আসলেও সে ঘোড়া ভালবাসত। মেনহ্যামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, মেয়েমানুষের প্রতিও তার দুর্বলতা ছিল। ব্যাপারটা আমরা জানতে পারি মাসখানেক আগে। আসলে এক মাস আগেই একটা লাশে পরিণত হয় সে। মেনহ্যাম ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে, শুধু এই কথাটা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা। মুলারের সঙ্গে মেনহ্যামকেও না হারাতে হয়, এটাই ছিল আমার ভয়। যদিও শেষ পর্যন্ত তাকেও আমার হারাতে হলো, তাই না?'

'তারমানে মুলারকে আপনি খুন করেন?'

'আর কোন উপায় ছিল না। সে জানত, যেমন আমার সব লোক জানে—আমি কঠোর শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় সে-ও জানত যে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আয়োজনটা করে ভোলকে। প্রথমে মেনহ্যামের ওপর

হামলার ভান করা হলো, তারপর মুলারকে ছুরি মারার ঘটনাটা ঘটল। তার খুনী, খুব দক্ষ এক লোক ছিল, ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করে বলে গেল, "হেগেন প্রতিশোধ নিল"। এতে করে, স্বভাবতই, মেনহ্যামের মনে ডসের প্রতি আরও খানিকটা ঘৃণা জন্মাল। ওই দৃষ্টিতে দেখলে, ব্যাপারটাকে একটা সাফল্যই বলতে হবে। সে যে সঠিক পথে আছে, এটা বুঝতে সাহায্য করে ওই ঘটনা। পরবর্তী প্রশ্ন?'

'আপনার প্ল্যান? ঠিক কি করতে যাচ্ছেন আপনি?'

'মি. রানা, মি. রানা, মি. রানা। আপনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আপনাকে জানানো চলে না। ব্যাপারটা কৌশলগত রীতি, নিজেদের অপারেশনাল মুভ সম্পর্কে আলোচনা না করা। যেমন ধরুন···এই দেখুন, ভুলে একটা নাম বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম। দুঃখিত, এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। এমন কি আপনার মত একটা মড়াকেও নয়।'

শয়তানের বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে নিয়ে গর্ব করা। সবাইকে বোঝানো, সে কত চালাক। কাজেই আরেকবার চেষ্টা করে দেখা দরকার, ভাবছে রানা। 'সত্যিই যদি বিশ্বাস করেন যে আমি একটা মরা মানুষ, তাহলে বললেও কোন ক্ষতি নেই। একটা অতৃপ্তি নিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে না। শুধু একটু আভাসই না হয় দিন।'

'ঠিক আছে, সামান্য একটু আভাস। কাল রাতের মধ্যে ইউরোপ একটা ঝাঁকি খাবে। ইউরোপিয়ান কমিউনিটির স্টক মার্কেটে মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। ব্ল্যাক ডেথ-এর মত অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে গোটা ইউরোপে। ব্যস, শুধু এইটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাকুন। এবার আমার পালা, মি. রানা। আমি প্রশ্ন করব, আপনি জবাব দেবেন।'

কথা বলার মধ্যে দৃঢ়তার কোন অভাব নেই, লক্ষ করল রানা। বোঝা যাচ্ছে, আর কোন তথ্য বের করা যাবে না। একমাত্র উপায় হলো পালাবার একটা পথ করে নিয়ে হেইডেগারকে কাবু করা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা।

'গুড।' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হেইডেগারের চেহারা, আবার তিনি পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে ড্রাম বাজাতে শুরু করলেন। 'মজা লাগছে, সময়টা উপভোগ করছি। খুব বেশি কিছু জানার নেই আমার। জরুরী প্রশ্ন একটাই। ব্রিটিশ বা আমেরিকানরা কি আমার এই আস্তানা সম্পর্কে জানে? তারা কি জানে আমি ভেনিসে?'

'বোধহয়। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তারা দুয়ে দুয়ে চার যোগ করে নিয়েছে। কিভাবে জানে বলতে পারব না, তবে উত্তর হ্যাঁ-ই হবে।'

'জানার পর তাদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'আমার কোন ধারণা নেই।'

'আপনাকে আর মেয়েটাকে যখন পাওয়া যাবে না, ওরা কি ব্যাক-আপ টীম পাঠাবে?'

'সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবে না। বোধহয় দু'একদিন পর পাঠাবে।'

সামনের দিকে ঝুঁকলেন হেইডেগার, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছেন না।

'সঙ্গে সঙ্গে নয়। দারুণ, চমৎকার! আপনি আমাকে সত্যি কথা বলছেন তো মি. রানা? সঙ্গে সঙ্গে নয়।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'আমি ইউরোপে কি করতে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই। তবু একটা প্রশ্ন জাগছে মনে। বিএসএস বা সিআইএ কি কোন আভাসও পায়নি? আমার প্ল্যান পরিকল্পনা সম্পর্কে?'

'না,' নির্দ্বিধায় বলল রানা।

'গুড। আপনি সত্যি খুব বড় মাপের স্পাই, মি. রানা। পুঁজিবাদ অভিজ্ঞ ও অনুগত একজন ক্রীতদাসকে হারাবে। আশা করি একটা ব্যাপারে আমার প্রশংসা না করে ওরা পারবে না। সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখব অনাড়ম্বর হলেও আপনার প্রতি যেন খানিকটা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এবার আমাকে আপনার ক্ষমা করতে হবে, রওনা হবার আগে হাতের কাজগুলো শেষ করতে চাই। আপনার সঙ্গে গল্প করে খুব খুশি হলাম, মি. রানা। আপনার কৌতূহল মেটাতে পেরে ভাল লাগছে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আর কতক্ষণ বেঁচে আছি আমরা?'

'কে জানি, ঠিক বলতে পারছি না। এক ঘণ্টা। কিংবা আরও কিছু বেশি। রাত নামার আগে আমি রওনা হচ্ছি না, তবে আমি একা নই; আমার সঙ্গে বাকি সবাইও যাচ্ছে। প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়েছে। জীপার্ট আর বাউম যখন···আপনি জানেন?'

'এক ঘণ্টা যথেষ্ট সময়, মানসিকভাবে তৈরি হবার জন্যে।'

'শুনে খুশি হলাম।' গলা সামান্য একটু চড়িয়ে কোহেন ওরফে মার্টিনকে ডাকলেন হেইডেগার। ভেতরে ঢুকল মার্টিন, পিছু পিছু এল জীপার্ট আর বাউম।

রানার দিকে ঝট করে একটা হাত বাড়ালেন হেইডেগার। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা, হ্যাণ্ডশেক করা তো দূরের কথা, মাথাটা একটু ঝাঁকালও না।

'ও, আচ্ছা, ব্যাপারটাকে আপনি এভাবে নিচ্ছেন। বেশ, বেশ। তবে আমি আপনাকে শুভ বিদায় জানালাম।' দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলেন হেইডেগার। রানার গায়ে হাত দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ছিল জীপার্ট আর বাউম, ঘন ঘন ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে বের করে আনল ওকে, সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে কিচেনে ঢোকাল, সেখান থেকে নামিয়ে আনল সেলারে।

সেলের তালা খোলা হলো, ধাক্কা দিয়ে রানাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল বাউম। তার পাশে উজি বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করছে জীপার্ট।

সেলের উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুবা, টর্টিনি, ম্যাথুস আর রেগোন।

একটু পরই ফিরে আসছি, গেটে তালা লাগিয়ে বলল বাউম।

'আমরা ফিরে এলেই খেলা শুরু হবে,' বলল জীপার্ট। 'তোমাদের শেষ খেলা।

চলে গেল ওরা, যাবার আগে শুধু ওদের মাথার অনেক ওপরের বালবটা ছাড়া বাকি সব আলো নিভিয়ে দিয়ে গেল।

সবাই মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্ণ পরিবেশ। সবচেয়ে বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে রুবা। ছুটে এসে রানার গায়ে আছড়ে পড়ল সে, ওর কাঁধে মুখ গুঁজে দিল, ফোঁপাচ্ছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিল রানা। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল সে। 'এত তাড়াতাড়ি আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাব, এ আমি কখনও ভাবিনি, রানা! অকস্মাৎ এই বাঁধ ভাঙা প্লাবন যদি বিব্রত করে তোমাকে, সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। মৃত্যু... সেজন্যেও আমি দুঃখিত। এ স্রেফ অবিচার। তোমাকে পেলাম, অথচ এখুনি আবার হারিয়ে ফেলব।'

'শুধু প্রেম না, সবাই আমরা সব কিছু হারিয়ে ফেলব,' মৃদুকণ্ঠে বলল টটিনি। 'যদি না...।' হঠাৎ চুপ করে গেল সে, আশায় দপ করে জ্বলে উঠল চোখ দুটো, তাকিয়ে আছে রানা ও ম্যাথুসের দিকে।

ম্যাথুসের দিকে ফিরে হাত-ইশারায় সঙ্কেত দিচ্ছে রানা, কথা না বলে জানতে চাইছে সেলে আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা।

মাথা নাড়ল ম্যাথুস। 'নেই, রানা। যে-কোন কারণেই হোক, সবাই ওরা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'তোমার কোন প্ল্যান আছে?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল হেগেন।

'এটাকে ঠিক প্ল্যান বলা যায় না।' এমন নিচু সুরে কথা বলছে রানা, এগিয়ে এসে গলা লম্বা করতে হলো সবাইকে। 'তবে খানিকটা সময় পেলে ওদেরকে চমকে দিতে পারব' ঝুঁকে রুবার ঘাড়ে হালকা চুমো খেলো ও। 'কি জানো, আশা করিনি আমারও তোমাকে এতটা ভাল লেগে যাবে।' ভাল লাগাটা মিথ্যে নয়, আর সেজন্যেই ব্যাপারটা বিস্ময়কর। 'আমার জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে এক কি দু'জনকে ভালবেসেছি তারাও আজ কেউ নেই আমার পাশে, অনেক দিন হলো আমি একা তুমি আমার একাকীত্ব দূর করবে, পরস্পরকে আমরা ভালবাসব, নিয়তির বোধহয় সেরকমই ইচ্ছে' রানা ভাবছে, এ স্রেফ পাগলামি; কাজ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে রুবার সঙ্গে প্রায় কোন কথাই হয়নি ওর। মেয়েটা কি পছন্দ করে বা অপছন্দ করে সে-সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। ট্রেনে শুধু একটা রাত একসঙ্গে কাটিয়েছে ওরা। রুবার জীবন সম্পর্কে, তার পরিবার সম্পর্কে কিছুই ওর জানা নেই অথচ মেয়েটার চোখে চোখ রেখে ভালবাসার কথা বলছে ও।

'সত্যি? সত্যি ব্যাপারটা একতরফা নয়?' আনন্দে ঝিক করে উঠল রুবার চোখ দুটো 'তাহলে অবশ্যই আমাদের মুক্তি পেতে হবে।'

'হাঁ, ঠিক আমি যা ভাবছি।' একে একে বাকি সবার দিকে তাকাল রানা, প্রত্যেকের দিকে কয়েক সেকেণ্ড করে তাকিয়ে থাকল, সবার মনে আশার আলো ছড়িয়ে দিতে চাইছে বেন ম্যাথুস, পরীক্ষিত বন্ধু; প্রকাণ্ডদেহী হেগেন, গম্ভীর চেহারা নিয়ে টটিনির পাশে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যেন পাহারা দিচ্ছে তাকে; টটিনি, শত বিপদের মধ্যেও টিকে আছে এখন পর্যন্ত; রুবা, মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে ওর কাছে। 'এবার শোনো, কি করতে চাই আমি।' দ্রুত

বলে গেল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা।

কেউ কোন প্রশ্ন করল না

মাথার ওপরের বালবটা বেশিরভাগ আলো ফেলছে সেলের পিছন দিকে, সেদিকে একবার তাকিয়ে আদর্শ একটা জায়গা বেছে নিল রানা, তারপর কোমর থেকে বেল্টটা খুলল। বেল্টের বাকলটা অস্বাভাবিক বড়, ডিজাইন হিসেবে খোদাই করা রয়েছে দুটো সাপ। ওগুলোর লেজ ধরে ঘোরাতেই ইস্পাতের তৈরি এক জোড়া প্রোব বেরিয়ে এল, লম্বায় চার ইঞ্চির সামান্য ছোট। বেল্টের অপর প্রান্তের সেলাই আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে দু'ভাগ করে ফেলল রানা, ভেতরে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি অন্যান্য বস্তু, এমন কৌশলে লুকানো যে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেও অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না। ভেতর থেকে দুটো জিনিস বেছে নিল রানা, লম্বা করা প্রোবগুলোর মাথায় আটকাল, ঠোঁটে স্বস্তির হাসি। এখন দেখেই ওগুলোকে চেনা যাচ্ছে। একটা সাধারণ লক পিক, মাথার দিকটা সামান্য বাঁকা, অপরটা টেনশন রেঞ্চ, নব্বুই ডিগ্রী বাঁকা, মাথার দিকটা প্রায় চ্যাপ্টা।

গেটের তালা খুলতে মিনিট পনেরো লাগল। বোল্ট সরাল রানা। 'বাকি কাজ আরও কঠিন,' বলল ও। 'হেগেন।'

হাসিমুখে গেট খুলে সেল থেকে সেলারে বেরিয়ে এল হেগেন। ফিরে এল ত্রিশ সেকেণ্ড পর, সেলের বাইরের বালবটা খুলে এনেছে। সুইচ রয়েছে সিঁড়ির নিচের দিকে। সেলারে দু'বার আনা হয়েছে রানাকে, দু'বারই লক্ষ করেছে ও, প্রথমে সিঁড়ির মাথার সুইচটা অন করে ওরা, শেষ লোকটা নিচে নামার পর দ্বিতীয় সুইচ অন করে সেলারের আলো জ্বালে।

বালবটা হাতে নিয়ে দু'হাতে ধরল রানা—একহাতে কাচটা, অপর হাতে মেটাল স্ক্রু। ধীরে ধীরে প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করল, মেটাল থেকে গ্লাস আলাদা করতে চাইছে। দুটো আলাদা হয়ে গেলে গ্লাসের ভেতর ভ্যাকিউম থাকবে না, তবে বোঁটায় ফিলামেন্টটা থাকবে, আর মেটাল বেস-এর সঙ্গে সংযোগ থাকবে বোঁটার। এভাবে একটা বালবে কারিগরি ফলানো হলে সুইচ অন করা মাত্র আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ফিউজ হয়ে যাবে, তবে একটা চার্জে আগুন ধরাতে ওই ফুলকিই যথেষ্ট।

তিন মিনিটের মাথায় বালবটা দু'ভাগ করে ফেলল রানা। ভেতরের ফিলামেন্ট অটুট রয়েছে। লুকিয়ে রাখা স্টান গ্রেনেড থেকে চার্জ পাওয়া যাবে। দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করছে ও। পিক-এর সাহায্যে গ্রেনেডের বেস থেকে মোম মাখানো কার্ডবোর্ড রিঙ খুলে নিল, চাপ দিয়ে সিলিণ্ডারটাকে ফাঁক করা ঠোঁটের আকৃতি দিল। গ্রেনেড থেকে বালির মত পদার্থ ঢুকল বালবের ভেতরে। এই কাজেও প্রচুর সময় লাগল, প্রায় পনেরো মিনিট কাজটা শেষ হতে ধাতব বোঁটায় আটকে দিল গ্লাসের গোড়া, নিচু গলায় সাবধান করে দিয়ে ধরিয়ে দিল হেগেনের হাতে।

সেলের ভেতর থেকে ওরা দেখল আবার আগের জায়গায় বালবটা লাগাচ্ছে হেগেন। রানা অনুভব করল, ওর হাতের তালু ঘামছে। নতুন করে জোড়া লাগালেও, আগের মত শক্তভাবে আটকায়নি, সময় হবার আগে ওটা যদি মেঝেতে খসে পড়ে তাহলে আর কোন আশা থাকবে না ওদের

ফিরে এল হেগেন। সেল থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ডান দিকে গা ঢাকা দিল রানা। গেটটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। টীমের সবাই জানে কাকে কি করতে হবে।

অপেক্ষা করছে ওরা।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। তারপর সিঁড়ির মাথা থেকে তালা খোলার আওয়াজ ভেসে এল, সেই সঙ্গে জীপার্ট আর বাউমের কথা বলার শব্দ।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, সেলের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে দেখতে পেল গেট থেকে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে ম্যাথুস আর হেগেন ওদের পর লাফ দেবে টটিনি আর রুবা। বিশেষ করে টটিনি জেদের সুরে জানিয়েছে, তারাও পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম ট্রেনিং পায়নি, কাজেই প্রয়োজনের সময় দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে রাজি নয়।

ওপর থেকে সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠল, দু'জোড়া পায়ের শব্দ নেমে আসছে।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে জীপার্ট বলল, 'প্রার্থনা শেষ তোমাদের?'

'প্রার্থনায় আমাদের সম্পর্কে কিছু বললে?' সেলারে নেমে এল বাউম, বগলে উজি 'ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ্য হবে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

হেইডেগারের ডেথ স্কোয়াড সেলারে প্রায় নেমে এসেছে।

সেলারে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে সুইচের দিকে জীপার্ট হাত তুলতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুজল রানা। পরমুহূর্তে বজ্রপাতের মত তীব্র একটা আলো ছুটল বালবটা থেকে, বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেল ওদের কানে।

লাফ দিল রানা, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীপার্টের মাথায় ঘুসি মারল। ছিটকে পড়ে গেল জীপার্ট, হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে চিৎকার করছে। ছুটে গিয়ে আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, এলোপাতাড়ি লাথি আর ঘুসি মারল।

কি ঘটেছে বাউম তা বুঝতে পারার অনেক আগেই গেট থেকে লাফ দিয়ে তার ওপর পড়েছে ম্যাথুস আর হেগেন মাথার ওপর বালবটা বিস্ফোরিত হওয়ার সময়ই হাতের উজি ফেলে দিয়েছে সে। চোখে অন্ধকার দেখছে, তা সত্ত্বেও একটা হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বের করে আনল পিস্তলটা। দুটো গুলি করারও সময় পেল সে। তবে তারপরই তার ঘাড়ে এসে পড়ল ম্যাথুস আর হেগেন, অবিরাম ঘুসি মারছে।

জীপার্টকে এখনও মারছে রানা, টটিনির চিৎকার শুনে স্থির হয়ে গেল। 'রানা, জলদি! রুবা! ও আহত হয়েছে!'

জীপার্ট আর বাউম সেলারের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু রুবা একেবারে স্থির, দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। এখনও তাকে ছোঁয়নি ও, তবু জানে মারা গেছে সে। বাউমের একটা বুলেট গুঁড়িয়ে দিয়েছে তার বুক, ঢুকেছে হার্ট ফুটো করে। উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সে, বিশাল এক গর্ত তৈরি করে বেরিয়ে এসেছে বুলেটটা। দু'হাতে ধরে শরীরটা চিৎ করল রানা, দেখল সাদা সিল্ক ড্রেস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঘাড়ে হাত দিয়ে পালস পেল না রানা। আলতো স্পর্শে চোখ দুটো বন্ধ করে দিল, ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল সেলারের মেঝেতে।

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে রানা। ছোঁ দিয়ে একটা উজি তুলে নিয়ে

বলল, 'খুন করো শালাদের! আমি হেইডেগারকে ধরতে যাচ্ছি।'

আর কেউ দেখতে না পেলেও, টটিনির চোখে ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা—রানার চোখে পানি! ছুটতে ছুটতে সিঁড়ির ওপরে উঠে এল রানা, খোলা দরজা দিয়ে কিচেনে ঢুকতেই দেখতে পেল মার্টিনকে।

আট

সন্দেহ নেই বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসছে মার্টিন, হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল। কিচেনে ঢুকেও থামেনি সে, দরজার দিকে ছুটছে। পিস্তলটা দেখতেই পায়নি রানা, একটা হাত উঁচু করে কনুইটা সবেগে নামিয়ে আনল মার্টিনের মুখে, একই সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে সজোরে গুঁতো মারল উরুসন্ধিতে। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, কুঁজো হয়ে গেল শরীরটা, একটা হাত দিয়ে চেপে ধরল তলপেটের নিচেটা, অপর হাত উঠে গেল মুখে। হাঁটু দিয়ে এবার তার মুখে আঘাত করল রানা।

ছিটকে পড়ল মার্টিন, মাথাটা বাড়ি খেলো টেবিলের কোনায়। ব্যথায় গোঙাচ্ছে সে, গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। 'নেহাতই আনাড়ি লোক দেখছি!' বলে তার মুখে লাথি কষল রানা। গোটা তিনেক লাথি খেয়ে স্থির হয়ে গেল মার্টিন, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মুখ তুলল রানা, দেখল কুৎসিত দর্শন গোর্গি ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। ঘোৎ ঘোৎ আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলার ভেতর থেকে, ফাঁক হয়ে আছে মোটা ঠোঁট জোড়া, ভেতরে উঁচু-নিচু দাঁত দেখা যাচ্ছে। রানার মনে হলো তার হাতের স্মিথ ফোর স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটাও ওর দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসছে।

খকখক আওয়াজ করছে গোর্গি, সেই সঙ্গে ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুলটা। 'কি হলো, রানা? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু একটা করো। লাফ দাও। বা খারাপ একটা গাল দাও। উত্তেজিত করো আমাকে।' আবার শুরু হলো খকখক হাসি, খুব মজা পাচ্ছে সে। 'তুমি আমাকে উত্তেজিত না করলে গুলি করি কিভাবে!' তার পিস্তল ধরা হাত সামান্য কাঁপছে।

'গুলি আমি করব, গোর্গি,' কিচেনের দরজা থেকে বলল ম্যাথুস, উজিটা দুহাতে বাগিয়ে ধরে আছে ইচ্ছে করলেই গোর্গির মাথা উড়িয়ে দিতে পারে।

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল গোর্গি, রানার মনে হলো কয়েক ঘণ্টা। তারপর ধীরে ধীরে রিভলভারটা নিচু করল সে।

'টেবিলে রাখো,' নির্দেশ দিল ম্যাথুস। সামনে বাড়ল রানা, টেবিল থেকে অস্ত্রটা তুলে নিয়ে মেঝের দিকে ঝুঁকল, সেখান থেকে তুলে নিল মার্টিনের অটোমেটিকটাও।

'রানা, অস্থির হলে চলবে না,' বলল ম্যাথুস। 'হেইডেগারকে মেরে ফেলতে চাইছ তুমি, কিন্তু ভুলেলে চলবে না যে তাঁর একটা প্ল্যান আছে। প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে তাঁর সেই প্ল্যানটা কি। তুমিই না বললে তাঁর ভাব দেখে মনে হয়েছে

ইতিমধ্যেই জিতে গেছেন তিনি?'

সেলের গেট খুলে সেলারে বেরিয়ে আসার আগে হেইডেগারের সঙ্গে কি কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সব ওদেরকে জানিয়েছে রানা। ম্যাথুসের কথা শুনে বড় করে একটা শ্বাস টানল ও, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'টর্টিনি আর হেগেন রুব্বার লাশটা সেল থেকে বের করে আনছে,' বলল ম্যাথুস। 'পরে এক সময় আমরা তাকে সসম্মানে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব। তার আগে হাতের-কাজ শেষ করতে হবে। জোকার দু'জনকে নিচে নিয়ে যাই চলো, তারপর দেখি হেইডেগার কোথায় আছেন।'

'তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন,' এক জোড়া উজির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে চাইছে গোর্গি।

'ফিরবে কখন জানো?'

'ঘণ্টাখানেক পর। জীপার্ট আর বাউম তোমাদেরকে মারার সময় আস্তানায় তিনি থাকতে চাননি।'

'ওকে আমি নিচে নিয়ে যাচ্ছি,' উজি নেড়ে কিচেন থেকে নেমে যাওয়া সিঁড়িটা গোর্গিকে দেখিয়ে দিল ম্যাথুস। রানার দিকে ফিরে মাথা নোয়াল গোর্গি, সবিনয়ে, কুৎসিত মুখে ক্ষমা প্রার্থনার ম্লান হাসি লেগে রয়েছে। তারপর ম্যাথুসের নির্দেশ মত সিঁড়ির দিকে এগোল।

মেঝে থেকে গুঙিয়ে উঠল মার্টিন।

'ফিরে এসে নিয়ে যাব ওকে,' বলে গোর্গির পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ম্যাথুস।

আবার গুঙিয়ে উঠল মার্টিন, মুখ থেকে খানিকটা রক্ত ফেলল, সঙ্গে একটা দাঁত। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। নাকটা ভেঙে গেছে। 'কি করেছ আমার তুমি? ইউ বাস্টার্ড...'

'ভাগ্য ভাল যে আমার সামনে পড়েছিলে, ম্যাথুসের সামনে পড়লে বেগুন ভর্তা হয়ে যেতে।'

'এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাদের...'

এগিয়ে এসে মার্টিনের পাঁজরে একটা লাথি মারল রানা। 'চুপ!'

হেগেনকে নিয়ে ফিরে এল ম্যাথুস। মার্টিনকে এমন অনায়াস ভঙ্গিতে কাঁধে তুলে নিল হেগেন, যেন পালক ভর্তি হালকা একটা বস্তা সে। ওরা চলে যাবার পর ম্যাথুস বলল, 'টর্টিনি এখুনি উঠে আসছে। মনে হলো জীপার্টকে তুমি বোধহয় মেরেই ফেলেছ। বাউম এখনও বেঁচে আছে। ওদেরকে সেলের ভেতর তালা দিয়ে রেখেছে হেগেন। আর গোর্গি মেরীর কিরে খেয়ে বলছে, সে আমাদের কেনা গোলাম হয়ে বেঁচে থাকতে চায়।'

'স্বার্থ রক্ষা পেলে সাপের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করবে সে।'

'তা যা বলেছ। তুমি চাও নিচে গিয়ে শেষ করে আসি বাউমকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখন আর তার কোন দরকার নেই।'

কিচেনে উঠে এল টর্টিনি, সরাসরি এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, অনেকক্ষণ ছাড়ল না। 'কি বলব আমি, রানা? আমি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী গালকেও

হারালাম। আমার কিছু ভাল লাগছে না। এখন আমরা কি করব, রানা?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'কাজ একটাই, মার্ক হেইডেগারকে আটকানো।'

উদ্বেগ আর ভয় ফুটে উঠল টর্টিনির চেহারায়। 'রানা, উনি একা নন। আশপাশে, গোটা শহরে, অসংখ্য মিত্র আছে তাঁর। এখনও অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে আমাদের। দেখে কিছু বোঝা যায় না, মাখনের মত নরম একজন মানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি। এমন চতুর বদমাশ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। কমিউজমের জন্যে, স্ট্যালিনিজমের জন্যে উনি করতে পারেন না এমন কোন কাজ নেই...'

'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো উনি...?'

'হ্যাঁ, বিপজ্জনক। সচল একটা বোমা, রানা। চরমপন্থী হাজার হাজার ভক্ত আর শিষ্য আছে তাঁর। তাদেরকে ব্রিফ করতে শুনেছি আমি। মানুষকে এমনভাবে সম্মোহিত করতে পারেন, জুড়ি মেলা ভার। আদর্শের জন্যে তো বটেই, শুধু গুরুর জন্যেও জান দিতে পারে তারা। তুমি সম্ভবত তাঁকে পাগল বলে ধরে নিয়েছ, কিন্তু তা সত্যি নয়। পাগলামির ভান করে প্রতিপক্ষকে বোকা বানানো একটা কৌশল তার। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হেইডেগারের মত নেতারা তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন...'

সাজানো ঘটনার মত বাড়ির ভেতর কোথাও একটা দরজা খোলা বা বন্ধ হবার শব্দ হলো, তারপরই শোনা গেল হেইডেগারের গলা, 'মার্টিন? জাঁপার্ট? বাউম?'

মার্টিনের পিস্তলটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজল রানা, টর্টিনির হাতে ধরিয়ে দিল স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হলো হেইডেগারের গলা অনুসরণ করে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন তিনি, এখনও নিজের লোকজনদের ডাকাডাকি করছেন।

হলে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ওর দু'পাশে ম্যাথুস আর টর্টিনি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন হেইডেগার; উজিটা তাঁর দিকে উঁচু করল রানা, নরম সুরে বলল, 'প্রয়োজন?'

ল্যাণ্ডিঙে চরকির মত আধপাক ঘুরলেন হেইডেগার, সিঁড়ির গোড়ায় ওদের তিনজনকে দেখতে পেলেন। মনে হলো নিজের কামরার দিকে লাফ দিতে যাচ্ছেন, তারপর ইতস্তত একটা ভাব এসে গেল।

'চিন্তাটা বাদ দিন,' বলল ম্যাথুস। 'আমার বন্ধু এখুনি আপনাকে মেরে ফেলতে চাইছে, কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছি আমি।'

'ওহ্ ডিয়ার,' এমন ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন হেইডেগার, তিনি যেন আতিথেয়তাপরায়ণ একজন মেজবান, দুর্ঘটনাবশত মেহমানের দামী স্যুটে মদ ফেলে দিয়েছেন। 'ওহ্ ডিয়ার,' পুনরাবৃত্তি করলেন।

'নড়বেন না, আমরা আসছি,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'নড়লে কিন্তু সাথে সাথে মারা যাবেন।'

'ওহ্ ডিয়ার,' সেই একই সুর হেইডেগারের গলায়, যেন গ্রামোফোনের রেকর্ডে

পিন আটকে গেছে। 'গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর, মি. রানা।' ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না, অবাকও হননি। 'আমার লোকজন···কি খবর তাদের?'

'জীপার্ট মারা গেছে, বাউম আধমরা, মার্টিন সুস্থবোধ করছে না, আর গোর্গি ভাবছে উইটনেস প্রটেকশন প্রোগ্রামে যোগ দেবে কিনা।' ল্যাণ্ডিঙে উঠে এল রানা। 'ঘুরে দাঁড়ান, পা দুটো ফাঁক করে, হাতের তালু দেয়ালে ঠেকিয়ে। এক কথা দু'বার বলব না, হের হেইডেগার।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ম্যাথুস আর টটিনি। তিনজন মিলে সার্চ করল ওরা হেইডেগারকে। ছোট্ট মানুষটা কৌতুকবোধ করছেন, বললেন, 'প্লীজ, আমার কিন্তু সুড়সুড়ি খুব বেশি, প্লীজ।' ওরা তাঁর গায়ে হাত দিতেই ঘনঘন বেঁকে গেল শরীরটা।

ম্যাথুস বলল, 'তাহলে ব্যথা দিই? নাকি ব্যথা দিলেও সুড়সুড়ি লাগে?'

এরপর আর কৌতুক করলেন না হেইডেগার।

'রানা, তুমি চাও মেরে শালাকে তক্তা বানাই?' সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে হেগেন।

'হয়তো চাইব, তবে এখন নয়। আগে কথা বলিয়ে নিই।'

'ঠিক আছে।' সুযোগ দেয়া হবে জেনে খুশি হয়ে উঠল হেগেন।

'ওহ্ ডিয়ার,' মন্তব্য করলেন হেইডেগার, যেন ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই।

তাঁরই চেম্বারে ঢোকানো হলো তাঁকে, বসানো হলো নিজের চেয়ারটাতে। বসেই পায়ের পাতা দিয়ে মেঝেতে ড্রাম বাজাতে শুরু করলেন তিনি। ধমক দিয়ে স্থির হতে বলল ম্যাথুস। 'হাত দুটো চেয়ারের হাতলে রাখুন। কি বলা হচ্ছে মন দিয়ে শুনুন। শুধু প্রশ্ন করা হলে জবাব দেবেন।'

'আপনারা শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে পারি?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হেইডেগার। তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, মুখের দু'পাশ যেন প্রতি মুহূর্তে আরও ফুলে উঠছে, সেই সঙ্গে লালচে বেগুনি রঙ গাঢ় হচ্ছে আরও।

'পারেন।'

'আর ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে আমার রওনা হবার কথা,' শুরু করলেন হেইডেগার।

'আপনি কোথাও যাচ্ছেন না,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল টটিনি।

'কথাটা শেষ করতে দাও,' টটিনিকে বলল ম্যাথুস।

'আমি বলতে চাইছিলাম,' হেইডেগারের দৃষ্টিতে কোমল তিরস্কার, টটিনি যেন সুধী সমাবেশে ভদ্রতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, 'দু'ঘণ্টার মধ্যে রওনা হবার কথা আমার। নিজেদের স্বার্থেই আমাকে যেতে দেয়া উচিত আপনাদের। আমার যোগ্য কয়েকজন লোককে হতাহত করার ব্যাপারটা অপ্রীতিকর, স্বীকার করছি আমি। পার্টি আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ-ধরনের ক্ষতি মেনে না নিয়ে উপায়ই বা কি।' হাসলেন তিনি, শিশুর মত সরল দেখাল তাঁকে। 'ঘটনা প্রবাহ বদলানো যায় না। এখানে আপনারা আমাকে জোর করে আটকে রাখতে পারেন, ফলাফল সেই একই হবে। শেষ পর্যন্ত আপনারা জিততে পারবেন না।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দরকার নেই। এর মানে হলো, আমি আপনাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি।'

'কি সম্পর্কে?'

চুল দাড়িবিহীন চাঁদপানা মুখে চিকন ফাটল ধরল, হেইডেগার হাসছেন। 'সেটা আমার জানার কথা, আর আপনাদের খুঁজে নেয়ার কথা।' ভাব দেখে মনে হলো খুব কৌতুক বোধ করছেন তিনি, কাজেই আগের প্রস্তাবটা আবার রানাকে দিল হেগেন।

'আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি না,' তাড়াতাড়ি বললেন হেইডেগার। 'অর্থ হলো, আপনাদের কিছু করার নেই।'

'আপনাকে আমরা মেরে ফেলতে পারি, হের পয়জন।' হেগেনের অগ্নিদৃষ্টি দেখে মনে হলো পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় সে।

'হ্যা, তা তোমরা পারো বৈকি। তবু এখনও আমি মনে করি তোমরা যেরকম আশা করছ সেরকম ফল পাবে না। আমার জায়গাটা শুধু রিটা দখল করবে।' হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিলেন তিনি, 'মস্কো, ওয়াশিংটন আর লণ্ডনের বোকাগুলো আমাদেরকে বলছে কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে। আমি দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি, কমিউনিজম স্রেফ ঘুমাচ্ছে, ঠিক স্ট্যালিনিজমের মত। স্ট্যালিনিজম কি? কমিউনিজমেরই সংশোধিত সংস্করণ। এই আদর্শ এতকাল ঘুমিয়েছে, এখন জেগে উঠতে যাচ্ছে। আমি থাকি বা না থাকি, ঘটনা প্রবাহের তাতে কোন পরিবর্তন হবে না।'

'আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, বলব না। শুধু জেনে রাখুন, আমার প্ল্যান বাস্তবে রূপ লাভ করবে, আমি থাকি বা না থাকি। বলব না, যা খুশি করতে পারেন আপনারা।'

'যা খুশি বলতে কি বোঝায় শুনুন তাহলে,' বলল রানা। 'কথা শেষ হবার পর এয়ারপোর্ট নিয়ে গিয়ে প্লেনে তোলা হবে আপনাকে। আপনাকে নিয়ে আমরা লণ্ডনে যাচ্ছি। ওখানকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঠিক করবেন কোন্ অপরাধে আপনাকে বিচার করা হবে।'

'মানে?'

'আপনি খুন করেছেন। চুরি করেছেন। বেঈমানী করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের তো অন্ত নেই।'

'তাহলে আমাকে আপনারা মার্কো পোলো এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যা।'

'তারপর একটা প্লেনে তুলবেন?'

'অসুবিধে কি?'

'কিভাবে?'

'কিভাবে মানে?'

'এই কাজগুলো আপনারা কিভাবে করতে চান জানতে চাইছি। কিভাবে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন আমাকে, কিভাবে প্লেনে তুলবেন।'

'আমরা যেভাবে যাব আপনিও সেভাবে যাবেন।'

'তা সম্ভব নয়। আসলে, মি. রানা, আপনার ভুল হচ্ছে আমাকে একা ধরে নেয়ায়। আমার ক'জন দেহরক্ষীকে আপনারা অচল করে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু মার্কো পোলোয় কম করেও দশজন সশস্ত্র গার্ড রয়েছে আমার। আপনারা তাদের সঙ্গে পারবেন বলে আমি মনে করি না।

'সেক্ষেত্রে ভেনিস থেকে আপনাকে আমরা ট্রেনে তুলে বের করে নিয়ে যাব,' বলল ম্যাথুস, হাতের উজিটা এখনও বাগিয়ে ধরে আছে।

'সেই একই সমস্যা হবে ওখানেও,' হাসিমুখে বললেন হেইডেগার, যেন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতটুকু চিন্তিত নন।

'তাহলে অন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে, হের পয়জন

'তোমরা ভুল করছ, বেন। তোমাদের কোন প্ল্যানই কাজে আসবে না কল্পনা বা আন্দাজ করতে পারবে না, এত বড় একটা পরিকল্পনার ভেতর ফাঁদে আটকা পড়ে গেছ তোমরা। স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে আমাকে নিয়ে গেলে গার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তোমাদের। আর যদি তাদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রাখো, তারা যদি আমাকে সময় মত দেখতে না পায়, অন্য একটা গ্রুপকে খবর দেবে তারা, গ্রুপটা এখানে চলে আসবে শুধু ওই একটা গ্রুপ নয়, অন্যরাও আসবে। ধরো, সব কিছুর পরও তোমরা আমাকে একটা দিন আটকে রাখলে। কোন লাভ পাবে না। যা ঘটার তা ঘটবেই। কাল গোটা ইউরোপের কাঠামো বদলে যাবে। এমনই বদলে যাবে, চেনা যাবে না।'

'আপনাকে কিভাবে নিয়ে যেতে আসছে, হের পয়জন?' জিজ্ঞেস করল ম্যাথুস। চট্ করে রানার দিকে একবার তাকাল সে, যেন বলতে চাইল—কঠিন একটা সমস্যাতেই পড়া গেছে 'হেলিকপ্টারে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন হেইডেগার 'আজ সকালে কি ঘটল মনে নেই তোমার? ওই ঘটনার পর আবার হেলিকপ্টার ব্যবহারযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। না, আমি আরও সহজ ও স্বাভাবিক পথে রওনা হব।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এখন থেকে পৌনে দু'ঘণ্টার মধ্যে ছোট কব্জিতে সোনালি ঘড়িটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

'তাহলে এখুনি আপনাকে সরিয়ে ফেলা দরকার,' বলল রানা, তাকাল টটিনির দিকে। 'কদেমি কোন কাপড়চোপড় ফেলে গেছে কিনা দেখো, তোমার কাজে লাগতে পারে। ওয়াটার ট্যাক্সি নিয়ে হিলটনে যেতে পারি আমরা। হোটেলের বিল মিটিয়ে তোমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে পারবে।'

জিভ ও টাকরা সহযোগে বিচিত্র শব্দ করলেন হেইডেগার, তারপর বললেন, 'ভুল।' হাসি দেখে মনে হলো ধাঁধার উত্তর চাইছে বাচ্চা একটা ছেলে। 'মারাত্মক ভুল।' পা দুটো আবার মেঝেতে ড্রাম বাজাতে শুরু করল। 'হোটেলের বিল আজ সকালে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনাদের জিনিস-পত্রও সরিয়ে আনা হয়েছে। সেই আশ্চর্য টেলিফোনটা গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের তলায় এখন। একবার অবশ্য ভেবেছিলাম আমি নিজে কোনভাবে ওটা ব্যবহার করতে পারি কিনা, পরে চিন্তাটা বাদ দিয়েছি।'

'হের হেইডেগার, আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করছি না।' সাবেক

[illegible] মাস্টার শিয়ালের চেয়েও চালাক, মনে মনে স্বীকার করতে হলো রানাকে। উনি তো সত্যি কথাই বলছেন।

'তাহলে হোটেলে ফোন করে জেনে নিন। আমার ফোনটা ব্যবহার করুন।' হাত তুলে সেটা দেখালেন রানাকে, দুটো জানালার মাঝখানে টেবিলের ওপর রয়েছে। 'নম্বরটাও বলে দিচ্ছি—ফাইভ টু জিরো...'

'ডায়াল করো,' টটিনিকে বলল রানা। 'হেগেন, সেলে গিয়ে দেখে এসো ক্যাটানা কি করছে। ফিরে এসে এই চেম্বার সার্চ করবে। পাসপোর্ট আর অস্ত্র খুঁজছি আমরা। তার আগে হের হেইডেগারের প্লেনের টিকেট খুঁজে বের করো। ওগুলো না থেকে পারে না।'

আরেকবার হেইডেগারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল হেগেন।

ডায়াল ঘোরাল টটিনি, কথা বলল, তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে রানাকে জানাল, 'হ্যাঁ, উনি সত্যি কথাই বলছেন।' তার চেহারায় অস্বস্তি। 'আজ সকালে সব বিল মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সব ব্যাগেজও নিয়ে আসা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, হের পয়জন। এবার আপনি বলুন আজ রাতে কোথায় আপনার যাবার কথা।'

'নিজেদের চেষ্টায় জেনে নিন। আমি কেন বলতে যাব?'

সামনে বাড়ল ম্যাথুস, এবার রানা তাকে বাধা দিল। 'অস্থির হয়ো না, ম্যাথুস। মারধর করার দরকার নেই। ওঁকে আমাদের অক্ষত অবস্থায় দরকার হবে পরে।'

'ঠিক কথা। ধন্যবাদ, মি. রানা। আপনার সত্যি কমনসেন্স আছে, যুক্তি মানেন।' হেসে উঠলেন হেইডেগার।

ম্যাথুসের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা, ইঙ্গিতে দরজার দিকটা দেখাল। 'টটিনি, নজর রাখো ওঁর ওপর। অপরিণত, খুদে ইঁদুর মহাশয় যদি কোন রকম চালাকি করতে চান, স্রেফ মেরে ফেলবে।'

'উইথ প্লেজার, রানা।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, দেখল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে হেগেন। ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় সে শুধু বলল, 'সার্চ কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে ম্যাথুসকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি করা যায় বলো তো? মানে, ওঁকে আমরা বের করে নিয়ে যাব কিভাবে? এয়ারপোর্ট আর স্টেশনে যে লোক আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমরা একটা বোট ভাড়া করতে পারি, তবে উনি খুব ঝামেলা করবেন। এমন একজন বোটম্যান পেতে হবে, আমাদের দেখানো ল্যান্ডিং পয়েন্টে যেতে আপত্তি করবে না। বাইরে যে ওঁর লোকজন আছে, আমারও তাতে কোন সন্দেহ নেই। এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে দেরি হচ্ছে দেখলে চলে আসবে তারা।'

'আমি জানতে চাই কোথায় ওঁর যাবার কথা। যদি অন্য কোন পথ দিয়ে সেখানে আমরা ওঁকে নিয়ে যেতে পারি...'

'বুঝতে পারছি, তাহলে জানা যাবে উনি বা ওঁর লোকজন ঠিক কি করতে

যাচ্ছে। কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উন্মাদ বলো আর যাই বলো, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব দেখলাম না। সত্যি আমি···,' থেমে গেল ম্যাথুস, যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে। 'রানা, শোনো। কোথাও তাঁর যাবার কথা, তারমানে কেউ তাঁকে নিতে আসবে। সম্ভবত একটা লঞ্চ নিয়ে তাঁর দু'জন বডিগার্ড। কাজেই ওরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই পারি আমরা। তারপর কুইনটো ডি ট্রেভিসো তো আছেই।'

'কি আছে সেখানে?' বলার পর মনে পড়ল রানার। 'ও, হ্যাঁ, ট্রেভিসোয় একটা এয়ারপোর্ট আছে। প্রায় চল্লিশ মাইল ইনল্যাণ্ডে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কি, ফোনে একটা প্লেন ভাড়া করাও সম্ভব, আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু ওখানে আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

'একটা গাড়ি ভাড়া করব।'

'গাড়ি ভাড়া করব? এখানে?-ভেনিসে?'

'রোমা-য়, বহুতল পার্কগুলোয় গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। জায়গাটা রেল স্টেশনে যাবার পথে পড়ে স্টেশনে হেইডেগারের লোক থাকলেও, ওখানে আছে বলে মনে হয় না।'

'আমরা যাব দু'জন ডাক্তার, একজন শোফার, একজন নার্স হিসেবে? একজন রোগী, সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এটাই একমাত্র উপায়।'

ল্যাণ্ডিঙে দেখা গেল হেগেনকে। 'সব পাওয়া গেছে—অস্ত্র, কাগজ-পত্র। দেখো আরও কি পেয়েছি!' হাতের কাগজগুলো ওদেরকে দেখাল সে।

'প্লেনের টিকেট!' ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা, প্রথম ফোল্ডারের পাতা ওল্টাল। 'প্যারিস! চার্লস দ্য গ্যল এয়ারপোর্ট!'

'এটাও দেখো!' রানার হাতে আরেকটা কাগজ ধরিয়ে দিল হেগেন।

'একটা প্রাইভেট চার্টার। হেইডেগার আজ রাতে ক্যালাইস যাচ্ছিলেন। তারমানে রিটা কদেমি আর নোয়া ইসাবেলাও ওখানে গেছে···।' ইসাবেলা আর প্যারিস প্রসঙ্গ উঠতেই আবার কি যেন একটা কথা বা শব্দ রানার অবচেতন মন থেকে উঠে আসতে চাইল, কিন্তু তারপরই ধরা না দিয়ে তলিয়ে গেল। এবার অবশ্য বুঝতে পারল কে উচ্চারণ করেছিল সেটা। ভোলকে। কার্ল ভোলকে এমন কিছু বলেছিল, সতর্ক হয়ে ওঠে ও। যদিও কি বলেছিল মনে করতে পারছে না 'হিসাব করে বলো, কতটুকু সময় আছে হাতে?'

'এক ঘণ্টা, কিছু কম।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল ম্যাথুস।

'ঠিক আছে, চলো টেলিফোন করা যাক। একটা কার বা ভ্যান দরকার আমাদের। তারপর একটা প্লেন চার্টার করতে হবে, ট্রেভিসো এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ক্যালাইস যাব আমরা।'

নয়

পঞ্চাশ মিনিট পর এল তারা। ঝকঝকে একটা লঞ্চ, দেখে খুব দামী মনে হলো। পাইলট ছাড়াও লম্বা-চওড়া দু'জন লোক রয়েছে, পরনে রোলনেক, লেদার বম্বার জ্যাকেট ও জিনস। ভীতিকর চেহারা তাদের, দেখেই বোঝা যায় খুন থেকে শুরু করে যে-কোন কুকর্মে অভ্যস্ত।

গত পঞ্চাশ মিনিট, লঞ্চ এসে পৌঁছুনোর আগে পর্যন্ত, ওরা চারজনই খুব ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে। একজন সব সময় পাহারায় ছিল, পালা করে নজর রেখেছে মার্ক স্টেইডেগারের ওপর। তাঁকে আগের মতই অচঞ্চল ও নিরুদ্বিগ্ন দেখা গেছে। সামনে যে-ই থাকুক, তার দিকে একবারও ভাল করে না তাকিয়ে একতরফা কথা বলে গেছেন তিনি। ভাবটা যেন, গোটা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই রয়েছে। বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হলো তাঁকে। 'যেন এরইমধ্যে তিনি জিতে গেছেন,' এক সময় মন্তব্য করল হেগেন। 'যেন আমরা তাঁর হাতের পুতুল।'

'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা হয়তো দাঁড়াবেও তাই,' বলল ম্যাথুস, ভুরু কুঁচকে।

নীল একটা ড্রেস পরে বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল টটিনি, দেখে মনে হলো পাগলাগারদের কোন আয়ার ইউনিফর্ম। গায়ে একটু আঁটসাঁট হয়েছে, তবে তাকে নার্স বলে চালানো যাবে।

'মানিয়েছে কিন্তু।'

রানার মন্তব্য শুনে টটিনি বলল, 'ওই ঘরের কালেকশন দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। লেদার, হুইপ, চেইন—কঠিন শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যত রকমের ড্যাণ্ডার দরকার সব তুমি দেখতে পাবে।'

বাথরূম কেবিনেট থেকে ট্যাবলেট ভরা কয়েকটা শিশি নিয়ে এল রানা। ম্যাথুস সংগ্রহ করল বড় আকারের ফার্স্ট এইড কিট থেকে প্রচুর ব্যাণ্ডেজ। হাতের একটা শিশি তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'ঘুমের ওষুধ, ভ্যালিয়াম, পনেরো মিলিগ্রাম। ক'টা খাওয়ালে মড়ার মত ঘুমাবেন উনি?'

'রোজই হয়তো একটা করে খেতে হয়। সাবধানের মার নেই, চারটে খাইয়ে দিলেই হবে।'

কিচেনে ঢুকে চুলোয় কফির পানি চড়াল রানা, মুহূর্তের জন্যেও ভুলছে না যে সেলারে রুবার লাশ পড়ে আছে। পানি ফুটতে দেরি হবে, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

সেল থেকে যথেষ্ট দূরে কাঠের একটা তক্তায় শুইয়ে রাখা হয়েছে রুবাকে, গায়ে চাদর। সেলের ভেতর থেকে গোর্গি গলা চড়িয়ে জানাল, যে-কোন সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে সে। জবাবে রানা কিছু বলল না। মার্টিন এখনও গোঙাচ্ছে। বাকি কেউ কোন শব্দ করছে না বা নড়ছে না।

মুখের চাদর সরিয়ে রুবাকে দেখল রানা। টটিনি তার মুখ ধুয়ে দিয়েছে, দেখে

মনে হলো পরিচ্ছন্ন একটা মেয়ে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। চাদরটা আবার মুখে টেনে দিয়ে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও, যেন সম্মান জানাল। মনে মনে ভাবছে, রুবার এই অকাল মৃত্যুর জন্যে মার্ক হেইডেগারকে মূল্য দিতে হবে। ধীর পায়ে সেলার থেকে উঠে এল ও।

কফি বানিয়ে একটা মগে ঢালল রানা, চিনি বা দুধ না মিশিয়ে চারটে স্লীপিং ট্যাবলেটের গুঁড়ো ফেলে চামচ দিয়ে নাড়ল ভাল করে। তারপর একটা ট্রেতে চিনি আর দুধের পট সাজাল, মগটাও রাখল। ট্রে নিয়ে ঢুকল বেডরুমে। চেম্বার থেকে এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে হেইডেগারকে, তাঁর কামরা থেকে এই মুহূর্তে ফোন করছে টটিনি।

ম্যাথুস তাঁকে শুইয়ে রেখেছে বিছানায়। নিজেও কাছাকাছি বসে আছে, বাম উরুর ওপর পড়ে আছে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা।

আপনমনে বিড়বিড় করছেন হেইডেগার, '...আর যদি বেরিয়ার কথা বলো, উনি ছিলেন এনকেভিডি-র হেড। তখন কেজিবিকে তাই বলা হত। আমি তাঁকে আংকেল লাভরেন্তি বলে ডাকতাম। আংকেল লাভরেন্তির একটা দোষ ছিল—কচি মেয়ে। ঝারঝিনস্কি স্কয়ারের এজেন্টরা মেয়েগুলোকে তাঁর জন্যে ধরে আনত। ব্যালে স্কুলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল তাঁর, মনে পড়ছে আমার। বলতেন, সাপের মত পিচ্ছিল একটা ভাব আছে ওদের মধ্যে। এটা ছাড়া...আমাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। এক ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে, চমৎকার একটা উপহার দেন আমাকে। সে বছর ওটাই ছিল আমার পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার। ছোট একটা খেলনা গিলোটিন। সম্ভবত তাঁর কোন লোক ফ্রান্স থেকে এনে দিয়েছিল। এমনকি একজন জল্লাদও ছিল, আর ছিল একজন ভিক্টিম বা মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামী। খেলনা হলে হবে কি, কাজ করত আসলটার মত। সত্যি, বড় মজা পেয়েছিলাম। ট্র্যাপ, লিভার, সব ছিল...'

'আপনার জন্যে খানিকটা কফি এনেছি, হের হেইডেগার,' বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থনে বাধা দিল রানা।

'ওহ্, মাই। হাউ কাইণ্ড।'

'আমরা খাচ্ছিলাম,' বানিয়ে বলল রানা, 'তাই আপনার কথা ভাবলাম। চিনি আর দুধ দেব তো?'

'দুধ নয়, তবে চিনি প্রচুর দিন জানেন, জো কাকা কিছু মুখে দেয়ার আগে চাকরবাকরদের খাইয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতেন সব। তাঁকে বিষ খাওয়ানো হবে, এই ভয়টা একটা ফোবিয়া হয়ে ওঠে।'

'তবে আপনাকে আমাদের জীবিত দরকার, কাজেই কথা দিচ্ছি এতে বিষ মেশানো হয়নি।' কফির মগে চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়ল রানা। 'কফিটুকু খেয়ে নিলে ভাল করবেন, হের হেইডেগার। পেটে আবার কখন কি পড়বে, বলা কঠিন। তবে আমরা যখন খাব, আপনিও তখন পাবেন।'

'আপনার খুব দয়া, মি. রানা।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা, চেম্বারে ঢুকে দেখল ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখছে টটিনি। 'কাজ শেষ,' বলল সে। 'একটা টয়োটা প্রিভিয়া ভ্যান পাওয়া গেছে।

ানা বলল, সঙ্গে রোগী থাকলে এটাই আমাদের জন্যে ভাল হবে।'

আবার প্যারিসের কথা, মেরুন রঙের টয়োটা প্রিভিয়ার কথা মনে পড়ে গেল রানার। হোটেল রেড বাটনের সামনে, টয়োটা থেকে কার্ল ভোলকে আর তার গ্যাঙ লাফ দিয়ে নেমে এসেছিল, ওদের সামনে।

কল্পনায় আবার কার্ল ভোলককেকে দেখতে পেল রানা, তার আর নোয়া ইসাবেলার মাঝখানে বসে আছে ও, খানিক আগে সেন্ট অনার থেকে গাড়িতে তুলে নিয়েছে তারা ওকে। ভোলকের গলাও শুনতে পেল রানা, তবে গাড়ির ভেতর কথা বলতে নিষেধ করল তাকে ইসাবেলা।

সামান্য এগোনো গেছে। কি যেন বলে ফেলেছে বা বলে ফেলতে যাচ্ছে ভোলকে, এই সময় তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল ইসাবেলা। এইটুকু মনে পড়ছে এখন। কিন্তু কি বলছিল ভোলকে? মনে পড়ছে না কেন! একবার এমন হলো, যেন মনে পড়তে যাচ্ছে, তারপরই আবার তলিয়ে গেল।

'রানা? রানা, তুমি কি শুনছ?' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল টটিনি। 'আমার কোন কথাই তোমার কানে যায়নি, তাই না?'

'দুঃখিত, অন্যমনস্ক ছিলাম।'

'একটা এয়ার চার্টার ফার্ম বলল গালফস্ট্রিম পাওয়া যাবে, কাজেই আমি বুক করে ফেলেছি। এখন ওরা একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করছে। ওদেরকে বলেছি ঠিক কখন পৌঁছুতে পারব বলা যাচ্ছে না, নির্ভর করে রোগী কেমন থাকেন তার ওপর। গালফস্ট্রিম বোধহয় একটা জেট...'

'জেট নয়, এক জোড়া রোলস রয়েস ডার্ট এঞ্জিন থাকলেও। তবে কাজ চলবে, টটিনি।'

'ও, আচ্ছা। ভাল কথা, ওরা বলল ক্যালাইস-এর এয়ারফিল্ড খুব ছোট, বাট দে ক্যান গেট ইন ইজিলি। ক্যান গেট ইন ইজিলি মানে কি, রানা?'

ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে টটিনি, লক্ষ করে মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো মেয়েটা ওর সঙ্গে ফ্ল্যাটারি করছে অথবা রুবার কথা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। 'মানে হলো, মাই ডিয়ার টটিনি, ওখানে ল্যাণ্ড করাটা নিরাপদ। দে ক্যান "গেট ইন"—ল্যাণ্ড।'

টটিনিকে বাড়ির পিছন দিকে আর হেগেনকে গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের ওপর নজর রাখতে পাঠাল ও। 'চাই না কেউ চমকে দিক আমাদের।'

পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, চারপাশ এরইমধ্যে অন্ধকার হয়ে আসছে, তবে কুয়াশা নেই বললেই চলে।

বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল ম্যাথুস। 'নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন উনি। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার এখনই সময়।'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমারও তাই ধারণা, ম্যাথুস।'

ঘুমন্ত মার্ক হেইডেগারকে যথেষ্ট নাড়াচাড়া করা হলো, তবু তাঁর ঘুম ভাঙল না। প্রথমে তাঁর মুখ প্লাস্টার করে দিল ম্যাথুস, তারপর চোখে গজ প্যাড রেখে টেপ দিয়ে আটকাল। পা দুটোও এক করা হলো টেপ দিয়ে, তবে হাতে পরানো হলো হাতকড়া, শরীরের সামনে। সবশেষে সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে মোড়া হলো। দশ

মিনিটে ছোটখাট একটা মমির মত দেখতে হলেন তিনি।

ওদের কাজ মাত্র শেষ হয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল হেগেন, জানাল লঞ্চ পৌঁচেছে।

আগেই ঠিক করা হয়েছে, লঞ্চের আরোহীদের একা অভ্যর্থনা জানাবে ম্যাথুস। বাইরে দেখা করে তাদেরকে সে বলবে, রওনা হবার আগে হেইডেগার তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। কাজটার মধ্যে সামান্য ঝুঁকি আছে, তবে ম্যাথুস রানাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, যে-কোন অপারেশন সম্পর্কে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কিছু জানান না হেইডেগার, কারণ মনে মনে সবাইকেই তিনি সন্দেহ করেন, সে যতই বিশ্বস্ত বলে মনে হোক না কেন। 'এই লোকগুলোকে আমি চিনি, ওরাও আমাকে চেনে।' আধখোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল সে। 'এয়ারপোর্টে আমাকে দেখা যাবে, এ-কথা ওদেরকে হয়তো জানিয়ে রাখা হয়েছে। তবে আমি যে ব্ল্যাকলিস্টেড তা বোধহয় ওরা জানে না।' স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা চেক করে ওয়েস্টব্যাণ্ডে, শিরদাঁড়ার কাছে, গুঁজে রাখল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল সামনের দরজার দিকে।

ভেতরে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও হেগেন। ওদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পেল।

'হাই, বেন,' বডিগার্ডদের একজন ডাকল। 'আমাদেরকে বলা হয়েছিল আজ তোমাকে এয়ারপোর্টে দেখা যাবে। আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে তুমি বেরিয়ে এলে? বস্ বলে দিয়েছিলেন তোমাকে যেন বাক্সভর্তি ডিম মনে করে সাবধানে এখানে আনা হয়।'

'হ্যাঁ, জানি। আমি আজ সকালের ট্রেনে পৌঁচেছি।'

আরেকটা গলা শোনা গেল, 'গোটা এয়ারপোর্ট একেবারে ঘিরে ফেলেছি আমরা। স্টেশনেও আছি। এয়ারপোর্টে ওরা সবাই বসের জন্যে অপেক্ষা করছে। কি ব্যাপার বলো তো?'

'কি করে বলব,' ম্যাথুসের গলায় সামান্য অভিমান। 'আমিও তো তোমাদের মতই ভাড়াটে লোক। তবে কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উনি কিরকম মানুষ তোমরা তো জানোই।'

'হ্যাঁ, হস্তিনী ইসাবেলাকে নিয়ে বড় মা আজ সকালে রওনা হলেন।'

নোয়া ইসাবেলাকে নিয়ে অশ্লীল একটা মন্তব্য করল ম্যাথুস, শুনে হেসে উঠল সবাই। একজন বলল, 'তা যা বলেছ, ঠিক যেন রায়ট হেলমেট।'

লঞ্চের পাইলটকে লঞ্চেই অপেক্ষা করতে বলল ম্যাথুস। 'বস্ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন, রওনা হবার আগে তোমাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলবেন। চলো দেখি, কি ঘটতে যাচ্ছে তার হয়তো খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।'

ওদের দু'জনের পিছু পিছু বাড়ির ভেতর ঢুকল ম্যাথুস, শিরদাঁড়ার কাছ থেকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা বের করে হাতে নিল। দরজার দু'পাশ থেকে সরে এসে একজনের ঘাড়ের পিছনে এএসপি চেপে ধরল রানা, অপর লোকটার পাঁজরে উজির খোঁচা মারল হেগেন। পিছন থেকে ম্যাথুস বলল, 'হিরো হবার চেষ্টা কোরো না, নিহত হিরো নিজের কোন উপকারে আসে না।'

সার্চ করল ম্যাথুস, নিরস্ত্র করা হলো দু'জনকে। একজোড়া বারোনা অটোমেটিক ছাড়াও একটা ছুরি আর একটা নাক্‌লডাস্টার পাওয়া গেল। দু'জনেই গাল আর অভিশাপ দিচ্ছে ম্যাথুসকে। ম্যাথুস আর হেগেন ওদেরকে সেলারে নামিয়ে নিয়ে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাইলটকে ডাকল রানা, বলল, 'এঞ্জিন বন্ধ করার দরকার নেই। তোমার সঙ্গেও কথা বলতে চাইছেন উনি।'

পাইলটের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না, পিঠে এএসপির খোঁচা খেয়ে কিচেনে ঢুকল সে, সিঁড়ি বেয়ে সেলারে নামার সময় অশ্রাব্য খিস্তির ঝড় তুলছে।

'তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে পুলিস পাঠিয়ে দেব,' সেলে ভরার পর বন্দীদের জানাল ম্যাথুস। 'সত্যি কথা বলতে কি, দু'দিন পর।'

ওদের গালাগালি শুনে রানা মন্তব্য করল, 'শুনে মনে হচ্ছে ফুটবল খেলার উত্তেজিত দর্শক ওরা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার, সেলারে ওদের সঙ্গে রুবার লাশ পড়ে রয়েছে। এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল যে ওখানে খুব বেশিক্ষণ থাকতে হবে না রুবাকে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করার সময় ভাবল, কাজটা খুব সহজে সারা গেল। লোকগুলো কোন বাধাই দেয়নি। কথাটা ম্যাথুসকে জানাল ও।

'তুমি হলে বাধা দিতে?' কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাথুস। 'চারপাশে শুধু উজি আর পিস্তল দেখলে? অপরাধীদের সত্যিকার সাহস থাকে? আমি হলে বাধা দিতাম না...'

'সত্যি কথা বলতে কি।'

পর্দার ভারি রড আর কম্বল দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়েছে ওরা, তাতে শুয়ে আছেন হেইডেগার, গলা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। ধরাধরি করে স্ট্রেচারটা ম্যঞ্চে তোলা হলো।

উজিগুলো চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সবার কাছে এখন শুধু হ্যান্ডগান। রানার কাছে এএসপি, ম্যাথুসের কাছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, মার্টিনের ফেলে দেয়া ব্রাউনিংটা নিয়েছে হেগেন। আর টটিনি, কোন রকম লজ্জা না পেয়ে স্কার্ট উঁচু করে ধরল, ভেতরে দেখা গেল লেস লাগানো নীল আণ্ডারওয়্যার, সাসপেণ্ডার বেল্ট সহ 'এটা রিটা কদেমির,' সবার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, ম্যাথুসের বেহ্‌বী বেরেটা গুঁজে রাখল একটা স্টকিং টপ-এ। 'সত্যি বলছি, কদেমির সবাই তোমরা ভাল করে দেখো। কি মনে করো, এরকম জিনিস আমি পরতে পারি?'

'আগে কখনও পরে না থাকলে তোমার সৌন্দর্যের অনেকখানি লোকের চোখে পড়েনি,' বিড়বিড় করল রানা। রাঙা হয়ে উঠল টটিনির মুখ, তাড়াতাড়ি নিচে নামাল স্কার্ট। তারপর রানার দিকে তির্যক দৃষ্টি হানল, যেন বলতে চায় তার সৌন্দর্যের অনেকখানিই দেখাতে রাজি আছে সে, রানা যদি আগ্রহ দেখায় বা সময় দিতে পারে।

লঞ্চ ছেড়ে দিল ম্যাথুস, সরু একটা পানিপথ ধরে রোমার দিকে যাচ্ছে।

রোমায় পৌঁছে কাগজ-পত্রে সই করে টয়োটা ভ্যান নিয়ে আসতে গেল টটিনি আর হেগেন। হেইডেগারের আস্তানা থেকে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল

কুইনটো ডি ট্রেভিসোর দিকে ছুটছে ওদের টয়োটা, চালাচ্ছে ম্যাথুস। মেইন রোড এড়িয়ে ঘুরপথে যাচ্ছে ওরা।

বেশ কয়েক মাইল যাবার পর ম্যাথুস বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, খবর ভাল না, আমাদের পিছনে সঙ্গী জুটেছে। চারটে ফেরারি।'

ভ্যানের পিছনে, স্ট্রেচারে রয়েছেন হেইডেগার; একটা মাত্র সীট-এর ভাঁজ খুলে তাঁর পাশে একা শুধু রানা বসে আছে। এর আগে যে-সব রাস্তা ধরে এসেছে ওরা সবগুলোতেই যানবাহনের ভিড় ছিল। কয়েকবার বাঁক ঘুরেছে ম্যাথুস, তার সঙ্গে প্রতিবার বাঁক নিয়েছে ফেরারিগুলোও।

রওনা হবার পর এই প্রথম ভ্যানের ভেতর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ হলো, উজি কক করল হেগেন। রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি। উরুর ওপর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বেরেটা বের করল টটিনিও।

'কি করতে বলো, রানা?' জিজ্ঞেস করল ম্যাথুস।

হেইডেগারের আস্তানা থেকে রওনা হবার পর ওকেই সবাই দলের লীডার ধরে নিয়েছে। চোখ কুঁচকে রানা দেখল, অন্যান্য গাড়ি ওদেরকে ওভারটেক করলেও, ফেরারিগুলো সব সময় একশো গজের মত পিছনে থাকছে। ওগুলোর পিছনেও কয়েকটা গাড়ি আছে, সেগুলোর আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ফেরারিতে পাঁচ-ছয়জন করে লোক ঠাসা। ফাঁকা রাস্তা পেলেই এগিয়ে আসবে। এদের এড়ানোর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

গলা শুকিয়ে গেল রানার। এত লোকের সঙ্গে পারা যাবে না। হেইডেগারকে ছিনিয়ে নিয়ে তো যাবেই, ওদেরও হয় বন্দী করবে, নয়তো মেরে রেখে যাবে। সামনের দিকে রাস্তা ফাঁকা হয়ে আসছে ক্রমেই: প্রতিটা মোড় ঘুরেই একজন একজন করে সবাইকে নামিয়ে দেবে, সে উপায় নেই—অতটা সময় পাওয়া যাবে না।

রাস্তার দু'পাশে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় দেখা যাচ্ছে। রানা বুঝল, এখানেই গাড়িটা ফেলে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

'শোনো, ম্যাথুস। স্পীড বাড়াও। সামনের যে-কোন একটা মোড়ে সিগন্যাল না দিয়েই গাড়ি ডাইনে বা বামে ঘুরিয়ে দাও। ঝোপের আড়ালে গিয়েই ব্রেক কোরো। গাড়ি থেকে নেমে সবাই আলাদা যে-যেদিকে পারি দৌড় দেব। ছড়িয়ে ছিটিয়ে।' সবার দিকে চাইল রানা। 'আর কোন উপায় নেই। কেউ বীরত্ব দেখাতে যাবে না। প্রথম কাজ এখন যে যার প্রাণ বাঁচানো। নেমেই ঝোপের আড়াল নিয়ে দৌড়াতে থাকবে সবাই। ওরা হেইডেগারকে নিয়ে ফিরে গেলে আবার আমরা মিলিত হব। ঠিক আছে?'

'এই শালাটাকে এখনই শেষ করে দিই,' বলল হেগেন।

'না। তাহলে আমাদের খুন করাই ওদের এখন একমাত্র কাজ হবে। ওরা জানে না হেইডেগার কতখানি অসুস্থ—তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে চাইবে; আমাদের তাড়া করে সময় ব্যয় করতে চাইবে না। আমরা এখন পালাব, আক্রান্ত না হলে গুলি করব না। যা বললাম, সবার কাছে পরিষ্কার?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই। স্পীড বাড়িয়ে দিল ম্যাথুস।

'ওদের হেডলাইট অসম্ভব উজ্জ্বল, দূরত্বটা বুঝতে পারছি না,' বলল ম্যাথুস।

চার আলো জোড়ার দিকে চোখ কুঁচকে একবার তাকাল রানা। 'একটু বোধহয় পিছিয়ে গেছে। সোয়াশো কি দেড়শো গজ দূরে।'

'ঠিক আছে...বাঁক!' চিৎকার করে বলল ম্যাথুস। ডান দিকে কাত হয়ে গেল ভ্যান, হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে। নতুন রাস্তাটা সরু, বাঁক ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ল টয়োটা, পোড়া রাবারের গন্ধ ঢুকল ওদের নাকে।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওরা। যে-যার কাছাকাছি ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল দ্রুত। রানা ঢুকল ওর বাম দিকের একটা ঝোপে, ভ্যানের ডান দিকে। ঝোপ-ঝাড় ঝাঁকি খাওয়ায় শব্দ হচ্ছে আশপাশ থেকে, সরে যাচ্ছে সবাই যতটা দূরে সম্ভব। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না—কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল ফেরারি বাহিনী। ফেরারির উজ্জ্বল আলোয় ভ্যান ও রাস্তা আলোকিত হয়ে উঠল, তবে ওদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টয়োটার কয়েক ইঞ্চি পিছনে দাঁড়াল প্রথম গাড়িটা। দরজা খুলে গেল, রাতের বাতাসে বেরিয়ে এল মৃত্যুদূতেরা।

সংখ্যায় তারা বিশজন। ছায়ার ভেতর নড়াচড়া করলেও, তাদের লম্বা-চওড়া কাঠামো ভীতিকর লাগল ওদের। দু'জন এগোল টয়োটার পিছন দিকে, বাকি সবাই টয়োটার দু'পাশে পজিশন নিল। থেমে থেমে এক পশলা করে গুলি ছুঁড়ল তারা রাস্তার দু'পাশের ঝোপ-ঝাড়ে।

রানার পাশের জমিন থেকে ছিটকে উঠল মাটি, কুঁকড়ে পিছিয়ে এল ও। কিছুক্ষণ বিরতি, ওর নাকে করডাইটের গন্ধ ঢুকছে, অনুভব করল মৃত্যু নিঃশ্বাস ফেলছে ওর কাঁধে। তারপর ক্লিক ক্লিক শব্দ ঢুকল কানে, অটোমেটিক মেশিন পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরা হলো। আবার শুরু হলো বুলেট বৃষ্টি।

একটা নিয়ম ধরে গুলি করছে প্রতিপক্ষ, প্রতিবার ছয় কি সাত রাউণ্ড। গুলি করার সময় মেশিন পিস্তলগুলো ডান থেকে বাম দিকে ঘুরে যাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে আসছে ডান দিকে। ঝোপে ও গাছের ডালে লেগে দিগ্বিদিক ছুটে যাচ্ছে বুলেট, ছিন্নভিন্ন করছে ঝোপ-ঝাড়, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে মাটি। ওখানেই দাঁড়িয়ে গুলি করছে ওরা, এগিয়ে আসছে না।

আবার বিরতি। রানার গালে বরফের মত ঠাণ্ডা লাগছে মাটি। শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে আছে, জানে আবার শুরু হবে গুলি।

কিন্তু না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে আদেশ দিল কেউ। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ ভেসে এল, বেড়ে গেল এঞ্জিনের শব্দ। সবেগে পিছু হটছে ফেরারিগুলো। সাবধানে ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। প্রায় বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে গাড়িগুলো। হাত তুলে পরপর চারটে গুলি করল ও। সম্ভবত সবগুলোই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। আড়াআড়িভাবে একবার থামল একটা ফেরারি, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে, পিছনের উইণ্ডো থেকে ঝলসে উঠল আগুনের ফুলকি, রানার সামনের রাস্তায় পড়ল বুলেটগুলো। পরমুহূর্তে সগর্জনে চলে গেল গাড়িটা। আবার ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এল চারদিকে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ভ্যানের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজার দিকে হাত বাড়াবার আগেই বুঝতে পারল কি দেখতে পাবে ভেতরে। হেইডেগার নেই।

স্ট্রেচার থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে চাদরটা, খোলা দরজার বাইরে ঝুলছে সেটা।

'রানা! রানা, জলদি!' আর্তনাদ করে উঠল টটিনি, ভ্যানের বাম অর্থাৎ রাস্তার ডান দিক থেকে। রানা না পৌঁছুনো পর্যন্ত তার চিৎকার থামল না। মাটিতে হাঁটু গেড়ে হেগেনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে। হেগেনের গোটা মাথা প্রায় উড়ে গেছে, তিন কি চারটে বুলেট লেগে। ভ্যানের আলোয় রানা দেখল টটিনির কাপড়চোপড় রক্তে ভিজে গেছে।

টটিনির কাঁধ ধরে নিজের দিকে টানল রানা, শক্ত করে ধরে রাখল তাঁকে, তারপর দাঁড় করাল ধীরে ধীরে, প্রায় বয়ে নিয়ে আসছে ভ্যানের দিকে। ফোঁপাচ্ছে টটিনি, তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। 'ভ্যানে বসো, কেমন?'

ম্যাথুসকে খুঁজতে শুরু করল রানা, জানে কি দেখতে পাবে। একা শুধু টটিনি চিৎকার করেছে, আর কারও আওয়াজ পায়নি ও।

দশ

জোড়া রোলস রয়েস ডার্ট এঞ্জিন মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে। জানালা দিয়ে তাকাতে অনেক নিচে সুইস আলপস্ দেখতে পেল রানা, নতুন দিনের শুরুতে সূর্যের উত্থান এমন সুন্দর লাগছে যে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে ও। পাহাড়ের চূড়াগুলো, এক পাশের সবগুলো ঢাল, কোমল লালচে আভায় রঙীন হয়ে গেল, ক্রমে সমস্ত রঙ বদলে গিয়ে গাঢ় গোলাপী হয়ে উঠছে, ওপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশ।

ওর পাশে বসে ঝিমাচ্ছে টটিনি। গত বারো ঘণ্টা ঘুমাবার সময় খুব কমই পেয়েছে সে, রাস্তার ধারের ঘটনাটার পর আতঙ্কে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

রানা যেমন আশঙ্কা করেছিল, ঝোপের ভেতর শুয়েছিল ম্যাথুস, হেগেন যেখানে মারা গেছে সেখান থেকে প্রায় একশো ফুট দূরে। হেগেনের মত ম্যাথুসের ক্ষতটা বীভৎস ছিল না, প্রথমবার দেখে রানার মনে আশা জাগে সে বোধহয় বেঁচে আছে। তারপর চিৎ করে শোয়ায় রানা তাকে, ভ্যানের আলোয় দেখতে পায় সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়ে মারা গেছে ম্যাথুস।

'সাচ্চা মানুষ তুমি, সত্যি কথা বলতে কি,' বিড় বিড় করল রানা। 'ম্যাথুস, তুমি সত্যি আমার মনে একটা জায়গা করে নিয়েছ, বন্ধু।'

গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে লাশ দুটো ঢেকে দিল রানা, আশা করল ও আর টটিনি বহু দূরে সরে যাবার আগে কেউ দেখতে পাবে না। ফ্রেঞ্চদের মত ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসও অত্যন্ত স্পর্শকাতর, নিজেদের দেশে বিদেশী কোন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের তৎপরতা মেনে নেবে না। লাশগুলোর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক আছে জানতে পারলে ভয়ানক ঝামেলা করবে।

ভ্যান ছেড়ে দিয়ে পাশে বসা টটিনিকে জানাল রানা বর্তমান অবস্থা। 'ওরা হেইডেগারকে নিয়ে চলে গেছে। আমরা ম্যাথুসকেও হারিয়েছি।' বড় করে একটা শ্বাস টানল ও। 'তোমার মত আমারও খারাপ লাগছে, তবে কাজটা আমাদেরকে

শেষ করতে হবে।'

টর্টিনি শব্দ করছে না, ঝরঝর করে পানি ঝরছে দু'চোখ থেকে। 'কেন, রানা?' তার গলায় অভিমান না ক্ষোভ ঠিক বুঝতে পারল না রানা, যেন ওর সঙ্গে তর্ক করতে চাইছে সে। 'কেন, রানা, কেন?'

'কারণ হেইডেগার মানুষের বড় ধরনের কোন ক্ষতি করার প্ল্যান করেছেন। কারণ তাঁকে বাধা দেয়ার জন্যে একমাত্র আমরাই শুধু আছি। আর আমরা বাধা না দিলে জিতে যাবেন তিনি।'

'কি বলেছেন মনে আছে তোমার? তিনি উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, ঘটনাটা ঘটবেই। কোথায় কি ঘটবে, তা তিনি বলেননি। কেন ভাবছ আমরা বাধা দিতে পারব? আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই! তাছাড়া, গোটা ইউরোপে অসংখ্য ভক্ত আছে তাঁর। রীতিমত একটা সেনাবাহিনী।' চোখ থেকে পানি ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে, টর্টিনির গলায় রাগ। 'কয়েক হাজার ফ্যানাটিক, রানা। এমন সব লোক, একটা আদর্শের জন্যে সারাজীবন ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে, প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। এ-ধরনের লোকেদের বিরুদ্ধে শুধু আমরা দু'জন কি করতে পারি?'

'তবু চেষ্টা করতে হবে না?'

'কিভাবে, রানা?'

'আমরা জানি তিনি কালাইস যাচ্ছিলেন। ওখানে গিয়ে দেখা যাক কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা। যদি না পাই, লণ্ডনে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানতে পেরেছে বিএসএস। তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করছি না।'

রাস্তার পাশে টেলিফোন বুদ দেখতে পেয়ে ভ্যান থামাল রানা, টর্টিনিকে নিচে নামতে নিষেধ করল। তার কাপড়চোপড়ের যে অবস্থা, দেখতে পেলেই গ্রেফতার করবে পুলিস। বুদ থেকে চার্টার কোম্পানীকে ফোন করল রানা। নিজের পরিচয় দিল ডাক্তার হিসেবে, তার সহকারিণী কালাইসে যাবার জন্যে একটা গালফস্ট্রিম চার্টার করেছিল। ম্লান সুরে জানাল, ওদের রোগী মারা গেছেন, কাজেই আজ রাতে প্লেনের কোন প্রয়োজন নেই। ওই একই প্লেন চার্টার করতে চায় ওরা, যাবেও সেই কালাইসে, তবে ভোরের দিকে। কি ধরনের ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করবে ওরা জানার জন্যে আবার ফোন করবে ও, তখন টেক-অফ টাইম সম্পর্কেও একটা সিদ্ধান্তে আসবে।

পথে আরও দু'বার ভ্যান থামাল রানা। ছোট একটা শহর পড়ল সামনে, টর্টিনিকে বসিয়ে রেখে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকল ও। টর্টিনির জন্যে কাপড়চোপড়, কস্‌মেটিক্‌স্‌, জুতো, মোজা ইত্যাদি কিনতে হলো। ওর নিজেরও কয়েকটা জিনিস দরকার। যা যা কিনল সব একটা ক্যারিয়ার ব্যাগে ভরে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর ভ্যানের কাছে ফিরল রানা, ইতিমধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। টর্টিনিকে যেমন দেখে গিয়েছিল ফিরে এসে তেমনই দেখতে পেল ও, এক চুল নড়েছে বলে মনে হয় না। নির্লিপ্ত আর বিষণ্ন লাগছে তাকে, কাপড়চোপড়

কেনা হয়েছে শুনে রানাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

কুইনটো ডি ট্রেভিসোয় পৌঁছে একটা মোটেলে উঠল ওরা, এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচ মাইল দূরে। মোটেলটা গত তিন বছর এক বৃদ্ধা চালান, চোখে আজকাল তিনি ভাল দেখতে পান না। বাইরে পাঁচটা প্রাইভেট কার ও তিনটে ট্রাক দেখেছে রানা, তবে কোন লোকজন চোখে পড়ল না। খাতায় নাম লেখাবার পর ভ্যান থেকে টর্টিনিকে নামিয়ে আনল ও, বৃদ্ধার চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে তাকে জড়িয়ে ধরে এগোল নিজেদের কামরার দিকে, হাতের ব্যাগটাকেও আড়াল হিসেবে ব্যবহার করল। দরজা বন্ধ করে টর্টিনিকে শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাতে বলল ও।

বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল টর্টিনি, অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

তার পাশে বসে কাঁধে হাত রাখল রানা। 'টর্টিনি, এরকম ভেঙে পড়লে চলবে না। ভুলে যেয়ো না বহু বছর ধরে ডসের ড্রাইভিং ফোর্স ছিলে তুমি। ওয়াশিংটন আর লণ্ডন তোমার ওপর আস্থা রেখেছিল...'

'দেখতেই পাচ্ছ তার কি পরিণতি হয়েছে...'

'তাতে কিছু আসে যায় না...'

'বুঝতে পারছ না, আমি কোন উপকারে আসিনি! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা শুধু আপস করে গেছি। গত কয়েকদিনে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে...'

'তুমি থামবে?' হতাশার রাহুগ্রাস থেকে তুলে আনার জন্য রানার ইচ্ছে করল টর্টিনির গালে কষে একটা চড় মারে। 'তুমি, মার্থা টর্টিনি, সিআইএ ও বিএসএস-এর পক্ষে কাজ করেছ। এ-ধরনের একটা কাজ করার জন্যে যে সাহস, শৃঙ্খলা বোধ, ত্যাগ আর বুদ্ধি দরকার হয় সবই তোমার মধ্যে দেখা গেছে। আমি জানি, টর্টিনি, এ-ধরনের কাজ আমাকেও করতে হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে সব বৃথা হতে দিয়ো না। যা বলছি শোনো, শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাও। খেতে যাব আমরা, তারপর ঘুমাব। কিছুটা বিশ্রাম অন্তত পাওনা হয়েছে আমাদের।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টর্টিনি, রানাও তাকিয়ে আছে, মনে হলো যেন দু'জনের ইচ্ছাশক্তি লড়াই করছে। তারপর ঢিল পড়ল টর্টিনির পেশীতে, হেগেন মারা যাবার পর এই প্রথম টেনশন থেকে রেহাই পেল সে। ঘুরল, ক্যারিয়ার ব্যাগ থেকে নিজের জিনিস-পত্র বের করে নিয়ে ধীর পায়ে এগোল বাথরুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে। 'একা শুধু আমি বেঁচে আছি, রানা। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো? ডসের একা কেবল আমি রয়ে গেছি। বলতে পারো আর কতক্ষণ, ক'দিন বেঁচে থাকব আমি?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না, বাথরুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

এএসপি চেক করল রানা, ম্যাগাজিনে পাঁচ রাউণ্ড গুলি রয়েছে। হেইডেগারের আস্তানা থেকে সংগ্রহ করা স্পেয়ার ম্যাগাজিনও আছে একটা। ব্যস, এইটুকু। চোদ্দটা নাইন এমএম গ্লেজার বুলেট, আর বেইবী বেরেটা পিস্তল সহ একটা মেয়ে। হেগেনের লাশের পাশে টর্টিনিকে যখন দেখল রানা, তার হাতে তখনও পিস্তলটা ছিল। সেই থেকে ওটা মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করেনি সে, এমনকি বাথরুমে ঢোকার সময়ও সঙ্গে রেখেছে।

চাহে এএসর্পি, ক্লান্তিতে ধপাস করে বিছানার ওপর বসে পড়ল রানা, যেন টটিনির সমস্ত ক্লান্তি আর ব্যর্থতা, উত্তেজনা আর ক্ষোভ ওর ওপর ভর করেছে। কাত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল ওর।

মনে হলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল টর্টিনি। 'রানা? রানা? ওঠো, প্লীজ ওঠো!'

সাড়া দিল রানা, চোখ রগড়ে সিধে হয়ে বসল। 'টটিনি...'

'গড, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ভাবলাম বাকি সবার মত তুমিও বোধহয় মারা গেছ।'

'দুঃখিত।' মুখের ভেতর টকটক লাগছে রানার। 'বুঝতে পারিনি এতটা ক্লান্ত হয়ে...'

'ক্লান্ত তো হবেই। খিদে পায়নি তোমার? যাও, আমার হয়ে গেছে, বাথরুম খালি...'

বিছানা ছেড়ে নামল রানা, দেখল নেভি ব্লু স্যুটে দারুণ মানিয়েছে টটিনিকে। মুখে সামান্য মেকআপ ব্যবহার করেছে সে, চুল আঁচড়েছে। তবে বেরেটার কথা ভোলেনি, ধরে আছে বাম হাতে।

রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ক্ষীণ হাসল টর্টিনি। 'তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয়, রানা। সব একদম ঠিক, এমন কি জুতোর মাপটাও। এগুলো পরে ভাল লাগছে। ধন্যবাদ, রানা। এখন থেকে আবার তুমি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।'

মুহূর্তের জন্যে তার কাঁধ ছুঁয়ে রানা বলল, 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। যাই, আমিও ফ্রেশ হয়ে আসি।'

ঘুরতে যাবে রানা, বাধা দিল টর্টিনি। এক পা এগিয়ে এসে রানার ঠোঁটে চুমো খেলো সে। 'শুধু মুখে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেকে আমি খাটো করতে চাই না।'

বাথরুমে আধ ঘণ্টা কাটাল রানা। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, তারপর নতুন ট্রাউজার আর শার্ট পরে বেরিয়ে এল। তৈরি হয়েই ছিল টটিনি, তাকে নিয়ে খেতে বেরুল ও।

মোটেলের সঙ্গেই রেস্তোরাঁ, ছোটখাট, তবে ভিড় নেই। ইটালিয়ান মেনু, তবে বৈচিত্র্য কম। টটিনিকে রানা কথা দিল, 'লণ্ডনে ফিরে তোমাকে আমি ভাল ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব।'

'তুমি ভুলে গেলেও আমি মনে করিয়ে দেব।'

খেতে খেতে আলাপ করছে ওরা, রানাকে অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে দেখে টর্টিনি জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ? হেইডেগার?'

'না। তার কথা আমি প্রায় ভুলেই গেছি।'

'তা কি করে সম্ভব?' টটিনির গলার সুরে খানিকটা হাসি, খানিকটা সমালোচনা।

'অন্তত আজ রাতটা আমি কাজের কথা ভুলে থাকতে চাই। কাল তো অন্য একটা দিন।'

নিজেদের কামরায় ফিরে এসে চার্টার কোম্পানীতে আবার ফোন করল রানা। ওদের ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে প্লেন টেক-অফ করবে ভোর হবার খানিক আগে। তবে

কালাইসে পৌঁছে যাবে সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই। 'এলাকায় কাল ট্রাফিক খুব বেশি থাকবে।' কারণটা কি বলতে পারবে না রানা, কথাটা শুনে কার্ল ভোলকে আর নোয়া ইসাবেলার চেহারা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। সেই অমীমাংসিত রহস্যটা, ভোলকের না বলা কথাটা, এবারও ওর নাগালের বাইরে থেকে গেল। ওদেরকে জানাল, ঠিক পাঁচটায় পৌঁছুবে ওরা।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে টটিনির দিকে তাকাল রানা, বলল, 'বিছানাটা তোমার, আমি ঘুমাব দরজার সামনে কার্পেটের ওপর।'

কাছে সরে এল টটিনি, দাঁড়াল গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে। 'তার কোন দরকার নেই, রানা।'

'না, না, আমি…'

'প্লীজ। আর সব কিছু যদি বাদও দিই, অভয় আর সান্ত্বনা দিতে পারে এমন একজন আদম সন্তানের আলিঙ্গন আমার না হলে চলবে না এখন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও। তাতে তোমারও কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই।'

ইতস্তত করছে রানা, তবে শেষ পর্যন্ত টটিনির জেদ আর যুক্তির কাছে হার মানতে হলো ওকে। রাজি হবার পর আপন মনে হাসল ও। ঠিক যেন এটাই চাইছিল, টটিনি ওকে বাধ্য করুক।

এই মুহূর্তে, সূর্য ওঠার পর, গালফস্ট্রিমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে টটিনির, সে-ও জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে কালাইস-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শহরটার পশ্চিমে নতুন টার্মিনাল ভবন মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। জায়গাটাকে খুব ব্যস্ত দেখাল, যদিও আগামী বছরের আগে ইউরোটানেল চালু করা হবে না। আকাশ থেকে ওরা যেন সুন্দর ও নিখুঁত একটা মডেল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম, লোডিং বে আর র‍্যাম্প থেকে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে এসেছে রোড আর রেল লাইন, সবগুলো পৌঁচেছে টানেলের বিশাল চৌকো আকৃতির মুখে। নতুন টার্মিনালে কত গাড়ি, ভাবল রানা, গিজগিজ করছে মানুষ। পরমুহূর্তে, জাদুর মত, অকস্মাৎ ভোলকের না বলা কথাটা মনে পড়ে গেল ওর।

গত রাতে চার্টার কোম্পানীর একজন অপারেটর ফোনে রানাকে বলেছিল, 'এলাকায় কাল ট্রাফিক খুব বেশি থাকবে।'

তলপেটের ভেতর সব কিছু নড়ে উঠল হঠাৎ, বমি পেল রানার, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। অবশেষে হারানো বাক্যটা ওর অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেন্ট অনার-এ ফিরে গেছে ও, জাপানী গাড়িতে বসে আছে কার্ল ভোলকের পাশে। নোয়া ইসাবেলা বলতে শুরু করল, 'আমরা চাই না আপনি এই দেশে আরও একটা দিন থাকুন। তবে আপনার সৌভাগ্য, আমার মনটা খুব নরম, তাই পুরো একটা দিন সময় পাচ্ছেন।'

তারপর, পরে যাকে কার্ল ভোলকে হিসেবে চিনেছে রানা, সে কথা বলতে শুরু করল, 'বিশেষ করে যখন মিযানথ্রোপ আসছে…,' কথা শেষ না করে থেমে গিয়েছিল সে।

মিযানথ্রোপ। হায় খোদা, কি সর্বনাশ!

রানা?' ওর হাত ধরে ঝাঁকাল টটিনি। 'কি হয়েছে তোমার? তুমি অসুস্থ...'

'কি বার আজ?' আজ কি বার তা-ও মনে করতে পারছে না রানা।

'অক্টোবরের আঠারো, বুধবার। রানা...?'

'গড হেল্প আস.' শুনে মনে হলো সত্যি সত্যি প্রার্থনা করছে রানা। তারপর ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে দশটা বাজে। এখনও হয়তো সময় আছে। কল্পনার চোখে রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় বেগুনি রঙের ফাইলটা দেখতে পাচ্ছে ও। ফাইলের গায়ে সাদা হরফে লেখা—টপ সিক্রেট। মাত্র তিনজনের নাম লেখা রয়েছে এক কোণে, এই তিনজন ছাড়া আর কারও অধিকার নেই ফাইলটা খোলার। এই ফাইলের কভারেও শব্দটা লেখা রয়েছে—মিযানথ্রোপ। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে ভোলাকে থেমে যাওয়ায় রানার মাথার ভেতর কিছু একটা ক্লিক করে উঠেছিল এই কারণেই। গাড়িতে বসে শোনা শব্দটা কেন সেই থেকে মনে পড়তে চাইছিল তা-ও পরিষ্কার হয়ে গেল।

ইউরোটানেল তৈরি করা হয়েছে ইংলিশ চ্যানেলের নিচে। ওটা চালু করা হবে আগামী বছর, উনিশশো তিরানব্বুই সালে, তবে আজ একটা ট্রেন ওই টানেল দিয়ে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হবে। আজ মানে এখন, সকালে। সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বেলা এগারোটা। এই অপারেশনের কোডনেম মিযানথ্রোপ, এ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য গতরাত অর্থাৎ তেরোই অক্টোবর পর্যন্ত গোপন রাখার সিদ্ধান্ত হয়। গত রাত সন্ধের দিকে একটা নিউজ বুলেটিন প্রচার করার কথা, লোকজন পাঠাবার জন্যে টিভি আর প্রেস যাতে সময় পায়। সেজন্যেই চার্টার কোম্পানীর পাইলট কাল রাতে জানত, আজ খুব বেশি ট্রাফিক থাকবে কালাইসে।

সিদ্ধান্ত হয় ইউরোপিয়ান কমিউনিটি নেতাদের এই ট্রেন ভ্রমণ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হবে ভ্রমণ শুরু হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। কড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। হাতে অল্প সময় পেলেও প্রেসের লোকজন ঠিকই পৌঁছুতে পারবে, তবে জটিল অপারেশনের প্ল্যান তৈরি করার জন্যে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো যথেষ্ট সময় পাবে না।

অবশ্য একা শুধু মার্ক হেইডেগার বাদে। মিযানথ্রোপ সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানেন তিনি, সম্ভবত নিজের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে।

কোকিউলেস টার্মিনাল থেকে রওনা হয়ে ইংল্যাণ্ডের ফোকস্টোন টার্মিনালে পৌঁছুবে ট্রেনটা, আরোহী থাকবেন প্রায় একশো জন। ইসি অর্থাৎ বারোটা রাষ্ট্রের সরকার প্রধানরা থাকবেন, তাঁদের মন্ত্রীসভার বেশিরভাগ সদস্যদের নিয়ে। রানা এজেন্সির কাছে খবর আছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হবার জন্যে বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোকেও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

আদর্শ একটা দিন। এঞ্জিনিয়ারিং যে জাদু দেখাতে পারে, দুনিয়ার মানুষ আরেকবার তার প্রমাণ পেতে যাচ্ছে। টানেল আসলে একটা নয়, তিনটে। ইংলিশ চ্যানেলের নিচে পঞ্চাশ কিলোমিটার লম্বা। ফ্রান্স থেকে রওনা হয়ে ইংল্যাণ্ডে যাবে ট্রেনটা, আবার ফিরে আসবে ফ্রান্সে।

এখন রানা জানে হেইডেগারের লোকজন টানেলের ভেতর কোথাও অপেক্ষা করছে। হয়তো হেইডেগার নিজেও ওখানে থাকবেন, ইউরোপের সব ক'জন

নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করতে।
সীট বেল্ট খুলতে শুরু করে পাইলট দু'জনের উদ্দেশ্যে চিৎকার জুড়ে দিল রানা। কালাইসের পুব দিকে ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপে প্লেন ল্যাণ্ড করানোর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

এগারো

ফ্লাইট ডেকে যাবার সরু দরজাটা শুরু থেকেই খোলা। গালফস্ট্রিম ওয়ান বড় কোন প্লেন নয়, চার্টার করা প্লেনের দু'জন ক্রু সিকিউরিটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল রানা। বাম সীটে বসা ক্যাপটেন মাথা ঝাঁকাল, ল্যাণ্ডিং করতে যাওয়ার মুহূর্তে বাধা পেয়ে অস্বস্তিবোধ করছে সে।
এঞ্জিনের আওয়াজ সত্ত্বেও লোক দু'জনের হেডসেট থেকে বেরিয়ে আসা কথাবার্তার শব্দ প্রায় স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে রানা। 'টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' চিৎকার করল ও।
'অবশ্যই!' কো-পাইলটও রেগে আছে। 'আপনি যদি সীটে গিয়ে বসেন...'
'কোকিউলেসে আমার একটা মেসেজ পৌছুতে হবে। ইউরোটানেল টার্মিনালে। সিকিউরিটি।'
'দশ মিনিট পর নিচে নামছি আমরা। তখন হলে চলে না?'
'না, চলে না! টাওয়ারকে বলুন টার্মিনাল সিকিউরিটিকে ডাকুক। আমি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন অ্যাডভাইজার। অ্যাডমিরাল স্যার জন রেডউডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন, ব্রিটিশ এমপি দলের সঙ্গে তাঁর থাকার কথা। অ্যাডমিরালকে যদি না পান, কর্নেল বিল হ্যামারহেডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন। বলুন মেসেজ দিচ্ছেন এমআরনাইন। মিযানথ্রোপ যেন বাতিল করা হয়। এমআরনাইনকে যেন এয়ারফিল্ড থেকে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মেসেজ আর্জেন্ট অ্যাণ্ড এসেনশিয়াল। আর্জেন্ট অ্যাণ্ড এসেনশিয়াল, রিপিট করুন।'
অল্প-বয়েসী কো-পাইলট ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, বোঝা গেল ক্লিপবোর্ডে মেসেজটা লিখে নিচ্ছে দেখে। 'কি করা যায় দেখছি, স্যার। তবে ল্যাণ্ড না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতেও পারে।'
'এখুনি পাঠান।' আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। দশটা পঁয়ত্রিশ। 'হাতে সময় নেই।'
'দয়া করে আপনি যদি নিজের সীটে গিয়ে বসেন, স্যার...'
মাথা ঝাঁকিয়ে টটিনির কাছে ফিরে এল রানা। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'প্লীজ, রানা, কি ব্যাপার?' প্লেন ঝাঁকি খেতে রানার একটা বাহু খামচে ধরল সে।
'হেইডেগার, কিংবা তাঁর লোকজন। এখন থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে ইউরোপের সব ক'জন সরকার-প্রধান একটা ট্রেনে থাকবেন, ট্রেনটা ইউরোটানেল

দান ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে রওনা হবে। হেইডেগার আগে থেকেই জানেন. লেজানোট কাল্যাইসে তাঁর আসার কথা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি হয়তো পৌঁছেও গেছেন এখানে।'

কি যেন বলল টিটিনি, এঞ্জিনের শব্দে শোনা গেল না। রানওয়েতে ঘষা খেয়ে চিঁচিঁ আওয়াজ তুলল প্লেনের চাকা।

'উনি যা ঘটাতে যাচ্ছেন বলে ধারণা করছি তা যদি ঘটে, গোটা ইউরোপে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। বারোটা রাষ্ট্রের সরকার-প্রধানকে যদি একসঙ্গে খুন করা হয়, তার প্রতিক্রিয়া কি হবে ভাবতে পারো? এরচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় না...'

হেইডেগারের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। কালই উনি বলছিলেন, 'যা ঘটার তা ঘটবেই। কাল গোটা ইউরোপের কাঠামো বদলে যাবে। এমনই বদলে যাবে, চেনা যাবে না।'

ট্রেনটা যদি ইউরোটানেলে ঢোকে, সত্যি বদলে যাবে ইউরোপের চেহারা। কারণ, এখন আর রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে ট্রেনটা। একটা রাষ্ট্রের জন্যে রাজনৈতিক শূন্যতার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না। রানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করছে।

দশটা একচল্লিশ মিনিটে ল্যাণ্ড করল প্লেন। ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে এসে কো-পাইলট জানাল, 'আপনাদেরকে তুলে নেয়া হবে।' তার চোখে সন্দেহ। 'আমাকে ওঁরা বললেন, যতক্ষণ কেউ না আসে আপনাদের দু'জনকেই টার্মিনাল ভবনের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কার সঙ্গে আপনার কথা হলো?'

'টাওয়ার থেকে মেসেজটা পাঠানো হয় টার্মিনালে সিকিউরিটি হেড-এর কাছে। ওরা আপনাকে নিতে আসছে, স্যার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। এয়ারস্ট্রিপটাকে দেখে মনে হবে ফ্লাইং ক্লাবের কাজ চালানো হয়, তবে নিচু, সাদা বিল্ডিংটার কাছে এক সারি খুব দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ইউরোপিয়ান কমিউনিটির নেতারা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে প্লেনে করে পৌঁচেছেন। অল্প সময়ের ভেতর আবার তাঁরা যে যাঁর নিজের দেশে ফিরে যাবেন।

গালফস্ট্রিম থামল এগারোটা বাজতে আট মিনিট বাকি থাকতে। কড়া রোদ থাকলেও সকালটা খুব ঠাণ্ডা. প্লেন থেকে নামার পর আরোহী ও ক্রুরা শীতে যেন কুঁকড়ে গেল।

ক্রুদের ধন্যবাদ জানাল রানা। কো-পাইলট আবার মনে করিয়ে দিল যে ওদেরকে টার্মিনাল ভবনের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে, ভেতরে ঢুকতে বারণ করা হয়েছে।

'কেউ আসছে না কেন?' অস্থিরতা বোধ করছে রানা। পায়চারি করছে ও. টিটিনির সঙ্গে কথা বলছে না। অসহায় লাগছে নিজেকে ওর, উদ্বেগ আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে নার্ভগুলো।

এগারোটা বাজতে দু'মিনিট বাকি, পশ্চিম দিক থেকে ফ্রেঞ্চ সামরিক বাহিনীর

একটা হেলিকপ্টার উড়ে এল। একটা সেসনাকে ল্যাণ্ড করার সুযোগ দিয়ে ফিল্ডের এক কোণে ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে নামল।

'মি. রানা? সব ঠিকঠাক আছে তো?' হেলিকপ্টার থেকে নেমে এলেন বিল হ্যামারহেড, মারভিন লংফেলোর চীফ অভ স্টাফ। 'আবার আপনার সঙ্গে দেখা হলো। রীতিমত একটা বিস্ময়।'

'ব্লাডি ট্রেনটা থামাবার ব্যবস্থা করেছেন?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ট্রেন থামাব?' হ্যামারহেডের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'আমি মেসেজ দিয়েছি মিযানথ্রোপ যেন বাতিল করা হয়। হেইডেগার পালিয়েছেন, তাঁর লোকেরা টানেলের ভেতর আছে...'

'মিযানথ্রোপ বাতিল...?'

'আপনি আমার মেসেজ পাননি?'

'শুধু আপনার কোড নেম আর মি. রেডউডের রেফারেন্স, তারপর বলা হলো আপনাকে যেন তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

'আর্জেন্ট অ্যাণ্ড এসেনশিয়াল মেসেজ পাঠিয়েছি আমি।' ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল অল্প-বয়েসী কো-পাইলট ফিরে আসছে। 'আপনি আমার নির্দেশ মত মেসেজ পাঠাননি?'

'হ্যাঁ, তবে ভাষা একটু বদলে। বলেছি আপনাদেরকে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অদ্ভুত একটা শব্দ বললেন, ওটা আমি উচ্চারণ করতে পারিনি...'

মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। 'মি. হ্যামারহেড, ফর গড'স সেক, যেভাবে পারেন ট্রেনটাকে থামান! জলদি, চলুন টার্মিনালে যাই!'

হেলিকপ্টারের পাইলটের উদ্দেশ্যে চিৎকার শুরু করলেন হ্যামারহেড। রেডিও অন করল সে। হ্যামারহেডের পিছু নিয়ে কপ্টারে চড়ল রানা ও টটিনি। দরজা বন্ধ করার আগেই শূন্যে উঠে পড়ল কপ্টার। ঘাড় ফিরিয়ে হ্যামারহেডের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল পাইলট।

'ট্রেন রওনা হয়ে গেছে!' রানার কানে বোমা ফাটালেন হ্যামারহেড।

'তাহলে ফিরিয়ে আনুন। দাঁড় করান!'

পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছেন হ্যামারহেড, বাধা দিল রানা, আবার বলল, 'না, ফিরিয়ে আনার দরকার নেই। শুধু থামান। প্রয়োজন হলে রেইল-এর পাওয়ার লাইন কেটে দিন। যেভাবে পারেন অচল করে দিন।'

ট্রেনটাকে ফিরিয়ে আনতে না বলে শুধু দাঁড়িয়ে পড়তে বলাই নিরাপদ। দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। হেইডেগারের লোকজন টানেলের ভেতর আছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানে না ও। ট্রেনেও বোমা বা বিস্ফোরক থাকতে পারে। হেইডেগারের জায়গায় ও হলে কি করত? একটা ট্রেনকে উড়িয়ে দেয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে মার্কারি-অ্যাকটিভেটেড ট্রিগারসহ একটা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। ট্রেন নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পেরুবার পর বোমাটা অ্যাকটিভ হবে। হয়তো এক মাইল পেরুলে, বা দু'মাইল। নির্দিষ্ট দূরত্ব পেরুবার পর ফেরার বা বাঁচার কোন পথ থাকবে না। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব, নির্দিষ্ট একটা সময়। সেটা দুই, দশ বা পনেরো

মিনিট ধরে পারে। তারপর বিস্ফোরণ ঘটবে।

'ট্রেন থামাতে বলুন। পাওয়ার লাইন কেটে দিয়ে ভিআইপিদের নির্দেশ দিন তারা যেন হেঁটে টানেল থেকে বেরিয়ে আসেন। এটাই একমাত্র নিরাপদ উপায়।'

আবার চিৎকার শুরু করলেন হ্যামারহেড, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করল পাইলট। ওরা দেখতে পেল কোকিউলেস টার্মিনাল কাছে সরে আসছে।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল পাইলট, 'ট্রেন দাঁড় করানো হয়েছে!' হালকা হয়ে গেল রানার শরীর, যেন মস্ত একটা বোঝা তুলে নেয়া হয়েছে ওর মাথা থেকে।

ল্যান্ডিং প্যাডের দিকে নাক কাত করল হেলিকপ্টার। চারপাশে, কুৎসিতদর্শন একজোড়া প্যারামিলিটারি ভেহিকেলকে ঘিরে, গিজগিজ করছে স্পেশাল ফোর্সের ট্রুপস। আর যাই হোক, ভাবল রানা, ফরাসীরা অন্তত তৈরি হয়ে আছে। জিআইজিএন স্পেশাল ফোর্সের লোক ওরা, অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিট। কপ্টার ল্যান্ড করতেই তরুণ এক অফিসার ছুটে এল, বিল হ্যামারহেডের নাম ধরে ডাকছে। 'কর্নেল, আপনাকে অপারেশন রুমে দরকার। আমি আপনাদের নিতে এসেছি।'

জিআইজিএন ট্রুপ-এর ভিড়টাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ওরা, রানা লক্ষ করল সবাই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'ট্রেন থামানো হয়েছে?' তরুণ ফ্রেঞ্চ অফিসারকে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে।' দীর্ঘ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে রানাকে দেখল অফিসার। 'আপনি ক্যাপটেন মাসুদ রানা, তাই না?'

ছুটতে ছুটতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'হেলিকপ্টার থেকে, ভায়া কর্নেল হ্যামারহেড, আপনার মেসেজ পেয়েছি আমরা। ট্রেন থামল, আপনার মেসেজও পেলাম আমরা।'

'ট্রেন থামল···আমার মেসেজ পাবার আগে? ট্রেন···নিজে থেকে থেমে গেল?' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'জী, স্যার, আপনার মেসেজ আসার মুহূর্তে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। আরও আছে। ক্যারিজের সব ক'জন ক্রু, অ্যাটেনড্যান্ট হিসেবে যাদের ট্রেনে থাকার কথা, তাদেরকে পাওয়া গেছে ক্রু ফ্যাসিলিটিতে। সব মিলিয়ে দশজন। প্রত্যেকে মারা গেছে। গুলি করে মারা হয়েছে, স্যার। লাশগুলো ফেলে রাখা হয়েছে নগ্ন। এইমাত্র আমি নিজে দেখে এলাম। বীভৎস।'

একহারা একটা উঁচু কাঠামোর মাথায় অপারেশন রুম, ডিজাইন করা হয়েছে এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে মিল রেখে। লম্বা গ্লাস উইন্ডো দিয়ে অপারেটররা গোটা টার্মিনাল দেখতে পায়। ভেতরে সারি সারি ডেস্কে কমপিউটার, টিভি মনিটর সাজানো। সিআরটি আর ভিডিইউ-এর সাহায্যে তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে।

ডিসপ্লের সামনে বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী বসে রয়েছে। কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছ'ফুট লম্বা, ইউনিফর্ম পরা, জিআইজিএন-এর একজন

কর্নেল, কথা বলছেন সাদা কোট পরা ছোটখাট এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। চার্লস দ্য গলের সঙ্গে কর্নেলের চেহারার অনেকটা মিল আছে।

বিল হ্যামারহেড রানার সঙ্গে কর্নেল হেনরি মেপল-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেপল বললেন, 'শুনলাম আপনি নাকি আন্দাজ করতে পারছেন কি ঘটছে?' ভদ্রলোক হাসছেন না, চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'না, কি ঘটছে আমি জানি,' হ্যাণ্ডশেক করার সময় মাথা নাড়ল রানা। 'কে ঘটাচ্ছেন তা-ও জানি। তিনি সম্ভবত টানেলেই আছেন। আপনাকে আমার জানানো উচিত, অস্ত্র বা লোকবলের কোন অভাব নেই তাঁর। আপনি যদি আমাকে ব্রিফ করেন, তাহলে জানাতে পারি এখন কি করা উচিত।'

কর্নেল কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে গেলেন কি ঘটছে। প্রায় বিশ মাইল এগোবার পর দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। 'ওদিকে দেখুন, ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়েছে।' একটা স্ক্রীনের দিকে হাত তুললেন তিনি। লম্বা ও মোটা আলো ফুটে আছে টানেল সিস্টেমের ম্যাপে।

ড্রাইভার রিপোর্ট করে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, রেইলের সমস্ত পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিতে হবে। প্রায় একই সময়ে খবর এল অ্যাটেনড্যান্টদের মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। 'বোঝাই যাচ্ছে আমাদের ঘাড়ে একটা হাইজ্যাক সমস্যা এসে চেপেছে। ড্রাইভার কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করি আমরা। মিনিট পাঁচেক আগে সে শুধু হাইজ্যাক শব্দটার কোড জানাতে পেরেছে আমাদেরকে।' কর্নেলকে গম্ভীর ও বিরক্ত লাগছে, বোঝা গেল রানাকে এত কথা বলতে তাঁর ভাল লাগছে না। 'এর মানে হলো, আমার সর্বনাশ,' বললেন তিনি। 'কারণ টানেলের ফ্রেঞ্চ দিকটার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। রেগুলার সার্ভিস শুরু হলে হাইজ্যাক সব সময় একটা সম্ভাব্য সমস্যা, কিন্তু আজ? গোটা এলাকা দুর্গের মত সুরক্ষিত করা হয়েছে। কল্পনাও করিনি আজই এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে।'

'উইথ রেসপেক্ট, কর্নেল,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা, 'এটা আসলে হাইজ্যাক সমস্যা নয়। আপনি যদি মুক্তিপণ কত জানার আশায় অপেক্ষা করেন, নরক ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটা আসলে পাইকারী হত্যাকাণ্ডের একটা পরিকল্পনা। যে ভদ্রলোক দায়ী তাঁকে আমরা কাল রাত পর্যন্ত আটকে রেখেছিলাম। আমরা তাঁকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছিলাম, রাস্তা থেকে তাঁর লোকজন তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। অত্যন্ত নিষ্ঠুর তিনি, ঠাণ্ডা মাথায় খুনগুলো করতে যাচ্ছেন। এবার, কর্নেল, বলুন, ঠিক কি করতে যাচ্ছি আমরা?'

রানার কথা শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হলো না, কর্নেল মেপল আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা নিয়েও ভেবেছি আমরা, তাই অ্যাকশন শুরু করার জন্যে তৈরিও হয়েছি।'

'প্ল্যানটা বলুন।'

'ডিসপ্লেতে দেখতেই পাচ্ছেন, মি. রানা, প্রথম উত্তরমুখী টানেলে রয়েছে ট্রেনটা। উত্তর আর দক্ষিণমুখী টানেলের মাঝখানে একটা টানেল আছে, আমরা ওটাকে মেইনটেন্যান্স টানেল বলি। এটা বহু কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

মাঝখানের এই টানেল থেকে এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট সার্ভিস করানো যায়। ওটার ডানে ও বামে ছোট আকারের কয়েকটা টানেল আছে, ওখানে লোকজন আর ইকুইপমেন্ট পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়—এক কিলোমিটার পর পর কানেকটিং চেম্বার সহ মেটাল ডোর আছে। নিরাপত্তার কথা ভেবেও এই অ্যাকসেস চেম্বারগুলো রাখা হয়েছে। গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে ট্রেন থেকে নামিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মেইনটেন্যান্স টানেলে আনা যায় প্যাসেঞ্জারদের, তারপর ওখান থেকে ফিরিয়ে আনা যায় এখানে, কিংবা পাঠিয়ে দেয়া যায় ব্রিটিশ টার্মিনালে।'

'হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জাররা যদি বেঁচে থাকেন।'

'এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত। সেজন্যেই এখুনি রওনা হতে চাইছি আমরা। ডিসপ্লেতে দেখতেই পাচ্ছেন, দুটো অ্যাকসেস চেম্বারের মাঝখানে রয়েছে ট্রেন।' আবার স্ক্রীনের দিকে হাত তুলে দেখালেন কর্নেল মেপল। 'প্ল্যান করেছি, আমার অর্ধেক লোক ঢুকবে ওদিকের চেম্বার থেকে, বাকি অর্ধেক এদিকের চেম্বার থেকে। এভাবে আমরা ওদেরকে চমকে দিতে পারব বলে আশা করি।'

'ভদ্রলোক একটা উন্মাদ, কর্নেল। তাঁর শিষ্যরা সবাই ফ্যানাটিক। টানেলে উনি থাকুন বা না থাকুন, তাঁর লোকজন তৈরি হবার আগে আমরা হামলা করলে সবাই তারা আত্মহত্যা করবে—আত্মসমর্পণের কথা ভুলে যান। এমন কি এই মুহূর্তে টানেলে থাকলে তিনি নিজেও পরাজয় মেনে নেয়ার চেয়ে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় বলে মনে করবেন। তিনি একজন ফাণ্ডামেন্টালিস্ট, কর্নেল। পলিটিকাল ফ্যানাটিক। নিজেকে তিনি আর দশজনের মত মনে করেন না। আরেক অর্থে, নিজেকে সম্ভবত তিনি অমর বলে মনে করেন।'

'তাহলে তাকে আপনি পালাতে দিয়ে কাজটা ভাল করেননি, ক্যাপটেন রানা।'

'আমি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুকেও হারিয়েছি। পাওয়ার ও লাইট এখান থেকে কন্ট্রোল করেন আপনারা?' সাদা কোট পরা ছোটখাট ভদ্রলোকের দিকে তাকাল রানা। চেষ্টা করেও এতক্ষণ কোন কথা বলার সুযোগ পাননি তিনি।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। চার্লস দুঁবে, কোকিউলেস টার্মিনালের চীফ অভ অপারেশন। 'হ্যাঁ, মি. রানা,' বললেন তিনি। 'সেন্ট্রাল রেল বরাবর পাওয়ার ও লাইট এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করি আমরা। ইমার্জেন্সী পাওয়ারও।'

'ধরে নিতে পারি ট্রেনের দরজায় সেফটি লক আছে?'

'ড্রাইভারের কেবিন আর প্রতিটি ক্যারিজের বাইরে রাবারের বড় বোতাম আছে।'

'ভেতর থেকে খোলা বা বন্ধ করা যায় না?'

'যায়, তবে ড্রাইভার ইচ্ছে করলে ওই ফাংশন ডিজএনগেজ করতে পারে। সে সম্ভবত...'

'আমরা ধরে নিতে পারি ইতিমধ্যে তা করা হয়েছে,' পরিস্থিতি আবার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন কর্নেল মেপল।

'আমাদের রেডিও আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই। আমার ধারণা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার যখন ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা আছে, আমাদের সঙ্গে আপনারও বোধহয় যেতে ইচ্ছে করছে, মি. রানা?'

'কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে না, কর্নেল। আমি যাচ্ছি।'

'তবে শুধু আমার কমাণ্ডের অধীনে, ক্যাপটেন।' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে গম্ভীর হাসি ফুটল কর্নেল মেপলের মুখে। 'ভেরি গুড। আপনার কাছে অস্ত্র আছে, স্যার?'

রানার হাতে এএসপি বেরিয়ে এল। 'রেডিও, কর্নেল?'

ইঙ্গিতে চার্লস দুঁবেকে দেখালেন কর্নেল। তাঁর হাতে একটা মটোরোলা এইচএল-টু দেখল রানা। আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসও এই রেডিও ব্যবহার করে, যাদের প্রধান কাজ প্রেসিডেন্ট আর ভাইস-প্রেসিডেন্টকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে রাখা।

'আমার ধারণা, ক্লিক কোডের একটা সিরিজ আছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ফ্রেঞ্চ কর্নেল হাসলেন। 'ব্যাপারটা আমরা ফাইনালাইজ করেছিলাম, এই সময় আপনি এলেন, মি. রানা। দুটো ক্লিক, আলোর পাওয়ার কেটে দাও। তিনটে ক্লিক, রেইলে পাওয়ার দাও। চারটে ক্লিক, রেইলের পাওয়ার আবার কেটে দাও। পাঁচটা, শুধু আলো জ্বালো।'

'একটা ক্লিক?'

'লাইট আর রেইলে পাওয়ার দাও। সবগুলো আপনার মনে থাকবে, মি. রানা?' ইতিমধ্যে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছেন কর্নেল। 'আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে জোরে পা চালান।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় তাঁর পাশে চলে এল রানা। 'আমার একটা রেডিও দরকার।' তারপর টর্টিনির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, সে যেন এখানেই অপেক্ষা করে।

'পাবেন একটা।'

'আমরা ভেতরে ঢুকছি কিভাবে?'

'ভিএবি আইএস ভেহিকেল সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার?'

'আছে।' এয়ারস্ট্রিপে ল্যাণ্ড করার সময় কুৎসিতদর্শন যে আর্মারড কারগুলো দেখেছিল রানা ওগুলো ভিএবি বা ভ্যাব নামে পরিচিত। সিক্স-হুইল ড্রাইভ, হেভি প্রোটেকশন, সার্চলাইট, মিসাইল লঞ্চার ছাড়াও একজোড়া মেশিনগান আছে। ড্রাইভার সহ বারোজন প্যাসেঞ্জার নিতে পারে। দুনিয়ার সেরা অ্যান্টি-রায়ট ও অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ভেহিকেল বলতে ভ্যাবকেই বোঝায়।

হেলি প্যাডে পৌঁছে ওরা দেখল ওগুলো ওদের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। পথ দেখিয়ে রানাকে প্রথম ভেহিকেলটায় নিয়ে এলেন কর্নেল। পিছনের হ্যাচ খুলে ভেতরের লোকজনকে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে ভাল করে দেখে নাও, সবাই। ইনি আমাদের সঙ্গে আছেন।' স্পেয়ার একটা রেডিও চেয়ে নিয়ে রানার

হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি, রানা সেটা বেল্টের সঙ্গে আটকে রাখল।

রানাকে নিয়ে দ্বিতীয় ভেহিকেলের পিছনে চলে এলেন কর্নেল মেপল, হাত তুলে নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন কয়েকটা। রানাকে বললেন, 'আমি প্রথম ভেহিকেলে থাকছি, আপনি এটায় থাকছেন।' তরুণ অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রানার, হেলি প্যাডে এই তরুণই ট্রেন থামার খবরটা প্রথম দিয়েছিল রানাকে। আঁন্দ্রে হেগেল। হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। মাত্র পনেরো মিনিট আগে।

ভেহিকেলের পিছনে চড়ল রানা, ভারি দরজাটা ধাতব শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। লোহার বেঞ্চে বসল ও, উল্টোদিকের বেঞ্চে বসা পাঁচজন তরুণ হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল, একটা ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো দ্বিতীয় ভেহিকেল। 'গুড লাক,' ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠল ওর সঙ্গীরা।

কাছাকাছি অ্যাকসেস চেম্বারের সামনে পৌঁছুতে বিশ মিনিট লেগে গেল। রওনা হবার দশ মিনিট পর আঁন্দ্রে হেগেল তার লোকদের একজনকে ছাদে পাহারায় থাকার জন্যে পাঠিয়েছে। আরও দশ মিনিট পর দাঁড়িয়ে পড়ল ভেহিকেল। মাথা ঝাঁকিয়ে হেগেল জানাল দরজা খোলা যেতে পারে।

অফিসারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। টানেলের দু'পাশ এখনও স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, খানিক পর পর একটা করে হাই-পাওয়ার বালব জ্বলছে। ভেহিকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারটা দেখতে পেল রানা। পাঁচ কি ছয় কদম মাত্র দূরে। ওটার দিকে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় বিস্ফোরণটা ঘটল।

প্রথমে রানা ধারণা করল ভিআইপি ট্রেন আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিস্ফোরণের পরপর মেশিনগান ফায়ার শুরু হতে বুঝতে পারল আক্রমণ করা হয়েছে ওদেরকে।

মার্ক হেইডেগারের নিরীহ চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে, পায়ের আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছেন। সব দিকে খেয়াল রেখেছেন তিনি। যেভাবেই হোক টার্মিনাসে ঢুকে পড়ে তাঁর লোকজন, ট্রেনের অ্যাটেনড্যান্টদের খুন করে—এর অর্থ হলো, ট্রেনে মাত্র দশজন লোক আছে তাঁর। ভিআইপিদের উদ্ধার করার একমাত্র পথ মেইনটেন্যান্স টানেল, সেটাও তার লোকজন দখল করে নিয়েছে। টানেল সিস্টেমে আর কোন লোক যদি ঢোকাতে না পেরে থাকেন, তাঁর যে দশজন লোক ট্রেনে রয়েছে তারাই দু'ভাগ হয়ে গেছে। একদল আছে ট্রেনে, ভিআইপিদের সঙ্গে, আরেক দল মেইনটেন্যান্স টানেলে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিল।

ভ্যাব থেকে সৈনিকরা নেমে আসছে, ওদের কামানও গর্জে উঠল। ভেহিকেলের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে টানেলের প্রায় আধ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখতে পেল রানা।

কর্নেল মেপলের ভেহিকেলে আগুন ধরে গেছে, তোবড়ানো অবস্থায় পুড়ছে সেটা, কাত হয়ে পড়েছে একদিকে। কাউকে দেখতে না পেলেও, অ্যামুনিশন বিস্ফোরিত হতে শুরু করল, মনে হলো জ্বলন্ত মৃত্যুফাঁদের পিছনে লোকজন নড়াচড়া করছে। প্রথম ভ্যাবটাকে আঘাত করেছে একটা হাই-পাওয়ারড অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল। একটা যখন ছোঁড়া হয়েছে, রানা ভাবল, আরও ছোঁড়া হবে।

হেগেলের অপেক্ষায় না থেকে ভ্যাবের কাছ থেকে সবাইকে সরে যাবার জন্যে জরুরী নির্দেশ দিল ও। কিন্তু নড়ল না কেউ। ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক এরা, নির্দেশ গ্রহণ করে শুধু নিজেদের কমাণ্ডিং অফিসারের কাছ থেকে।

ওদের কাউকে চেনে না রানা, তবে সন্দেহ নেই লোকগুলো অত্যন্ত সাহসী, যদিও ওদের মত বোকামি করতে রাজি নয় ও। লাফ দিয়ে চেম্বারের দরজার কাছে পৌঁছে গেল, লম্বা মেটাল হ্যাণ্ডেল ধরে টানল জোরে। ইস্পাতের ভারি কবাট অনায়াসে খুলে গেল। ভেতরে পা গলিয়ে ঢুকছে মাত্র, এই সময় দ্বিতীয় মিসাইলটা আঘাত হানল।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো মিসাইলটা প্রথম ভ্যাবকে ঘিরে থাকা ধোঁয়া আর আগুন ভেদ করে ছুটে এল, বিস্ফোরণ ঘটেছে ওর কাছাকাছি। তারপর দেখল, প্রথম ভেহিকেলটাকে আবার সরাসরি আঘাত করেছে মিসাইল, আগের জায়গা থেকে আর্মারড কার পাঁচ গজ পিছিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণের ধাক্কা লেগেছে ওকে, তবে তার আগেই চেম্বারে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল ও।

সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে এখনও, কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। দেখতে পেল চেম্বারের দরজায় ছিন্নভিন্ন ইস্পাতের উত্তপ্ত টুকরো লেগে রয়েছে। ও যে বেঁচে আছে, উপলব্ধি করতে ত্রিশ সেকেণ্ড লেগে গেল।

শরীরে ব্যথা অনুভব করছে রানা, ভাবল তাহলে বোধহয় আহত হয়েছি। ধাতস্থ হবার পর দেখল, শরীরের কোথাও কোন ক্ষত নেই। সরু একটা চেম্বারে রয়েছে ও। উল্টোদিকে আরেকটা দরজা। ওটা খুললেই মূল উত্তরমুখী রেললাইনটা দেখা যাবে।

হাতলটা ধীরে ধীরে ঘোরাল রানা। তেল দেয়া কজা, হঠাৎ খুলে যাওয়ায় ছোট্ট একটা হোঁচট খেয়ে বিশাল টানেলে ঢুকে পড়ল ও।

'স্বাগতম, ক্যাপটেন রানা, স্বাগতম। আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন আপনি। চোখ ভোলানো আতসবাজির আয়োজন মাত্র শেষ করে এনেছি আমরা। বন্ধুদের সঙ্গে আপনিও ব্যাপারটা উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।'

ঝকঝকে ফ্রেঞ্চ ট্রেনটার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মার্ক হেইডেগার। সঙ্গে চারজন লোক। পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ডে রানা দেখল একজনের হাতে উজি রয়েছে, শেষ কোচটার পিছনে চৌকো একটা প্যাকেট আটকাচ্ছে বাকি তিনজন, প্যাকেটটা থেকে তার বেরিয়ে চলে গেছে ট্রেনের সামনের দিকে। ট্রেনের ভেতর বন্দীদের কয়েকজনকেও দেখতে পেল ও, সর্বশেষ কোচের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। জার্মানীর চ্যান্সেলর ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন তাঁদের মধ্যে, ফর্সা মুখ ঝুলে পড়েছে।

'হাতের অস্ত্রটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখুন, মি. রানা। সাবধানে কিন্তু। আমরা চাই না ওটা থেকে গুলি বেরোক, চাই কি?' হেইডেগার এসএনসিএফ অ্যাটেনড্যান্টের ইউনিফর্ম পরে রয়েছেন, বাকি চারজনও তাই, তবে ইউনিফর্ম পরায় আগের চেয়েও বিদঘুটে লাগছে তাঁকে। 'আপনি আসায় সত্যি আমি খুশি হয়েছি, মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা এল। যদিও আপনার

ভীষণ রেগে আছি আমি, সত্যি খুব রেগে আছি। জেগে আছি অনেক কষ্টে, গ্যালন গ্যালন কফি খেয়ে। অস্ত্রটা, রানা। নামিয়ে রাখুন নিচে। হাতে বেশি সময় নেই, ডেটোনা। আমি ডিটোনেট করার আগেই এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চাই।'

তারপর অস্ত্রটা উল্টো করে নিল রানা, ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হচ্ছে, রেলের ক্যারিজের পিছনে দাঁড়ানো গ্রুপটার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি। রেললাইন থেকে যথেষ্ট দূরে ওর পা। হাতের পিস্তল টানেলের মেঝে স্পর্শ করল, একই সঙ্গে ওর ডান হাত স্পর্শ করল এইচএল-টোয়েনটির সেণ্ড বাটন। তিনবার চাপ দিল রানা—তিনটে ক্লিক। রেইলে পাওয়ার দাও।

এক সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না। তারপর পাঁচজনই, মাঝখানে হেইডেগার, শরীর থেকে ধোঁয়া ছেড়ে অদ্ভুত এক নাচ শুরু করল।

আগেই লক্ষ করেছে রানা, হেইডেগারের পা ছিল সেন্ট্রাল রেইলে, উজি ধরা লোকটার বাহু আঁকড়ে তাল সামলাচ্ছিলেন তিনি। বাকি তিনজন হাঁটু গেড়ে বসে শেষ কোচটার সরাসরি তলায় বিস্ফোরকের প্যাকেট আটকাচ্ছে। সবাই ওরা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে, আর অন্তত দু'জন হাঁটু গেড়েছে সেন্ট্রাল রেইল-এর ওপর।

প্রথমে গোটা দলটা যেন নিশ্চলমূর্তি বনে গেল, যেন জমাট বেঁধে গেছে। তারপর কাঁপতে শুরু করল সবাই। ওদের পায়ের চারধারে আগুনের ফুলকি ছুটছে। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ঢুকছে নাকে। আড়ষ্ট পুতুলের মত নাচছে ওরা—বেঁকে ধনুক হয়ে যাচ্ছে পিঠ, অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে, বাতাস লাগা ডালপালার মত ঝাপটা মারছে হাতগুলো। সবাইকে ঘিরে আছে নীল আগুন।

হেইডেগারের মুখ বিকৃত একটা মুখোশ হয়ে উঠল। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া, কুঁকড়ে মুখের অনেক গভীরে পিছিয়ে গেছে ঠোঁট, গোল মুখের চর্বি থরথর করে কাঁপছে।

বাকি চারজনের চুল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সবচেয়ে বীভৎস লাগল চুলবিহীন হেইডেগারের খুলি যখন পুড়তে শুরু করল। লালচে মাথার ওপর কেউ যেন ধীরে ধীরে কালো তরল মোম ঢেলে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা কতক্ষণ ধরে ঘটল বলতে পারবে না রানা। দেখল একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, যার যতটুকু অবশিষ্ট আছে, পুড়ছে তো পুড়ছেই, সেই সঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে অবিরত। তারপর এক সময় আবার সেণ্ড বাটনে চাপ দিল রানা। চারটে ক্লিক। রেইলের পাওয়ার বিচ্ছিন্ন করো।'

আপন মনে বিড়বিড় করল রানা, 'অ্যান অ্যাবসলিউট ইলেকট্রিফাইং এক্সপিরিয়েন্স।'

তারপর নাকে দুর্গন্ধ লাগায় বমি করল ও।

বারো

হেইডেগার মারা যাবার পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় অনেক ঘটনাই ঘটল। ফ্রেঞ্চরা সতর্ক করে দেয়ায় ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিসের একটা টিম মেইনটেন্যান্স টানেলে ঢুকে পড়ে, ফোকস্টোন প্রান্ত থেকে। হেইডেগারের তিনজন লোককে দেখতে পায় তারা, ধরা দেয় একজন, বাকি দু'জন গুলি খেয়ে মারা যায়। প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে চারটে এলএডব্লিউ-এইটি শর্ট রেঞ্জ অ্যান্টি-ট্যাংক সিস্টেমও আছে। যদিও মাত্র দুটো ফায়ার করা হয়েছে।

ভ্যাব ভেহিকেলের কাছে এসে ওরা দেখে, বিস্ময়করই বলতে হবে, ছ'জন ফরাসীই বেঁচে আছে, বলাই বাহুল্য তাদের মধ্যে কর্নেল দুঁবেও রয়েছেন। পরদিন তাঁকে দেখার জন্যে হাসপাতালে গেল রানা। গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি, তবে সেরে উঠবেন।

রানার দিকে সেই আগের মতই কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন কর্নেল। 'বুঝতে পারছি, গোটা ব্যাপারটার আপনি ইতি ঘটিয়েছেন, ক্যাপটেন রানা।' মনে হলো মুহূর্তের জন্যে একটু নরম হলো তাঁর চোখ। 'ধন্যবাদ। আমার ইউনিটের ও ফরাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ভাগ্য। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারা।' রানার হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওর কোন প্রশংসা প্রাপ্য হয়নি। ভাগ্য যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর মনে, জানে দক্ষতার তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

ইতিমধ্যে জানা গেছে ট্রেনের তলায় সেমটেক্স-টাইপ এক্সপ্লোসিভ আটকানো হয়েছিল, সব মিলিয়ে পাঁচশো পাউণ্ডের কম নয়। মোট দশটা বোমা, প্রতিটি প্যাকেটে পঞ্চাশ পাউণ্ড বিস্ফোরক। দশটা বোমাই পরস্পরের সঙ্গে ইলেকট্রনিক ডিটোনেটর-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। শেষ বোমাটা আটকাচ্ছিল ওরা, এই সময় টানেলে হাজির হয় রানা। তখনও অবশ্য ডিটোনেটর লাগানো হয়নি, তা যদি হত তাহলে ইলেকট্রিসিটির যে পালস-এ মারা গেছেন হেইডেগার সেটা একটা এক্সপ্লোসিভ রিঅ্যাকশন-এর কারণ সৃষ্টি করত, ফলে শুধু ট্রেনটাই ধ্বংস হত না, সেই সঙ্গে ওটার কাছাকাছি যারা ছিল কেউ তারা বাঁচত না।

ডিটোনেটর আর রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট পাওয়া গেল একটা আর্মারড কেসে, রানা যেখান দিয়ে টানেলে ঢুকছে তার কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে পড়েছিল। ধারণা করা হলো মেইনটেন্যান্স টানেল থেকে বোমাগুলো অ্যাকটিভেট করতে চেয়েছিলেন হেইডেগার, ইচ্ছে ছিল বিস্ফোরণের পর ছুটোছুটির মধ্যে পালাবার পথ করে নেবেন তিনি। আরও পরে জানা গেছে শ্যাম্পেনের বাক্স ভরে বিস্ফোরক ও অন্যান্য জিনিস ট্রেনে তোলা হয়েছিল।

মারভিন লংফেলো টেলিফোনে রানাকে বললেন, 'তুমি বেঁচে আছ, এটা আমাদের সবার পরম সৌভাগ্য।'

ঘটনার এক ঘণ্টা পর প্রেসকে জানানো হলো, একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ কাকটাসেস সিকিউরিটি পেনিট্রেট করে টানেলে ঢুকে পড়েছিল, ইউরোপিয়ান নেতাদেরকে হত্যা করার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায় তারা। এখন পর্যন্ত কেউ দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

ফ্রেঞ্চ যারা মারা গেছে তাদেরকে সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাহিত করা হলো চারদিন পর। রানা ও টটিনিকে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হলো না। আপাতত দু'জনকেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। ইউরোপে হেইডেগারের অসংখ্য ভক্ত রয়ে গেছে, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেলে ছাড়বে না তারা। রিটা কার্দোসা আর নোয়া ইসাবেলাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, সতর্ক করে দেয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক পুলিসকে।

হেইডেগারের মাত্র তিনজন লোক ধরা পড়েছে, তাদেরকে দিনের পর দিন ইন্টারোগেট করা হচ্ছে। রানা ও টটিনিকেও মার্কিন ও ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসতে হলো। হেইডেগারের লোকজনের নাম, চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি দরকার তাদের।

চার্টার করা একটা প্লেনে চড়ে টটিনিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে এল রানা ক'দিনের জন্যে, ভার্জিনিয়ায় এসে রুবাকে সমাহিত করার অনুষ্ঠানে যোগ দিল। রুবার বাবা ভার্জিনিয়ার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বিষণ্ণ পরিবেশ, সবাই ম্রিয়মাণ, রানা অনুমতি চাইল রুবার প্রিয় একটা কবিতা থেকে ক'লাইন আবৃত্তি করবে। প্রথমে কর্কশ শোনাল ওর গলা, তারপর ধীরে ধীরে কোমল হলো। রানা পড়ল—

'দে শ্যাল নট গ্রো ওল্ড, অ্যাজ উই দ্যাট আর লেফট গ্রো ওল্ড:
এজ শ্যাল নট উয়্যারি দেম, নর্ দা ইয়ারস কনডেম।
অ্যাট দা গোয়িং ডাউন অভ দা সান অ্যাণ্ড ইন দা মর্নিং
উই উইল রিমেমবার দেম।

ফ্রান্সে ফিরে এল ওরা। ওখানে তখন ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের নিয়ে গঠিত কয়েকটা ইন্টারোগেশন টিম মার্ক হেইডেগারের পরিচিত বা তাঁকে চিনত এমন সব লোককে জেরা করছে।

ক'দিন পর লণ্ডনে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেফ হাউসে দু'হপ্তা থাকতে হবে। ওখানে বসে রিপোর্ট লিখল রানা, কপি করল দুটো—একটা দেবে মারভিন লংফেলোকে, অপরটা চলে যাবে ঢাকায়, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে।

দু'হপ্তা পর সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে এল ওরা, মারভিন লংফেলো তাঁর নিজের অফিসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওরা পৌঁছুতেই কয়েকটা খবর দিলেন তিনি।

ফ্রেঞ্চ সরকার ওদেরকে Croix de Guerre পদকে ভূষিত করেছেন। আর হার ম্যাজেস্টি কুইন মাসুদ রানাকে একটা কেবিই ও মার্থা টটিনিকে একটা অনারারি ডিবিই দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। যথাযথ শ্রদ্ধা জানাবার পর

দু'জনেই শেষ দুটো সম্মান প্রত্যাখ্যান করল। ফ্রেঞ্চ পদকগুলো অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই, মারভিন লংফেলোর চেম্বারে, ফ্রেঞ্চ অ্যামব্যাসাডর পরিয়ে দিলেন ওদেরকে।

আরও একটা সুখবর পাওয়া গেল। ফ্রান্স ছেড়ে পালাতে গিয়ে এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে রিটা কদেমি ও নোয়া ইসাবেলা।

সেদিন সন্ধ্যায় টর্টিনিকে ডিনার খেতে নিয়ে গেল রানা, প্রতিশ্রুতি অনুসারে, একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁতে।

***

BY

BELAL AHMED